সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে

কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যায়ের কলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি. উপাধি

প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রদেয় গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক

দেবাশীষ নস্কর

নিবন্ধনক্রম : A00SA1200220

বর্ষ : ২০১৮-২০১৯

তত্ত্বাবধায়িকা

ড. শিউলি বসু

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫

Saṃskr̥tasāhitya o Bhāratīya Lokasaṃskr̥tir(a) Aṅgarūpe Kumāra Kārttikeya : Ekaṭi Samīkṣā

A Thesis submitted to the Faculty of Arts Jadavpur University in partial fulfilment for the Award of the Degree of

Ph.D in sanskrit

Submitted by

Debasish Naskar

Registration No : A00SA1200220

Year : 2018-2019

Under the Supervision of

Dr. Shiuli Basu

Professor, Dept. Of Sanskrit

Jadavpur University

Dept. Of Sanskrit

Jadavpur University

2025

Certificate

Certified that the Thesis entitled **সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা**, submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Shiuli Basu, Professor, Department of Sanskrit, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

---------- ----------

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

Dated : Dated :

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সন্দর্ভের প্রারম্ভে মাতা সরস্বতীর চরণকমলে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং তাঁর কৃপা প্রার্থনা করি। এই গবেষণা-সন্দর্ভটি প্রায় পঞ্চ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এই পরিশ্রম কেবলমাত্র গবেষকের স্বকীয় নয়। সুতরাং এর নেপথ্যে স্থিত ব্যক্তিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার একান্ত প্রয়োজনীয়। এটি রূপায়ণে এবং সমাপ্তির পশ্চাতে যাঁর সাহায্য সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ড. শিউলি বসু মহাশয়া। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, নির্দেশনা ও অমূল্য উপদেশে সন্দর্ভটি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও শতকোটি প্রণতি। অনন্তর যাঁদের অবদান স্বীকার করতে হয়, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপিকা মণিদীপা দাস ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ্বর সিনহা মহাশয়। যাঁরা তাঁদের অমূল্য সময় ও নির্দেশ প্রদান করে গবেষণা-সন্দর্ভকে ও আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এনাদের প্রতিও সশ্রদ্ধা প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। বিশেষত, অধ্যাপিকা মণিদীপা দাস মহাশয়াকে, যিনি গবেষণা কার্যের অগ্রগতির প্রত্যেকটি পদক্ষেপে নবদিশা দেখিয়েছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের সকল আধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ গবেষককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করার জন্য তাঁদের প্রতি গবেষকের আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রণাম। বিশেষত, অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়াকে, যিনি কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও আন্তর্জালিক মাধ্যমে বিষয় নির্বাচনে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন এবং অধ্যাপক ড. অশোক কুমার মাহাত মহাশয়কে, যিনি সদা সর্বদা শান্ত মস্তিষ্কে গবেষণার অগ্রগতিতে এবং আনুষাঙ্গিক সমস্ত কার্যে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও দেবদাস মণ্ডল, চিন্ময় মণ্ডল, বিকাশ সরদার, দেবার্চনা সরকার, স্বর্গীয়া ঋতা চট্টোপাধ্যায়, তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাই। বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক সুমিষ্টভাষী শ্রুতি মল্লিক ও নিমাই সরদারের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে নানা প্রকার বই প্রদান ও নির্দেশের মধ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

অন্তিমে আমি যাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ তাঁরা হলেন - আমার পরমপূজ্য পিতা-মাতা, অগ্রজ ভ্রাতা দেবদাস নস্কর, দিদি-জামাইবাবু ও প্রাণপ্রিয়া মৌমিতা-কে, যাঁরা সাফল্যে-ব্যর্থতায় সদা সর্বদা পরম স্নেহে আমাকে অনুপ্রেরণা প্রদান করেছেন এবং বর্তমানেও নিরন্তর করে চলেছেন। বিশেষত, বটবৃক্ষের ন্যায় পশ্চাতে স্থিত অগ্রজ ভ্রাতার স্নেহ ও আশ্রয় ব্যতীত গবেষকের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন হয়ত স্বপ্নেই রয়ে যেত। এতদ্ব্যতীত গবেষক যাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ, তাঁরা হলেন অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী, অধ্যাপিকা তপতী মুখার্জি, অধ্যাপক সৌমজিৎ সেন, অধ্যাপক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৌশিক সরকার, ড. মহাদেব দাস, ড. আদিত্য নারায়ণ বর্মন, ড. দেবাশীষ পাত্র, ড. অশোক মন্ডল, ড. দেবর্ষি ভদ্র, অরূপ ঘোষ এনাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে যথাস্থানে অত্যন্ত স্নেহ, ভালোবাসা ও প্রণতি।

ধন্যবাদান্তে

দেবাশীষ নস্কর

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শংসাপত্র :	
কৃতজ্ঞতা স্বীকার :	
ভূমিকা :	১-১১
প্রথম অধ্যায় :	
বৈদিকসাহিত্যে, বাল্মীকীয় *রামায়ণে*, বৈয়াসিক *মহাভারতে* কুমার কার্ত্তিকেয় :	১২-৩৮
১.১. বৈদিকসাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়	১২-১৭
১.২. বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ শিবপুত্র কার্ত্তিকেয়	১৭-২০
১.৩. বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ পার্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয়	২০-৩২
দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত পুরাণসমূহে কুমার কার্ত্তিকেয় :	৩৯-৮৬
২.১. *পদ্মপুরাণ*-এ কৃত্তিকাসুত বৃত্তান্ত	৪২-৪৭
২.২. বিষ্ণুপুরাণ-এ অগ্নিকৃত্তিকাসুত বৃত্তান্ত	৪৮
২.৩. *শিবপুরাণ*-এ অগ্নিপুত্র বৃত্তান্ত	৪৮-৫৪
২.৪. *বায়ুপুরাণ*-এ গঙ্গাতনয় বৃত্তান্ত	৫৪-৫৬
২.৫. *বরাহপুরাণ*-এ কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্ত	৫৬-৫৯
২.৬. *স্কন্দপুরাণে* রুদ্রপুত্র বৃত্তান্ত	৫৯-৬৫
২.৭. *মৎস্যপুরাণ*-এ শিখিধ্বজ বৃত্তান্ত	৬৫-৬৯
২.৮. *কালিকাপুরাণ*-এ অম্বিকেয় বৃত্তান্ত	৬৯-৭৩

২.৯. *গণেশপুরাণ*-এ শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় ৭৩-৭৭

২.১০. পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্তের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা ৭৭-৭৮

তৃতীয় অধ্যায় : *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয় : ৮৭-১৫৮

৩.১. মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় ৮৭-১১০

৩.২. কবি শ্রী রেবাপ্রসাদ্বিবেদীর *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে প্রাপ্ত তারকহন্তা কার্ত্তিকেয় ১১০-১৩৪

৩.৩. *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা ১৩৪-১৪৪

৩.৪. উভয় মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমার চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা ১৪৪-১৪৭

চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য সংস্কৃত রচনায়, মুদ্রায় ও অভিলেখে প্রাপ্ত কুমারকার্ত্তিকেয় : ১৫৯-১৯৭

৪.১. মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* নাটকে চৌরদেবতা স্কন্দ ১৫৯-১৬০

৪.২. মহাকবি অশ্বঘোষের রচনায় কুমার কার্ত্তিকেয় ১৬০-১৬১

৪.৩. মহাকবি কালিদাসের রচনায় হর-পার্বতীতনয় কুমার ১৬১-১৬৩

৪.৪. শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে চৌরাচার্য কার্ত্তিকেয় ১৬৩-১৬৪

৪.৫. মহাকবি ভারবির *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় ১৬৪-১৬৫

৪.৬. মহাকবি ভবভূতির রচনায় মহাবীর কার্ত্তিকেয় ১৬৫-১৬৭

৪.৭. সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্যে শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় ১৬৭-১৬৮

৪.৮. মঙ্গল কবির *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিগ্রন্থে ষণ্মুখ কুমার ১৬৮-১৭১

৪.৯. সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর* নামক সংস্কৃতগল্পগ্রন্থে অগ্নি-গঙ্গা-রুদ্রতনয় ১৭১-১৭৪

৪.১০. *স্তোত্রার্ণব* নামক স্তোত্রগ্রন্থে প্রভু কার্ত্তিকেয় ১৭৪-১৮৮

৪.১১. *বনগতা গুহা* নামক আধুনিক সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যে স্কন্দ ১৮৮-১৮৯

৪.১২. বিবিধ মুদ্রায় ও অভিলেখে মহাসেন ১৮৯-১৯২

পঞ্চম অধ্যায় : ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : ১৯৮-২৩৬

৫.১. লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, উপাদান ও প্রেক্ষাপট ১৯৮-২০৭

৫.২. ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় ২০৭-২৩২

৫.২.১. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিক ২০৭-২১৪

৫.২.২. দক্ষিণভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে মুরুগান ২১৪-২৩২

ষষ্ঠ অধ্যায় :

কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরিত্রের ক্রমবিবর্তন, বিভিন্ন নামের পরিচয় ও মহিমা কীর্তন : ২৩৭-২৫৮

৬.১. কুমার কার্ত্তিকেয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিবর্তন ২৩৭-২৩৮

৬.২. কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিভিন্ন নাম ও তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৩৮-২৪৮

৬.২.১. বাল্মীকিয় *রামায়ণ*-এ প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় ২৪১-২৪৩

৬.২.২. বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় ২৪১-২৪৩

৬.২.৩. পৌরাণিক গ্রন্থে প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় ২৪১-২৪৩

৬.২.৪. বঙ্গপ্রদেশে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ কুমারের নামের পরিচয় ২৪৩-২৪৪

৬.২.৫. দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় ২৪৫-২৪৮

৬.৩. বঙ্গপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত কুমারের নামের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ ২৪৮

৬.৪. কুমার কার্ত্তিকেয়ের দৈবিক মাহাত্ম্য ২৪৯

৬.৫. লোকসংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব বিষয়ে কয়েকটি সাক্ষাৎকার ২৫০-২৫৫

উপসংহার : ২৫৯-২৭০

গ্রন্থপঞ্জি : ২৭১-২৭৬

পরিশিষ্ট ২৭৭-২৮৫

ভূমিকা

সুপ্রাচীন ঋগ্বৈদিকযুগ থেকে মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করে আসছে। জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কিন্তু তাঁরা যখন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজেদের আয়ত্বে আনতে অক্ষম হলেন, তখন থেকে সেই সকল শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করতে শুরু করলেন। যেমন - অতিবৃষ্টি ও খরার থেকে রক্ষা পেতে জলদেবতা বরুণদেব, বজ্রপাত থেকে বাঁচতে ইন্দ্রদেব, প্রচণ্ড তাপ থেকে নিস্তার পেতে অগ্নিদেব, প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজন ও বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে অগ্নিদেবকে পূজা করতেন। অর্থাৎ মানুষ্যগণ তাদের প্রয়োজনে সুপ্রাচীনকাল থেকে অলৌকিক তথা প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা করে আসছেন। দেবতা বিষয়ে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন -

> ত্রিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুর্বেন্দ্রো বা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ।[১]

বৈদিকযুগের দেবতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে - ১. পৃথ্বীস্থানীয়(অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি), ২. দ্যুস্থানীয়(বায়ু), ৩. অন্তরীক্ষস্থানীয়(ইন্দ্র)। এই বিভাগগুলি থেকে পরবর্তীকালে স্বর্গীয় ও লৌকিক দেবতার ধারণা আসে। লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্য বারাঠাকুর, মা শীতলা, মা মনসা প্রভৃতি। প্রাচীনকালে মূর্তিপূজার প্রচলন তেমনভাবে না থাকলেও বর্তমানে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

'ধ্রিয়তে অনেনেতি ধর্মঃ'। 'ধৃ'-ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ 'ধারণ করা'। অর্থাৎ যার দ্বারা বস্তু মাত্রই নিজ স্বরূপে অবস্থিত হয়, তাকে সেই বস্তুর ধর্ম বলে। যেমন - জলের ধর্ম শৈত্য, তরলতা, স্বচ্ছতা, অগ্নির ধর্ম দহন, উত্তাপ, আলোক ইত্যাদি। যার দ্বারা মনুষ্য নিজস্বরূপে স্থিত হয়, যার দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে পারে, মনুষ্য জীবন স্বার্থক হতে পারে তাকে ধর্ম বলে। সহজ কথায় নৈতিক মার্গে কর্মই হল ধর্ম, এর বিপরীত হল অধর্ম। ধর্ম হল সাধনার বিষয়। ধর্ম অন্বেষণ করতে হবে মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে। এই বাণীগুলির ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ঈশ্বর

দ্রষ্টা মহাপুরুষরাই করতে পারেন। বাল্মীকি, ব্যাসদেব প্রভৃতি ঋষিদের বাণী মূর্ত হয়েছে সনাতন হিন্দুধর্মে। যেসমস্ত গ্রন্থে এই বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলি হিন্দুশাস্ত্র নামে পরিচিত। যেমন - বেদ, উপনিষদ, গীতা, স্মৃতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি।

যদিও উক্ত গ্রন্থগুলিতে ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করেছেন। বেদে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের লক্ষণ না থাকলেও আচার্য মনু তাঁর *মনুসংহিতা* গ্রন্থে বেদকেই সমগ্র ধর্মের মূল রূপে স্বীকার করেছেন।[২] আচার্য জৈমিনি ধর্ম বলতে বৈদিকী শ্রুতি-নির্দেশিত কোন কাঙ্ক্ষিত ফলকে বুঝিয়েছেন -

চোদনালক্ষণোঽর্থ ধর্ম।[৩]

তৈত্তিরীয়োপনিষদ-এ সত্য বলা এবং ধর্মচারণ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সৎপথে সত্য কথা বলার মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণ করার কথা বলা হয়েছে।

সত্যং বদ ধর্মং চর।[৪]

ধর্মশাস্ত্রকার আচার্য মনু তাঁর *মনুসংহিতা* গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন -

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ যো ধর্মস্তং নিবোধত।।[৫]

অর্থাৎ ঘৃণা ও পক্ষপাত বিবর্জিত হয়ে বিবেকের অনুশাসন মান্য করে নীতিপরায়ণ হয়ে নিয়মিত যে কর্ম করেন, সেটিই হল ধর্ম।

ধর্মশাস্ত্রকার আচার্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* গ্রন্থে ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন -

দেশ-কাল-উপায়েন দ্রব্যং শ্রাদ্ধাসমন্বিতম্।
পাত্রে প্রদীয়তে যত্তৎসকলং ধর্মলক্ষণম্।।[৬]

অর্থাৎ দেশ, কাল, শাস্ত্রবিধিতে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহে যুক্ত হয়ে শাস্ত্রবিহিত পাত্রে যা কিছু দান করা হয়, সেটি ধর্ম। এখানে শাস্ত্রবিহিত কর্মের পালনকেই ধর্ম বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

কামন্দকীয় নীতিসার-এ ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে -

যমার্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ।

স ধর্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে।।[৭]

অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যে কাজের প্রশংসা করে সেটি ধর্ম এবং এর বিপরীত যা কিছু তা সবই অধর্ম। সুতরাং ধর্ম বলতে এককথায় মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ, সেটি অনুশাসন মেনে করলে ধর্ম, না করলে অধর্ম।

হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা ও ধারণা বিচিত্র হওয়ায় তাঁদের উপাসনার পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিশেষভাবে বঙ্গপ্রদেশের লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যা বহুত্বের কারণে 'বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ' পরিলক্ষিত হয়। এগুলির মধ্য অন্যতম পার্বণ হল কুমার কার্ত্তিকেয়ের পূজা। তিনি বঙ্গসমাজে কার্ত্তিক নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। তিনি দক্ষিণভারতে মুরুগণ নামে বহু প্রসিদ্ধ দেবতারূপে পরিচিত। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। কুমার কার্ত্তিকেয় একজন পৌরাণিক যুদ্ধদেবতা তথা তারকাসুরের বধকারী দেবসেনাপতি রূপে অধিক পরিচিত হলেও বৈদিকসাহিত্যে, লৌকিক সংস্কৃতসাহিত্যেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য তিনি লোকসমাজে আগ্নেয়, স্কন্দ, গাঙ্গেয়, কৃত্তিকাসুত, অম্বিকেয়, শিখিধ্বজ, বাহুলেয়, কৌঞ্চরতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপাণি, বিশাখ, ষড়ানন, গুহ, ষান্মাতুর, কুমার, মহাসেন, কুক্কুটধ্বজ, নৈগমেয় প্রভৃতি নামে পরিচিত। বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত *ঋগ্বেদ*-এর বহু মন্ত্রে 'কুমার' শব্দটি পাওয়া যায়। বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দর্শিত হয়েছে। বৈয়াসিক *মহাভারতের* বনপর্বে, শল্যপর্বে, অনুশাসনপর্বে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দর্শিত হয়। বহু পুরাণ গ্রন্থে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। যেমন - *পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গণেশপুরাণ* প্রভৃতি পুরাণসমূহে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত ও মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য এবং আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর(১৯৩৫-২০২১) *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের পূর্ণ বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। এছাড়াও মহাকবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে, মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* ত্রোটকে, *মেঘদূত* গীতিকাব্যে, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে, ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকে, সুবন্ধুর *বাসবদত্তা*

গদ্যকাব্যে, মঙ্গলকবির *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিকাব্যে, গল্পকার সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর, স্তোত্রার্ণব* নামক স্তোত্রগ্রন্থে, আধুনিককালের সংস্কৃত কবি গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদকের *চোরচত্বারিংশীকথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থে, বিলসদ প্রস্তরশিলালেখতে ও হবিষ্ক-যৌধেয়দের কিছু মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে ভারতবর্ষের বহু স্থানে বিশেষত বঙ্গপ্রদেশ ও দক্ষিণভারতের তামিল লোকসংস্কৃতিতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করা হয়। বঙ্গপ্রদেশের বহু জেলায় সাড়ম্বরে এই পূজা করা হয়। দক্ষিণভারতে বিশেষত তামিলনাড়ুর প্রধান দেবতা হলেন মুরুগন। এখানে বহু মুরুগন মন্দির বর্তমান রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলি সম্যক্ অনুসন্ধানপূর্বক **"সংস্কৃতসাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা"** নামক আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

❖ **বিষয় নির্বাচনের নেপথ্যে কারণ :**

স্নাতকস্তরে মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য পঠনকালে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ জন্মায়। ছোটবেলায় বাড়িতে বা গ্রামের অন্যস্থানে বলিষ্ঠ পুত্র সন্তান প্রাপ্তির আশায় নবদম্পতীগণ কর্তৃক কার্ত্তিকেয়ের পূজা করতে দেখতাম, এছাড়া দুর্গাপূজার সময় মা দুর্গার সঙ্গে ময়ূরের উপর তীর-ধনুক হস্তে কার্ত্তিকেয়কে দেখতাম। সাহিত্য ও সমাজে উভয় ক্ষেত্রে কুমার কার্ত্তিকেয়ের এই অবাধ বিচরণ তাঁর বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। তাঁকে সাধারণভাবে হর-পার্বতীর পুত্ররূপে জানতাম কিন্তু পরবর্তীকালে বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত* পঠনকালে লক্ষ্য করি তাঁর জন্ম স্বাভাবিকভাবে পার্বতীর গর্ভ হতে হয়নি। পৌরাণিক সাহিত্যেও তাঁর জন্ম নিয়ে নানা মতের অনুসন্ধান পাই। সাধারণভাবে তিনি আইবুড়ো বা অবিবাহিত বা ব্রহ্মচারী হিসাবে পরিচিত কিন্তু পরে জানা যায়, তাঁর দেবসেনা মতান্তরে ষষ্ঠী নামে পত্নী বর্তমান এবং দক্ষিণভারত তথা তামিলদের নিকট প্রচলিত যে তিনি বল্লী নামক দক্ষিণভারতীয় উপজাতীয় এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে তাঁর বিষয়ে ক্রমশ আগ্রহ বৃদ্ধি

পেতে থাকে। তাঁর প্রভাব একদিকে যেমন সাহিত্যে রয়েছে, অন্যদিকে সমাজেও রয়েছে, যেটি উক্ত বিষয় চয়নের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ।

❖ **গবেষণার উদ্দেশ্য :**

কুমার কার্ত্তিকেয়ের দৈবিক মাহাত্ম্যের জন্যই সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মনুষ্যজাতি তাঁর উপাসনা করে আসছেন। এমনকি তিনি স্বর্গীয় সেনাপতি হওয়ার কারণে সমস্ত দেবতাগণ, গান্ধর্বগণ, যক্ষগণ তাঁর পূজা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কুমার কার্ত্তিকেয় অন্যান্য প্রধান দেবতাদের ন্যায় প্রভাবশালী হলেও তিনি মর্ত্যলোকে বেশ কয়েকটি স্থান ছাড়া সেভাবে পূজিত হননা। বর্তমানে তাঁর মহিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই গবেষণা সন্দর্ভে তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং ভারতীয় বর্তমান সমাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে। স্কন্দ একদিকে যেমন তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুমার কার্ত্তিকেয় এমন এক চরিত্র যার প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, ইংরাজি, বাংলা, তামিল সাহিত্যে বহু কবি তাঁদের রচনায় ভগবান কার্ত্তিকেয়কে উপজীব্য করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় তাঁর নানা প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, যা ভবিষ্যতে মুদ্রা বিষয়ে আগ্রহী গবেষকদের মার্গদর্শন করতে সাহায্য করবে। নানা গুণের সমাবেশে বৈচিত্র্যময় চরিত্রের জন্য অঙ্কন সাহিত্যে তাঁর নানা প্রকার চিত্রের সমাবেশ দর্শিত হয়। তাঁর চরিত্রের নানা গুণাবলী বর্তমান যুবসমাজের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারে। যেমন - তাঁর পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, বিনয়, প্রভুভক্তি, সর্বোপরি তিনি একজন আদর্শ প্রেমিক ও আদর্শ স্বামী ছিলেন, যা সংস্কৃতসাহিত্যে ও বিশেষভাবে আধুনিকসংস্কৃতসাহত্যের প্রসিদ্ধ কবি শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়।

❖ **পূর্বকৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :**

কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে পূর্বকৃত গবেষণা কার্য ও প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কালক্রমে নিম্নে আলোচিত-

১. The Early Cult of Skanda in North India: From Demon to Divine Son : উপরি উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভটির প্রথম তিনটি অধ্যায়ে স্কন্দের জন্ম বিষয়ে সংক্ষেপে সাহিত্যিক আলোচনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন মুদ্রায় স্কন্দের প্রসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. A Study of Skanda Cult. :

এই গবেষণা-সন্দর্ভটির প্রথম চারটি অধ্যায়ে সংস্কৃতসাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং অন্তিমে অতিসংক্ষেপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত স্কন্দ বিষয়ক তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. The Cult of Skanda-kartikeya in Ancient India :

উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভটির প্রথম দুটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে বৈদিক সাহিত্য, মহাকাব্য, দক্ষিণভারত ও কার্ত্তিকেয়ের বিভিন্ন মূর্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

৪. कुमारविजयम् महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन :

উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভে শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ও কাব্যতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির বিশদে ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল -

বিষয়	গবেষক	তত্ত্বাবধায়ক	বিভাগ	বিশ্ববিদ্যালয়	সাল
The Cult of Skanda-Kārttikeya in Ancient India	Asim Kumar Chatterjee	D. Mukherjee	Ancient Indian History and Culture	Calcutta University	1967

The Early Cult of Skanda in North India : From Demon to Divine Son.	Richard. D. Mann	Prof. Phyllis E. Granoff	The School of Graduate Studies	McMaster University	2003
A Study of Skanda Cult	S.S. Rana	Prof. Satya Vrat Sastri	Sanskrit	University of Delhi	1994
कुमारविजयम् महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन	नरोत्तम	सविता रास्तोगी	संस्कृत	जीवाजी विश्वविद्यालय	2018

উক্ত গবেষণা-সন্দর্ভ গুলিতে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে আলোচনা করা হলেও আলোচ্য গবেষণা-সন্দর্ভে প্রাচীন এবং আধুনিক সংস্কৃত কাব্য ও মহাকাব্যে কুমার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে তামিল ও বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা উপরি উক্ত প্রবন্ধগুলিতে অনুপস্থিত। সর্বোপরি বাংলা ভাষায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপর কোন গবেষণা-সন্দর্ভ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। খুব সম্ভবত এটি কার্ত্তিকেয়ের উপর লিখিত প্রথম গবেষণা-সন্দর্ভ হতে চলেছে, যেখানে একটি সন্দর্ভের মধ্যে তাঁর বিষয়ে প্রায় সমস্ত তথ্য উপস্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে। বিদ্বানগণের মনোগ্রাহী হলে এই পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করবে।

❖ **অধ্যায় বিভাজন :**

✓ ভূমিকা :

✓ প্রথম অধ্যায় : বৈদিকসাহিত্যে, বাল্মীকীয় *রামায়ণে,* বৈয়াসিক *মহাভারতে* কুমার কার্ত্তিকেয়।

- ✓ দ্বিতীয় অধ্যায় : নির্বাচিত পুরাণসমূহে কুমার কার্ত্তিকেয়।
- ✓ তৃতীয় অধ্যায় : *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়।
- ✓ চতুর্থ অধ্যায় : অন্যান্য সংস্কৃত রচনায়, মুদ্রায় ও অভিলেখে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়।
- ✓ পঞ্চম অধ্যায় : ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয়।
- ✓ ষষ্ঠ অধ্যায় : কুমার কার্ত্তিকেয়ের চারিত্রিক বিবর্তন, নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধান ও তাঁর মহিমা কীর্তন এ সাক্ষাৎকার।
- ✓ উপসংহার :
- ✓ গ্রন্থপঞ্জি :
- ✓ পরিশিষ্ট :

❖ **অধ্যায় ভিত্তিক বিষয়বস্তু :**

- ✓ **প্রথম অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে বৈদিকসাহিত্যে, বাল্মীকীয় *রামায়ণে,* বৈয়াসিক *মহাভারতে* কুমার কার্ত্তিকেয়ের পরিচয়, প্রাপ্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও সর্বোপরি কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎস তথা জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- ✓ **দ্বিতীয় অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে পুরাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নির্বাচিত পুরাণসমূহে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। যথা -*পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গণেশপুরাণ* প্রভৃতি। এছাড়াও উক্ত পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্তের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ✓ **তৃতীয় অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* ও শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত, উভয় মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্তের তুলনাত্মক সমীক্ষা এই অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হয়েছে।

- ✓ **চতুর্থ অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে অন্যান্য সংস্কৃত রচনায় প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন - মহাকবি ভাসের রচনায়, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনায় কুমার কার্ত্তিকেয়, মহাকবি কালিদাসের রচনায় কুমার কার্ত্তিকেয়, *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে, মহাকবি ভবভূতির রচনায়, সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* নামক গদ্যকাব্যে, *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিগ্রন্থে, সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর* নামক সংস্কৃত গল্পগ্রন্থে, স্তোত্রগ্রন্থে, মুদ্রা ও শিলালেখে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।
- ✓ **পঞ্চম অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা, বঙ্গীয় ও দক্ষিণভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় তথা ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গপ্রদেশের বিখ্যাত বেশ কয়েকটি কার্ত্তিকেয় পূজার বর্ণনা করা হয়েছে এবং দক্ষিণ ভারতে তাঁর বিভিন্ন মন্দির ও উৎসবানুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- ✓ **ষষ্ঠ অধ্যায় :** এই অধ্যায়ে কুমার কার্ত্তিকেয় চারিত্রিক বিবর্তন, নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধান, কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিভিন্ন নামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর মহিমা কীর্তন বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ **উপসংহার :** এই অংশে উক্ত অধ্যায়গুলির সামগ্রিক মূল্যায়ণ এবং বর্তমান সমাজে কুমার কার্ত্তিকেয় কতখানি প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- ✓ **পরিশিষ্ট :** এই অংশে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত চিত্র এবং সংগৃহীত চিত্রের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

❖ **গবেষণার সীমাবদ্ধতা :**

গবেষণা-সন্দর্ভটিতে বর্গীয় ৰ-এর ব্যবহার টাইপিং ও ফ্রন্টের কারণে সর্বক্ষেত্রে ব্যববহার করা সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্র ব-এর ব্যবহার হয়েছে। পুরাণসমূহের কালবিষয়ে যেহেতু পণ্ডিতমহলে বিবাদের অন্ত নেই সেক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরাণে প্রদত্ত সময়ক্রম বিষয়ক শ্লোককে ধরে এবং রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরার *Studies in the Purânic Records on Hindu Rites and Customs* গ্রন্থের সাহায্যে ক্রমানুসারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কম-বেশী কুমার কার্ত্তিকেয়ের

উপাসনা করা হলেও দক্ষিণ ভারত ও বঙ্গপ্রদেশে সাড়ম্বরে তাঁর পূজা করা হয়। তাই দক্ষিণভারত ও বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিশেষভাবে কুমারকে দেখানো হয়েছে। যেহেতু ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের বর্ণনা থাকায় নামকরণে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বলা হয়েছে।

❖ **গবেষণা পদ্ধতি ও লেখন প্রণালী :**

সুপ্রাচীন *ঋগ্বেদ* থেকে প্রারম্ভ করে আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্র কম-বেশী কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সকল তথ্য যথাযথভাবে অনুশীলন পূর্বক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এই গবেষণা সন্দর্ভে প্রতিপাদন করা হয়েছে। কেবলমাত্র সাহিত্যের এই সীমায় আবদ্ধ না থেকে লোকসমাজে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে মানুষের আধ্যাত্মিকতায় তিনি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছেন সেই বিষয়েও বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্তিমে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে বেশকিছু সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, যা থেকে তাঁর বিষয়ে নতুন বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গবেষণাপ্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে কালপুরুষ ফ্রন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রন্টের পরিমাপ ১৪ এবং তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১১ ব্যবহার করা হয়েছে। লেখার ক্ষেত্রে ফ্রন্টের সমস্যার কারণে সর্বত্র অন্তঃস্থ 'ব'-এর ব্যবহার করা হয়েছে, বর্গীয় 'ৰ' এর ব্যবহার করা হয়নি।

গবেষণা সন্দর্ভে 'MLA Handbook, 8th Edition' এর নিয়মানুসারে লিখিত হয়েছে। তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে অন্ত্যটীকা ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাপ্রবন্ধে গ্রন্থের সাংকেতিক নাম ব্যবহার করা হয়নি, তাই সংকেতসূচীও সংযোজিত করা হয়নি। কেবলমাত্র 'পৃ.' শব্দের দ্বারা 'পৃষ্ঠা সংখ্যা' কে নির্দেশ করা হয়েছে।

❖ **সাক্ষাৎকার গ্রহণ :**

কার্ত্তিকেয়ের পূজাপদ্ধতি, মাহাত্ম্য, লোকসংস্কৃতি ও ব্রতাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার সরাসরি নেওয়া হয়েছে, কিছু সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ কার্ত্তিকেয়ের চিত্র সংগ্রহ :

গবেষণা সন্দর্ভের সঙ্গে সম্পর্কিত বহু চিত্র ও ভিডিও সরাসরি অথবা, বই, গবেষণাপত্র, ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছবি বা ভিডিও কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে উল্লেখপঞ্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

❖ উল্লেখপঞ্জি :

১. *নিরুক্ত,* ৭/২/৫।

২. বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্। *মনুসংহিতা* , ২/৬।

৩. *পূর্বমীমাংশা,* ১/১/২।

৪. *তৈত্তিরীয়োপনিষদ,* ১/১১।

৫. *মনুসংহিতা,* ২/১।

৬. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা,* ১/৬।

৭. *কামন্দকীয় নীতিসার,* ৬/৭।(নীতিসার কামন্দকীয়(শঙ্করাচার্য কৃত জয়মঙ্গলা ব্যাখ্যা সহিত)। সম্পা. টি. গণপতি শাস্ত্রী

কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বা উৎস যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে দেখা যায়, সুপ্রাচীন বৈদিক-সাহিত্যে, বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ তাঁর প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। সর্ব প্রথম বৈদিক-সাহিত্যে তাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হল -

বিদ্-ধাতুর সঙ্গে অচ্-প্রত্যয় যোগে 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এর অর্থ হল - 'পরম জ্ঞান'। বেদ আগম, শ্রুতি, ছন্দস্, ত্রয়ী নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদকে একত্রে ত্রয়ী বলা হয়। ঋষি আপস্তম্ব বেদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন -

'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।'[১]

অর্থাৎ বেদ হল মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমষ্টি। মন্ত্রভাগের অপর নাম সংহিতাভাগ। ব্রাহ্মণভাগকে তিনভাগে ভাগ করা যায় - ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ড ও উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড নামে পরিচিত।

আচার্য মনু বেদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন -

'বেদোঽখিল ধর্মমূলম্।'[২]

অর্থাৎ বেদ হল সমগ্র ধর্মের মূল বিষয়। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে বেদ হল -

'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্ট পরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থ বেদয়তি স বেদঃ।'[৩]

অর্থাৎ ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় বিষয়ে যে গ্রন্থ অবগত করায়, তাই বেদ।

১.১. বৈদিকসাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয় :

কুমার কার্ত্তিকেয় বর্তমানে একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতারূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত। কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎস যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রাক্ বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে অস্তিত্ব না থাকলেও তাঁর নাম নানা বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশ্বের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ *ঋগ্বেদ*-এর পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে -

কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুব্ধং গুহা বিভর্তি ন দদাতি পিত্রে।

অনীকমস্য ন মিনজ্জনাসঃ পুরঃ পশ্যন্তি নিহিতমরতৌ।।

কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান।

পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধার্পশ্যঞ্জাতং যদসুত মাতা।।[৪]

অর্থাৎ কুমারকে উৎপন্নকারী যুবতী মাতা মার্গে সঞ্চরণকারী কুমারকে তাঁর পিতাকে না দিয়ে গুহার মধ্যে গোপনীয় স্থানে রেখে আসেন, কিন্তু এর ফলে জনগণ তাঁর হিংসিত রূপ দেখতে পেলেন না। কিন্তু তাঁকে অরণিস্থানে স্থাপন করলে যথাসময়ে তাঁর রূপ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে - হে যুবতী, তুমি পিশাচী হয়ে কেন কুমারকে ধারণ করেছ? মহতী অরণি একে উৎপন্ন করেছেন। অনেক বছর ধরে বর্ধিত হয়েছে, তারপর মাতা অরণি যে পুত্র প্রসব করেছিলেন তা দেখলাম। এখানে কুমার শব্দের দ্বারা অগ্নিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ দ্বিতীয় মন্ত্রটির সায়ণভাষ্যে অগ্নি উৎপাদনের জন্য কুমার শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।[৫]

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের একশত পঁয়ত্রিশতম সূক্তের তৃতীয় থেকে পঞ্চম মন্ত্রে 'কুমার' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় -

যং কুমার নবং রথচক্রং মনসাকৃণোঃ।

একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চমপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি।।

যং কুমার প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রভ্যস্পরি

তং সামানু প্রাবর্তত সমিতো নাব্যাহিতম্।।

কঃ কুমারজনয়দ্রথং কো নিরবর্তয়ৎ।

কঃ স্বিত্তদদ্য নো ব্রুয়াদনুদেয়ী যথাভবৎ।।[৬]

এখানে 'কুমার' বলতে নচিকেতাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি পিতার কথায় যমপুরীতে গমন করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে যম বলেন - ওহে কুমার তুমি মনে মনে এমন একখানি রথ প্রার্থনা করেছিলে যার চক্র নেই, একমাত্র ঈষা আছে অথচ গতিবিধি করতে সমর্থ। তুমি না বুঝে সেই রথে আরোহণ করেছ। বন্ধুদের পরিত্যাগ করে সেই রথে আরোহণ করেছ, এ তোমার পিতার সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশবাক্য অনুসারে চলছে। এই উপদেশ তাঁর নৌকাস্বরূপ এবং আশ্রয়স্বরূপ

হয়েছে। নৌকাতে সংস্থাপিত হয়ে ঐ রথ এই স্থান হতে প্রস্থান করেছে। কে এই বালকের জন্মদাতা ? কে এই রথ প্রেরণ করেছেন ? যাতে এই বালক যম কর্তৃক জীবলোকে প্রত্যর্পিত হবে, সে সন্ধান কে বলে দেবে ?

উক্ত প্রথম মন্ত্রটির সায়ণভাষ্যে কুমার বলতে নচিকেতাকে বঝানো হয়েছে।[৭]

দ্বিতীয় মন্ত্রটির সায়ণভাষ্যেও নচিকেতার বলা হয়েছে -

হে কুমার নচিকেতঃ যং পূর্বোক্তমধিষ্ঠিতং রথং প্রাবর্তয়ঃ মৎসমীপং প্রত্যগময়ঃ...[৮]

ঋগ্বেদ-এর প্রথম মণ্ডলের চল্লিশতম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে ধনলাভ ও মঙ্গল কামনায় অগ্নিপুত্র ব্রহ্মণস্পতিদেবকে স্মরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়ছে। যা অগ্নিপুত্র কুমার কার্ত্তিকেয়ের এক নাম মনে করা হয়।

ত্বামিদ্ধি সহস্পুত্র মর্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে।।[৯]

অর্থাৎ হে বহুবল-পালক! ব্রহ্মণস্পতি দেবতা শত্রুদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ধন লাভের জন্য মনুষ্যগণ আপনার স্তুতি করেন। হে মরুদ্গণ! যে মনুষ্য তোমার স্তুতি করেন, তিনি শোভন অশ্ব এবং শক্তিযুক্ত হয়ে ধন লাভ করেন। এর সায়ণভাষ্যে সহস্পুত্রকে ব্রহ্মণস্পতি বলা হয়েছে।[১০]

আবার *ঋগ্বেদ*-এর দ্বিতীয় মণ্ডলের তেত্রিশতম সূক্তের দ্বাদশতম মন্ত্রে 'কুমার' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়-

কুমারশ্চিৎ পিতরং বন্দমানং প্রতি ননাম রুদ্রোপয়ন্তং।
ভুরের্দাতারং সৎপতি গৃণীষে স্তুভস্ত্বং ভেষজা রাস্যস্মে।।[১১]

অর্থাৎ পিতা আশীর্বাদ করার সময় পুত্র যেরূপ তাঁকে নমস্কার করে, হে রুদ্র সেরূপ আমরাও তোমাকে প্রণাম করছি। তিনি বহুধনের দাতা এবং সাধু লোকের পালক, স্তবকারীদের ঔষধ প্রদানকারী। উক্তমন্ত্রের সায়ণভাষ্যে কুমার শব্দটি পুত্র শব্দের উপমার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[১২]

ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডলের সাতাশিতম সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে রাক্ষসদের হত্যাকারী অগ্নির বিশেষণরূপে 'মুরদেব' শব্দের উল্লেখ পাওয় যায়। যেটি তামিল সংস্কৃতিতে প্রসিদ্ধ অসুরদের বধকারী কুমার কার্ত্তিকেয়ের 'মুরুগন' নামের উৎসের নেপথ্যে রয়েছে বলে অনুমান করা যায়, তিনিও রাক্ষস তারকাসুরকে বধ করেছিলেন। এই বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

অয়োদংষ্ট্রো অর্চিষা যাতুধানানুপ স্পৃশ জাতবেদঃ সমিদ্ধঃ।
আ জিহ্বায়া মূরদেবান্নভস্ব ক্রব্যাদো বৃক্ত্যপি ধৎস্বাসন্।।[১৩]

অর্থাৎ জ্ঞানী অগ্নি, লৌহদন্ত হয়ে নিজের স্ফুলিঙ্গ দ্বারা রাক্ষসদের জ্বালাও। মারক রাক্ষসকে স্ফুলিঙ্গ দ্বারা হত্যা কর। মাংসভক্ষক রাক্ষসকে কেটে মুখে রেখে দাও।

উক্ত মন্ত্রের সায়ণভাষ্যে রাক্ষসবধকারী অগ্নিকে মূরদেব বলেছেন এবং তাঁর তীক্ষ্ম দন্ত ও জিহ্বা দ্বারা হত্যা করার কথা বলা হয়েছে -

হে জাতবেদোজাতধন জাতপ্রজ্ঞাবা ত্বং সমিদ্ধঃ সম্যগ্দীপ্তঃ অয়োদংষ্ট্রোয়োময়দংষ্ট্রঃ তীক্ষ্নদংষ্ট্রঃ সন্নিত্যর্থঃ যাতুধানান্ রাক্ষসান্ অর্চিষা জ্বালয়োপস্পৃশ সংদহেত্যর্থঃ। কিংচ ত্বং মূরদেবান্ মূঢ়দেবান্ মাকরব্যাপারান্ রাক্ষসান্ জিহ্বয়া জ্বালয়া রক্ষস্ব মারয়েত্যর্থঃ।[১৪]

আবার ও চতুর্দশতম মন্ত্রেও মূরদেব শব্দটি অগ্নির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়েছে -

পরা শৃণীহি তপসা যাতুধানান্পরাগ্নে রক্ষো হরসা শৃণীহি।
পরার্চিষা মূরদেবাঞ্ছৃণীহি পরাসুতৃপো অভি শোশুচানঃ।।[১৫]

অর্থাৎ রাক্ষসদের তেজকে ভস্ম করুন। বল দ্বারা রাক্ষসকে বধ করুন। মারার যোগ্য রাক্ষসকে আপনার তেজ দ্বারা বধ করুন। মানুষের হত্যাকারী রাক্ষসকে বধ করুন। এর সায়ণভাষ্যেও মূরদেবকে স্বকীয় তেজের দ্বারা রাক্ষসদের হত্যা করতে বলা হয়েছে।[১৬]

কৃষ্ণযজুর্বেদ-এর *মৈত্রায়ণী-সংহিতার* দ্বিতীয় কাণ্ডের নবম প্রপাঠকে 'কার্ত্তিকেয়' ও 'স্কন্দ' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে পূর্বে হর-পার্বতীর স্তুতি করার পর কার্ত্তিকেয়ের স্তুতি বিহিত হয়েছে -

তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

তদ্গাঙ্গৌচ্যায় বিদ্মহে গিরিসুতায় ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

তৎ কুমারায় বিদ্মহে কার্ত্তিকেয়ায় ধীমহি। তন্নঃ স্কন্দঃ প্রচোদয়াৎ।।[১৭]

অর্থাৎ রুদ্র মহাদেব, গিরিসুতা গৌরীকে ও কুমার কার্ত্তিকেয় বা স্কন্দকে স্তুতি করি, তিনি আমাদের বুদ্ধি প্রদান করুন।

তৈত্তিরীয়-আরণ্যক -এ 'ষন্মুখ' এবং 'মহাসেনা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে উক্ত শব্দদ্বয়ের দ্বারা বুদ্ধি প্রদানের নিমিত্ত কার্ত্তিকেয়ের স্তুতি বিহিত হয়েছে।

তৎ পুরুষায় বিদামহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো ষণ্মুখ প্রচোদয়াৎ।।[১৮]

অর্থাৎ বুদ্ধি প্রদানকারী মহাসেন ষণ্মুখকে স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে।

ছান্দগ্যোপনিষদ-এ দুবার 'স্কন্দ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে স্কন্দ বলতে সনৎকুমারকে বোঝানো হয়েছে -

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থানাং বিপ্রমোক্ষসঃ তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনত্মাকুমারস্তথং স্কন্দং ইত্যাচক্ষতে তথং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।।[১৯]

অর্থাৎ এখানে ভগবান সনৎকুমার হৃদয়গত রাগ-দ্বেষাদি দোষ বিমুক্ত নারদকে অজ্ঞানের পার অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়েছিলেন। এই কারণে পণ্ডিতগণ সনৎকুমারকে স্কন্দ বলে থাকেন।

আবার এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে -

উৎপত্তিপ্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।

বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।।

এবং-ধর্মা সনৎকুমারঃ। তমেব সনৎকুমারং দেবং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে কথয়ন্তি তদ্বিদঃ। দ্বির্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্।।[২০]

অর্থাৎ যে প্রাণীগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আয়-ব্যয়, বিদ্যা-অবিদ্যা বিষয়ে জানেন তাঁকে ভগবান বলা উচিত। এমন ধর্মপরায়ণ সনৎকুমারকে বিদ্বান ব্যক্তিরা স্কন্দ বলে থাকেন। কুমার কার্ত্তিকেয় শিবের স্কন্দিত বা স্খলিত রেত থেকে জাত হওয়ায় তিনি স্কন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

সুতরাং বলা যায়, সুপ্রাচীন *ঋগ্বেদ*-এ কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়না, কেবলমাত্র কুমার নামটির উল্লেখ বহুবার দৃষ্ট হয়। এর দ্বারা অগ্নিকে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়নি, তাঁর বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীন কোন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু কুমার নামের উৎস রূপে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া *ঋগ্বেদ*-এ প্রাপ্ত 'মূরদেব' নামটি দক্ষিণভারতে প্রাপ্ত 'মুরুগন' নামের নেপথ্যে কারণ রূপে বিদ্যমান বলে মনে করা যেতে পারে। এখানে তিনি দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত না হলেও *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর *মৈত্রায়ণিসংহিতায়, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদ-এ* তাঁর বিভিন্ন নামের উল্লেখ ও স্তুতির মধ্য দিয়ে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে বিদ্যমান ছিলেন তা জানা যায়। যাঁর প্রভাব পরবর্তীকালীন সংস্কৃতসাহিত্য বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ দৃষ্ট হয়। বৈদিক সাহিত্যে কুমারের জন্ম বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, কুমার নামটির উৎস রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১.২. বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় :

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আদিকাব্য *রামায়ণ*। ব্যাধের শরের আঘাতে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে একজন আহত হলে বাল্মীকি সেই দৃশ্য দেখে শোকাহত হয়ে ব্যাধকে অভিশাপ প্রদান করেন এবং তখনি শোক থেকে শ্লোকের উৎপত্তি হয়।[২১] অনন্তর মহর্ষি নারদের অনুরোধে তিনি *রামায়ণ* মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্য মহাভারত অপেক্ষা ক্ষুদ্র হলেও রচনার সংঘবদ্ধতা ও ধারাবাহিকতা মহাভারত অপেক্ষা অনেক বেশী। উইন্টারনিজ্ এর মতে এটির রচনাকাল খ্রিপূর্ব তৃতীয় শতক।[২২] এই মহাকাব্যের সাতটি কাণ্ড বর্তমান, এগুলি বল - বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-

এর আদিকাণ্ডের সাঁত্রিশতম সর্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিশেষ পরিচয় দৃষ্ট হয়। এই সর্গে শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে, তিনি গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনার সাথে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত উপস্থাপন করেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ অসুরদের অত্যাচারে পীড়িত হয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করে একজন দেবসেনাপতি প্রার্থনা করেন। দেবতাদের বাক্য শ্রবণ করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন - হুতাশন কর্তৃক প্রদত্ত শিবরেত দ্বারা আকাশগঙ্গার গর্ভে দেবসেনাপতি জন্ম লাভ করবেন।

যেন সেনাপতির্দেবদত্তো ভগবতা পুরা।
স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া।।
যদত্রানন্তরং কার্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ।।
দেবানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সান্ত্বয়ন্মধুরৈরবাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ।।
শৈলপুত্রা যদুক্তং তন্ন প্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু।
তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়।।
ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ।
জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্।।[২৩]

দেবগণ শীঘ্রই অগ্নিকে নিযুক্ত করলেন এবং শিবরেত ধারণ করে তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। দেবতাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আকাশগঙ্গাকে শিবরেত ধারণের জন্য অনুরোধ করলে দেবী দিব্যরূপ ধারণ করে সেই রেত গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তা ধারণে অসমর্থ হয়ে অগ্নিদেবের আদেশে হিমালয়ের পার্শ্বে স্রোতের মধ্যে গর্ভ ত্যাগ করেন। তেজরাশি স্বরূপ সেই গর্ভ কাঞ্চনময় ধরণী স্পর্শ করে হিরণ্যপর্বতে পরিণত হল এবং নানা ধাতুর স্পর্শে বর্ধিত হতে লাগল। হুতাশনের তেজের প্রভাবে তা পুরুষব্যাঘ্রের ন্যায় সুবর্ণরূপ ধারণ করল এবং সেই রেত থেকেই কুমারের জন্ম হল। ইন্দ্র সহ মরুদ্গণ কৃত্তিকাগণকে দুগ্ধপান নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।[২৪]

তাঁরা কুমারকে নিজেদের সন্তান মনে করে দুগ্ধ পান করালেন। তারপর থেকে দেবতাদের দ্বারা কৃত্তিকাদের নামানুসারে জগতে কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত হলেন। এই পুত্র ত্রিলোকে বিখ্যাত হবে তা নিশ্চিৎ। স্কন্দিত রেত থেকে জাত বলে তিনি স্কন্দ নামে পরিচিত হলেন। কুমার ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয়জন কৃত্তিকার দুগ্ধ পান করায় তাঁকে ষড়াননও বলা হয়। তিনি একদিনেই ছয়মুখে দুগ্ধ পান করে সুকুমার বপু লাভ করেন এবং শক্তি দ্বারা দৈত্যসৈন্যদের জয় করেছিলেন, তাই তাঁকে দেবসেনাপতিপদ প্রদান করা হয়েছিল। এই পর্যন্ত গঙ্গার বিস্তার বর্ণনা করে তিনি বিরাম নেন, কুমারের জন্মবৃত্তান্ত যেমনি ধন্য তেমনি পুণ্য।

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ।।
ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্ত্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
স্নাপয়ন্পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্।।
স্কন্দ ইত্যেব্রুবন্দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।
কার্ত্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্।।
প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।
ষণ্ণাং ষড়াননো ভুত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ।।
গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা।
অজয়স্তেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্বিভুঃ।।
সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্।
ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ।।
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
কুমারসংভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ।।

ভক্তশ্চ যঃ কার্ত্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।

অয়ুষ্মান্পুত্রপৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ।।[২৫]

বাল্মীকীয় *রামায়ণ* মহাকাব্যের বালকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের মুখে কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত শোনার পর অরণ্যকাণ্ডে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে গমনান্তর দেবতারূপে কার্ত্তিকেয়ের স্থান, ধর্মস্থান দর্শন করেন। তারপর শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত মুনিকে প্রণাম করলেন।[২৬]

সুতরাং অন্তিমে বলা যায়, বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ সর্বপ্রথম কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে জানা যায়, যা বৈদিক সাহিত্যে দৃষ্ট হয়নি। অগস্ত্যমুনির আশ্রমে কার্ত্তিকেয়ের স্থান থাকায় সুপ্রাচীন সময়ে তিনি দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে অনুমান করা যায়।

১.৩. বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ পার্বতীনন্দন কার্ত্তিকেয় :

মহাভারত-এর রচনাকার-রূপে মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম প্রচলিত। যদিও কোন ব্যক্তির একার পক্ষে এই সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা প্রায় অসম্ভব বিষয়। এই মহাকাব্যের জয়(৮৮০০০ শ্লোক), ভারত(২৪০০০ শ্লোক) ও মহাভারত(১০০০০০ শ্লোক) নামক তিনটি রচনাস্তর দৃষ্ট হয়। উইন্টারনিজ্ এর মতে এটির রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক[২৭]। এই মহাকাব্য নানা আখ্যান, উপাখ্যান, পাণ্ডব ও কৌরবদের বীর্যগাথায় পরিপূর্ণ। এই মহাকাব্যে অষ্টাদশ পর্ব বর্তমান। যথা - আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক, স্বর্গারোহণপর্ব। ভীষ্মপর্বের পঁচিশ থেকে বিয়াল্লিশতম অধ্যায় *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* নামে পরিচিত। এগুলির মধ্যে প্রথমস্তরে বনপর্বের একশ-সাতাশিতম অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়মুনি কুরুনন্দনকে নানাবিধ বংশ বর্ণনের পর কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করতে শুরু করলেন। দেবতা ও দানবদের মধ্য যুদ্ধে দেবসেনাদের মৃত্যু দেবরাজ ইন্দ্রকে ব্যথিত ও চিন্তিত করে তোলে, ফলে তিনি দেবসেনাপতি নির্বাচনে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। এমন সময় দেবসেনা নামক প্রজাপতির কন্যাকে কেশীদানব হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় ইন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন। সেই কন্যা

দেবরাজকে জানান, কেশীদানব দেবসেনা ও তাঁর ভগিনী দৈত্যসেনা উভয়কে প্রার্থনা করেন কিন্তু দেবসেনা রাজি না হওয়ায় তাঁকে অপরহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দেবসেনা ইন্দ্রের নিকট অজেয় পতি লাভের মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। তখন ইন্দ্র জানতে চান তাঁর কেমন স্বামী প্রয়োজন ? উত্তরে দেবসেনা জানান - দেবতা, দানব, যক্ষদের, কিন্নরদের, রাক্ষসদের, সর্বভূতের জয়কারী, সকলের পূজনীয় এমন স্বামী প্রয়োজন।[২৮] তাঁর কথা শ্রবণ করে ইন্দ্র অত্যন্ত দুঃখী হন, কারণ তেমন পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন না। অনন্তর তিনি দেখলেন উদয়কালে ভাস্কর রয়েছেন এবং সোম দিবাকরে প্রবেশ করেছেন। অগ্নিমুখী শৃগালিনী আদিত্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছেন। এই সমবায় অত্যন্ত মহান তেজযুক্ত ও অদ্ভূত। এই সময় সোম বা অগ্নিদেব যদি একটি পুত্র সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন, তাহলে সেই পুত্রই দেবসেনার কাঙ্ক্ষিত পুরুষ হবেন। এই কথা চিন্তা করে ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন এবং তিনিও ইন্দ্রের কথায় সম্মতি প্রদান করলেন। সেই স্থান হতে ইন্দ্র ও অন্যান্য সোমরস পিপাসু দেবগণ দেবর্ষিদের নিকট গমন করলেন। দেবর্ষিগণ যথান্যায়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করলেন এবং অগ্নিদেব সেই হবি দেবতাদের নিকট পৌঁছে দিলেন। সেখানে দেখলেন দেবপত্নীগণ স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ও যথাসুখে নিদ্রিত রয়েছেন। অগ্নি তাঁদের রূপদর্শন করে অনঙ্গের বশবর্তী হয়ে পড়লেন। দেবপত্নীরা অলভ্য হওয়ায় তিনি গাহ্যপত্যে সমাবিষ্ট হয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং শিখাবলির দ্বারা স্পর্শসুখানন্দ পেতে লাগলেন। কিন্তু অন্তিমে তাঁদের লাভ করতে অসমর্থ হয়ে দেহত্যাগ করবেন নিশ্চিত করে অরণ্যে গমন করলেন। একথা জানতে পেরে দক্ষদুহিতা স্বাহা কামসন্তপ্তা হয়ে সপ্তর্ষিগণের একজন পত্নী তথা অঙ্গিরার ভার্য্যা শিবার রূপ ধারণ করে অগ্নিকে কামনা করলেন। অগ্নি হর্ষযুক্ত হয়ে তাঁকে বিবাহ করলেন এবং উভয় কামক্রীড়ায় লিপ্ত হলেন। শিবা অগ্নির রেত হস্ত দ্বারা গ্রহণ করলেন এবং গরুড়ের বেশ ধারণ করে সুপর্ণী হয়ে শরস্তম্ভ-নিকরে শ্বেতপর্বতে গমন করে সেই অগ্নিরেত কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। অরুন্ধতী ছাড়া শিবা সহ পাঁচ জনের রূপ ধারণ করে মোট ছয়বার অগ্নিরেত সেই স্থানে নিক্ষেপ করলেন। সেই রেত থেকে তেজযুক্ত একটি পুত্র জাত হয়। সেই পুত্র ছয়টি

মস্তক, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ নয়ন, দ্বাদশ হস্ত, দ্বাদশ পদ, একটি গ্রীবা ও একটি জঠর সমন্বিত ছিল। অনন্তর সেই পুত্র বিদ্যুৎ সম্বলিত মহামেঘ দ্বারা সংবৃত হয়ে লোহিতবর্ণ সুবিশাল জলদজাল-মধ্যগত সমুদিত সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগলেন।

সা তত্র সহসা গত্বা শৈলপৃষ্ঠং সুদুর্গমম্।
প্রাক্ষিপৎ কাঞ্চনে কুণ্ডে শুক্রং সা ত্বরিতা শুভা॥
শিষ্টানামপি সা দেবী সপ্তর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
পত্নীসরূপকং কৃত্বা কাময়ামাস পাবকম্॥
দিব্যং রূপমরুন্ধত্যাঃ কর্তুং ন শকিতং তয়া।
তথাস্তপঃপ্রভাবেণ ভর্তৃশুশ্রূষণেন চ॥
যষ্কৃত্বস্তত্র নিক্ষিপ্তমগ্নে রেতঃ কুরূত্তম !।
তস্মিন্ কুণ্ডে প্রতিপদি কামিন্যা স্বাহয়া তদা॥
তৎ স্কন্নং তেজসা তত্র সংবৃতং জনয়ৎ সুতম্।
ঋষিভিঃ পূজিতং স্কন্নমনয়ৎ স্কন্দতাং ততঃ॥
ষট্-শিরা দ্বিগুণশ্রোত্রো দ্বিনাসাক্ষিভুজক্রমঃ।
একগ্রীবৈকজঠরঃ কুমারঃ সমপদ্যত॥
দ্বিতীয়ায়ামভিব্যক্তস্তৃতীয়ায়াং শিশুর্বভৌ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্নশ্চতুর্থ্যামভবদ্গুহঃ॥
লোহিতাভ্রেণ মহতা সংবৃতঃ সহ বিদ্যুতা।
লোহিতাভ্রে সুমহতি ভাতি সূর্য্য ইবোদিতঃ।। [২৯]

এরপর কুমার মহাদেবের শরাসন গ্রহণ করলেন একটি হস্তে এবং অপর হস্তে মহাকায় তাম্রচূড় কুক্কুট গ্রহণ করে ভয়ঙ্কর শব্দে ক্রীড়া করতে লাগলেন। তিনি শরাসন প্রয়োগ করে হিমাচলপুত্র ক্রৌঞ্চ-শৈল্যকে বিদীর্ণ করলেন। তাঁর তেজঃপুঞ্জ দেখে শুক্লাপক্ষে পঞ্চমীতে সবাই ভজনা করলে লাগলেন। অনন্তর তাঁর অসহ্য তেজ দর্শন করে সমস্ত দেবগণ ভীত হয়ে ইন্দ্রের নিকট

স্কন্দকে বিনাশ করার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। কিন্তু স্কন্দ শিশু বলে প্রথমে ইন্দ্র অসম্মতি প্রকাশ করেন। কারণ দেবতাদের রাজা হয়ে একটি শিশুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অপ্রীতিকর।[৩০] কিন্তু পরে দেবসৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিকট গমন করে সিংহনাদ করতে থাকেন। স্কন্দও সাগরের ন্যায় ঘোর নিনাদ প্রারম্ভ করলে দেবসৈন্যরা অচৈতন্য ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অনন্তর কুমার দেবগণের উদ্দেশ্যে মুখ হতে অগ্নিশিখা নির্গত করলেন, ফলে দেবগণ কুমারের শরণাপন্ন হন। অনন্তর ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে তা কুমারের দক্ষিণ পার্শ্বে স্পর্শ করে বিশাখ নামক যুবপুরুষের সৃষ্টি করল। এই দৃশ্য দর্শন করে ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কুমারের শরণাপন্ন হলেন। কুমার ইন্দ্রকে অভয় প্রদান করলে সমস্ত দেবগণ আনন্দিত হয়ে বাদ্য বাজাতে শুরু করলেন।

তদ্বিসৃষ্টং জঘানাশু পার্শ্বং স্কন্দস্য দক্ষিণম্।
বিভেদ চ মহারাজ ! পার্শ্বং তস্য মহাত্মনঃ॥
বজ্র প্রহারাৎ স্কন্দস্য সঞ্জাতঃ পুরুষোঽপরঃ ।
যুবা কাঞ্চনসন্নাহঃ শক্তিধৃগ্ দিব্যকুণ্ডলঃ।
যদ্বজ্রবিশনাজাতো বিশাখস্তেন সোঽভবৎ॥
সঞ্জাতমপরং দৃষ্ট্বা কালানলসমদ্যুতিম্।
ভয়াদিন্দ্রস্তু তং স্কন্দং প্রাঞ্জলিঃ শরণং গতঃ॥
তস্যাভয়ং দদৌ স্কন্দঃ সহসৈন্যস্য সত্তমঃ।
ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশা বাদিত্রাণ্যভ্যবাদয়ন্॥ [৩১]

কার্ত্তিকেয় মাতৃগণের দ্বারা উৎপন্ন বীরদের মধ্যে অষ্টম ছিলেন এবং ছাগমুখের জন্য নবম বলা হয়। এই ছাগময় ষষ্ঠ মুখকে কার্ত্তিকেয় বলা হয়। মাতৃগণ এই মুখকেই আদর করতেন। এই মুখকে প্রধান বলা হয়, কারণ এই মুখ থেকেই তিনি দিব্য শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন। শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতিথিতে নানাবিধ ঘটনা ঘটেছিল এবং ষষ্ঠী তিথিতে দেবতাদের সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল।[৩৩] অনন্তর স্বর্ণময় বর্ম, মাল্য, স্বর্ণময় চূড়া যুক্ত মুকুট, কুণ্ডল ও রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হয়ে কুমার পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভা পেতে থাকলে অন্যান্য দেবগণ ও ইন্দ্র স্বয়ং তাঁকে

স্বর্গের রাজা হওয়ার যোগ্য মনে করে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কুমার বিনয় প্রকাশ পূর্বক নিজেকে ইন্দ্রের দাসরূপে পরিচয় দিয়ে ত্রিভুবন শাসনে রত থাকার অনুরোধ করেন। এই কথা শ্রবণ করে ইন্দ্র আনন্দিত হয়ে কুমারকে দেবসেনাপতি করার প্রস্তাব দেন এবং কুমারও সম্মতি প্রদান করেন। সমস্ত দেবগণ মিলিত হয়ে কুমারকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেন। মহাদেব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পুত্রের ন্যায় কুমারকে আদর করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরাও মহাদেবকে অগ্নি বলে থাকেন, সুতরাং কুমার মহাদেবেরও পুত্র হলেন। মহাদেব যে রেত ত্যাগ করেছিলেন, তা পরে কৈলাসপর্বতে পরিণত হয়েছিল। সেই কৈলাসপর্বতেই অগ্নিরেত নিক্ষিপ্ত হয়ে কুমারের জন্ম হয়। সুতরাং তিনি মহাদেবের পুত্র বলেও খ্যাত হয়েছেন। অগ্নি যেহেতু তেজের প্রতীক, তাই তাঁর তেজ কুমারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এবং কৈলাসপর্বতে বর্ধিত হয়ায় পরোক্ষভাবে শিবের সংস্পর্শে মঙ্গলের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

অর্চ্চয়ামাস সুপ্রীতো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ।
রুদ্রমগ্নিং দ্বিজাঃ প্রাহূ রুদ্রসূনুস্ততস্তু সঃ।।
রুদ্রেণ শুক্রমুৎসৃষ্টং তচ্ছ্বেতঃ পর্বতোঽভবৎ।
পাবকস্যেন্দ্রিয়ং শ্বেতে কৃত্তিকাভিঃ কৃতং নগে।।
পূজ্যমানস্তু রুদ্রেণ দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ।
রুদ্রসূনুং ততঃ প্রাহুর্গুহং গুণবতাং বরম্।।
অনুপ্রবিশ্য রুদ্রেণ বহ্নিং জাতো হ্যয়ং শিশুঃ।
তত্র জাতস্ততঃ স্কন্দো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ।।
রুদ্রস্য বহ্নেঃ স্বাহায়াঃ ষণ্ণাং স্ত্রীণাঞ্চ ভারত !।
জাতঃ স্কন্দঃ সুরশ্রেষ্ঠো রুদ্রসূনুস্ততোঽভবৎ।।[৩২]

ইন্দ্র দেবসেনাকে আনায়ন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্বক কুমারকে দেবসেনার পাণিগ্রহণ করার অনুরোধ করেন, কুমারও তাঁকে গ্রহণ করেন। বৃহস্পতি জপ ও হোমকার্য সম্পন্ন করালেন। দেবসেনাকে ব্রাহ্মণরা ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা, সিনীবালী, কুহু ও অপরাজিতা

নামে আহ্বান করতেন। পঞ্চমী তিথিতে শ্রীযুক্ত হয়েছিলেন এবং ষষ্ঠী তিথিতে কৃতকার্য হয়েছিলেন, তাই এই তিথিকে মহাতিথি বলা হয়।[৩৩]

কার্ত্তিকেয় মাতৃগণের প্রিয়কার্য করতে থাকলে স্বাহাদেবী সর্বদা অগ্নির সাথে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন কার্ত্তিকেয় জানান সচ্চরিত্র ও সৎপথে স্থিত দ্বিজাতিগণ মন্ত্রদ্বারা সংস্কার করে যা কিছু হব্য বা কব্য দান পূর্বক অগ্নিতে হোম করবেন, সে সমস্ত উত্তোলনপূর্বক 'স্বাহা' বলে সমর্পণ করবেন। এরূপ করলে স্বাহা সর্বদা অগ্নির সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন।[৩৪] অনন্তর ব্রহ্মা কুমারকে তাঁর পিতা মহাদেবের নিকট গমন করার নির্দেশ প্রদান করলেন। মহাদেব অগ্নিদেবের শরীরে এবং উমা স্বাহাদেবীর শরীরে প্রবেশ করে লোকহিতের জন্য কুমারকে অপরাজিত করে উৎপন্ন করেছেন।[৩৫] কুমার মহাদেবের নিকট সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ নেওয়ার পরই দৈত্যসৈন্যরা উৎপাত শুরু করলেন ফলে দেবগণ ও দেবসৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করলেন। তখন ইন্দ্র তাঁদের আশ্বস্ত করে অস্ত্র ধারণ করে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। উভয়পক্ষ তুমুল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে মহিষাসুর এক বিশালাকার পর্বত নিয়ে দেবসেনাদের উপর নিক্ষেপ করেন। এতে বহু দেবসৈন্য আহত এবং নিহত হন। এরপর তিনি রুদ্রের রথ আক্রমণ করলে, রুদ্র কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করেন। তৎক্ষণাৎ কুমার সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করে সূর্য্য তুল্য রথে আরোহণ করে মহিষনাশিনী উজ্জ্বল শক্তি নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষেপমাত্রই মহিষের বিশালাকার মস্তক বিচ্ছিন্ন হল এবং তাঁর প্রাণশূন্যদেহ ভূপতিত হল।

সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈরভিবাদ্য মহেশ্বরম্।
শুশুভে কৃত্তিকাপুত্রঃ প্রকীর্ণাংশুরিবাংশুমান্॥
নষ্টশত্রুর্যদা স্কন্দঃ প্রযাতস্তু মহেশ্বরম্।
তদাব্রবীন্মহাসেনং পরিষ্বজ্য পুরন্দরঃ॥
ব্রহ্মদত্তবরঃ স্কন্দ ! ত্বয়ায়ং মহিষো হতঃ।
দেবাস্তৃণসমা যস্য বভূবুর্জয়তাং বর !

সোঽয়ং ত্বয়া মহাবাহো! শমিতো দেবকণ্টকঃ।।

শতং মহিষতুল্যানাং দানবানাং ত্বয়া রণে।

নিহতং দেবশত্রুণাং যৈর্বয়ং পূর্বতাপিতাঃ।।[৩৬]

সেই বাণ দ্বারা বহু দৈত্যসৈন্যকে তিনি সংহার করলেন এবং ক্ষণমাত্রেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দানবশূন্য করলেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁকে ত্রিভুবন জয় করতে বললে কুমার মহাদেবের অনুমতি নিয়ে দেবগণের সঙ্গে প্রস্থান করে একদিনেই সমগ্র ত্রিভুবন জয় করলেন। কুমারের এই জন্মবৃত্তান্ত যে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হয়ে পাঠ করবেন, তিনি ইহলোকে সম্পদ লাভ করে পরলোকে কুমারের ন্যায় সম্মান লাভ করবেন।[৩৭]

বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ অগ্নির সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে শিবরেত হতে কুমারের জন্ম হয়, কিন্তু এখানে পরোক্ষভাবে শিবরেতের প্রভাবে কুমারের জন্ম দর্শিত হয়েছে। এখানে কুমারের ছাগমুখের কথা উল্লেখ আছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়না।

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর শল্যপর্বের একচল্লিশতম অধ্যায়ে বৈশম্পায়ণ জনমেজয়কে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন পূর্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের রেত স্খলিত হয়ে অগ্নিতে পতিত হয়েছিল কিন্তু অগ্নি সেই রেত সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গাদেবীও সেই রেত ধারণ করতে অসমর্থ হয়ে হিমালয়ে নিক্ষেপ করেন। ছয়জন কৃত্তিকা হিমালয়ের উজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করেন এবং সেই রেত থেকে পুত্র উৎপন্ন হলে তাঁরা পরস্পর নিজেদের পুত্র মনে করে তাঁর নিকট গমন করেন।

তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা।

তৎ সর্বভক্ষো ভগবানাশকদ্দগ্ধুমক্ষয়ম্।।

তেন সীদতি তেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ।

ন চৈনং ধারয়ামাস ব্রহ্মণে উক্তবান্ প্রভুঃ।।

স গঙ্গামুপসঙ্গম্যনিয়োগাদ্ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।

গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্।।

অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে।

উৎসসর্জ্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চ্চিতে।।

স তত্র ববৃধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাত্মজঃ।

দদৃশুর্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ।।

শরস্তম্বে মাহাত্মানমনলাত্মজমীশ্বরম্।

মমায়মিতি তাঃ সর্বাঃ পুত্রার্থিন্যোঽভিচক্রমুঃ।।[৩৮]

তারপর তাঁকে মাতৃস্নেহে স্তন্যদুগ্ধ পান করান এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে সেই দুগ্ধ পান করেন। এরপর তিনি বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমগ্র হিমালয় কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করে। বৃহস্পতি সেই বালকের জাতকর্মাদি সম্পন্ন করেন। কুমার দেবাদিদেব মহাদেবের দিকে আগমন করলে পার্বতী, অগ্নি, গঙ্গা, মহাদেব সকলেই ভাবলেন কুমার তাঁদের দিকে আসছেন। তাঁদের অভিপ্রায় অবগত হয়ে যোগবলে কুমার 'স্কন্দ' রূপধারণ করে মহাদেবের নিকট এবং 'বিশাখ', 'শাখ' ও 'নৈগম' রূপ ধারণ করে যথাক্রমে পার্বতী, অগ্নি, গঙ্গার নিকট গমন করলেন। এই ঘটনা দেখে সকলে আশ্চর্য হলেন এবং দেব, দানব ও গন্ধর্বগণের মধ্যে বিশাল হাহাকার শুরু হয়ে গেল। এখানে কুমারের আশ্চার্যজনক শক্তি ও মহিমার প্রকাশ দৃষ্ট হয়।[৩৯]

অনন্তর মহাদেব, পার্বতী, অগ্নি ব্রহ্মার নিকট প্রণিপাত করে কার্ত্তিকেয়কে আধিপত্য দান করার অনুরোধ করলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দিক বিবেচনাপূর্বক যোগ্যতম কুমারকে দেবসেনাপতি নির্বাচন করলেন।[৪০] সকলেই কুমারের স্তুতি করতে থাকেন, অনুচরেরা কোলাহলে নৃত্য করতে লাগলেন। আবার বালির পুত্র বাণ ক্রৌঞ্চপর্বতে আশ্রয় লাভ করে দেবতাদের পীড়ন শুরু করলেন। কার্ত্তিকেয়র বাণ তাঁর দিকে ধাবিত হলে, সে প্রাণভয়ে ক্রৌঞ্চপর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন। ফলে কার্ত্তিকেয় ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নি প্রদত্ত বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদারণ করেন, সেখানে বসবাসকারী সকল প্রাণীগণ বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপর পর্বত থেকে শত শত ও সহস্র সহস্র দৈত্য নির্গত হয় কার্ত্তিকেয় ও তাঁর অনুচরেরা মিলিতভাবে

সকলকে বধ করলেন। এরপর স্বর্গীয় রমনীগণ কার্ত্তিকেয়ের উপর পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্বগণ ও যাজ্ঞিক-মহর্ষিগণ তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

অর্থাৎ শল্যপর্বে অত্যন্ত সংক্ষেপে কুমারের অভিষেকবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে সঙ্গে ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদারণ করে বাণ নামক অসুরকে বধ করার কথা বলা হয়েছে। তারকাসুরের বধ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়নি।

বৈয়াসিক মহাভারত-এর অনুশাসনপর্বের তিয়াত্তরতম অধ্যায়ে পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সুবর্ণদানের মাহাত্ম্য বর্ণনাবসরে কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এখানেও পূর্বোক্ত বৃত্তান্তের অনুসরণ করা হয়েছে। হিমালয় কন্যা পার্বতী ও মহাদেবের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর সঙ্গমে লিপ্ত হলে জগতের মঙ্গলার্থে মহাদেবের নিকট উদ্বিগ্ন দেবতাগণ গমন করেন এবং জানান শিবরেত ত্রিভুবনের কেউ ধারণ করতে সক্ষম হবে না। তাঁর তেজের প্রভাবে সমগ্র জগৎ দগ্ধ হবে। সুতরাং পার্বতীর গর্ভে যেন সন্তান উৎপন্ন না হয়, তার জন্য ধৈর্য্য গুণের দ্বারা উত্তম তেজকে নিবারণ করার প্রার্থনা জানালেন। শিবও সম্মতি প্রদানপূর্বক তাঁর রেত উপরের দিকে ধারণ করলেন, তাই তিনি সেই সময় থেকে অদ্যাবধি উর্দ্ধরেত হলেন। পার্বতী দেবতাদের বাক্য শ্রবণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদেরও অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ প্রদান করলেন। এই অভিশাপ প্রদানের সময় অগ্নিদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাই অগ্নিদেব ছাড়া সকল দেবগণ অপুত্রক। শিব তাঁর রেত সংবরণ করলেও অনুত্তমতেজের কিছু অংশ ভূমিতে পতিত হল। তা তেজোময় অগ্নিতে সংযুক্ত হয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে নিজেই নিজের কারণ হলেন। অন্যদিকে দেবতাদের প্রতি তারকাসুরের অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফলে দেবতাগণ বিষন্নচিত্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

ইত্যুক্ত্বা চোর্দ্ধমনয়দ্রেতো বৃষভবাহনঃ।
উর্দ্ধরেতাঃ সমভবত্ততঃ প্রভৃতি চাপি সঃ।।
রুদ্রাণীতি ততঃ ক্রুদ্ধা প্রজোচ্ছেদে তদা কৃতে।
দেবানথাব্রবীত্তত্র স্ত্রীভাবাৎ পরুষং বচঃ।।

যস্মাদপত্যকামো বৈ ভর্ত্তা মে বিনিবর্ত্তিতঃ।

তস্মাৎ সর্বে সুরা যূয়মনপত্যা ভবিষ্যথ।।

প্রজোচ্ছেদো মম কৃতো যস্মাদ্যুষ্মাভিরদ্য বৈ।

তস্মাৎ প্রজা বঃ খগমাঃ ! সর্বেষাং ন ভবিষ্যতি।।

পাবকস্তু ন তত্রাসীচ্ছাপকালে ভৃগূদ্বহ !।

দেবা দেব্যাস্তথা শাপাদনপত্যাস্ততোঽভবন্।

রুদ্রস্তু তেজোঽপ্রতিমং ধারয়ামাস বৈ তদা।

প্রস্কন্নং তু ততস্তস্মাৎ কিঞ্চিত্তত্রাপতদ্ভুবি॥

উৎপপাত তদা বহ্নৌ ববৃধে চাদ্ভুতোপমম্।

তেজস্তেজসি সংযুক্তমাত্মযোনিত্বমাগতম্।

এতস্মিন্নেব কালে তু দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।

অসুরস্তারকো নাম তেন সন্তাপিতা ভৃশম্।।

আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতোঽথাশ্বিনাবপি।

সাধ্যাশ্চ সর্বে সন্ত্রস্তা দৈতেয়স্য পরাক্রমাৎ।।[৪১]

দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করে তারকাসুরের বধের উপায় জানতে চাইলেন। তিনি জানান, আগে থেকেই তারকাসুরবধের উপায় নির্ধারণ করে রেখেছেন। কারণ তাঁর আশীর্বাদ দ্বারাই দেবতা, অসুর ও রাক্ষসদের দ্বারা অবধ্য ছিলেন তারকাসুর। পিতামহ জানান, অগ্নি যেহেতু পার্বতীর শাপ প্রদানকালে ওই স্থানে অনুপস্থিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর দ্বারা উৎপন্ন সন্তান তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবে। অগ্নিপুত্রই শক্তি নামক অব্যর্থ অস্ত্রদ্বারা তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করবেন। ভূতলে পতিত শিবের অনুত্তম রেতকে অগ্নিদেব গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করে মহাপ্রাণী উৎপন্ন করবেন। সুতরাং দেবগণ অগ্নিকে অন্বেষণ করতে শুরু করলেন বহু অন্বেষণের পর অগ্নির তেজে সন্তপ্ত ও ক্লান্তচিত্ত এক ভেক পাতাল থেকে উত্থিত হয়ে অগ্নি পাতালে জলের মধ্যে নিদ্রিত আছেন, তা জানালেন এবং সেই ভেক স্বয়ং অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত

হয়েছেন তা জানালেন। অগ্নি তা জানার পর ভেককে জিহ্বাশূন্য ও রসজ্ঞান বর্জিত হওয়ার অভিশাপ দিলেন। তা জানার পর দেবগণও জিহ্বাশূন্য ভেককে বাক্য উচ্চারণ, রাত্রিতে বিচরণ, আহারশূন্য অবস্থায় বেঁচে থাকার আশীর্বাদ প্রদান করলেন। এরপর এক ঐরাবতের সাহায্যে দেবতারা জানতে পারলেন অগ্নি অশ্বত্থবৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। অগ্নিদেব তাঁর জিহ্বা বিপর্য্যস্ত হওয়ার অভিশাপ দিলেন। পুনরায় দেবগণ তাঁকে উচ্চস্বরে অস্পষ্ট বাক্য ও বর্ণ উচ্চারণ করার আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অনন্তর অগ্নিদেব অশ্বত্থবৃক্ষ হতে শমীলতার মধ্য প্রবেশ করেছিলেন। শুকপাখি তা দেবতাদের জানালে অগ্নিদেব শুকপাখিকে বাকশূন্য হওয়ার অভিশাপ দেন কিন্তু দেবগণ তাঁকে বালক ও বৃদ্ধদের ন্যায় সুন্দর, মধুর বাক্য বলার আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং শমীলতার মধ্যে অগ্নিকে আবিষ্কার করেন। তাই এই স্থানটিকে পুণ্যজনক মনে করা হয়। অগ্নি দেবগণকে দেখে ব্যথিত হয়ে দেবতাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবতাগণ তাঁকে দেবকার্যে নিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি সম্মতি প্রদান করেন। তখন দেবগণ অগ্নিকে একজন তেজস্বী ও মহাবীর পুত্র উৎপন্ন করতে বলেন যাঁর দ্বারা তারাকাসুর বধ সম্ভব হবে। অগ্নিদেব দেবতদের আশ্বস্ত করে ভাগীরথী গঙ্গার দিকে গমন করলেন। অনন্তর গঙ্গার সাথে মিলিত হয়ে গর্ভ উৎপাদন করলেন এবং সেই গর্ভ শুষ্কতৃণরাশিতে অগ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগল। কিন্তু গঙ্গার পক্ষে সেই রেত ধারণ করা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। গঙ্গাতীরে কোন এক অসুর গর্জন করলে তিনি ভীতা ও অচেতনপ্রায়া হয়ে গর্ভ আর বহন করতে সক্ষম হলেন না। তখন অগ্নিদেবকে সমস্ত বিষয় জানালেন অগ্নি নানাভাবে তাঁকে গর্ভত্যাগ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও সুমেরুপর্বতে তিনি সেই গর্ভ ত্যাগ করলেন। উজ্জ্বল সুবর্ণবর্ণের ন্যায় গর্ভ সুমেরুপর্বতকে আলোকিত করে তুলেছিল। এর তেজ চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে ত্রিভুবনকে আলোকময় করেছিল। গঙ্গাদেবীর অদ্ভুদাকৃতি গর্ভ শরবণে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বালকে পরিণত হল। ছয়জন কৃত্তিকা সেই দীপ্তিসম্পন্ন বালককে দেখতে পেয়ে তাঁর নিকট গমন করে স্তন্যদুগ্ধ পান করালেন এবং পুত্ররূপে পালন-পোষণ করতে লাগলেন। সেই কারণে সুন্দর কান্তিযুক্ত সেই বালকের নাম কার্ত্তিকেয় লাভ করল, শিবের স্খলিত রেত থেকে

উৎপন্ন বলে তাঁর নাম 'স্কন্দ' প্রাপ্ত হল এবং সুমেরুপর্বতের গুহায় বাস করেছিল বলে তাঁর নাম হয় 'গুহ'। এভাবেই অগ্নিদেবের পুত্ররূপে সুবর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। সুবর্ণের মধ্যে জাম্বূনদ শ্রেষ্ঠ, তাই তা দেবতাদেরও ভূষণ হয়েছে।[৪২]

স্বর্ণের উৎপত্তি বর্ণনার পর পঁচাত্তরতম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির পিতামহের নিকট কুমার কর্তৃক তারকাসুর বধের বৃত্তান্ত জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। অনন্তর পিতামহ ভীষ্ম তারকাসুর বধের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন। কৃত্তিকাগণ স্নেহবশত তাঁকে দুগ্ধপান করাতে থাকলে সকল দেবতাগণ, দিক্পালগণ, চতুর্বেদ কুমারকে দর্শন করতে সেই স্থানে গমন করলেন। ঋষিরা সেই ষড়ানন ও দ্বাদশ নয়নযুক্ত কুমারের স্তুতি করলেন এবং গন্ধর্বেরা সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকলেন। সমস্তদেবগণ বালকের জন্য বহু খেলনা ও পক্ষী দান করলেন, গরুড় কুমারকে বিচিত্রপুচ্ছযুক্ত নিজপুত্র ময়ূরকে দান করলেন, রাক্ষসেরা তাঁকে মহিষ ও শূকর দান করলেন, সূর্য্যের সারথী তাঁকে অগ্নিবর্ণ একটি কুক্কুট দান করলেন। এছাড়াও চন্দ্রদেব একটি মেষ, সূর্য্যদেব প্রভা, গোমাতা সহস্র গো, অগ্নিদেব একটি ছাগ, বরুণদেব বিমান, দেবরাজ সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি দান করলেন।

ততো দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
রুদ্রো ধাতা চ বিষ্ণুশ্চ যমঃ পূধার্য্যমা ভগঃ॥
অংশো মিত্রশ্চ সাধ্যাশ্চ বাসবো বসবোঽশ্বিনৌ।
আপো বায়ুর্নভশ্চন্দ্রো নক্ষত্রাণি গ্রহা রবিঃ॥
পৃথগ্ ভূতানি চান্যানি যানি দেবার্পণানি বৈ।
আজগ্মুস্তেঽদ্ভুতং দ্রষ্টং কুমারং জ্বলনাত্মজম্॥
ঋষয়স্তুষ্টু বুশ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ জগুস্তথা।
ষড়াননং কুমারন্তু দ্বিষড়ক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্॥
পীনাংসং দ্বাদশভুজং পারকাদিত্যবর্চসম্ ।
শয়ানং শরগুল্মস্থং দৃষ্টা দেবা সহর্ষিভিঃ॥

লেভিরে পরমং হর্ষং মেনিরে চাসুরং হতম্।

ততো দেবাঃ প্রিয়াণ্যতা সর্ব্ব এর সমাহরন্॥

ক্রীড়তঃ ক্রীড়নীয়ানি দদুঃ পক্ষিগণাংশ হ।

সুপর্ণোহস্ত দদৌ পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্॥[৪৩]

কুমার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারকাসুর তাঁকে নানাভাবে বধ করার চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। ক্রমে দেবগণ কুমারকে দেবসেনাপতির পদ প্রদান করলেন এবং তারকাসুরের অত্যাচারের বৃত্তান্ত কুমারকে নিবেদন করলেন। তারপর কুমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অব্যর্থ শক্তি দ্বারা খেলার ছলে তারকাসুরকে বধ করলেন এবং দেবরাজকে স্বর্গের সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করলেন।[৪৪]

সুতরাং বলা যায়, শল্যপর্ব অপেক্ষা অনুশাসন পর্বে কুমারের বৃত্তান্ত অধিক বিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কুমার কার্ত্তিকেয়কে শিবপুত্র অপেক্ষা অগ্নি-গঙ্গাপুত্র বলাই শ্রেয়।

❖ **উপসংহার :**

ঋগ্বেদ-এ কুমার শব্দের উল্লেখ থাকলেও এই 'কুমার' যে কুমার কার্ত্তিকেয় সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। তবে *ঋগ্বেদ*-এ উল্লিখিত 'কুমার' শব্দের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্নিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর *The Arctic Home in the Vedas* গ্রন্থে কুমারকে লুকায়িত অগ্নির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"...The story of hidden Agni refers to the same phenomenon Probable origin of the Puranic story of Kumāra or Kārttikeya".[৪৫]

অর্থাৎ লুকায়িত অগ্নির গল্প সম্ভবত পুরাণের কুমার বা কার্ত্তিকেয়ের গল্পের উৎস। বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত অগ্নি হল পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের মূল উৎস তা বলা যেতে পারে। *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর মৈত্রায়ণী-সংহিতায় হর-পার্বতীর সঙ্গে স্কন্দের স্তুতি করা হয়েছে, এর থেকে অনুমান করা যায় তিনি হর-পার্বতীর সন্তান তথা স্বর্গীয় দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়। এই সংহিতায় প্রাপ্ত কুমার, স্কন্দ ও কার্ত্তিকেয় নাম থেকে আরো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। *তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে*

মহাসেন' ও 'ষণ্মুখ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই আরণ্যকে *মৈত্রায়ণী-সংহিতা*-র ন্যায় স্কন্দের স্তুতি বিহিত হওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত দেবতারূপে লোকসংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ ছিলেন। *ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এ সনৎকুমারকে স্কন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই উপনিষদ থেকে জানা যায় কুমার পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞাতা ছিলেন।

বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর সাঁইত্রিশতম সর্গে বিশ্বামিত্র গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রভু রামচন্দ্রকে সর্বপ্রথম কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এখানে কুমার বলতে অগ্নি নয়, কার্ত্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। এই বৃত্তান্তের অন্তিমে তিনি বলেছেন - যে ব্যক্তি কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হবে তিনি সপরিবারে আয়ুষ্মান্ হয়ে কুমারের ন্যায় সম্মানিত হবেন। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, তৎকালীন লোকসমাজে অন্যান্য দেবতার ন্যায় কার্ত্তিকেয়েরও উপাসনা করা হত এবং লোকসংস্কৃতিতে তাঁর বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর বনপর্বে মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট কুমারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। এখানে প্রাপ্ত কুমারের জন্মবৃত্তান্ত বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ প্রাপ্ত জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এই পর্বে কুমারকে প্রথমে অগ্নি ও স্বাহার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্তিমে হর-পার্বতীর পুত্ররূপে দর্শিত হয়েছে। কেবলমাত্র এই পর্বেই কুমার কর্তৃক মহিষাসুর বধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই বৃত্তান্ত অন্য কোথাও দেখা যায়না। অধিকাংশ স্থানে কুমার কর্তৃক তারকাসুর বধ দর্শিত হয়েছে। সেদিক থেকে বনপর্বে উক্ত দুই অভিনব সংযোজন দৃষ্ট হয়। এই সর্গের অন্তিমে যুধিষ্ঠির কর্তৃক কথিত হয়েছে যে বিপ্র ব্যক্তি স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করবেন, তিনি ধনবান্ ও আয়ুষ্মান্ হবেন। যিনি শ্রবণ করবেন তিনিও একই ফললাভ করবেন। সুতরাং বলা যেতে পারে তৎকালীন লোকসমাজে কার্ত্তিকেয়ের উপাসনার প্রচলন ছিল।

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর শল্যপর্বে দর্শিত হয়েছে যে মহাদেবের অনুত্তম তেজ অগ্নিতে পতিত হয়, সেই রেত অগ্নি গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন, গঙ্গা আবার হিমালয়ে তাঁর গর্ভ ত্যাগ করেন এবং তা থেকে কুমারের জন্ম হয়। তারকাসুর বধ বৃত্তান্ত অনুপস্থিত। বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর

অনুশাসনপর্বে কিছুটা হলেও শল্যপর্বের কুমারবৃত্তান্তের অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে দর্শিত হয়েছে শিব-পার্বতীর সঙ্গমকালে ইন্দ্রের আদেশে অগ্নি কপোতবেশ ধারণ করে তাঁদের কক্ষে প্রবেশ করলে উভয়ের সঙ্গমে ব্যাঘাত ঘটে এবং শিবের অনুত্তমতেজ অগ্নি ধারণ করেন কিন্তু সহ্য করতে অক্ষম হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন, গঙ্গা তাঁর গর্ভ সুমেরু পর্বতে ত্যাগ করেন। সেখানই কুমারের জন্ম হয়। এখানে সুমেরুপর্বতে অগ্নি ও স্বাহার পুত্ররূপে সুবর্ণের উৎপত্তি দর্শিত হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ কুমারের বৃত্তান্ত মুনি-ঋষিদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।বৃত্তান্তগুলি বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন মুনিগণ বর্ণনা করেছেন, এগুলি যেহেতু মৌখিক বর্ণনা ছিল তাই প্রসঙ্গক্রমে পরিবর্ধিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। সুতারাং কুমারের উৎপত্তি বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ বৈদিকযুগে কুমারের প্রভাব ছিল তা বলা যেতে পারে। *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর মৈত্রায়ণী-সংহিতায় তার যথোপযুক্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় শিবের ন্যায় মঙ্গলময়, অগ্নি অপেক্ষা তেজস্বী, গঙ্গা অপেক্ষা গভীর ও পূত ও হিমালয়ের ন্যায় উচ্চভাবাপন্ন, ধীরচিত্ত। বৃত্তান্ত গুলির অন্তিমে কুমার কার্ত্তিকেয়ের স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং অন্তিমে বলা যায়, কুমার কার্ত্তিকেয় কেবলমাত্র স্বর্গের সেনাপতিরূপে পূজিত হয়েছেন তা নয়, তিনি ভূলোকেও বৈদিক ও লৌকিক দেবতারূপে এবং লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কারণ কুমারের বৃত্তান্ত বলার পর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাঁকে স্তুতি করার কথা বলেছেন।

❖ উল্লেখপঞ্জি :

১. *আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা,* ১/৩১।

২. *মনুসংহিতা,* ২/৬।

৩. *ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য*-এর ভূমিকা অংশ।

৪. *ঋগ্বেদ,* ৫/২/১-২।

৫. অত্রাগ্নেরুৎপাদ্যমানত্বাৎকুমারশব্দেনব্যবহারঃ হেযুবতে ত্বংকমেতংকুমারং পেষী
হিংসিকাপিশাচিকাসতী বিভর্ষি.... *ঋগ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়ণভাষ্য, পৃ. ৬৪০।

৬. *তদেব,* ১০/১৩৫/৩-৫।

৭. নচিকেতসংজ্ঞং যমঃ অনয়োত্তরয়া চ প্রলোক্ষয়তি..., *ঋগ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়নভাষ্য, পৃ. ৫৬২।

৮. *তদেব,* সায়নভাষ্য, পৃ. ৫৬৩।

৯. *ঋগ্বেদ,* ১/৪০/২।

১০. হে সহস্পুত্র বলস্যবহুপালক ব্রহ্মণস্পতে পুত্রঃপুরুত্রায়তেনিপরণাদ্বেতিনির্রুক্তম্, *ঋগ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়ণভাষ্য, পৃ. ৩৫২।

১১. *ঋগ্বেদ,* ২/৩৩/১২।

১২. বন্দমানং আয়ুষ্মান্ক্ষবসৌম্যেতিস্তবন্তংপিতরং কুমারশ্চিৎ যথা কুমারঃ চিদিত্যেদুপমার্থে হে রুদ্র উপন্তম....., *ঋগ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়ণভাষ্য, পৃ. ৬১৪।

১৩. *ঋগ্বেদ,* ১০/৮৭/০২।

১৪. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়ণভাষ্য, পৃ. ২৫১।

১৫. *তদেব* - ১০/৮৭/১৪।

১৬. কিংচ মূরদেবান্ মারয়িতব্যান্ রাক্ষসানার্চিষা স্বকীয়েন তেজসা পরাশৃণীহি.., *গ্বেদ সংহিতা,* অনু. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সায়ণভাষ্য, পৃ. ২৫৭।

১৭. *মৈত্রায়ণী-সংহিতা,* ২/৯/৩-৫।

১৮. *তৈত্তিরীয়-আরণ্যক,* ২/৯/৫।

১৯. *ছান্দগ্যোপনিষদ,* ৭/২৬/৫৬৫/২।

২০. *তত্রৈব* ।

২১. মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।। *বাল্মীকীয়-রামায়ণ,* বালকাণ্ড, ২/১৫।

২২. Winternitz, *History of Indian Literature*, পৃ. ৫১৬ - ৫১৭।

২৩. *বাল্মীকীয় রামায়ণ,* বালকাণ্ড, ৩৭/৩-৭।

২৪. দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা।

অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ।।

ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সংনিবেশ্যতাম্।

শ্রত্বা অগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্।।

উৎসসর্জ মহাতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ।

যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।।

কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুল্যপ্রভম্।

তাম্রং কার্ষ্ণায়সং চৈব তৈক্ষ্ণ্যাদেবার্ভিজায়ত।।

মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেব চ।

তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত।।

নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্।

সর্বং পর্বতসংনদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্ধনম্।।

জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব।

সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্।।

তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহ মরুদ্গণাঃ।

ক্ষীরসংভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্।। *তদেব,* ৩৭/১৬-২৩।

২৫. *তদেব,* ৩৭/২৫-৩২।

২৬. কার্ত্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানং চ পশ্যতি।

ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ।। *বাল্মীকীয় রামায়ণ,* অরণ্যকাণ্ড, ১২/২১।

২৭. A. Macdonell, *History of Sanskrit Literature*, পৃ. ২৮৭।

২৮. দেবদানবযক্ষাণাং কিন্নরোরগরাক্ষসাম্।

জেতা যো দুষ্টদৈত্যানাং মহাবীর্যমহাবলঃ।।

যস্তু ভূতানি সর্ব্বাণি ত্বয়া সহ বিজেষ্যতি।

স হি য ভবিতা ভর্তা ব্রহ্মণ্যঃ কীর্ত্তিবর্ধনঃ।। *বৈয়াসিক মহাভারত,* বনপর্ব, ১৮৭/৮-৯।

২৯. *তদেব,* ১৮৭/১২-১৯।

৩০. স্কন্দং শ্রুত্বা তথা দেবা বাসবং সহিতাঽব্রুবন্।

অবিষহ্যবলং স্কন্দং জহি শক্রাশু মা চিরম্॥

যদি বা ন নিহংস্যেনং দেবেন্দ্রোঽয়ং ভবিষ্যতি।

ত্রৈলোক্যং সন্নিগৃহ্যাস্মাংস্ত্বাঞ্চ শক্র ! মহাবলঃ।।

স তামুবাচ ব্যথিতো বালোঽয়ং সুমহাবলঃ।

স্রষ্টারমপি লোকানাং যুধি বিক্রম্য নাশয়েৎ।

ন বালমুৎসহে হন্তুমিতি শক্রঃ প্রভাষতে॥ *তদেব,* ১৮৮/১৫-১৭।

৩১. *তদেব,* ১৮৯/১৩-১৬।

৩২. *তদেব,* ১৯১/২৬-৩০।

৩৩. ষষ্ঠং ছাগময়ং বক্ত্রং স্কন্দস্যৈবেতি বিদ্ধি তৎ।

ষট্-শিরোঽভ্যন্তরং রাজন্ ! নিত্যং মাতৃগণার্চ্চিতম্।।

ষণ্ণান্তু প্রবরং তস্য শীর্ষাণামিহ শব্দ্যতে।

শক্তিং যেনাসৃজদিব্যাং রুদ্রশাখ ইতি স্ম হ।।

ইত্যেতদ্বিবিধাকারং বৃত্তং শুক্লস্য পঞ্চমীম্।

তত্র যুদ্ধং মহাঘোরং বৃত্তং ষষ্ঠ্যাং জনাধিপ!।।*তদেব,* ১৯০/১২-১৪।

৩৪. ন স মাং কামিনীং পুত্র ! সম্যগ্ জানাতি পাবকঃ।

ইচ্ছামি শাশ্বতং বাসমহং বস্তুং সহাগ্নিনা।।

হব্য কব্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্দ্বিজা মন্ত্রসুসংস্কৃতম্।

হোষ্যন্ত্যগ্নৌ সদা দেবি ! স্বাহেত্যুক্ত্বা সমুদ্ধৃতম্।।

অদ্য প্রভৃতি দাস্যন্তি সুবৃত্তাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।

এবমগ্নিস্ত্বয়া সার্দ্ধং সদা বৎস্যতি শোভনে!।।*তদেব,* ১৯৩/৪-৬।

৩৫. রুদ্রেণাগ্নিং সমাবিশ্য স্বাহামাবিশ্য চোময়া।

হিতার্থং সর্বলোকানাং জাতস্ত্বমপরাজিতঃ।। *তদেব,* ১৯৩/৯।

৩৬. *তদেব,* ১৯৪/৭২-৭৫।

৩৭. স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেজ্জন্ম সমাহিতঃ।

স পুষ্টিমিহ সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ।।*তদেব,* ১৯৪/৮১।

৩৮. *মহাভারত,* শল্যপর্ব, ৪১/৬-১১।

৩৯. ততোঽভচ্চতুর্মূর্ত্তিঃ ক্ষণেন ভগবন্ প্রভুঃ।

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ।।

এবং কৃত্বা স্বমাত্মানং চতুর্দ্ধা ভগবন্ প্রভুঃ।

যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দঃ জগামাদ্ভুতদর্শনঃ।।

বিশাখস্তু যযৌ দেবীং ততো গিরিবরাত্মজাম্।

শাখো যযৌ স ভগবান্ দিব্যমূর্ত্তির্বিভাবসুম্।

নৈগমেয়োঽগমদ্গাঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ।।

সর্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।

তান্ সমভ্যয়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।।

হাহাকারো মহানাসীদ্দেবদানবরক্ষসাম্।

তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্।। *তদেব,* ৪১/৩৬-৪০।

৪০. পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।

সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত।।

ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ।

সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারতঃ।। *তদেব,* ৪১/৪৬-৪৭।

৪১. *তদেব,* অনুশাসনপর্ব, ৭৩/৭২-৮০ ।

৪২. এবমুক্ত্বা তু সা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।

পাবকশ্চাপি তেজস্বী কৃত্বা কার্য্যং দিবৌকসাম্।।

জগামেষ্টং ততো দেশং তদা ভার্গবনন্দন !।।

এতৈঃ কর্মগুণৈর্লোকে নামাগ্নেঃ পরিগীয়তে।

হিরণ্যরেতা ইতি বৈ ঋষিভির্বিবুধৈস্তথা।

পৃথিবী চ তদা দেবী খ্যাতা বসুমতীতি বৈ।।

স তু গর্ভো মহাতেজা গাঙ্গেয়ঃ পাবকোদ্ভবঃ।

দিব্যং শরবণং প্রাপ্য ববৃধেঽদ্ভুতদর্শনঃ।।

দদৃশুঃ কৃত্তিকাস্তন্তু বালার্কসদৃশদ্যুতিম্।

পুত্রং বৈ তাশ্চ তং বালং পুপুষুঃ স্তন্যবিস্রবৈঃ।।

ততঃ স কার্ত্তিকেয়ত্বমবাপ পরমদ্যুতিঃ।

স্কন্নত্বাৎ স্কন্দতাং চাপি গুহাবাসাদ্গুহোঽভবৎ।।

এবং সুবর্ণমুৎপন্নমপত্যং জাতবেদসঃ।

তত জাম্বূনদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি ভূষণম্।। *তদেব,* ৭৪/৭৫-৮১ ।

৪৩. *তদেব,* ৭৫/১৫-২১।

৪৪. বর্দ্ধমানন্তু তং দৃষ্ট্বা প্রার্থয়ামাস তারকঃ।

উপায়ৈর্বহুভির্হন্তুং নাশকচ্চাপি তং বিভুম্।।

সৈনাপত্যেন তং দেবাঃ পূজয়িত্বা গুহালয়ম্।

শশংসুর্বিপ্রকারং তং তস্মৈ তারককারিতম্॥

স বিবৃদ্ধো মহাবীর্য্যো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ।

জঘানামোঘয়া শক্ত্যা দানবং তারকং গুহঃ॥

তেন তস্মিন্ কুমারেণ ক্রীড়তা নিহতেঽসুরে।

সুরেন্দ্রঃ স্থাপিতো রাজ্যে দেবানাং পুনরীশ্বরঃ।। *তদেব,* ৭৫/২৭-৩০।

৪৫. *The Arctic Home in the Vedas*, পৃ. ২৯৫-২৯৬।

'পুরা' শব্দের উত্তর 'ট্যু' প্রত্যয় যুক্ত করে 'পুরাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল - পুরাকালে জাত বা প্রাচীন শাস্ত্রবিশেষ। অর্থাৎ 'পুরাণ' শব্দের সাধারণ অর্থ হল প্রাচীন কাহিনী বা প্রাচীন কথা। *ঋগ্বেদ*-কে সাধারণত প্রাচীন সাহিত্যরূপে গণ্য করা হলেও *মৎস্যপুরাণ*-এ পুরাণকে বেদের থেকেও প্রাচীনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[১] পুরাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে যাস্কাচার্য *নিরুক্ত* গ্রন্থের নৈঘন্টুক কাণ্ডে বলেছেন - প্রাচীন বৃত্তান্ত নবরূপে পুরাণে কথিত হয়েছে।

পুরা নবং ভবতি ইতি পুরাণম্।[২]

মহাভারত-এর আদিপর্বে প্রাচীন আখ্যানকে পুরাণ বলা হয়েছে -

পুরাণম্ আখ্যানং পুরাণম্।[৩]

বায়ুপুরাণ-এ যা প্রাচীন বৃত্তান্তকে আনায়ন করে সেটিকে পুরাণ বলা হয়েছে -

যস্মাৎ পুরা হ্যনতীদং পুরাণম্।[৪]

মৎসপুরাণ-এ বিশ্ব সৃষ্টির ইতিহাসকে পুরাণ বলা হয়েছে -

বিশ্বসৃষ্টেরিতিহাসঃ পুরাণম্।[৫]

এখন সমস্যা হল ইতিহাস বলতেও প্রাচীন কাহিনীকে নির্দেশ করে। তাহলে কোন কাহিনীকে ইতিহাস এবং কোন কাহিনীকে পুরাণ বলে নির্দেশ করা হবে ? এর সমাধানরূপে পণ্ডিতগণ বলেছেন - ইতিহাস হল অতীতের বৃত্তান্ত এবং পুরাণ হল সুদূর অতীতের বৃত্তান্ত। এই প্রসঙ্গে মনিয়র্ উইলিয়াম বলেছেন -

"It is true that the latter furnish the raw materials for the composition of the Puranas, but, notwithstanding their relationship, the two classes of works are very different. The Itihasas are the legendary histories of heroic men before they were actually deified, whereas the Puranas are properly

the history of the same heroes converted into positive gods and made to occupy the highest position in the Hindu pantheon."[৬]

পুরাণ সমূহের রচনাকার রূপে ব্যাসদেবের নাম সর্বাগ্রে উল্লিখিত হয়। মনে করা হয় যে তিনি পুরাণসংহিতা রচনা করে শিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল কোন লেখকের একার দ্বারা এতগুলি গ্রন্থ রচনা অসম্ভব। তাই কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে মাগধ অর্থাৎ রাজার সভাকবিগণ বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস জানতেন, সূতগণের কার্য ছিল সেই বিবরণগুলিকে সংগ্রহ করে রাখা। তাঁরা নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সেই বিবরণ যখন পাঠ করতেন তখন এক সম্প্রদায়ের ঋষিগণ সেই পাঠকে পুরাণ আকারে লিপিবদ্ধ করতেন। তাই শ্রীধরস্বামী বলেছেন -

সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশবেদিনঃ।
বন্দিনস্ত্বমল প্রজ্ঞা প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ।।[৭]

পুরাণের বিষয়বস্তু তথা লক্ষণ প্রসঙ্গে *বায়ুপুরাণ*-এ বলা হয়েছে - সর্গ বা সৃষ্টি, প্রতিসর্গ বা প্রলয়, বংশো বা দেবতা-দৈত্য-রাজ-ঋষি প্রভৃতি বংশ, মন্বন্তর বা এক মনুকাল এবং বংশানুচরিত বা উক্ত বংশগুলির বিবরণ কথনই হল পুরাণ সমূহের মূল বিষয়বস্তু।[৮]

মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ ভেদে পুরাণ সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলি হল - *মৎস্যপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, নারদপুরাণ, পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ, কুর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ*। এছাড়াও রাজসিক, সাত্ত্বিক, তামসিক ভেদেও মহাপুরাণগুলিকে ভাগ করা হয়। যথা - রাজসিক(ব্রহ্মা প্রধান) পুরাণগুলি হল - *ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বামনপুরাণ* প্রভৃতি। সাত্ত্বিক(বিষ্ণু প্রধান) পুরাণগুলি হল - *ভাগবতপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ* প্রভৃতি। তামসিক(শিব প্রধান) পুরাণগুলি হল - *শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, কুর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ* প্রভৃতি। কথিত আছে ব্যাসদেবের নিকট থেকে অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণান্তর উগ্রশ্রবা

মুনি *সনৎকুমারপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ, শিবধর্মপুরাণ, নারদপুরাণ, কপিলপুরাণ, কালিকাপুরাণ, সৌরপুরাণ, সাম্বপুরাণ, সূর্য্যপুরাণ, দেবীপুরাণ, কল্কিপুরাণ* প্রভৃতি উপপুরাণগুলি রচনা করেন।[৯]

কিন্তু সমস্যা হল এতগুলি পুরাণ ও সুবৃহৎ *মহাভারত* একজন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে রচনা করা অসম্ভব বিষয়। তাই হিন্দুরা বিশ্বাস করেন স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসদেবরূপে পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। তাই *বিষ্ণুপুরাণ*-এ বলা হয়েছে -

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ-ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ।।[১০]

পুরাণগুলি যেহেতু সংকলিত এবং পরবর্তীকালে মূলপুরাণের সঙ্গে বহু কাহিনীর সংযোজন করা হয়েছে, তাই পুরাণগুলির রচনাকাল বা সময়কাল নিয়ে সর্বসম্মত সঠিক কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা সম্ভবপর হয়নি। পরবর্তীকালে পারজিটার, উইন্টারনিজ্, আর. সি হাজরা প্রমুখ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে কিন্তু তা সর্বসম্মত নয়। তবে কায়েগীর মতে পুরাণসমূহের রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী হতে বর্তমান পর্যন্ত।[১১] অষ্টাদশ মহাপুরাণের সময়ক্রম বিষয়ে *বিষ্ণুপুরাণ*-এ বলা হয়েছে -

আদ্যং সর্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশপুরাণানি পুরাণপ্রজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।।
ব্রাহ্মং পাদ্মং, বৈষ্ণবং চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ং চ মার্কণ্ডেয়ং চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমং চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা।
দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।।
বারাহং দ্বাদশং চৈব স্কান্দং চাত্র ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং বামনং চ কৌর্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।।
মাৎস্যং চ গারুড়ং চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্।।[১২]

অর্থাৎ সমস্ত পুরাণগুলির মধ্যে আদিপুরাণ হল - *ব্রহ্মপুরাণ,* অনন্তর *পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ* সপ্তম পুরাণ, *অগ্নিপুরাণ* অষ্টম, *ভবিষ্যপুরাণ* নবম, দশম *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,* একাদশ *লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ* দ্বাদশ, *স্কন্দপুরাণ* ত্রয়োদশ, চতুর্দশ *বামনপুরাণ, কুর্মপুরাণ পঞ্চদশ,* তারপর *মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*। কুমার কার্ত্তিকেয় যেহেতু পৌরাণিকদেবতাগণের মধ্যে অন্যতম, সেহেতু বহুপুরাণে তাঁর জন্ম থেকে তারকাসুরবধ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। যথা - *পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, গণেশপুরাণ* প্রভৃতি। এই পুরাণগুলিতে উক্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হল -

২.১. *পদ্মপুরাণ*-এ প্রাপ্ত কৃত্তিকাসুত বৃত্তান্ত :

পদ্মপুরাণ-এর সৃষ্টিখণ্ডের ত্রিচত্বারিংশতম অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, ব্রহ্মা কর্তৃক বর প্রাপ্ত হয়ে তারকাসুর দেবগণকে পীড়ন প্রারম্ভ করলে তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তখন ব্রহ্মা বিধান প্রদান করেন যে, ভার্যাহীন শঙ্করের পত্নী হবেন সতী দক্ষসুতা, তিনি কোন কারণে পিতার কোপের কারণ হয়েছিলেন। তিনি ভূলোকে হিমালয় দুহিতা হবেন। তাঁর বিরহে মহাদেব ত্রিলোককে শূন্য মনে করে হিমালয়ের কন্দরে তপস্যায় রত রয়েছেন, দক্ষসুতার জন্মের জন্য কাল অতিবাহিত করছেন। শঙ্কর ও গিরিসুতার তেজের থেকে উৎপন্ন পুত্রের দ্বারা তারকাসুর নিহত হবে।

শঙ্করস্যাভবেৎপত্নী সতী দক্ষসুতা তু যা।
সা পিতুঃ কুপিতা দেবী কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে
ভবিত্রী হিমশৈলস্য দুহিতা লোকভাবিনী।।
বিরহেন হরস্তস্যা মত্বা শূন্যং জগত্রয়ম্।
স তস্য হিমশৈলস্য কন্দরে সিদ্ধসেবিতে।
প্রতীক্ষমানণস্তজ্জন্ম কিঞ্চিৎ কালং নিবৎস্যতি।।
তয়োঃ সুতপ্ততপসোর্সভবিতা যো মহান্ সুতঃ।

ভবিস্যতি স দৈত্যস্য তারকস্য বিনাশকঃ।।[১৩]

অনন্তর ব্রহ্মার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে দেবরাজ ইন্দ্র দেবর্ষি নারদকে স্মরণ করেন এবং তাঁর আগমনের পর সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন এবং হিমালয়ের কন্যা পার্বতী ও শিবের মিলনের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলেন। অনন্তর সেই উদ্দেশ্য সাধনে নারদ হিমশৈলাবাসে উপনীত হলেন। হিমালয়ের নিকট তাঁর কন্যা ও দেবাদিদেব শিবের বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং শিবই একমাত্র পার্বতীর উপযুক্ত পাত্র তা অবগত করান। হিমালয় সেই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। অনন্তর দেবরাজ কামদেবকে স্মরণ করেন এবং উভয়ের মিলনের প্রয়াস করতে বলেন। কামদেবও যথাস্থানে গমন করে শিবকে পার্বতীর প্রতি প্রণয়াসক্ত করার জন্য কামবাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু দেবাদিদেব প্রথমে মোহগ্রস্থ হলেও পরে ক্রুদ্ধ হয়ে কামদেবকে ভস্মীভূত করে দেন। কামের অকাল মৃত্যুতে রতি অত্যন্ত বিলাপ করতে থাকেন। অনন্তর তিনি শিবের আরাধনায় ব্রতী হন। রতির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব কামদেবের পুনর্বার উৎপত্তির জন্য তাঁকে অপেক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করেন। রতির মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে গিরিরাজের বাধা অমান্য করে পার্বতী কঠোর তপস্যা করার জন্য হিমালয়ের এক পুণ্য শৃঙ্গে গমন করলেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত মুনিগণ সেই স্থানে গমন করে তাঁর কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে তপস্যার কারণ জানতে চাইলে তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ করে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য তা ব্যক্ত করেন। তখন মুনিগণ শঙ্করকে ত্যাগ করে অন্য কোন দেবতাকে পতিরূপে বরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু পার্বতী তা শ্রবণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শিবের প্রশংসা করতে থাকেন। মুনিগণ আনন্দিত হয়ে হিমালয়ের নিকট শিবকে কন্যাদানের প্রস্তাব দেন। হিমালয় আনন্দিত হয়ে পার্বতীর অনুমতি নেওয়ার জন্য তাঁর নিকট গমন করেন। পার্বতীও সম্মতি জানিয়ে বলেন - তিনি রুদ্র ছাড়া কাউকে বিবাহ করতে সম্মত নন। যেহেতু শঙ্কর তপস্বী, তিনিও তপস্বিনী, তাই তাঁরা উভয়ই সমান। শৈলপুত্রীর কথা শ্রবণ করে ঋষিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে জানান, শঙ্করের প্রতি তাঁর অনুরাগ পরীক্ষার নিমিত্ত তাঁদের সেখানে আগমন এবং অচিরেই তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হবে, এই বলে সেই স্থান থেকে শঙ্করের নিকট

হিমাচলের মহাপ্রস্থে গমন করলেন। অনন্তর যথাসময়ে হর-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হল। কিন্তু তারপর মহাদেব পার্বতীকে কৃষ্ণা বলায় তিনি অত্যন্ত অপমানিতবোধ করেন এবং পরস্পর ক্রোধন্বিত হয়ে উত্তপ্ত বাক্ বিনিময় করতে থাকেন।[১৪] অবশেষে বীরককে মহাদেবের দৌবারিকের দায়িত্ব দিয়ে গৌরবর্ণ লাভ করার জন্য পার্বতী তপস্যায় ব্রতী হতে অন্যত্র গমন করেন। হরের দ্বারা অনিন্দিতা কৃষ্ণা বলায় নিন্দিতা হয়েছেন। সেই আমি গৌরী হওয়ার জন্য তপস্যা করব।[১৫]

এরপর তিনি কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গৌরবর্ণ লাভের বর প্রদান করেন। গৌরাঙ্গী হয়ে শিবের কাছে ফিরে যান এবং বর্ষসহস্র কক্ষে নিভৃতে কামক্রীড়ায় মত্ত থাকেন। শিবের কক্ষে কি হচ্ছে তা জানার আগ্রহে দেবগণ অগ্নিকে প্রেরণ করেন, শুকরূপী অগ্নি গবাক্ষমার্গে কক্ষে প্রবেশ মাত্রই শিব অগ্নিকে চিনতে পারেন। তাঁদের রতিকালে বিঘ্ন ঘটার ফলে শিবতেজের অর্ধাংশ উমাদেবীর গর্ভে ও অর্ধাংশ ভূমিতে পতিত হয়। মহাদেব কুপিত হয়ে শুকরূপী অগ্নিকে তা পানকরার নির্দেশ দেন, অগ্নি তা পান করেন। ঋভু নামক দেবগণ যারা অগ্নিবক্ত্র নামে পরিচিত, তাঁরা এর দ্বারা প্লাবিত হলেন। তাঁদের জঠর ভেদ করে বহু যোজন বিস্তৃত সুবিশাল সরোবর উৎপন্ন হয়। পার্বতী একদিন সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে উপস্থিত হন। সেখানে কৃত্তিকাদের স্ব স্ব পাত্রে জল নিয়ে যেতে দেখে জলপান করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা জানান সেই জলপান করে তাঁর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হবে সে কৃত্তিকাদের নামেই পরিচিত হবে। পার্বতী সম্মত হয়ে পদ্মপত্র স্থিত সেই জল পান করলে তাঁর দক্ষিণকুক্ষিভেদ করে এক অদ্ভুত প্রভাকরনিকরবৎ প্রদীপ্ত পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। অনন্তর দেবীর বামকুক্ষি ভেদ করে অপর একটি শিশু সন্তানের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে সেই সন্তান কুমার, স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন নামে পরিচিতি লাভ করেন। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে পাকশাসন অমরদিগের মঙ্গলের জন্য উভয় বালককে একত্রিত করেন।

ততস্তাং কৃত্তিকা ঊচুর্বিধাস্যামোঽস্য বৈ বয়ম্।
উত্তমান্যুত্তমাঙ্গানি যদ্যেবন্তু ভবিষ্যতি।।

উক্তা বৈ শৈলজা প্রাহ ভবত্বেবমনিন্দিতাঃ।।

ততস্তু হর্ষসম্পূর্ণাঃ পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ।

তস্যৈ দদুস্তয়া চাপি তৎপীতং ক্রমশো জলম্।।

পীতে তু সলিলে চৈব তস্মিন্নেব ক্ষণে বরঃ।

বিপাট্য দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণং কুক্ষিমুদ্গতঃ।।

নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালো রোগশোকবিনাশনঃ।

প্রভাকরকরব্রাত-প্রকারপ্রকরপ্রভুঃ।।

গৃহীতনির্ম্মলোদগ্র-শক্তিশূলাঙ্কুশোঽনলঃ।

দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যানুত্থিতঃ কনকচ্ছবিঃ।।

এতস্মাৎ কারণাদেব কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ।

বামং বিদার্য্য নিষ্ক্রান্তস্ততো দেব্যাঃ পুনঃ শিশুঃ।।

স্কন্দোঽথ বদনাদ্বহ্নেঃ শুভ্রাৎষড়বদনোঽরিহা

কৃত্তিকাসলিলাদেবশাখাভিঃ স বিশেষতঃ।।

শাখাঃ শিবাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্ষু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ।

যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষণ্মুখঃ।।

স্কন্দো বিশাখঃ ষড়বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ

পক্ষে চৈত্রস্যবহুলে পঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ।।

সম্ভূতাবর্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে।

সিতে পক্ষে তু পঞ্চম্যাং তথৈতৌ পাবকানলৌ

বালকাভ্যাঞ্চকারৈকং সন্ধ্যায়ামেব ভূতয়ে।।

তস্যামেব ততঃ ষষ্ঠ্যামভিষিক্তো গুহঃ প্রভুঃ।[১৬]

অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখদেবগণ গন্ধমাল্যাদি উপকরণের দ্বারা তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। ইন্দ্র তাঁকে দেবসেনা নামক কন্যাকে প্রদান করেন, বিষ্ণু তাঁকে আয়ুধরাজি অর্পণ করলেন, ধনপতি কুবের

দশ লক্ষ যক্ষ প্রদান করলেন, হুতাশন তেজ, বায়ু বাহন ও ত্বষ্টা ক্রীড়ন স্বরূপ একটি কামরূপী কুক্কুট প্রদান করলেন। তারপর কুমার দেবগণের অভীষ্ট পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সমস্তবৃত্তান্ত শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তারকাসুরবধের নিমিত্ত প্রস্থান করলেন। দেবরাজও দূত প্রেরণ করে তারকাসুরকে যুদ্ধের বার্তা প্রেরণ করেন। অনন্তর কুমার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তারকের উদ্দেশ্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। কুমারের সৈন্যবাহিনী দেখে তারকাসুর পূর্বে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত বরের দ্বারা 'বালকের হস্তে তাঁর মৃত্যু হবে' কথা স্মরণ করে শোকগ্রস্ত হলেন। হিরণ্যকশিপুর পরামর্শে তারকাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে কুমারকে নানা যুদ্ধ থেকে বিরত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তারপর তারক মুদ্গর দ্বারা আঘাত করার চেষ্টা করেন কিন্তু কুমার অমোঘবীর্য চক্র দ্বারা তা প্রতিহত করেন। অনন্তর তারক ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করলে কুমার তা হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন এবং উত্তরে গদা নিক্ষেপ করেন। সেই গদা দ্বারা আক্রান্ত শৈলরাজের ন্যায় কম্পিত তারক বুঝলেন এই বালক অজেয়। তখন সকল দৈত্যগণ একত্রে কুমারকে আক্রমণ করলেও কিছুই করতে সমর্থ হলেন না। দৈত্যদের অস্ত্রাঘাতে কুমারের কিঞ্চিৎমাত্রও বেদনা বোধ হয়নি। অন্যদিকে কুমারের প্রহার সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে দৈত্যসেনাগণ পলায়ন করলেন। এমন সময় তারক কুমারকে কনককান্তি গদা দ্বারা আঘাত করলেন ও তাঁর বাহন ময়ূরকে শরের আঘাতে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করে দিলেন। তখন কুমার ক্রোধান্বিত হয়ে কনকভূষিত বিমল শক্তি ধারণ করলেন এবং সেই শক্তি দৈত্যহৃদয় ভেদ করলে দৈত্যাসুর ধরাতলে পতিত হলেন।

স তৈঃ প্রহারৈরস্পৃষ্টস্তথা ক্লেশৈর্মহাদ্যুতিঃ।
স বালো বলিভির্বেগৈরযুধ্যদ্দানবৈ রণে ॥
রণশৌণ্ডাশ্চ দৈত্যেন্দ্রাঃ পুনর্জঘ্নুঃ শিলীমুখৈঃ।
কুমারং সমরে দৈত্যা বলিনো দেবকণ্টকাঃ।।
কুমারস্য ব্যথা নাভূদ্দৈত্যাস্ত্রনিহতস্য তু।
প্রাণান্তকরণং জাতং দেবানাং দানবাহবম্ ॥

দেবান্নিপীড়িতান্ দৃষ্ট্বা কুমারং কোপমাবিশৎ।

ততোঽস্ত্রৈর্দারয়ামাস দানবানামনীকিনীম্ ॥

তৈরস্ত্রৈর্নিষ্প্রতীকারৈস্তাড়িতাঃ সুরকণ্টকাঃ।

কালনেমিমুখাঃ সর্বে রণে হ্যসন্ পরাঙ্মুখাঃ ॥

বিদ্রুতেষু চ দৈত্যেষু প্রহতেষু সমন্ততঃ ।

কিন্নরোদ্গারগীতৈশ্চ হাস্যসংন্যস্তচেতনঃ ॥

জঘ্নে কুমারং গদয়া নিষ্টপ্তকনকত্বিষা।

শরৈর্ময়ূরং চিত্রৈশ্চ চকার বিমুখং রণে ॥

দৃষ্ট্বা পরাঙ্মুখো দেবো মুক্তরক্তং স্ববাহনম্ ।

জগ্রাহ শক্তিং বিমলাং রণে কনকভূষণাম্ ॥

বাহুনা হেমকেয়ূর-রুচিরেণ ষড়াননঃ ।

ততোঽব্রবীন্মহাসেনস্তারকং দানবাধিপম্ ॥[১৭]

তারকাসুর নিহত হলে কোন ব্যক্তি দুঃখ করলেন না, নরকস্থ পাপীরাও সন্তুষ্ট হলেন। সমস্ত দেবগণ কুমারের প্রশংসা করতে করতে স্ব স্ব স্থানে গমনের পূর্বে বললেন - যে মহামতি নর এই স্কন্দ সম্বন্ধীয় কথা বা পাঠ শ্রবণ করেন অথবা কাউকে শ্রবণ করান, সে কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান ও শুভদর্শন হয়ে থাকেন। সেই ব্যক্তির ভূতের ভয় থাকেনা, সে সর্বদুঃখ বিবর্জিত হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় স্কন্দচরিত পাঠ করেন, তিনি কিন্নরগণ সহ মহাধনপতি হয়ে থাকেন।[১৮]

পদ্মপুরাণ-এ কুমারের বৃত্তান্ত বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত* অপেক্ষা অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুমারের জন্মে এখানে আকাশগঙ্গার সাহায্য নেওয়া হয়নি। আবার এখানে পার্বতীর কৃষ্ণা অর্থাৎ কালীরূপের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অন্তিমে পাঠক ও ভক্তদের উদ্দেশ্যে স্কন্দচরিত পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং তৎকালীন লোকাচারে পূজাপাঠ ও উপাসনাদির প্রচলন ছিল তা অনুমান করা যায়।

২.২. *বিষ্ণুপুরাণ*-এ প্রাপ্ত অগ্নি-কৃত্তিকাসুত বৃত্তান্ত :

মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত *বিষ্ণুপুরাণ*-এ কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিষয়ে বিশদ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এর প্রথমাংশের পঞ্চদশ অধ্যায়ে কুমার কার্ত্তিকেয়কে অগ্নিপুত্র এবং কৃত্তিকাদের পুত্র বলা হয়েছে।

অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত।
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং তু কৃত্তিকানাং তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।।[১৯]

অর্থাৎ অগ্নির পুত্র কুমার শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় নামে তিনজন অনুজ বর্তমান ছিলেন। তিনি কৃত্তিকাদের অপত্য হওয়ার কারণে কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত।

২.৩. *শিবপুরাণ*-এ প্রাপ্ত অগ্নিপুত্র বৃত্তান্ত :

ব্যাসদেব রচিত *শিবপুরাণ*-এর নবম অধ্যায়ের 'জ্ঞানসংহিতায়' কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায়ের শুরুতে দেখা যায়, তারকাসুরের কঠোর তপস্যার কারণে দেবগণ ভীত হলেন এবং চিন্তা করলেন তারকাসুরকে অভীষ্ট বর প্রদান না করলে সর্বলোকের নাশ হবে, প্রদান করলে বিলম্বে নাশ হবে। সুতরাং দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট আসেন তারকাসুরকে বর প্রদান করার অনুরোধ নিয়ে। পিতামহ সম্মত হন এবং তারকাসুরকে বর প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন। তারকাসুরকে দুটি বর প্রদান করেন – তিনি প্রথম বরে তারকাসুরের তুল্য বলশালী ত্রিভুবনে কেউ থাকবেনা এবং দ্বিতীয় বরে, শিবরেত থেকে উৎপন্ন পুত্র দেবসেনাপতি হয়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তাঁর বিনাশ হবে তা জানান। এরপর তারকাসুর বর লাভ করে একে একে ত্রিভুবন অধিকার করলেন।[২০]

ইন্দ্রাদি দিকপালগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠ বস্তু তারকাসুরকে দান করলেন। ইন্দ্র অশ্ব, ধর্ম রত্নময় দণ্ড, কুবের গদা ও নয়টী নিধি, বরুণ বিশুদ্ধ অশ্ব, ঋষিগণ কামধেনু, সমুদ্র তাঁকে সকল রত্ন প্রদান করেছিলেন। সকলদেবগণ সর্বদা তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর আদেশে প্রকাশিত হত। এই অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে দেবগণ পুনরায় ব্রহ্মার শরণাগত হয়ে

তারকাসুরের নিধনের অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা জানান শিবরেত হতে উৎপন্ন পুত্রই একমাত্র তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবে কিন্তু সে কার্য একপ্রকার অসম্ভব। মহাদেব হিমালয়ের সুরম্য শিখরদেশে তপস্যা করছেন এবং নারদের অনুরোধে পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্যারত শিবকে উমাদেবী সেবা করছেন। সুতরাং সেখানেই শিব ও উমার সংযোগ হতে পারে। তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের মিলনে জাত পুত্রের দ্বারা তারকাসুরের বিনাশ সম্ভব হবে। কারণ উমা ভিন্ন অন্য কেউ শিবরেত ধারণ করতে সক্ষম নন।

মত্তো নৈব বধো যোগ্য মত্তো বৃদ্ধিমুপাগতঃ।
উপায়ং বো দিশাম্যদ্য শ্রূয়তামৃষিসত্তমঃ।।
শিববীর্য্যসমুৎপন্নঃ পুত্রশ্চৈনং হনিষ্যতি।
তচ্চৈব দুর্লভং দেবা বিচার্য্যৈবং নিরন্তরম্।।
বুদ্ধিরেকা সমুৎপন্না তথা চ ক্রিয়তে যদি।
হিমবচ্ছিখরে রম্যে শম্ভুস্তপ্যতি নিত্যশঃ।
সখীভ্যাং সহিতা তত্র পরিচর্য্যাং শিবস্য হি।।
বচনান্নারদস্যৈবমুমা পিত্রানুশাসিতা।
করোতীহ ঋষিশ্রেষ্ঠাস্তস্যাঃ সংযোগতাং ব্রজেৎ।
যদা শিবস্তদা তত্র তস্যাং বীর্য্যং সমাবপেৎ।।
ততশ্চৈবাথ বঃ কার্য্যং ভবিষ্যতি ন চান্যথা।
শিববীর্য্যং সমাধাতুং ক্ষমা নান্যপরা শিবা।।
যথা বীর্য্যং মদীয়ং বৈ জলরূপধরঃ শিবঃ।
সমাধাতুং সমর্থোঽস্তি তস্মাদন্যো ন বৈ সুতঃ।।[২১]

এই কথা শ্রবণ করে উমা ও পার্বতীর মিলনের নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্র কামদেবকে আহ্বান জানালেন এবং কামদেব সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আদেশ করতে বললেন। ইন্দ্র তখন বলেন- যুদ্ধে বীরের পরীক্ষা, আপৎকালে মিত্রের পরীক্ষা, অশক্তিকালে স্ত্রীদিগের ও বিপত্তিকালে কুলের

পরীক্ষা হয়। যেমন পরোক্ষে স্নেহের পরীক্ষা এবং সংকট সময়ে সত্যের পরীক্ষা হয়। সেইরূপ আজ তাঁর পরীক্ষা। তখন কামদেব বললেন - তিনি সকল কার্য এমন কি দেবাদিদেব মহাদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে সক্ষম। অনন্তর ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করালেন এবং পার্বতীর উপর পরমাত্মা মহাদেবের কামপ্রবৃত্তি যাতে উৎপন্ন হয় সেই প্রয়াস করতে বললেন। তিনিও মহাদেবের ধৈর্য্যভঙ্গ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর হিমালয়ে তপস্যারত শিব ও তাঁর পরিচর্যায় রতা পার্বতীর মধ্যে প্রেমভাব সৃষ্টির জন্য সেইস্থানে অকাল বসন্তের সৃষ্টি করলেন। হিমালয় পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কোকিলগণ কুহূরব করতে লাগলেন, ভ্রমরগণ পুষ্পে নানাবিধ শব্দ করতে লাগল। বিরহীগণের সুখসেব্য বায়ু মৃদু মৃদু প্রবাহিত হতে লাগল, তা মুনিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে উঠল। দেবাদিদেব অকাল বসন্তের প্রবৃত্তি দেখে বিস্ময় চিত্তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পরম দুষ্কর তপস্যা করতে থাকলেন। কামদেব রতির সাথে মিলিত হয়ে চূতবাণ প্রয়োগ করে বামপার্শ্বে অবস্থান করলেন। এমনসময় পার্বতীও অপরূপ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সেখানে আগমন করলেন। পার্বতী প্রণামপূর্বক পূজা নিবেদন করে সম্মুখ দণ্ডায়মান হলেন। দেবাদিদেব পার্বতীর রূপ দর্শন করে তপস্যা থেকে বিরত হয়ে তাঁর রূপের বর্ণনা প্রারম্ভ করলেন এবং তিনি পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করতে গেলে পার্বতী লজ্জিত হয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন। তারপর মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করলেন, তিনি কি মোহগ্রস্ত হয়েছেন? সাথে সাথেই বিবেক লাভ করেই দৃঢ়ভাবে আসনে উপবিষ্ট হলেন। কারণ অনুসন্ধান করে দেখলেন কন্দর্পের বাণ তাঁকে বামদিক হতে আকর্ষণ করছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হয়ে তৃতীয়নেত্র হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে কন্দর্পকে ভস্ম করে দিলেন, কন্দর্প ক্ষমা চইতে চাইতে পরলোক গমন করলেন। তাঁর এই পরিণতি পর্যবেক্ষণ করে দেবগণ, সখীসহ পার্বতী সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। কামদবের পত্নী এই অকালমৃত্যু রতি সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে মূর্চ্ছা গেলেন, পরে চৈতন্য লাভ করে ভীষণ করুণভাবে বিলাপ করতে শুরু করলেন। পুনরায় দেবাদিদেব কন্দর্পের ফিরে আসার আশ্বাস দিলে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পার্বতী গৃহে প্রত্যাগমন করে শিব শিব বলে অনুতাপ করতে থাকেন। দেবর্ষি নারদ

সেখানে গমন করে তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে লাভ করার পরামর্শ প্রদান করে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।[২২]

পার্বতী কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করলেন তা দেখে দেবগণ নারদকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে মহাদেব প্রীত হয়ে পার্বতীর অভীষ্ট বর প্রদান করেন। দেবাদিদেবও সম্মত হয়ে বৃদ্ধের বেশধারণ করে সেখানে গমন করলেন। পার্বতী তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে পরিচর্যা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করলেন, দেবাদিদেব তাঁর পরিচয় গোপন করে তিনি পার্বতীর তপঃপ্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করে বললেন - যদি পতির কামনায় এইরূপ তপঃপ্রবৃত্তি হয়ে থাকে, তবে এখনই তপস্যা হতে নিবৃত্ত হতে বলেন, কারণ রত্ন কখনো গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে অন্বেষণ করেন।[২৩] এই প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গের একটি শ্লোকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এখানে বলা হয়েছে, যদি পার্বতী স্বর্গ অভিলাষ করে থাকে তাহলে তপস্যার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর পিতার সমুদায় প্রদেশই বেদভূমি। যদি তিনি বর প্রার্থনা করে থাকেন, তাহলেও তপস্যার প্রয়োজন নেই। কারণ রত্ন কাউকে অন্বেষণ করে না, সকলে রত্নকে অন্বেষণ করে।[২৪]

অনন্তর পার্বতী কর্তৃক প্রেরিত সখী তপশ্চর্যা করার কারণ সহ সমস্ত বৃত্তান্ত বৃদ্ধবেশধারী শিবকে শোনালেন এবং শিবকে স্বামীরূপে লাভের জন্য পার্বতীর এই তপস্যা তাও জানালেন। বৃদ্ধবেশধারী শিব সখীর কথাকে সত্য বলে স্বীকার না করলে, দেবী স্বয়ং নিজমুখে তা জানালেন। এরপর তিনি শিবের চরম নিন্দা করলেন এবং পার্বতীর ও শিবের মধ্যে মিলন অসম্ভব তা পার্বতীকে জানালেন। পার্বতী শিবনিন্দায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধকে অপমান পূর্বক শিবের প্রশংসা করলেন এবং সেই স্থান পরিত্যাগ করতে চাইলেন, তখন শিব তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করে বর প্রার্থণা করতে বললেন। পার্বতীর তপস্যা, প্রেমাতিশয্য এবং সৌন্দর্য দ্বারা শিব তাঁর দাস হয়েছেন তা জানালেন এবং তাঁর সাথে গৃহে গমন করার প্রস্তাব দিলেন।

কুত্র যাস্যসি মাং হিত্বা ন ত্বং ত্যাজ্যা ময়া পুনঃ।
প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রূহি নাদেয়ং বিদ্যতে তব।।

অদ্যপ্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ প্রেমনির্ভরৈঃ।

ক্রীতোঽস্মি তব সৌন্দর্য্যাৎ ক্ষণমেকং যুগায়তে।।

ত্যজ্যতাঞ্চ ত্বয়া লজ্জা এহি যামো গৃহং মম।

ইত্যুক্তে দেবদেবেন জহৌ দুঃখং পুরাতনম্।।[২৫]

এই কাহিনী এবং বাহাত্তর সংখ্যক শ্লোকের সঙ্গে পরবর্তীকালে মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের একটি শ্লোকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে বলা হয়েছে, মহাদেব স্বয়ং পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ক্রীতদাস হয়েছেন তা জানালেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ তপক্লেশ ত্যাগ করলেন। কারণ কোন কার্য উপলক্ষে ক্লেশ স্বীকার করলে যদি সেই কার্য সফল হয়, তবে সেই ক্লেশ, ক্লেশ বলে গণ্য হয় না, বরং তাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।[২৬]

কিন্তু পার্বতী দেবাদিদেবকে চিরাচরিত প্রথানুসারে পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে যেতে বললেন। মহাদেবও সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যথাসময়ে হিমালয়ের গৃহে বিবাহ করতে পৌঁছালেন। কিন্তু মেনকা শিবের রূপদর্শন করে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। তখন সকল দেবতাগণ পার্বতীকে বোঝালেন এবং শিবকে সমাদর করতে বললেন। অনেক সময়পর তিনি প্রকৃতস্থ হলেন এবং নারদের অনুরোধে পুনর্বার দর্শন করলেন এবং তাঁর শোভা দর্শন করে চিত্রলিখিতার ন্যায় অবস্থান করলেন ও পার্বতী তাঁকে নিজের বশে করেছেন সেই জন্য তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন, তখন দেবগণের সঙ্গে শিব লজ্জিত হয়ে অবস্থান করলেন। অনন্তর মেনা ব্রহ্মা, বিষ্ণু সহ তাঁকে পূজা করলেন।

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শোভা চাস্য মহাত্মনঃ।

জাতা তাং বর্ণিতুং কো বা শক্নোতি ঋষিসত্তমাঃ।।

তং দৃষ্ট্বা চ তথা মেনা ক্ষণং চিত্রগতা ইব।

যথা চ বর্ণিতুং দেবৈর্যদ্রূপং তং তথৈব হি।।

ধন্যা পুত্রী মদীয়া চ যথাসৌ পরবান্ কৃতঃ।

বর্ণনঞ্চ তদা তস্য কৃত্বা লজ্জাপরাভবৎ।।

শিবোঽপি চ তথা দ্বারি গতা দেবগণৈঃ সহ।

মেনা তং পূজয়ামাস ব্রহ্ম-বিষ্ণুসমন্বিতম্।।[২৭]

এরপর বিবাহের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হলে সবাই আনন্দের সঙ্গে কৈলাসে গমন করলেন এবং সুরতক্রীড়ায় মত্ত হলেন। একদিকে তারকাসুরের অত্যাচার ক্রমশ বেড়ে চলল, অন্যদিকে তাঁদের সন্তান উৎপাদনে বিলম্ব হওয়ায় দেবগণ অগ্নিকে কারণ অনুসন্ধানের জন্য শিবকক্ষে প্রেরণ করেন। অগ্নি কপোতবেশ ধারণ করে কক্ষে প্রবেশমাত্রই শিব বুঝতে পারেন এবং সুরতক্রীড়া হতে নিবৃত্ত হয়ে অগ্নিকে মহাবীর্য প্রদান করলেন কিন্তু অগ্নি তা ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন, গঙ্গাও অসমর্থ হয়ে শরবণে নিক্ষেপ করলেন। সেখানেই এক সুন্দর বালকের জন্ম হয়। তখন সেই স্থানে ছয়জন রাজকন্যা স্নান করতে আসেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আমার সন্তান বলে দাবি করতে থাকেন, ফলে ওই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয় রাজকন্যার দুগ্ধপান করলেন। সেই কারণে তাঁর নাম ষাণ্মাতুর ও পরে স্কন্দ, শরজন্মা, গঙ্গাপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২৮]

অনন্তর তিনি দেসেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলেন। দেবগণ মহাদেবের আজ্ঞা লাভ করে সকল দেবসেনা ও সেনাপতি নিয়ে শোণিতপুরে গমন করে দশদিন যাবৎ ভয়ংকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অবশেষে দৈত্যাধিপতি তারকাসুরকে বধ করলেন। অসুরসেনাদের মধ্যে কিছু পলায়ন করলেন, কেউ পাতালে গমন করলেন, কেউ চূর্ণ হয়ে গেল। দেবগণ আনন্দে স্বর্গরাজ্যে গমন করলেন এবং সেনাপতি স্কন্দকে শিবের নিকটে নিয়ে গিয়ে ভূয় ভূয় নমস্কার ও স্তুতি করলেন।

স্কন্দঞ্চ তৎপতিং কৃত্বা যযুর্দেবাস্ততশ্চ তে।

শোণিতাখ্যং পুরং গত্বা যুদ্ধং চক্রুঃ সুদারুণম্।।

দশাহন্তু তদা জাতং সম্মর্দ্দং কষ্টমুৎকটম্।

ততো দৈত্যাধিপশ্চৈব হতস্তেন মহাত্মনা।

কিয়ন্তোঽপি পলায়ন্ত কিয়ন্তশ্চূর্ণমাগতাঃ।

পাতালঞ্চ গতাঃ কেচিৎ সর্বে তে ক্ষয়ং গতাঃ।।

শোণিতাখ্যে পুরে তৈশ্চ যুদ্ধমেবাভবৎ তদা।

সর্বং নিষ্কন্টকং হ্যাসীদ্ধতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।।

তে দেবাঃ সুখমাপন্নাঃ স্বং স্বং রাজ্যমকুর্বত।

আনন্দং পরমং গত্বা নীত্বা স্কন্দং শিবাগ্রতঃ।।

আরোপ্য প্রণিপাতঞ্চ স্তুতিং কৃত্বা পুরঃ স্থিতাঃ।

অকুর্বন্ পুনরেবাত্র প্রফুল্লমুখপঙ্কজাঃ।।[২৯]

শিবপুরাণ-এর বৃত্তান্তের সঙ্গে *পদ্মপুরাণ*-এর বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন - *পদ্মপুরাণ*-এ আকাশগঙ্গার উল্লেখ দৃষ্ট হয়নি এবং এখানে ছয়জন কৃত্তিকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু *শিবপুরাণ*-এ পার্বতীর স্থানে আকাশগঙ্গা ও কৃত্তিকাদের স্থানে ছয়জন রাজকন্যার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পুরাণে হর-পার্বতীর বিবাহের প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক তথা বৈবাহিক প্রথা বিষয়ে জানা যায়। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহে মেনকার অসম্মতি প্রকাশের দ্বারা পরিবারে মহিলাদের গুরুত্ব বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়।

২.৪. *বায়ুপুরাণ*-এ প্রাপ্ত গঙ্গাতনয় বৃত্তান্ত :

পূর্বে উল্লিখিত *বিষ্ণুপুরাণ*-এর মহাপুরাণ বিষয়ক শ্লোকে *বায়ুপুরাণ*-এর উল্লেখ না থাকলেও এই পুরাণে শিবোপাসনার বাহুল্য থাকার কারণে এটি *শিবপুরাণ* বা *শৈবপুরাণ* নামে পরিচিত। এই কারণে এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের নিমিত্ত *শিবপুরাণ*-এর পর এই পুরাণের আলোচনা করা হল। *বায়ুপুরাণ*-এর বাহাত্তরতম অধ্যায়ে সূত কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে পাঠকদের অবগত করিয়েছেন। শৈলরাজ ও মেনার তিন কন্যা ছিল। তাঁরা হলেন - অপর্ণা, একপর্ণা, একপাটলা। একপর্ণা একটিমাত্র পত্র এবং একপাটলা একটিমাত্র পাটল আহার করে দুই সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন এবং অপর্ণা নিরাহারা থাকতেন। এজন্য তাঁর মাতা মেনা স্নেহবশত দুঃখিত হয়ে 'উ' 'মা' অর্থাৎ অনাহারে থেকে ওই রূপ তপস্যা করতে নিষধ করতেন, তাই তিনি উমা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩০] এই বরিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা উমার সাথে শিবের বিবাহ হয়। ইন্দ্র তাঁদের সন্তান উৎপত্তির আশঙ্কায় ভীত হয়ে অগ্নিকে তাঁদের রতিকালে বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য

প্রেরণ করেন। কক্ষে প্রবেশ মাত্রই বিঘ্ন সম্পাদিত হয়, মহাদেবের রেত ভূমিতে পতিত হয়। উমাদেবী অসন্তুষ্ট হয়ে অগ্নিকে মহাপ্রত রৌদ্ররেত ধারণ করে গর্ভধারণ করার অভিশাপ প্রদান করেন। এরপর অগ্নি গর্ভধারণজনিত ক্লেশ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে গঙ্গাদেবীকে তা ধারণ করার অনুরোধ করেন, তিনি সম্মতি প্রদান করেন এবং হিমালয়ের শরবণ নামক স্থানে গর্ভ ত্যাগ করেন। সেখানেই আদিত্য-শতসঙ্কাশ মহাতেজা প্রতাপবান্ রূদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয় কুমারের জন্ম হয়। কুমার জন্মগ্রহণ করলে উড্ডীয়মান পতত্রিকুলের ন্যায় বিমানযানে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়। দেবদুন্দুভি নাদিত হল, সিদ্ধগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

তয়া পরিগতং গর্ভং কুক্ষৌ হিমবতঃ শুভে।
শুভং শরবণং নাম চিত্রং পুষ্পিতপাদপ।
তত্র তৎ ব্যসৃজদ্গর্ভং দীপ্যমানমিবানলম্।।
রূদ্রাগ্নি গঙ্গাতনয়স্তত্র জাতোঽরুণপ্রভঃ।
আদিত্যশতশঙ্কাশো মহাতেজাঃ প্রতাপবান্।।
তস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুমারে জাহ্নবীসুতে।
বিমানযানৈরাকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্।।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরাকাশে মধুরস্বরাঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ খেচরাঃ সিদ্ধচারণাঃ।।[৩১]

যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর, মহানাগণ ও অগ্নি শঙ্করসুত কুমারের অভিষেকের নিমিত্ত উপস্থিত হলে কুমার প্রীতিবশত যুগপৎ সবাইকে দেখার জন্য ছয়টি মুখ ধারণ করলেন। কুমারের জন্মের পর তাঁর তেজে সকল দেববিরোধী দানবগণ স্কন্দিত বা ব্যথিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর নাম স্কন্দ, কেউ কেউ নিহতও হল। সকলদেবতাগণ তাঁকে দর্শন করতে এলে কুমার প্রীতিবশত ছয়টি মুখ সৃজন করলেন। তিনি কৃত্তিকাগণ কর্তৃক বর্দ্ধিত হন, তাই কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

যুগপৎ সর্বদেবীর্হি দিক্ষুর্জাহ্নবীসুতঃ।

ষন্মুখান্যসৃজচ্ছ্রীমাংস্তাসাং প্রীত্যা মহাদ্যুতিঃ।।

শ্রীমান্ কমলপত্রাক্ষস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ।

যেন জাতেন লোকানামাক্ষেপস্তেজসা কৃতঃ।।

তেন জাতেন মহতা দেবানামসহিষ্ণবঃ।

স্কন্দিতা দানবগণাস্তস্মাৎ স্কন্দঃ প্রতাপবান্।।

কৃত্তিকাভিস্তু যস্মাৎ স বর্দ্ধিতাঃ স পুরাতনঃ।

কার্ত্তিকেয় ইতি খ্যাতস্তস্মাদসুরসূদনঃ।।[৩২]

বাল্যকালে ক্রীড়ার নিমিত্ত বিষ্ণু ময়ূর ও কুক্কুট, বায়ু পতাকা, মাতা সরস্বতী বীণা, স্বয়ম্ভু ছাগ এবং শম্ভু মেষ প্রদান করেছিলেন। ক্রৌঞ্চগিরি সমুদীর্ণ করে তারকাসুরকে বধ করার নিমিত্ত ইন্দ্র সহ দেবগণ কুমারকে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর প্রমথগণ, মাতৃগণ, ভূতগণ, বিনায়কগণ সকলে মিলিত হয়ে প্রভু বলে কীর্তন করতে লাগলেন।[৩৩]

এই পুরাণের বৃত্তান্তের সঙ্গে *শিবপুরাণ*-এর বৃত্তান্তের সাদৃশ্য থাকলেও এখানে কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তির বিবরণই পাওয়া যায়, তারকাসুরবধাদি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়না। অন্তিমে ভক্তদের উদ্দেশ্যে স্কন্দচরিত পাঠ করার কথা বলা হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন সমাজে ও লোকাচারে কুমার বিশেষ স্থান লাভ করেছিলেন।

২.৫. *বরাহপুরাণ*-এ প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্ত :

বরাহপুরাণ-এর পঁচিশতম অধ্যায়ে কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি বা জন্ম কেমনভাবে হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর প্রজাপাল, মহাতপা মুনির নিকট জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে মহামুনি কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্তবর্ণনা করেন। তখন মুনি বললেন- তত্ত্ব তিন প্রকার। এদের মধ্যে যিনি তত্ত্বাতীত, তিনি পরমপুরুষ। ঐ পরমপুরুষ থেকে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে মহৎ এবং মহৎ থেকে অহংকার-তত্ত্বের সৃষ্টি। যিনি তত্ত্বাতীত তিনি বিষ্ণু বা শিব। তাঁর থেকে প্রকৃতি অর্থাৎ উমাদেবী বা লক্ষীর সৃষ্টি। এই পরমপুরুষ বিষ্ণু ও প্রকৃতি লক্ষ্মী বা পার্বতীর সংযোগে অহংকাররূপ কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি।

পুরুষো বিষ্ণুরিত্যুক্তঃ শিবো বা নামতঃ স্মৃতঃ।

অব্যক্তস্তু উমা দেবী শ্রীর্ব্বা পদ্মনিভেক্ষণা।।

তৎসংযোগাদহংকারঃ স চ সেনাপতির্গুহঃ।

তস্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু রাজন্মহামতে।।[৩৪]

নারায়ণ দেবতাদের আদি, তাঁর পরেই ব্রহ্মা ও মহাদেবের সৃষ্টি। তারপর সুরগণ, অসুরগণ, গান্ধর্ব ও অন্যান্য প্রাণীদের সৃষ্টি হয়। ক্রমেই দেবগণ ও অসুরগণের বিবাদ প্রারম্ভ হল এবং দেবতাদের নিয়মিত সেনাপতি না থাকায় পরাজয় বরণ করতে করতে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে বৃহস্পতি দেবতাদের একজন উপযুক্ত সেনাপতি অন্বেষণ করার পরামর্শ প্রদান করলেন। দেবগণ সেই প্রস্তাব নিয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন। এরপর ব্রহ্মা সহ দেবগণ কৈলাসপর্বতে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁর স্তব ও মধুরবাক্যে প্রশংসা করতে লাগলেন ও তাঁদের রক্ষা করতে বললেন।[৩৫] তখন দেবাদিদেব প্রশান্তচিত্তে দেবতাদের প্রয়োজন জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন দেবগণ দৈত্যবিনাশ নিমিত্ত সেনাপতি প্রাপ্তির উপায় বিধান করার প্রার্থনা করেন।[৩৬] দেবাদিদেব তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস প্রদান করে নিজ শরীরস্থিত শক্তি উমাতে সংক্ষুব্ধ করতে লাগলেন। অনন্তর সেই সংক্ষোভের দ্বারা সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন প্রতিভাশালী সহজাত-শক্তি-হস্ত এক কুমারের উৎপত্তি হল। যিনি তাঁদের অহংকাররূপে কীর্ত্তিত হলেন, এভাবেই শরীরচারী অহংকার কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি হল এবং প্রয়োজনবশত তিনি দেবসেনাপতি হলেন।

এবমুক্তা হয়ো দেবান্ বিসৃজ্য সাঙ্গসংস্থিতাম্।

শক্তিং সংক্ষোভয়মাস পুত্রহেতোঃ পরন্তপ।।

তস্য ক্ষোভয়তঃ শক্তিং জ্বলনার্কমমপ্রভঃ।

কুমারসহজাং শক্তিং বিভ্রজ্জ্ঞানৈকশালিনীম্।।

উৎপত্তিস্তস্য রাজেন্দ্র বহুরূপা ব্যবস্থিতা।

মন্বন্তরেষ্বনেকেসু দেবসেনাপতিঃ কিল।।

যোঽসৌ শরীরগো দেবঃ অহংকারেতি কীর্ত্তিতঃ।

প্রয়োজনবশাদ্দেবঃ সৈব সেনাপতির্বভৌ।।[৩৭]

মন্বন্তরভেদে এই কুমারের উৎপত্তি দুইভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটি আদি মন্বন্তর বিষয়ক, যা তিনি বর্ণনা করলেন, অতীন্দ্রিয়দর্শী দেবগণ এমনভাবে কুমারের স্তব করেছিলেন এবং দ্বিতীয় মন্বন্তরে কৃত্তিকা, অগ্নি ও গিরিজার দ্বারা কুমারের উৎপত্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৮]

সাংখ্যদর্শন-এ সঙ্গে এই অংশের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ সেখানে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে মহৎতত্ত্বের সৃষ্টি হয় এবং মহৎ থেকে অহংকারের সৃষ্টি হয়। অহংকার থেকে সকল সৃষ্টি। তাই বলা যায় অহংকারতত্ত্ব কেবল মহৎতত্ত্বের রূপান্তর মাত্র। *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছেন -

প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহংকারস্তস্মাদ্গণ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি।।[৩৯]

অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে মহান্, মহান্ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে ষোড়শকগণ(মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র) সৃষ্টি হয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি।

উক্ত পুরাণে মহাদেব বা বিষ্ণুকে পরমপুরুষ এবং উমাদেবীকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, পরমপুরুষ থেকে প্রকৃতি উমাদেবীর সৃষ্টি। প্রকৃতি তত্ত্বের আদি, তাই পুরুষ বিষ্ণু ও প্রকৃতি উমার সংযোগে অহংকাররূপ কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি। যেহেতু তারকাসুরের বধের জন্য একজন সেনাপতি প্রয়োজন, তাই তাঁদের অহংকার শরীররূপ ধারণ করে কুমার কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর দ্বারা তারকাসুরের বধ হয়।

সমস্তদেবগণ তাঁকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করলেন। দেবাদিদেব তাঁকে ক্রীড়া নিমিত্ত কুক্কুট ও অনুচররূপে শাখ ও বিশাখকে প্রদান করলেন। দেবগণ তাঁকে নানা প্রশংসাসূচক বাক্যে কুমারের স্তব করলেন। কুমারের ক্রমশ বর্ধমান তেজঃপ্রভা দ্বারা ত্রিভুবন উত্তপ্ত হতে লাগল। মহাতপামুনি এভাবে কুমারের উৎপত্তি বর্ণনা করার পর আরও বললেন যে, এই স্কন্দ সাক্ষাৎ সর্ব পাপনাশন মহাদেব। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার অভিষেকে ষষ্ঠী তিথিই প্রশস্ত বলে

নির্দেশ করেছেন। এই তিথিতে যিনি একমাত্র ফল আহার পূর্বক অর্চনা করেন, তিনি অপুত্রক হলেও পুত্রবান ও নির্ধন হলেও ধনলাভ করে থাকেন। ফলত ভক্তিপূর্বক যে যা প্রার্থনা করেন, তিনি তা পূর্ণ করেন। যাঁর গৃহে কার্ত্তিকেয়স্তোত্র পঠিত হয়, তাঁর গৃহে বালকগণের মঙ্গল ঘটে এবং তাঁরা রোগাক্রান্ত হলেও আরোগ্য লাভ করেন।[৪০]

সুতরাং এই পুরাণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিষয়ে আদি জন্ম অর্থাৎ প্রথম মন্বন্তের বৃত্তান্ত হর-পার্বতীর অহংকাররূপে কুমারের সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায়, যা অন্যান্য পুরাণে অনুপস্থিত। অধিকাংশ পুরাণে দ্বিতীয় মন্বন্তরের বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। এই কারণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে দর্শিত হয়েছে। এছাড়া এই পুরাণের অন্তিমে স্কন্দের উপাসনার কথা বলা হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা যায় তৎকালীন লোকাচারে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

২.৬. *স্কন্দপুরাণ*-এ প্রাপ্ত রুদ্রপুত্র বৃত্তান্ত :

স্কন্দপুরাণ-এর মহেশ্বরখণ্ডে লোমশমুনি বিংশতি অধ্যায়ে বলছেন - নমূচিনন্দন তারকাসুর পরম তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন এবং ব্রহ্মা তাকে অভিষ্ট সকল বর প্রদান করলেন। এরপর তারকাসুর অমরত্ব বর প্রার্থণা করলে ব্রহ্মা তাকে অজেয়ত্ব বর প্রদান করেন এবং বলেন যদি কোন বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাহলে তিনি পরাজিত হবেন।[৪০]

এরপর তারকাসুর দেবতাদের উপর উপদ্রব করতে শুরু করেন। বার বার আক্রমণ করতে লাগলেন অবশেষে দেবগণ পরাজিত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা জানালেন শিবনন্দন জাত হলেই তার দ্বারা তারকাসুরের বিনাশ করা হবে। এরপর হিমালয় দেবতাদের আদেশে মেনকার গর্ভে রেত স্থাপন করলেন এবং পার্বতী জন্মালেন। পার্বতীর বয়স আট বছর অতিক্রান্ত হলে শিবকে দর্শন নিমিত্ত তপস্যারত শিবের নিকট গমন করে তাঁর সেবায় রত হন। কিন্তু শিব কোনভাবে পার্বতীর প্রতি অনুরক্ত না হলে দেবগণ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কামদেবকে স্মরণ করার জন্য বলেন। ইন্দ্রও সেই আদেশ মত কামদেবকে আহ্বান করেন। কামদেব সেখানে তার পূর্বকৃত কার্যের বিবরণ উপস্থাপন করলেন এবং হর-

পার্বতীর সুরত মিলনের কার্যসম্পাদনের নিমিত দেবগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হরাশ্রমে গমন করলেন। কামদেবের সঙ্গে সেখানে রম্ভা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ উপস্থিত হলেন। সেখানে মদনাবেশে মুগ্ধহয়ে ভৃঙ্গী, চণ্ড, বীরভদ্র প্রভৃতি চরেরা অপ্সরাদের সাথে মিলিত হল। এমন সময় পার্বতী পূজা নিমিত্ত আগমন করলেন, কামবাণে বিদ্ধ শিব গিরিজাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং চিন্তা করলেন তিনি তপস্বী হয়ে রমনীর প্রতি কিভাবে মুগ্ধ হলেন? তখন লক্ষ্য করলে মদন দক্ষিণ-পার্শ্ব হতে বাণ নিক্ষেপ করছেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবাদিদেব তৃতীয় নয়ন দ্বারা কামদেবকে জ্বালা মালায় পরিণত করলেন। দেবতাদের মধ্যে হা-হা-কার পড়ে গেল। দেবগণ মহাদেবকে বললেন মদন নির্দোষ, তাঁরাই তাকে পাঠিয়েছিলেন এবং পুনরায় তাঁর জীবন প্রদানের অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি জীবন প্রদান না করে সেই স্থান হতে তিরোহিত হলেন। এরপর ভস্মীভূত মদনকে দেখে পার্বতী ও রতি একত্রে বিলাপ করতে শুরু করলেন এবং কামদেবকে ফিরিয়ে আনতে রতি কঠোর তপস্যায় রত হলেন। কিন্তু নারদের দ্বারা সেই বার্তা শম্বরাসুর জানতে পেরে রতিকে অপহরণ করেন এবং পাতালপুরীতে মায়াবতী নামে পাকশালার অধ্যক্ষারূপে নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে পার্বতী পর্বতরাজ হিমালয় ও মেনকার অনুমতি নিয়ে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হলেন। তিনি প্রারম্ভে নীরসপত্র গ্রহণ করছিলেন কিন্তু পরে সেটিও ত্যাগ করেন, তাই তাঁর আর একনাম হয় অপর্ণা। ক্রমশ তিনি জলপান ত্যাগ করে কেবলমাত্র বায়ুপান করতে করতে একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়ে অবস্থান করলেন এবং পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তপস্যা করতে লাগলেন। হিমালয় ও পার্বতী তাকে বিরত করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন। তাঁর তপস্যার প্রভাবে চরাচর পরিতপ্ত হয়ে পড়ে। তখন দেবগণ চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং বিষ্ণু তাঁদের অভয় প্রদান করেন এবং বলেন তিনি স্বয়ং দেবতাদের সঙ্গে মহাদেবের নিকট গমন করে পার্বতীর জন্য প্রার্থনা করবেন, যাতে মহাদেব পার্বতীর নিকট গমন করেন। সকলদেবগণ শিবদর্শনের অভিপ্রায়ে গমন করে তাঁকে সমুদ্রতটে সমাধি অবলম্বনে যোগপীঠে অবস্থান করতে দেখলেন। প্রথমে নন্দী তাঁদের অভিপ্রায় জানলেন এবং তারপর সেই বার্তা মহাদেবের নিকট জানালেন।

দেবাদিদেব সমাধিস্থ অবস্থা হতে উত্থিত হলে ব্রহ্মা সকল বৃত্তান্ত বললেন এবং গিরিজাকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন। তখন মহাদেব গিরিজাকে গ্রহণ করার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করলেন এবং আরও জানালেন তিনি গিরিজার সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্ত হলে গিরিজা মদনকে পুনরুজ্জীবিত করে নেবেন। এই বলে পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন। দেবতাগণ স্বস্থানে গমন করলেন। পার্বতী কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করলে তিনি সমাধি হতে উত্থিত হয়ে ব্রহ্মচারীবেশে পার্বতীর নিকট গমন করেন এবং তাঁর সখীদের নিকট তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন জয়া নামক সখী দেবাদিদেবকে সকল বৃত্তান্ত শোনান কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি শিবের নামে কটুবাক্য শোনাতে থাকেন। সেই বাক্য শুনে অত্যন্ত কুপিত হয়ে ব্রহ্মচারীকে সেই স্থান থেকে বিদায় নিতে বললেন। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হয়ে স্বীয়রূপ ধারণপূর্বক আগমন করলেন এবং সত্ত্বর বর গ্রহণ করার জন্য বললেন। পার্বতী তাঁর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত শোনালেন এবং তাঁদের সন্তানের দ্বারাই তারকাসুরের বধ হবে। হিমালয়ের নিকট তাঁকে প্রার্থণা করার অনুরোধ করলেন। মহাদেব সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। হিমালয় পার্বতীর নিকট সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করলেন এবং সমাদর পূর্বক পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপর দেবাদিদেব মহাদেব যথাসময়ে পার্বতীর পাণিগ্রহণ নিমিত্ত বরযাত্রী সহ গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। হিমালয় ও পরম আনন্দিত হয়ে পুরোহিত বর্গের সঙ্গে সভাগৃহে শিব কে উপবেশন করালে এবং মেনা সহ অন্যান্য সখীগণ তাঁর রূপ দর্শন করে বিস্ময়াপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবাদিদেবকে বিবাহ মণ্ডপে আনায়ন করলেন। বাচস্পতি প্রমুখ পুরোহিতগণ বিবাহের লগ্ন-কালাদি নিরীক্ষণ করলেন। বিবাহ কার্য আরম্ভ হলে যথাসময়ে হিমালয় ও মেনা পার্বতীকে সম্প্রদান করলেন। বিবাহ কার্য চলাকালীন দেবীর মনোহর নখচন্দ্রের প্রতি পিতামহের দৃষ্টি পতিত হলে তাঁর রেত স্খলিত হয় এবং তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন। সেই রেতো তখন তিনি চরণ দ্বারা মর্দিত করেন এবং তা থেকে সহস্র বালখিল্য ঋষির জন্ম হয়। নারদের নির্দেশে তারা অন্য স্থানে গমন করেন। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর বসন্তের আগমনে গন্ধমাদন পর্বতে শিব পার্বতীর সঙ্গে একান্তে

বিহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং উভয়ের সুরতক্রীড়া আরম্ভ হল। তারপর মহেশের রেতঃপাতে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অগ্নিকে স্মরণ করলেন। তিনি হ্রস্বকলেবর ধারণ করে শিব মন্দিরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে জলের পাত্রে ভিক্ষা চাইলে পার্বতী তাঁকে ভিক্ষা প্রদান করেন। তখন অগ্নি জলতলে প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করতে লাগলেন। তা দেখে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সর্বভক্ষ্য হওয়ার এবং রেত দ্বারা পীড়িত হওয়ার অভিশাপ প্রদান করলেন। হব্যবাহন সেই রেতঃপান করে ব্রহ্মার নিকট প্রত্যাগমন করলেন। ব্রহ্মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন, যেহেতু অগ্নি দেবতাদের হব্য বহন করেন, তাই দেবতাদেরও গর্ভ উৎপন্ন হল। তখন বিষ্ণুর নির্দেশে ব্রহ্মা সহ সকল দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেবের নির্দেশে দেবগণ সেই রেত বহির্নিক্ষেপ করলেন। অগ্নিকে মাঘ মাসে যারা শীতক্লিষ্ট হবে তাদের দেহে তেজ নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। ঋষিপত্নীগণ মাঘ মাসে স্নানান্তে শীতক্লিষ্ট হয়ে অগ্নির সংস্পর্শে আসলে, তাঁদের লোমকূপসমূহের মধ্য দিয়ে রেত শরীরে প্রবেশ করে। অনন্তর ঋষিদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে আকাশের নক্ষত্রে পরিণত হলেন এবং হিমগিরির পৃষ্ঠে সেই রেত বর্ষণ করলেন। তা একীভূত হয়ে তপ্তাকার ধারণ করল। ঘটনাক্রমে সেই রেত গঙ্গা বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়ে একটি ষন্মুখ বালকে পরিণত হল। সেই বালক শাখ, বিশাখ, অতিবল নামে পরিচিত হল।

শম্ভোঃ পুত্রঃ প্রসাদেন সর্বো ভবতি শাশ্বতঃ।
গঙ্গায়াঃ পুলিনে জাতঃ কার্তিকেয়ো মহাবলঃ॥
উপবিষ্টোঽথ গাঙ্গেয়ো হ্যহোরাত্রোষিতস্তদা।
শাখো বিশাখোঽতিবলঃ ষণ্মুখোঽসৌ মহাবলঃ॥
জাতো যদাথ গঙ্গায়াং ষন্মুখঃ শঙ্করাত্মজঃ।
তদানীমেব গিরিজা সঞ্জাতা প্রশ্নুতস্তনী॥[৪১]

তখন গিরিজার স্তন্যক্ষরণ আরম্ভ হলে নারদ শিব-পার্বতীকে কার্ত্তিকেয়ের জন্মের সংবাদ প্রদান করেন। সমস্ত দেবগণ সেই বালককে দর্শন নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করেন। তাদের মধ্যে কেউ

কেউ আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। কেউ কেউ সঙ্গীত, কেউ আবার স্তুতি করতে লাগলেন। সেই শংকরতুল্য পুত্রকে দেখার জন্য মেনকা যখন দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, তখন লক্ষ্য করলেন সেই সুমুখ, শ্রীমান, সুমনস ও সুনেত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর চারু ও প্রসন্ন বদন যুক্ত কুমার তেজে আবৃত হয়ে রয়েছেন। শিব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, পার্বতী পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন এবং স্তন্যপান করালেন। সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলেন।[৪২]

অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে অগ্রবর্তী করে তারকাসুরের বধনিমিত্ত অগ্রসর হলেন। তারকাসুর সেই বার্তা শ্রবণ করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। এমন সময় সেনা নামক কন্যা কুমারকে বরণ করতে এলে পিতামহের নির্দেশে তাঁকে গ্রহণ করেন। তারপর থেকে সেনাপতি নামে কথিত হলেন। গৌরী, গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণ কার্ত্তিকেয়কে নিজেদের সন্তান বলে পরস্পর বিবাদ করতে থাকেন। নারদ তাঁদের প্রকৃতসত্য অবগত করান। এমন সময় তারকাসুর সসৈন্য কুমারের উপর আক্রমণ করলে যুদ্ধের রণদুন্দভি বেজে উঠল। কুমার শরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে বিমানে আরোহন করলেন। উভয়ই গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে অন্তর্বেদীতে উপস্থিত হলেন।

সম্মীলিতাস্তদা সর্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
বলৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ পরিক্রান্তা যোদ্ধুকামা মহাবলাঃ॥
যমোঽপি স্বগণৈঃ সার্দ্ধং মরুদ্ভিশ্চ সদাগতিঃ।
পাথোভির্বরুণস্তত্র কুবেরো গুহ্যকৈঃ সহ।
ঈশোঽপি প্রমথৈঃ সার্দ্ধং নৈর্ঋতো ব্যাধিভিঃ সহ॥
এবং তেঽষ্টৌ লোকপা যোদ্ধুকামাঃ সর্বে মিলিত্বা তারকং হন্তুমেব।
পুরস্কৃত্বা শাঙ্করিং বিশ্ববন্দ্যং সেনাপতিং চাত্মবিদাং বরিষ্ঠম্॥
এবং তে যোদ্ধুকামা হি অবতেরুশ্চ ভূতলম্ ।
অন্তর্বেদ্যাং স্থিতাঃ সর্বে গঙ্গাযমুনমধ্যগাঃ ॥[৪৩]

উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হলে মুহূর্তের মধ্যে বহু সৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। কুমার খড়্গ দ্বারা তারকাসুরকে আঘাত করলেন, তারকাসুরও শক্তি দ্বারা প্রত্যাঘাত করলে কুমার

রনাঙ্গনে পতিত হন। তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পুনরায় আঘাত করলেন। অন্যদিকে বীরভদ্র প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে ত্রিশূল দ্বারা তারককে অতিমাত্রায় আঘাত করলেন। তারক সাময়িক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেও ক্ষণকালের মধ্যে উত্থিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নারদ বীরভদ্রকে নিরত করার চেষ্টা করলেও তিনি নারদের কথায় কর্ণপাত না করেই যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তারকাসুর দেবসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে দেবসৈন্যদের নিহত করতে থাকেন, অন্য সৈন্যরা পলায়ন করলে দেবগণ কুমারকে যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন। অনন্তর কুমার বিমান থেকে অবতরণ করে পদাতিকরূপে তারকাসুরকে আক্রমণ করেন। অনন্তর কুমার শক্তি ধারণ করে তারকের দিকে এগিয়ে যান, তারকও দেবতাদের তিরস্কার করতে করতে কুমারের দিকে এগিয়ে যান। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র প্রয়োগ করে তারককে ভূপতিত করেন। কিন্তু তিনি পুনরায় উত্থিত হয়ে ঐরাবতকে আঘাত করে ইন্দ্রকে ভূপতিত করেন। এমন সময় বীরভদ্র ত্রিশূল দ্বারা তারকাসুরকে পুনরায় ভূপতিত করলেন, তারক উত্থিত হয়ে বীরভদ্রকে পতিত করলেন। অনন্তর বীরভদ্র উত্থিত হয়ে ভীষণ ত্রিশূল নিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে কুমার তাঁকে নিবারণ করেন। অনন্তর কুমার ও তারকের মধ্য তুমুল সংঘর্ষ প্রারম্ভ হয়। পরস্পর পরস্পরকে নানা স্থানে ক্ষতবিক্ষত করলেও কেউই পরাজয় স্বীকার করলেন না। দেবগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন সময় আকাশবাণী হয় যে কুমারই তারকাসুরকে বধ করবেন। বহুসময় যুদ্ধ চলার পর কুমার শক্তি নামক অস্ত্র দ্বারা তারকের মস্তক কর্তন করলেন, তৎক্ষণাৎ সেই মস্তক ভূপতিত হলে কুমারের জয় সুনিশ্চিত হয়।

কুমারং হন্তুকামোঽসৌ দেবেন্দ্রো বলঘাতকঃ ।
কুমারোঽয়ং ময়া দেবা ঘাতিতোঽদ্য ন সংশয়ঃ॥
পুরা হতাস্ত্বয়া বিপ্রা দক্ষযজ্ঞে হ্যানেকশঃ ।
তৎকর্ম্মণঃ ফলং চাদ্য বীরভদ্র মহামতে।
দর্শয়িষ্যামি তে বীর রণে রণবিশারদ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স তদা মহাত্মা দৈত্যাধিপো বীরবরঃ স একঃ।

জগ্রাহ শক্তিং পরমাদ্ভুতাঞ্চ স তারকো যুদ্ধবিদাং বরিষ্ঠঃ॥

ইতি পরমরুষাভিভূতো দিতিতনয়ঃ পরীবৃতোঽসুরেন্দ্রৈঃ।

যুধি মতিকরোত্তদা নিহন্তুং সমরবিজয়ী স তারকো বলীয়ান্॥[৪৪]

কুমারের চরিত্র পরমাদ্ভূত, সর্বপাপহর, দিব্য ও নরগণের সর্বকামপ্রদ। যেসকল শুচি ব্যক্তি এই চরিত্রের কীর্তন করেন তাঁরা অজর ও অমর হয়ে থাকেন। উদার, কৌমার বিক্রম প্রভাব নরগণের আনন্দদায়ক ও মনোরথ সাধক। যে ব্যক্তি মহাত্মা কুমারের তারকাসুর সহ বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পাঠ করবেন, সেই ব্যক্তি সর্বপাপ হতে মুক্ত হবেন।[৪৫]

স্কন্দপুরাণ-এর বৃত্তান্তের সঙ্গে *শিবপুরাণ* ও *বায়ুপুরাণ*-এর কুমার বৃত্তান্তের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অন্তিমে পাঠক ও ভক্তগণের উদ্দেশ্যে স্কন্দচরিত পাঠ ও শ্রবণ করার মধ্য দিয়ে পাপনাশের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, তৎকালীন লোকসমাজে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিশেষভাবে উপসনা করা হত।

২.৭. *মৎস্যপুরাণ*-এ প্রাপ্ত শিখধ্বজ বৃত্তান্ত :

মৎস্যপুরাণ-এর একশত আটান্নতম অধ্যায়ে দর্শিত হয়েছে যে দেবী পার্বতী ও শিবের বিবাহের পর তাঁরা সহস্রবছর নিভৃতে রতিক্রীড়ায় মগ্ন ছিলেন। তাঁদের বার্তা জানার জন্য দেবগণ অগ্নিকে প্রেরণ করেন। তিনি শুকপাখির রূপ ধারণ করে গবাক্ষ দিয়ে হর-পার্বতীর কক্ষে প্রবেশ করেন। শিব অগ্নিকে চিনতে পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর রেত ধারণ করার নির্দেশ দেন এবং অগ্নি তা পান করেন। অগ্নি দেবতাদের হব্যবাহক হওয়ার কারণে সেই শিবরেত দেবতাদের আপুরিত করলেন। সেই রেত দেবতাদের জঠরভেদ করে সুবিশাল বহুযোজন বিস্তৃত বিমলসরোবরে পরিণত হল। পার্বতী সেই সরোবরের বৃত্তান্ত শ্রবণ করে কৌতুহলবশত সেই স্থানে আগমন করলেন এবং জলক্রীড়া করে পদ্মকে শিরোভূষণ করলেন। অনন্তর কৃত্তিকাগণ সূর্য্যসন্নিভ পদ্মপত্রস্থ জল নিয়ে সরোবরের নিকট স্নান নিমিত্ত আগমন করলেন। পার্বতী সেই জল দর্শন করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা জানালেন এই জল পান করে পার্বতীর যে সন্তান উৎপন্ন হবে সে সন্তান তাঁদের হবে এবং তাঁদের নামে খ্যাত হবেন।[৪৬]

পার্বতী প্রথমে ইতস্ততবোধ করলেও পরে তাঁদের শর্তে সম্মতি প্রদান করেন। তাঁরা আনন্দিত হয়ে সেই জল পার্বতীকে প্রদান করেন। পার্বতী সেই জল পান করার পর তাঁর দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করে এক অদ্ভুতমূর্তি ষড়ানন বালক নির্গত হয়। তাঁর দেহ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সূর্য্য প্রভায় প্রদীপ্ত। তিনি নির্মল, তীক্ষ্ম শক্তি ও শূল ধারণ করলেন। তিনি স্বয়ং কনকশক্তিরূপে দৈত্যদিগকে মারার জন্য দেদীপ্যমান। এই কারণে তাঁর নাম কুমার।

ততস্তা হর্ষসম্পূর্ণা পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ।
তস্যৈ দদুস্তয়া চাপি তৎ পীতং ক্রমশো জলম্।।
পীতে তু সলিলে তস্মিংস্ততস্তস্মিন্ সরোবরে
বিপাট্য দেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণাং কুক্ষিমুদ্গতঃ
নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালঃ সর্বলোকবিভাসকঃ।
প্রভাকরপ্রভাকরঃ প্রকাশকনকপ্রভঃ
গৃহীতনির্ম্মলোদগ্র-শক্তি-শূলঃ ষড়াননঃ।।
দীপ্তো মারয়িতুং দৈত্যান্ কুৎসিতান্ কনকচ্ছবিঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্দেবঃ কুমারশ্চাপি সোঽভবৎ।।[৪৭]

পদ্মপুরাণ-এর এই বৃত্তান্তের সঙ্গে সাদৃশ্য দর্শিত হয় - এখানেও আনন্দিত পার্বতী পদ্মপত্রস্থিত জল পান করার পর তাঁর দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করে কুমারের জন্ম হয়।[৪৮]

কুমার জন্মে কৃত্তিকাগণের মিলনে বিশেষত ছয় আননে ছয়টি শাখার সমাবেশ। এই সকল কারণে তিনি স্কন্দ, বিশাখ, ষড়ানন ও কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত। চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে বিশাল শরকানন মধ্যে অর্কপ্রতিম দুই মহাবল বালকের জন্ম হয় এবং শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমদিবসে পাকশাসন দেবতাদের মঙ্গলের জন্য উভয় বালককে একত্রিত করেন।

কৃত্তিকামেলনাদেব শাখাভিঃ সবিশেষতঃ।
শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্সু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ।।
যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষণ্মুখঃ।

স্কন্দো বিশাখঃ ষড়বক্ত্রঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ বিশ্রুতঃ।।

চেতস্য বহুলে পক্ষেপঞ্চদশ্যাং মহাবলৌ।

সম্ভূতাবর্কসদৃশৌ বিশালে শরকাননে।।

চৈত্রস্যৈব সিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং পাকশাসনঃ।

বালকাভ্যাং চকারৈকং মত্বা চামরভূতয়ে।।[৪৯]

অনন্তর কুমার ষষ্ঠী তিথিতে ব্রহ্মা, উপেন্দ্র, ইন্দ্র ও আদিত্য প্রমুখ দেবগণ কর্তৃক গন্ধ, মাল্য, উত্তমধূপ, ক্রীড়ার উপকরণ, ছত্র, চামর, ভূষণ ও বিলোপন প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত হলেন। ইন্দ্র তাঁকে দেবসেনা নামক কন্যা প্রদান করলেন। বিষ্ণু তাঁকে আয়ুধ, কুবের তাঁকে দশ লক্ষ যক্ষ, অগ্নি তাঁকে তেজ, বায়ু তাঁকে বাহন ও ত্বষ্টা ক্রীড়নস্বরূপ কুক্কুট প্রদান করেন। দেবতারা নানাভাবে স্তুতি করলেন। তারপর কুমার দেবতাদের অভিলাষ করতে বললেন। তখন ব্রহ্মা তারকাসুরের অত্যাচারের কথা জানালেন এবং তাঁকে বধ করার অনুরোধ করলেন। কুমার দেবতাদের 'তথাস্তু' বলে দৈত্যাসুর বধের নিমিত্ত প্রস্থান করলেন। ইন্দ্র যুদ্ধ নিমিত্ত দূতের মাধ্যমে তারকাসুরকে বার্তা পাঠালেন। তারকাসুর ক্রোধান্বিত হয়ে ইন্দ্রকে তিরস্কার করলেন। অনন্তর তারকাসুর কিছু অমঙ্গলজনক নিমিত্ত দর্শন করতে করতে অপূর্ব দেববাহিনী দর্শন করে উদ্ভ্রান্ত মনে চিন্তা করতে লাগলেন।[৫০]

অনন্তর সিদ্ধগণের স্তুতি করলেন - কুমারই নিখিল বিশ্বের ত্রাতা এবং তিনিই দৈত্যরাজ তারকাসুরের সংহর্তা। দেবগণ কুমারের জয়গান করলেন। তারকাসুর কুমারের এই স্তুতিবাক্য শ্রবণ করে পূর্বপ্রদত্ত ব্রহ্মার বরে যে বালকের হস্তে তাঁর মৃত্যু হবে, সেই বালক উপস্থিত। সুতরাং তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত। এইকথা শ্রবণ করে বর্মহীন দেহে কোন অনুচর না নিয়ে শোকগ্রস্থ মনে বহির্গমন করে কালনেমী প্রভৃতি দৈত্যদের সম্মিলিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কুমারকে ব্যঙ্গ করে বলেন - তাঁর পক্ষে কন্দুক নিয়ে ক্রীড়া করাই শ্রেয়, তিনি কেন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করেছেন ?

কুমারং তারকো দৃষ্ট্বা বভাষে ভীষণাকৃতি।

কিং বাল যোদ্ধুকামোঽসি ক্রীড়াকন্দুকলীলয়া।।

ত্বয়া ন দানবা দৃষ্টা যৎ সঙ্গরবিভীষণাকৃতিঃ।

বালত্বাদথ তে বুদ্ধিরেবং স্বল্পার্থদর্শিনী।।[৫১]

কুমারও তাঁকে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়ে বললেন - শিশুদের প্রতি অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কালভুজঙ্গ শিশু ভাস্কর বালক হলেও দুষ্প্রেক্ষ্য, তাঁকে জয় করা অসম্ভব।[৫২]

অনন্তর যুদ্ধ প্রারম্ভ হলে তারক তাঁকে প্রথমে মুদ্গর নিক্ষেপ করেন। কুমার বজ্রনিক্ষেপের দ্বারা তা প্রতিহত করেন। এরপর দৈত্যরাজ লৌহময় ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করলে কুমার তা গ্রহণ করেন এবং ভীষণনাদিনী গদা নিক্ষেপ করলেন। গদার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তারকাসুর কুমারের শক্তি অনুধাবন করে কেঁপে উঠলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন তাঁর সময় পূর্ণ হয়েছে। এইসময় কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ কুপিত কুমারকে দেখে চতুর্দিক থেকে অস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলেন। কুমার আহত হলেও বিন্দুমাত্র ব্যথাবোধ করলেন না। কিন্তু বহু দেবসৈন্য আহত হলেন। কুমার তা দর্শন করে কুপিত হলেন ও অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা দৈত্যসৈন্যদের হত্যা করতে লাগলেন। তাঁর ভীষণ প্রহারে কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ পরাঙ্মুখ হয়ে পলায়ন করতে লাগলেন। তা দেখে তারক ক্রুদ্ধ হয়ে হেমজালমালিতা দিব্য গদা দ্বারা কুমারকে আঘাত করলেন। এই বিচিত্র প্রহারে কুমারের বাহন ময়ূর যুদ্ধে বিমুখ হলেন। ফলে কুমার হেম-কেয়ূর-রুচির-বাহুদণ্ড দ্বারা এক কনকমণ্ডিতা বিমল শক্তি গ্রহণ করলেন এবং তারককে বললেন এই অস্ত্র প্রয়োগে তিনি হত হবেন। অনন্তর সেই অস্ত্রের প্রয়োগে তারকের হৃদয়কে বিদ্ধ করলেন এবং তারক ভূধরের ন্যায় ভূমিতে পতিত হলেন। তাঁর মুকুট ও দেহস্থ ভূষণ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দৈত্যরাজ নিহত হলে দেবগণ উৎসবে মেতে উঠলেন। সিদ্ধতপধনগণ কুমারকে আশীর্বাদ প্রদান করলেন।

বিভেদ দৈত্যহৃদয়ং বজ্রশৈলেন্দ্রকর্কশম্।

গতাসুঃ স পতাতোর্ব্যাং প্রলয়ে ভূধরো যথা

বিকীর্ণমুকুটোষ্ণীষো বিস্রস্তাখিলভূষণঃ।।

তস্মিন্ বিনিহতে দৈত্যে ত্রিদশানাংমহোৎসবে
নাভূৎ কশ্চিৎ তদা দুঃখী নরকেষ্বপি পাপকৃৎ।।
স্তবন্তঃ ষণ্মুখং দেবাঃ ক্রীড়ন্তশ্চাঙ্গনাযূতাঃ।
জগ্মূঃ স্বানেব ভবনান্ ভুরিধামান্ উৎসুকাঃ।।
তুষ্টাঃ সম্প্রাপ্তসর্বেচ্ছাঃ সহ সিদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।।[৫৩]

যে মহামতি মর্ত্য ব্যক্তি, স্কন্দ সম্বন্ধিনী কথা পাঠ করেন, শ্রবণ করবেন, শ্রবণ করাবেন তিনি কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান, প্রিয়দর্শন, সর্বদুঃখহীন ও সকল ভূতবর্গের থেকে নির্ভয় হবেন। দেবগণ বললেন যে ব্যক্তি প্রাতঃসম্বন্ধীয় পাঠ করবেন, তিনি সকল পাপ হতে মুক্তি লাভ করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হবেন। ব্যাধিযুক্ত বালক বা রাজদ্বারসেবী লোক, সকলের পক্ষেই এই স্কন্দ চরিত সর্বদা সর্বকামপ্রদ হবেন। এই চরিত পাঠক মনুষ্য দেহান্তে ষড়াননের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।[৫৪]

এই পুরাণে প্রাপ্ত কুমারের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে *পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ*-এর জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। অন্তিমে স্কন্দচরিত পাঠ করার বিধানের মধ্য দিয়ে তৎকালীন লোকসমাজে তাঁর উপাসনা করা হত, তা বলা যায়।

২.৮. *কালিকাপুরাণ*-এ প্রাপ্ত অম্বিকেয় বৃত্তান্ত :

কালিকাপুরাণ-এর একচল্লিশতম অধ্যায়ে ঋষিগণ মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রশ্ন করেন - হিমালয় কন্যা পার্বতী কেমনভাবে কালী হলেন এবং শিবের অর্ধাঙ্গিনী হলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে তিনি পার্বতী ও কুমারের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। মহাদেব এবং দাক্ষায়ণী পার্বতী যখন হিমালয়ে ক্রীড়া করতেন তখন মেনকা তাঁদের হিতৈষিণি ছিলেন। শিবনিন্দা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে দাক্ষয়ণী দেহত্যাগ করে মেনকার গর্ভে পুনর্বার কালিকার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয় তাঁকে কালী নামে ডাকলেন এবং বান্ধবগণ পার্বতী নাম রাখলেন।[৫৫] নারদ একদিন হিমালয়কে জানান যে, দাক্ষয়ণী দেবতাদের হিতকার্য সাধন নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ সম্পন্ন হবে। অনন্তর মহাদেব হিমালয়ে তপস্যা নিমিত্ত গমন করলে হিমালয়

কর্তৃক পার্বতী তাঁর সেবায় নিযুক্ত হন। কিন্তু মহাদেব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হলে তিনি তপস্যা করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তারকাসুর ব্রহ্মবরে বলবান হয়ে ত্রিজগতের লোকেদের ও দেবতাদের পীড়ন করতে লাগলেন। ত্রিভুবনকে জয় করে তিনি স্বয়ং ইন্দ্র হলেন এবং স্বীয় দৈত্যদের দেবতাদের স্থানে নিয়োগ করেন।[৫৬] তিনি কুবের ও অগ্নিকে তাঁর সেবকরূপে নিযুক্ত করলেন। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাগণ তারকের উৎপীড়নে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং তারকের থেকে পরিত্রাণ করার প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা উপায় স্বরূপ জানান - গিরিসুতা কালী হিমালয়ে শিবের সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। শিব ও কালীর বিবাহ সম্পন্ন হলে শিবের তেজ হতে জাত পুত্র দেবতাদের পরিত্রাণ করতে সমর্থ হবে। তাঁদের পুত্রই একমাত্র তারককে বধ করতে সক্ষম হবেন।

তস্য তেজশ্চ্যুতং যচ্চ তস্মাদ্ যো জায়তে সুতঃ।
স এব তারকাখ্যস্য হন্তা নান্যস্তু বিদ্যতে।।[৫৭]

এই বলে ব্রহ্মা তারকাসুরের নিকট গমন করে তারকাসুরকে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে গমন করার নির্দেশ দেন, দৈত্যরাজ সেই আদেশ পালন করলেও দেবতাদের পীড়ন ত্যাগ করলেন না। ইন্দ্র তাঁকে সেবা করেও সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হলেন না। তখন তিনি কামদেবকে স্মরণ করলেন এবং হিমালয়ে তপস্যারত মহাদেব যাতে কালীর প্রতি অনুরক্ত হয় তাঁর ব্যবস্থা করতে বলেন। কারণ গিরিতনয়ার প্রভাবে হরের স্খলিত রেত থেকে যে পুত্র উৎপন্ন হবে সে তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবে। তখন ইন্দ্রের কথা শ্রবণ করে ব্রহ্মদত্ত শাপের কথা স্মরণ করলেন। কামদেব একদা পরীক্ষা নিমিত্ত কামাস্ত্রের প্রয়োগ ব্রহ্মার উপর করেন, তখন ব্রহ্মার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলে তিনি কামকে শাপ দেন - শম্ভুর নেত্রানলে দগ্ধ হবেন। এই কথা স্মরণ করে ভীত হলেও জগতের মঙ্গলার্থে হর-পার্বতীর মিলনে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলেন। পার্বতী সখীদের সঙ্গে নিয়ে হর সমীপে অবস্থান করলে তিনি হর্ষবাণ প্রয়োগ করলেন। ফলে শিব কালীকে সাদরে অবলোকন করতে লাগলেন। অনন্তর কাম সম্মোহন ও পুষ্পযুক্ত পুষ্পবাণ প্রয়োগ করলেন। এর ফলে শিব সম্ভোগ নিমিত্ত পার্বতীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু

পরক্ষণে ইন্দ্রিয়বিকারকে সংযম করে চিন্তা করতে লাগলেন এবং কারণ নিশ্চিত করে পুষ্প-ধনু-হস্তে কামকে দেখলেন। অবসর বুঝে ব্রহ্মা সেই স্থানে গমন করলেন। ক্রোধবশত শিবের নেত্র হতে অগ্নি নির্গত হলে ব্রহ্মা কামদেবের বাণ প্রয়োগের দ্বারা কামকে রক্ষা করলেন। কিন্তু শিবের ললাট স্থিত নেত্রের ক্রোধাগ্নি কামদেবকে ভস্মে পরিণত করল। অনন্তর মহাদেব সেই ভস্ম গাত্রে লেপন করলেন এবং সেই স্থান ত্যাগ করলেন। কালী অত্যন্ত শোকগ্রস্থ হলে হিমালয় তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন।[৫৮] এরপর নারদের পরামর্শে পার্বতী তপস্যার দ্বারা শিবকে আরাধনা প্রারম্ভ করলেন। পার্বতী মেনকার অনুমতি তিনি "উ মা" বলে নিষেধ করলেন, তাই তাঁর নাম হল উমা।[৫৯] হিমালয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি প্রদান করলেন। অনন্তর মদনকে যে স্থানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল সেই স্থানে গমন করলেন। তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করার পর পত্রও গ্রহণ করতেন না, তাই তাঁর নাম অপর্ণা হল। তারপর অষ্টসহস্রবছর অতিক্রান্ত হলে ব্রহ্মা দৈববিধি অনুসারে তাঁর সংস্কার করলেন ফলে তিনি শিবের গ্রহণযোগ্যা হলেন। সেই সময় শম্ভু কোন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন এবং পার্বতীর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন পার্বতী তাঁর সখী বিজয়াকে তা নিবেদনের জন্য নয়ন সংকেত প্রদান করলেন। বিজয়া ব্রহ্মচারীকে জানান পার্বতী শিবকে পতিরূপে লাভের জন্য তপস্যা করছেন কিন্তু অদ্যবধি শিব তাঁকে গ্রহণ করেননি। অনন্তর ব্রহ্মচারী শিবের সম্পর্কে নানা কটুকথা বললেন ফলে পার্বতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং জানালেন তিনি শিবকে না জেনে কোন কুৎসিৎ ব্যক্তির থেকে মন্তব্য শ্রবণ করে এই কথা বলছেন। পার্বতী শিব ছাড়া অন্য কাউকে পতিরূপে পাওয়ার ইচ্ছা করেন না তা জানালেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী পুনরায় শিবনিন্দা করতে শুরু করলে পার্বতী তা শ্রবণ করবেন না বলে সেই স্থান হতে প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। তখন ব্রহ্মচারী পার্বতীর পশ্চাৎভাগে গমন করে তিনিই মহাদেব তা জানালেন এবং কালিকার গতিরোধ করলেন। পার্বতী মহাদেবকে দর্শন করে ভয়ে চকিতের ন্যায় অধোমুখী হলেন। অনন্তর অতীতের তপঃক্লেশ ত্যাগ করে আনন্দিতা হলেন। পার্বতীর সচ্চিন্তা,

জপ ও তীব্র তপস্যারূপ মহৎ মূল্য দ্বারা শিব তাঁর ক্রীতদাস হয়েছেন। এই বৃত্তান্ত *শিবপুরাণ* ও *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সঞ্চিন্তনেন জপ্যেন তীব্রেণ তপসা তদা।

মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোঽহং মাং নিয়োজয়ঃ।।[৬০]

অনন্তর পার্বতী হিমালয়ের নিকট গমন করে তাঁদের বিবাহের প্রস্তাবের কথা জানাতে অনুরোধ করেন। মুনিগণ শিবকে সম্ভাষণ করে হিমালয়ের নিকট শিব ও পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গমন করলেন। হিমালয় এবং মেনকা উভয়ই সম্মতি প্রদান করলে হর-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর তাঁরা কৈলাসে গমন করেন সেখানে উর্বশী ও অন্যান্য অপ্সরাদের সম্মুখে পার্বতীকে মহাদেব অঞ্জন সদৃশী কালী বললে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে মহাকৌষী-প্রতাপ নামক হিমালয়সানুতে গমন করে স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ প্রাপ্তির জন্য শিবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে আকাশগঙ্গার জলে পার্বতীকে স্নান করালেন। তৎক্ষণাৎ পার্বতী বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হলেন। উভয় কৈলাসে গমন করে কামক্রীড়ায় রত হলেন। অনন্তর শিবের নির্দেশে তাঁর অর্ধাংশ গ্রহণ করলেন, শিবও পার্বতীর অর্ধাংশ গ্রহণ করলেন। তারপর থেকে শিব অর্ধনারীশ্বর হলেন, অন্য কোন ভার্যা গ্রহণ করলেন না।[৬১]

ছেচল্লিশতম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দৃষ্ট হয় যে, শিব উমাদেবীর সঙ্গে সুরতক্রীড়া আরম্ভ করলেন কিন্তু উভয়ই নিধুবনে তৃপ্তি লাভ করলেন না। ফলে নিধুবন সহ সমগ্রজগৎ আকুলীভূত হল। দেবতাগণ চিন্তিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন। ব্রহ্মা বললেন হর-পার্বতীর সন্তান দেবগণ সমগ্র ত্রিভুবনের দুঃসহ হয়ে উঠবে সুতরাং কৈলাসে গমন করে মহাদেবের স্তুতি করে তাঁর রেত দ্বারা পার্বতীর গর্ভ যেন না উৎপন্ন হয় সেই ব্যবস্থা করতে বললেন। দেবগণ সেইমত ব্রহ্মার সঙ্গে শিবকে সন্তুষ্ট করে মহামৈথুন ত্যাগ করে রতিমাত্র অবলম্বন করতে বললেন। তিনিও মহামৈথুন ত্যাগ করে রতিমাত্র অবলম্বন করলেন। দেবতাদের আহ্বান করে তেজ ত্যাগ করলেন এবং দেবতাদের আদেশে অগ্নি সেই তেজ ধারণ করলেন।[৬২]

অগ্নি সেই তেজ নিজ প্রভাবে আকাশগঙ্গার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন এবং পরিত্যক্ত তেজের পরমানুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ গিরিসানুতে পতিত হয়ে ভৃঙ্গ ও অঞ্জন সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মহাকালের জন্ম হয়। হর-পার্বতী তাঁদের পালন করে গণাধিপতিরূপে দ্বারে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু পার্বতী সমস্তবৃত্তান্ত জানতে পেরে দেবতাদের অপুত্রক হওয়ার অভিশাপ প্রদান করেন। এরপর আকাশগঙ্গার গর্ভে হতে স্কন্দ ও বিশাখ নামে দুটি সুন্দর সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু পরে তাঁরা একটি দেহে পরিণত হয়, ফলে গঙ্গা বিস্মিত চিত্ত হয়ে তাঁকে শরবণে ত্যাগ করে আসেন। পরে বহুলা তাদের প্রতিপালন করেন এবং শিবের শক্তির প্রভাবে সেই বালক মহাপরাক্রমশালী হয়ে উঠলেন। অনন্তর সেই কুমার দেবসেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারকাসুরকে বধ করলেন।।

সোঽতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ।
বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেণাশু দেবসেনাধিপোঽভবৎ।।
ততঃ সুরারিং সগণং তারকং লোকতারকম্।
শক্তিহস্তো হরসুতঃ প্রমমাথ মহাবলম্।।[৬৩]

এই পুরাণে পার্বতীর কালিকা রূপের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার কারণে *কালিকাপুরাণ* নাম হয়েছে। এই কালিকা বৃত্তান্ত *পদ্মপুরাণ*-এ দৃষ্ট হয়। এই পুরাণের বৃত্তান্ত *শিবপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ*-গুলির বৃত্তান্তের সঙ্গে সাদৃশ্য দর্শিত হয়েছে। তবে ছয়জন কৃত্তিকার পরিবর্তে বহুলার দ্বারা কুমারকে প্রতিপালন করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই পুরাণ অর্ধনারীশ্বর রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

২.৯. *গণেশপুরাণ*-এ প্রাপ্ত শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় :

গণেশপুরাণ-এর তিরাশিতম অধ্যায়ে গণেশের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম তথা কুমার কর্তৃক তারকাসুর বধের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে তারকাসুর কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বর লাভ করেন। সেই বরের দ্বারা দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসদের দ্বারা প্রযুক্ত অস্ত্র তাঁর মৃত্যুর কারণ হবেনা। উক্ত বরে বলীয়ান হয়ে তিনি ত্রিলোক পীড়ন করতে শুরু করেন। তিনি স্বর্গরাজ্য অধিকার

করলে দেবগণ হিমালয়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এমত অবস্থায় দেবগণ শিবের শরণাপন্ন হন কিন্তু ব্রহ্মা তখন দৈববাণী করেন শিবপুত্রের দ্বারাই তারকাসুরের বিনাশ হবে। অনন্তর দেবগণ মহাদেবের উদ্দেশ্যে কৈলাসে গমন করেন কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র পার্বতীকে দেখতে পান। তিনিও সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করে ভিল্লিবেশ ধারণ করে দেবতাগণের সঙ্গে শিবের নিকট গমন করলেন। তাঁর নির্দেশে দেবগণ কামদেবকে স্মরণ করলেন। কামদেবও যথাসময়ে শিবের উপর কামবাণ নিক্ষেপ করলে শিবের তপোভঙ্গ হয়। তিনি কারণ অনুসন্ধান করতে থাকলে কামদেব লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু শিব তাকে দেখতে পান এবং এটি কামদেবের কাজ বুঝতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৃতীয় নেত্র উদ্ঘাটন করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ দ্বারা কামদেবকে ভস্ম করে দেন।[৬৪]

অনন্তর পার্বতী মহাদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করালেন এবং দেবতাদের ক্ষমা করতে বলেন। মহাদেবও নেত্রাগ্নিকে সংহার করে পার্বতীকে ষাঁড়ের পিঠে বসিয়ে কৈলাসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এরপর উভয় মিলিত হলে শিবের কামাগ্নি পার্বতী সহ্য করতে না পেরে তিনি ছটফট করতে থাকলেন, কোথাও শান্তি পেলেন না। তা শিবকে জানালেন এবং তিনি তখন পার্বতীকে পর্যঙ্কে বসিয়ে ষাঠ হাজার বছর কামক্রীড়ার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন। তাঁদের কোন বার্তা পেয়ে দেবগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বৃহস্পতির পরামর্শে দেবগণ অগ্নিকে ভিক্ষুকবেশ ধারণ করে ভিক্ষা করতে পাঠান। অগ্নিও লাল বস্ত্র পরিধান করে হর-পার্বতীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। পার্বতী কিছু না পেয়ে শিবের যে স্খলিত রেত হস্তে ধারণ করেছিলেন, সেটি প্রদান করেন। অগ্নি ভূতগণের মঙ্গলার্থে শিব রেত পৃথিবীতে নিক্ষেপ না করে নিজে পান করে নেন। অগ্নি ক্রমশ সেই রেত ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে তা ত্যাগ করেন। গঙ্গায় স্নান করতে আগত ছয়জন কৃত্তিকা সেই রেত সমানভাগে ভাগ করে পান করেন এবং গর্ভবতী হয়ে পড়েন। তারপর তাঁরা তাঁদের গর্ভ গঙ্গাতটে ত্যাগ করেন এবং স্নান করে শুদ্ধ হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর সেই গর্ভ হতে ছয়টি মুখ এবং দ্বাদশ হস্তযুক্ত একটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল এবং গ্রহ-নক্ষত্র খসে পড়েছিল।

আগতাঃ ষট্ স্ত্রিয়স্তত্র স্নাতুমূর্জে সমাহিতাঃ।

অগ্নিনা তৎসমুৎসৃষ্টং গাঙ্গেয়ং চ হরপ্রিয়া।।

ধারয়িষ্যতি শক্তা চেজ্জলরূপা সুশীতলা।

শিববীর্যং চ তত্তাভিঃ প্রাশিতং ষড়্ভিভাগতঃ।।

তস্মিন্নেব ক্ষণে সোঽগ্নিরন্তর্দ্ধিং সমপদ্যত।

অংকুশানি চ যাতানি দূরদেশং গতেঽনলে।।

পরিধায় স্ববস্ত্রং তাস্ততো যাতা নিজং গৃহম্।

দদৃশুঃ পতয়স্তাসাং মুখান্যত্যুজ্জ্বলানি চ।।

গর্ভিণ্য ইতি তে জ্ঞাত্বা জ্ঞানদৃষ্ট্যা মুনীশ্বরাঃ।

ৰহিশ্চক্রুর্গৃহাৎ সর্বানপ্রদর্শ্যং মুখং ত্বিদম্।।

তাঃ সমেত্য পুনর্গঙ্গাতীরে শরসুশোভিতে।

মুমুচুঃ স্বস্বগর্ভঃ তাঃ শুদ্ধাঃ স্নাতা গৃহান্যয়ুঃ।।

ষট্সু তাসু প্রযাতাসু স্বং স্বং গর্ভং বিমুচ্য বৈ।

ষণ্মুখো দ্বাদশভুজো ৰালস্তত্র ব্যজায়ত।।

তস্য হুংকারমাত্রেণ নিপেতুর্ভানি খাদ্ভুবি।

চকম্পে ধরণী সর্বা শেষঃ পাতালমেব চ।।[৬৫]

দেবর্ষি নারদ সেই বার্তা পার্বতীর নিকট নিয়ে যান এবং পার্বতী সেই পুত্রকে দেখতে গঙ্গাতটে গমন করেন। পুত্রকে দর্শনমাত্রই তাঁর স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হয়। তিনি পুত্রকে মাতৃস্নেহে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর সেই পুত্রকে নিয়ে অগ্নি, কৃত্তিকাগণ ও পার্বতীর মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হয় এবং সমাধানের জন্য শিবের নিকট গমন করেন। শিব তৎক্ষণাৎ সেই পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে খেলতে শুরু করলে অগ্নি ও কৃত্তিকাগণ বুঝতে পেরে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যান। যেহেতু বালকটির জন্ম কার্ত্তিকমাসে সেহেতু ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি উভয় মিলে বালকের নাম কার্ত্তিকেয় এবং অপর নাম পার্বতীনন্দন রাখলেন। শরদ্বীপে জন্ম তাই তাঁর নাম শরজন্মা, ছয় কৃত্তিকা

থেকে জাত তাই ষান্মাতুর, যেহেতু তিনি তারকাসুর থেকে বিজয় প্রাপ্ত হবেন তাই তারকজিৎ, তিনি দেবতাদের সেনাপতি হবেন তাই সেনানী ও মহাসেন নামে পরিচিত হবেন। ছয়টি মস্তক থাকায় তিনি ষড়ানন, শিবের স্খলিত রেত থেকে জন্ম হওয়ায় স্কন্দ নামে পরিচিত।

কার্ত্তিকে মাসি জাতোঽয়ং কার্ত্তিকেয় ইতি স্ফুটম্।
নামাস্য প্রথমং দেব পার্বতীনন্দনোঽপি চ।।
শরদ্বীপেঽয়মুৎপন্নঃ শরজন্মা ততোঽপি চ।
কৃত্তিকাভ্যোঽপি জাতত্বাৎ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।।
যতোঽস্য মাতরষ্ষট্ তাঃ স ষাণ্মাতুর ইত্যপি।
অয়ং পুত্রস্তারকজিত্তারকং চ বিজেষ্যতি।।
দেবসেনাপতির্ভাবী সেনানীরিতি শব্দিতঃ।
তত এব মহাসেনঃ ষণ্মুখত্বাৎ ষড়াননঃ।
স্কন্নং ত্রিবারং রেতো যৎ তেন স্কন্দোঽয়মুচ্যতে।।
তয়োস্তু বদতোরেবং শক্রাদ্যা আয়য়ুস্সুরাঃ।।[৬৬]

নামকরণের পর তাঁকে যথাযথ স্তুতি পূর্বক তারকাসুরকে বধ করার জন্য প্রার্থনা করেন। অনন্তর কুমার মুনিগণ কর্তৃক নানাবিধ উপকরণের দ্বারা সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হয়ে মহাদেবের নিকট গমন করেন। মহাদেবের পরামর্শে গজাননকে সন্তুষ্ট করার জন্য 'বরদ চতুর্থী' ব্রত প্রারম্ভ করেন এবং গজাননকে সন্তুষ্ট করেন। গজানন তাঁর উপাসনায় তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করেন, কুমারের শত্রুদের পরাজয় হবে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতা লাভ হবে। কুমারের দ্বারাই তারকাসুরের বধ হবে। স্কন্দের বিনয়ভাব দেখে গজানন তাঁর বাহন ময়ূরকে প্রদান করেন, তখন থেকে তাঁকে 'ময়ূরধ্বজ' বলা হয়ে থাকে।[৬৭]

এরপর তিনি গজাননকে স্তুতি করে মহাদেবের নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং তাঁর আজ্ঞানুসারে তারকাসুরকে বধ করার প্রস্তুতি নেন। তিনি গজাননকে স্মরণ করে শিবকে প্রণাম করে দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করতে প্রস্থান করেন। প্রায় এক লক্ষ বছর উভয়ের মধ্যে

প্রবল সংগ্রাম চলার পর অবশেষে স্কন্দ জয়লাভ করেন। দেবগণ, লোকপালগণ পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করে তাঁর জয়কে স্বাগত জানান। *গণেশপুরাণ*-অনুসারে 'বরদ চতুর্থী' ব্রতের প্রভাবে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করেন।

স্বাহাস্বধাবষট্কারান্ যথাপূর্বং চ চক্রিরে।
এবং প্রভাবো দেবোঽসৌ কথিতস্তে গজাননঃ।।
ব্রতপ্রভাবোঽপি ময়া যথাবত্তে নিরূপিতঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসুরৈরবধ্যোঽসৌ মহাসুরঃ।।
স্কন্দেন নিহতঃ সংখ্যে দেবব্রতপ্রভাবতঃ।
ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দৈঃ পূজনীয়োঽভবচ্চ সঃ।।[৬৮]

এই পুরাণের বৃত্তান্ত পূর্বোক্ত পুরাণগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও গণেশের প্রভাব থাকায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এবং এই কারণে *গণেশপুরাণ* নামকরণ হয়েছে।

২.১০. উক্ত পুরাণগুলিতে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয় বৃত্তান্তের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা :

পুরাণসমূহে প্রাপ্ত কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্তের অধিকাংশ বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ প্রাপ্ত বৃত্তান্ত থেকে অনুসৃত হয়েছে। এই কারণে একটি পুরাণের সঙ্গে অপর পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কুমার চরিত্রের বৈচিত্র্য পুরাণসমূহে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সকল পুরাণসমূহে কুমার বৃত্তান্তের বৈসাদৃশ্যের থেকে সাদৃশ্য অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য বর্তমান। পুরাণসমূহে তাঁর জন্মবিষয়ে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন - *পদ্মপুরাণ* ও *মৎস্যপুরাণ*-এ মূলত কৃত্তিকাগণের সাহায্যে পার্বতীর বামকুক্ষি হতে কুমার জন্মের বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য পুরাণে অগ্নি, আকাশগঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে শিবরেত হতে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। *শিবপুরাণ*-এর 'জ্ঞানসংহিতা' নামক নবম অধ্যায়ের একই বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি হলেও এখানে অগ্নি কর্তৃক গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত শিবরেত হতে জাত কুমারের দ্বারা তারকাসুরের বধ দর্শিত হয়েছে। *শিবপুরাণ*-এর ন্যায় *বায়ুপুরাণ*-এ কুমারের কেবলমাত্র জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়। তারকাসুরবধ

বৃত্তান্ত এখানে উপস্থাপন করা হয়নি। *বরাহপুরাণ*-এর পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে দর্শিত হয়েছে, যিনি তত্ত্বাতীত তিনি বিষ্ণু বা শিব হলেন পুরুষ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উমাদেবী বা লক্ষ্মী। এই পরমপুরুষ বিষ্ণু ও প্রকৃতি পার্বতীর সংযোগে শরীরচারী অহংকাররূপ কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি। দেবতাদের কোন সেনাপতি না থাকায়, তিনি অসুরদের বধ করার জন্য সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অনান্য পুরাণ অপেক্ষা এই পুরাণে কুমারের উৎপত্তি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে তারকাসুরবধাদি বৃত্তান্ত দর্শিত হয়নি। *স্কন্দপুরাণ* -এর মহেশ্বরখণ্ডের বিংশতি অধ্যায়ে অগ্নি শিবরেত পান করেন এবং মাঘ মাসের শীতক্লিষ্টরা তাঁর সংস্পর্শে আগমন করলে শিবরেত লোমকূপের মধ্য দিয়ে তাঁদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অনন্তর হিমালয়ে রেতবর্ষণ করেন এবং তা থেকে জাত কুমারের দ্বারা প্রযুক্ত শক্তি নামক অস্ত্রের দ্বারা তারকাসুরের বধ সম্ভব হয়। কুমারের সঙ্গে বীরভদ্র ও দেবতাদের বীরত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, এই পুরাণে একটু হলেও নতুনত্ব দর্শিত হয়েছে। *কালিকাপুরাণ*-এর একচল্লিশতম অধ্যায়ে পার্বতীর কালিকা রূপের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এই পুরাণে দর্শিত হয়েছে দেবতাদের নির্দেশে অগ্নি শিবরেত ধারণ করেন এবং আকাশগঙ্গার গর্ভে তা স্থাপন করেন। সেই গর্ভ থেকে জাত পুত্রের দ্বারা তারকাসুরের বধ সম্ভব হয়। *গণেশপুরাণ*-এর তিরাশিতম অধ্যায়ে বরদচতুর্থীর ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণানাবসারে কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুরবধের বৃত্তান্তের অবতারণা করা হয়েছে। এখানেও অন্যান্য পুরাণের ন্যায় কুমারের জন্মবৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। কুমার শিবের পরামর্শে বরদচতুর্থী ব্রত পালন করে গণেশের আশীর্বাদে তারকাসুরকে বধ করেন।

❖ **উপসংহার :**

অন্তিমে বলা যেতে পারে, পুরাণসমূহে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত তথা চরিত্রের বৈচিত্র্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি পুরাণে মুনিগণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপস্থাপন প্রসঙ্গে কুমারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, ফলে একই বৃত্তান্ত বিভিন্ন মুনির দ্বারা বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও মন্বন্তরভেদে বৃত্তান্তের পার্থক্য থাকায় *বরাহপুরাণ*-এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। পুরাণের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদের অন্ত নেই,

বিষ্ণুপুরাণ উক্ত পুরাণের ক্রমধরে আলোচনা করা হয়েছে। পারজিটার মহাশয়ের মতানুসারে, তিনি *মৎস্য, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ*-কে খ্রিষ্টীয় তৃতীয়শতকের মাঝামাঝি সময়ে রেখেছেন, *পদ্ম, ব্রহ্মা, ভবিষ্যপুরাণ*-কে খ্রিষ্টীয় পঞ্চমশতকের পূর্ববর্তী বলে নির্দেশ করেছেন এবং *বায়ুপুরাণ*-কে খ্রিষ্টীয় পঞ্চমশতকের পূর্ববর্তী বলে মনে করেছেন।[৬৯] কিন্তু সমস্যা হল এর দ্বারা পুরাণগুলির সঠিক কালনির্ণয় সম্ভব নয়। যেহেতু কুমারেরে বৃত্তান্ত সব পুরাণগুলিতে একই বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু কালের সঙ্গে কুমারের বৃত্তান্তের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়নি। প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণে কুমারবৃত্তান্তের শেষে তাঁর চরিত পাঠ ও শ্রবণের মধ্য দিয়ে পাপনাশ ও ধনসম্পদ লাভের বিধান দেওয়া হয়েছে। ফলে অনুমান করা যেতে পারে তৎকালীন সমাজে তথা লোকাচারে কুমারের উপাসনা ও স্কন্দচরিত ঘরে ঘরে পাঠ করা হত বলা যায়।

❖ উল্লেখপঞ্জি :

১. প্রথমং সর্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।

অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ।।[১] *মৎসপুরাণ,* ৫৩/৩।

২. *নিরুক্ত,* ৩/১৯।

৩. *মহাভারত,* ৫/২।

৪. *বায়ুপুরাণ,* ১/২০৩।

৫. *মৎসপুরাণ,* ৫৩/৭২।

৬. *Hinduism*, পৃ. ৮২।

৭. *পুরাণপ্রবেশ*, পৃ. ১৬৪।

৮. সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।

বংশানুচরিতং চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।। *বায়ুপুরাণ,* ৪/১০-১১।

৯. *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৭।

১০. *বিষ্ণুপুরাণ,* ৩/৪/৫।

১১. *সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা*, বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৫৪।

১২. *বিষ্ণুপুরাণ,* ৩/৬/২১-২৪।

১৩. *পদ্মপুরাণ/* সৃষ্টিখণ্ড, ৪৩/৫৮-৬০।।

১৪. শরীরে মম তন্বঙ্গি সিতে ভাস্যসিতদ্যুতিঃ।

ভুজঙ্গী বাসিতা শুভ্রে সংশ্লিষ্টা চন্দনে তরৌ।।

চন্দ্রাতাপেন সংপৃক্তা রুধিরাম্বরসংবৃতা।

রজনীবাসিতে পক্ষে দৃষ্টিদোষং দদাসি মে।। *তদেব,* ৪৬/১-২।

১৫. যুক্তং তে পুত্র গচ্ছামি যেন কার্যেণ তচ্ছৃণু।

কৃষ্ণেত্যুক্তা হরেণাহং স্তম্ভিতাস্ম্যবমানিতা।।

সাঽহং তপঃ করিষ্যামি যেন গৌরীত্বমাপ্নুয়াৎ।

এষ স্ত্রীলম্পটোদেবো যাতায়াংময্যনন্তরম্।। *তদেব,* ৪৬/৩২-৩৩।

১৬. *তদেব,* ৪৬/১৩৮-১৪৬।

১৭. *পদ্মপুরাণ,* ৪৬/২০১-২০৮।

১৮. যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথামেতাং মহামতিঃ।

শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি স ভবেৎ কীর্ত্তিমান্নরঃ।।

বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ শুভদর্শনঃ।

ভুতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥

সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্বাং স্কন্দস্য চরিত্রং পঠেৎ।

সযুক্তঃ কিন্নরৈঃ সর্বৈর্নহাধনপতির্ভবেৎ ॥*তদেব,* ৪৬/২১৭-২১৯।

১৯. *বিষ্ণুপুরাণ,* ১/১৫/১১৪-১১৬।

২০. ত্বয়ি প্রসন্নে বরদে কিমসাধ্যং ভবেন্মম।

যদি প্রসন্নো দেবেশ যদি দেয়ো বরো মম।।

বরদ্বয়ং তদা দেয়ং শ্রুয়তাঞ্চ পিতামহ।

ত্বয়া চ নিমিত্তে লোকে মত্তুল্যো বলবান্ নহি।।

শিববীর্য্যসমুৎপন্নঃ পুত্রঃ সেনাপতির্যদা।।

ভূত্বা শস্ত্রং ক্ষিপেন্মহ্যং তদা মে মরণং ভবেৎ।

ইত্যুক্তে চ তদা তেন ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।।

বরঞ্চ তাদৃশং দত্ত্বা দেবানুজ্ঞাপরায়ণঃ।।

জগাম ভবনং স্বীয়ং দাহঃ শক্তিমুপাগতঃ।

দৈত্যোঽপি তপসস্তস্মাদ্বিরাম মহামুনে।

বরং লব্ধা শুভং তত্র শোণিতাখ্যং পুরং গতঃ।। *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ৯/২৪-২৮ ।

২১. *তদেব,* ১০/৬-১২।।

২২. কারণং কিঞ্চিদুৎপন্নং নান্যথেদং ভবেদিতি।

দিশো বিলোকয়ামাস পরিতঃ শঙ্করস্তদা।।

বামভাগে স্থিতং কামং দদর্শ বাণকর্ষিণম্।

তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংযুক্তঃ সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদপি।।

অহো দুষ্টেন কামেন ন মুক্তোঽহং দুরাসদঃ।

ইত্যেবং মনসা ক্রুদ্ধঃ শিবঃ পরমকোপনঃ।।

তৃতীয়াৎ তস্য নেত্রাদ্বৈ নিঃসসসারাগ্নিরুচ্ছিখঃ।

ভস্মসাৎ কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেব হি।।

যাবচ্চ মরুতাৎ বাচঃ ক্ষম্যতাং বৈ প্রভো ত্বয়া।

ভবন্তি চ তত পূর্বং হতোঽসৌ মকরধ্বজঃ।।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে দেবা দুঃখমুপাগতাঃ।

শিবোঽপি তৎক্ষণাদেব বিহায়াশ্রমমন্যতঃ।।*তদেব,* ১১/৩-৮।।

২৩. বরার্থে তপশ্চৈদ্বৈ তিষ্ঠতু তপ এব তৎ।

রত্নন্তু গ্রহীতারং বৈ ন পৃচ্ছতি গ্রহীষ্যতি।। *তদেব,* ১৩/১৮।

২৪. দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।

অথোপয়ন্তারমলং সমাধিনা ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।।*কুমারসম্ভব,* ৫/৪৫।

২৫. *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ১৪/৭১-৭৩।।

২৬. অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি ! তবাস্মি দাসঃ

ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।

অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ

ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।। *কুমারসম্ভব,* ৫/৮৩।

২৭. *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ১৮/২৮-৩১।

২৮. নিক্ষিপ্তঞ্চ শরস্তম্বে তত্র বালো ব্যজায়ত।

সুন্দরঃ সুভগঃ শ্রীমান দর্শনাৎ সুখদায়কঃ।।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র রাজকন্যাঃ সমাগতাঃ।

ষট্সংখ্যাশ্চৈব স্নানার্থং তাভির্দৃষ্টস্তু বালকাঃ।।

মদীয়োঽয়ং মদীয়শ্চ বদন্তশ্চ পরস্পরম্।

সম্পাদ্য ষন্মুখানীহ পীতং স্তন্যং স্বয়ং তদা।।

ষাণ্মাতুরস্তদা নাম প্রসিদ্ধন্তু মহাত্মনঃ।

পার্বতীনন্দনো নাম প্রথমঞ্চাভবৎ তদা।

অগ্নিভূশ্চ ততঃ পশ্চাৎ ততঃ স্কন্দোঽভবৎ পুনঃ।

গঙ্গাপুত্রস্তদা নাম শরজন্মা ততঃ পরম্।। *তদেব,* ১৯/১৩-১৭।

২৯. *তদেব,* ১৯/২০-২৫।

৩০. পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে দ্বে আহারং বৈ প্রচক্রতুঃ।

একা তত্র নিরাহারা তাং মাতা প্রত্যভাষত।।

-নিষেধয়ন্তী হ্যামেতি মাতা স্নেহেন দুঃখিতা ।

সা তথোক্তা তয়া দেবী মাত্রা দুশ্চরচারিণী ॥

উমেতি সা মহাভাগা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুত।

তথেতি নাম্না তেনাসৌ নিরুক্তা কর্মণা শুভা।। *বায়ুপুরাণ,* ৭২/১০-১২।

৩১. *তদেব,* ৭২/৩২-৩৫।

৩২. *তদেব,* ৭২/৩৯-৪২।

৩৩. গরুড়াদতি সৃষ্টৌ হি দক্ষিণৌ হি প্রভদ্রকৌ।

ময়ূরঃ কুক্কুটশ্চৈব পতাকা চৈব বায়ুনা।।

যস্য দত্তা সরস্বত্যা মহাবীণা মহাস্বনা।

অজঃ স্বয়ম্ভুবা দত্তো মেষো দত্তশ্চ শম্ভুনা।।

মায়াবিহরণে বিপ্রা গিরৌ ক্রৌঞ্চে নিপাতিতে

তারকে চাসুরবরে সমুদীর্ণে নিপাতিতে।।

সেন্দ্রোপেন্দ্রর্মহাভাগৈর্দেবৈরগ্নিসুতঃ প্রভুঃ।

সৈন্যপত্যেন দৈত্যারিরভিষিক্তঃ প্রতাপবান্।

দেবসেনাপতিস্তেবং পঠ্যতে নরনায়কঃ।

দেবারিস্কন্দনঃ স্কন্দঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।

প্রথমৈবিবিধৈর্দৈবৈস্তথা ভূতগণৈরাপ।

মাতৃভিবিচিত্রভিশ্চ বিনায়কগণৈস্তথা।। *তদেব,* ৭২/৪৬-৫০।

৩৪. *বরাহপুরাণ,* ২৫/৪-৫।

৩৫. এবমুক্তাস্ততো দেবা জগ্মুর্লোকপিতামহম্।

সেনাপতিঞ্চ নো দেহি বাক্যমূচুঃ সসম্ভ্রমম্।।

ততো দধৌ চতুর্বক্ত্রঃ কিমেষাং ক্রিয়তে ময়া।

ব্রহ্মণশ্চিন্ত্যমানস্য রুদ্রং প্রতি মনো গতম্।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।।

ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুঃ কৈলাসপর্বতম্।।

তত্র দৃষ্ট্বা মহাদেবং শিবং পশুপতিং বিভুবম্।

তুষ্টবুর্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শক্রাদ্যাস্ত্রিদিবৌকসঃ।। *তদেব,* ২৫/১৩-১৬।

৩৬. সেনাপতিঞ্চ দেবেশ দেহি দৈত্যবধায় বৈ।

দেবানাং ব্রহ্মমুখ্যানামেতদেব হিতং ভবেৎ।। *তদেব,* ২৫/৩০।

৩৭. *তদেব,* ২৫/৩২-৩৫।

৩৮. আদিমন্বন্তরে দেবোস্যোৎপত্তির্বা ময়োদিতা।

পরোক্ষদর্শিভির্দ্দেববৈরেবমেব স্তুতঃ প্রভো।।

কৃত্তিকা পাবকস্তস্য মাতরো গিরিজা তথা।

দ্বিতীয়জন্মনি গুহস্যৈতে উৎপত্তিহেতবঃ।।

এবমেতত্ত্বাখ্যাতং পৃচ্ছতো পার্থিবোত্তম।

আত্মবিদ্যামৃতং গুহ্যমহংকারস্য সম্ভবঃ।। *তদেব,* ২৫/৪৬-৪৮।

৩৯. *সাংখ্যকারিকা,* ২২।

৪০. স্বয়ং স্কন্দো মহাদেবঃ সর্বপাপপ্রণাশনঃ।

তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকে পিতামহঃ।।

অস্যাং ফলাশনো যস্তু প্রেক্ষতে যতমানসঃ।

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনোঽপি ধনং লভেৎ।।

যং যমিচ্ছেত মনসা তং তং লভতি মানবঃ।

যশ্চৈতৎপঠতি স্তোস্ত্রং কার্ত্তিকেয়স্য মানবঃ।

তস্য গৃহে কুমারাণাং ক্ষেমারোগ্যং ভবিষ্যতি।। *তদেব,* ২৫/৪৯-৫২।

৪১. *স্কন্দপুরাণ,* মহেশ্বরখণ্ডে কেদারখণ্ড, ২৭/৭৯-৮১।।(পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত)

৪২. উপগুহ্য গুহং তত্র পার্বতী জাতসম্ভ্রমা ।

প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা।।

তদা নীরাজিতো দেবৈঃ সকলত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ।

জয়শব্দেন মহতা ব্যাপ্তমাসীন্নভস্তলম্॥

ঋষয়ো ব্রহ্মঘোষেণ গীতেনৈব চ গায়কাঃ।

বাদ্যৈশ্চ বাদকাশ্চৈব উপতস্থুঃ কুমারকম্॥

স্বমঙ্কমারোপ্য তা গিরীশঃ কুমারকং তং প্রভয়া মহাপ্রভম্।

বভৌ ভবানীপতিরেব সাক্ষাচ্ছ্রিয়া যুতঃ পুত্রবতাং বরিষ্ঠঃ।। *তদেব,* ২৭/১০২-১০৫।

৪৩. *তদেব,* ২৮/৫০-৫৩।

৪৪. *তদেব,* ২৯/৭৯-৮২।

৪৫. কুমারবিজয়ং নাম চরিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ।

সর্বপাপহরং দিব্যং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্॥

যে কীর্ত্তয়ন্তি শুচয়োঽমিতভাগ্যযুক্তাশ্চানন্তরূপমজরামরমাদধানাঃ।

কৌমারবিক্রমমহাত্ম্যমুদারমেতদানন্দদায়কমনোঽর্থকরং নৃণাং হি।।

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কুমারস্য মহাত্মনঃ।

চরিতং তারকাখ্যঞ্চ সর্বপাপৈঃ স মুচ্যতে॥ *তদেব,* ৩০/৫০-৫২।

৪৬. হর্ষাদুবাচ পশ্যামি পদ্মপত্রে স্থিতং পয়ঃ।

ততস্তা ঊচুরখিলং কৃত্তিকা হিমশৈলজাম্।।

দাস্যামো যদি তে গর্ভঃ সম্ভূতো যো ভবিষ্যতি

সোঽস্মাকমপি পুত্রঃ স্যাদস্মন্নাম্না চ বর্ততাম্।

ভবেল্লোককেষু বিখ্যাতঃ সর্বেষ্বপি শুভাননে।। *মৎস্যপুরাণ,* ১৫৮/৩৩-৩৪।

৪৭. *তদেব,* ১৫৮/৩৭-৪১।

৪৮. উক্তা বৈ শৈলজা প্রাহ ভবত্বেবমনিন্দিতাঃ।

ততস্তু হর্ষসম্পূর্ণাঃ পদ্মপত্রস্থিতং পয়ঃ।।

তস্যৈ দদুস্তয়া চাপি তৎপীতং ক্রমশোজলম্।

পীতে তু সলিলে চৈব তস্মিন্নেববক্ষণে বরঃ।।

বিপাট্যদেব্যাশ্চ ততো দক্ষিণংকুক্ষিমুদ্গতঃ।

নিশ্চক্রামাদ্ভুতো বালো সর্বলোকবিভাসকঃ।। *পদ্মপুরাণ* / সৃষ্টিখণ্ড, ৪৪/১৩৭-১৩৯।

৪৯. *মৎস্যপুরাণ,* ১৫৯/২-৫।

৫০. দৃষ্টং তে পৌরুষং শক্র রণেষু শতশো ময়া।

নিস্ত্রপত্বান্ন তে লজ্জা বিদ্যতে শক্র দুর্মতে।।

এবমুক্তে গতে দূতে চিন্তয়ামাস দানবঃ।

নালব্ধসংশ্রয়ঃ শক্রো বক্তুমেবং হি চার্হতি।।

জিতঃ স শক্রো নোঽকস্মাজ্জায়তে সংশ্রয়াশ্রয়ঃ

নিমিত্তানি চ দুষ্টানি সোঽপশ্যদ্দৃষ্টচেষ্টিতঃ।। *তদেব,* ১৫৯/২৮-৩০।

৫১. *তদেব,* ১৬০/৪-৫।

৫২. কুমারোঽপি তমগ্রস্থং বভাষে হর্ষয়ন্ সুরান্।

শৃণু তারক শাস্ত্রার্থস্তব চৈব নিরূপ্যতে।।

শাস্ত্রৈরর্থা ন দৃশ্যতে সময়ে নির্ভয়ে ভটৈঃ।

শিশুত্বং মাবমংস্থা মে শিশুঃ কালভুজঙ্গমঃ।।

দুষ্প্রেক্ষ্যো ভাস্করো বালস্তথাহং দুর্জ্জয় শিশুঃ

অল্পাক্ষরো ন মন্ত্রঃ কিং সুস্ফুরো দৈত্য দৃশ্যতে।। *তদেব,* ১৬০/৬-৮।

৫৩. *তদেব,* ১৬০/২৪-২৯

৫৪. যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথাং মর্ত্ত্যে মহামতিঃ

বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কান্তিমান্ শুভদর্শনঃ।

ভূতেভ্যো নির্ভরশ্চাপি সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ।।

সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্বাং স্কন্দস্য চরিতং পঠেৎ।

স মুক্তঃ কিল্বিষৈঃ সর্বৈর্মহাধনপতির্ভবেৎ।।

বালানাং ব্যাধিজুষ্টানাং রাজদ্বারঞ্চ সেবতাম্।

ইদং তৎ পরমং দিব্যং সর্বদা সর্বকামদম্।

তনুক্ষয়ে চ সাযুজ্যং ষণ্মুখস্য ব্রজেন্নরঃ।। *তদেব,* ১৬০/৩০-৩২।

৫৫. তান্তু নীলোৎপলদশ্যামাং হিমবতঃ সূতাম্।

কালীতি নাম্না হিমবানাজুহাব কৃতে দিনে।।

বান্ধবৈস্তু সমস্তৈস্তন্নাম্না স পার্বতীতি চ।

কালীতি চ তথা নাম্না কীর্ত্তিতা গিরিনন্দিনী।। *কালিকাপুরাণ* , ৪১/৪৭-৪৮।

৫৬. এতস্মিন্নন্তরে দেবাংস্তারকো নাম দৈত্যরাট্।

ববাধে সর্বলোকাংশ্চ ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ।।*তদেব,* ৪২/৫৬।

৫৭. *তদেব,* ৪২/৯০।

৫৮. মহাদেবোঽপি তদ্ভস্ম মনোভবশরীরজম্।

আদায় সর্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ।। *তদেব,* ৪২/১৭৮।

৫৯. যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া।

উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী।। *তদেব,* ৪৩/২৩।

৬০. *তদেব,* ৪৩/১১৭।

৬১. ততোঽতিমহতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্বতী।

শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী।।

অর্ধনারীশ্বরস্তেন তদা প্রভতি শঙ্কর।

অভবন্নৃপশার্দুল নান্যাং ভার্য্যাং গৃহীতবান্।। *তদেব,* ৪৫/২১-২২।

৬২. ততঃ ষড়ঙ্গং স্বং রেতো ব্যাদিতে দহনাননে।

উৎসসর্জ মহাবাহুর্মহামৈথুনকারণম্।। *তদেব,* ৪৬/৬৩।

৬৩. *তদেব,* ৪৬/৯১-৯২।

৬৪. এবং তে তুষ্টুবুর্যাবচ্ছুশ্রুবুস্তাবদেব হি।

নভোবাণীং সর্বদেবা হরপুত্রো যদা ভবেৎ।।

তদাঽস্য নাশো ভবিতা যত্নং কুরুত তত্র বৈ।

নভো বাণীং সমাকর্ণ্য সর্বে হর্ষসমন্বিতাঃ।।

কৈলাসং দেবনিলযমাপুরিন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।

নাপশ্যঞ্ছঙ্করং তত্র দদৃশুঃ পুরতোঽমরাঃ।। *গণেশপুরাণ,* ৮৩/২৯-৩১।

৬৫. *তদেব,* ৮৫/৩২-৩৯।

৬৬. *তদেব,* ৮৬/৮-১২।

৬৭. পরাজয়ো রিপূণাং তে দেবোশ্রেষ্ঠ্যং ভবিষ্যতি।

এবং বরান্ দদৌ দেবো ময়ূরং নিজবাহনম্।।

দদৌ স্কন্দায় সুপ্রীতো বিনয়াচ্চ তপোৰলাৎ।

ময়ূরধ্বজ ইত্যেবং নাম খ্যাতং ততোঽভবৎ।। *তদেব,* ৮৭/৪৫-৪৬।

৬৮. *তদেব,* ৮৭/৫৮-৬০।

৬৯. *Ancient Indian Historical Tradition* by F.E. Pargiter, পৃ. ৫০।

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত অন্যতম মহাকাব্য হল মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হলেও মহাকবি তাঁর প্রতিভাবলে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছেন। এছাড়াও আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম কবি শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের বিতর্কিত উত্তরাংশ রচনা করার প্রয়াস করেছেন। এই দুটি মহাকাব্যে পৌরাণিক কার্ত্তিকেয়ের জন্ম থেকে তারকাসুরবধ পর্যন্ত সমগ্র বৃত্তান্তে প্রাচীন ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্ট হয়। এই কারণে এই দুটি মহাকাব্য ভিন্ন একটি আধ্যায়ে আলোচনা করা হল -

১.১. *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

মহাকবি কালিদাসের সাতটি রচনা প্রসিদ্ধ। যথা- *অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়, ঋতুসংহার, মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব*। এগুলির মধ্যে অন্যতম ও প্রসিদ্ধ মহাকাব্য হল *কুমারসম্ভব*। এই মহাকাব্য প্রধানত সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। কিন্তু এর প্রথমসর্গ থেকে অষ্টমসর্গ পর্যন্ত কালিদাসের লেখা বলে অধিকাংশ পণ্ডিতগণ মনে করেন এবং বিদ্যাধর, মল্লিনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ অষ্টমসর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন। সর্গগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ-

❖ **প্রথম সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের প্রারম্ভে 'উমা উৎপত্তি' নামক প্রথম সর্গে মহাকবি কালিদাস বস্তুনির্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের বিভূতি বর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন - ভারতবর্ষের উত্তরদিকে দেবতাধিষ্ঠিত হিমালয় নামে পর্বত বিরাজিত। যা পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করাতে পৃথিবীর বিস্তার পরিচ্ছেদক দণ্ডের ন্যায় বিরাজমান রয়েছে।

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

পূর্বাপরৌ তয়োনিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।।[১]

হিমালয় অনন্ত রত্নরাজির আকর। হিমালয়ের নিতম্বদেশ পর্যন্ত মেঘের গমনাগমন হয়ে থাকেন। সুতরাং হিমালয় প্রদেশে সর্বদা রৌদ্র থাকে। সিদ্ধপুরুষেরা হিমালয়ের অধঃশৃঙ্গগত ছায়া সেবন করে যখন বৃষ্টিতে শীতল হতেন এবং তাঁরা উর্দ্ধপ্রদেশে আশ্রয় করে আতপ সেবা করতেন। হিমালয়নিবাসী সিংহেরা গজ বিনাশ করে গমন করলে, তুষার পতনে রক্তাঙ্কিত সিংহের পদচিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু ব্যাধেরা নখছিদ্রমুক্ত-মুক্তাফল দ্বারা সিংহের গমন পথ জানতে পারতেন। রাত্রিকালে যে হিমালয়ের গুহারূপ গৃহাভ্যন্তরে ঔষধি সকল প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। সেই আলোকে বনচরেরা সুরত ক্রীড়া করে থাকে। ঔষধি সকল হিমালয়ে তাদের সেই সুরতক্রীড়ার তৈলবিহীন প্রদীপের কার্য সম্পাদন করে থাকে। সেই পার্বতী বাল্যকালে সখীগণ সমভিব্যাহারে মন্দাকিনীর বালুকাময় প্রদেশে কখনো কন্দুকক্রীড়া করতেন, কখনো বা কৃত্রিম পুত্র কন্যা নির্মাণ করে কেলি করতেন। কখনো বা ধূলিময় গৃহদ্বার নির্মাণ করে ধূলিখেলা করতেন। অনন্তর পার্বতী শৈশবকাল অতিবাহিত করে যৌবন সীমায় পদার্পণ করলেন। পার্বতীর শরীর নবযৌবনারম্ভে সুশোভিত হতে লাগল। তাঁর পদদ্বয় যেন পৃথিবীতে ইতস্ততঃ সঞ্চারিণী স্থলপদ্মশোভা বিস্তার করেছে বলে প্রতিভাত হত।[২] তিনি গমন করলে নূপুরের শব্দ হত। পার্বতী এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে দেবর্ষি নারদ একদিন হিমালয়ের নিকট আগমন করেন এবং উমাকে হিমালয়ের সম্মুখে দেখে বলেন - তাঁর কন্যাই একদিন মহাদেবের পত্নী হবেন।

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎকন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং প্রেম্শা শরীরার্ধহরাং হরস্য।।[৩]

অনন্তর পার্বতী যৌবনলাভ করলে হিমালয় ভয়ে দেবাদিদেবের নিকট কন্যা প্রদান করার প্রার্থনা করতে সক্ষম হলেন না। সুতরাং পর্বতরাজ হিমালয় অর্ঘ্য দ্বারা দেবতাদের ও পূজনীয় দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করলেন এবং তাঁর পুত্রী পার্বতীকে সখীসমভিব্যাহারে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করলেন। পার্বতী প্রতিদিন পূজার পুষ্প চয়ন করতেন, বেদি মার্জনা করতেন

এবং নিত্য কর্মানুষ্ঠান করার জন্য জল ও কুশ আনয়ন করতেন। এই রূপে প্রতিদিন তিনি গিরিশের সেবা করতে লাগলেন। মহাদেবের চূড়াবলম্বী চন্দ্রকিরণে পার্বতীর শ্রমাপনয়ন হত।[৪]

❖ **দ্বিতীয় সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'ব্রহ্মাভিগমন' নামক দ্বিতীয় সর্গে যখন পার্বতী মহাদেবের সেবায় রতা ছিলেন, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবতাগণ তারকাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন। অনন্তর দেবতাগণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে নানা প্রশংসাযুক্ত বাক্য দ্বারা স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁদের বাক্য শোনার পর ব্রহ্মা তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে, দেবরাজ গুরুদেব বৃহস্পতিকে বলার জন্য ইশারা করেন। তখন বৃহস্পতি তারকাসুরের অত্যাচারের কথা বলেন এবং সূর্য্যদেব তাঁর বশীভূত হয়ে রৌদ্র প্রদান করছেন, চন্দ্রদেব তাঁর সেবা করছেন, পবনদেব ভয়ে সংযত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন, বরুণদেব তারকের উপহারযোগ্য রত্নসমূহ প্রতিপালন করছেন, বাসুকি প্রভৃতি নাগেরা তাকে মণির আলোক দ্বারা নিরন্তর সেবা করে চলেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হয়ে কল্পবৃক্ষজাত পুষ্পহার প্রেরণ করে তাকে অনুকূল করার চেষ্টা করছেন তাও জানালেন। এত উপকার করার সত্ত্বেও তিনি ত্রিভুবনকে পীড়া প্রদান করছেন, কারণ দুর্জনেরা উপকারে শান্ত হয় না, অপকারের দ্বারা হয়। এছাড়াও তারকাসুর কল্পবৃক্ষের পত্র ছিন্ন করছেন, সুরনন্দিনীদের বন্দিনী করে পদসেবায় নিয়োজিত করেছেন, সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গকে উৎপাটন করে নিজগৃহে ক্রীড়া পর্বত করেছেন, যাজ্ঞিকদের হবি পান করছেন, সুদর্শনচক্র তাঁকে বধের পরিবর্তে তাঁর কণ্ঠের রত্নস্বরূপ হয়েছে।[৫] সুতরাং তারকাসুরের বধের নিমিত্ত একজন সেনাপতি প্রদানের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বস্ত করে কিছুকাল অপেক্ষা করতে বললেন। যেহেতু তারক ব্রহ্মার বরে বলীয়ান, তাই তিনি স্বয়ং কিছু করতে পারবেন না। আরও বললেন দেবাদিদেব মহাদেবের অংশোৎপন্ন সেনাপতি ছাড়া অপর কেউ তাঁকে বধ করতে সক্ষম হবেন না।

বৃতং তেনেদমেব প্রাঙ্ ময়া চাঽস্মৈ প্রতিশ্রুতম্।
বরেণ শমিতং লোকানলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ।।

সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যতং প্রসহেত কঃ।

অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ।।[৬]

সুতরাং তিনি উমার সৌন্দর্য দ্বারা মহাদেবকে আকর্ষণের চেষ্টা করতে বললেন, কারণ উমা একমাত্র মহাদেবের রেত ধারণে সমর্থ। তাদের পুত্র সেনাপতি হলে, সেই সেনাপতির দ্বারা সুরবন্দিনীদের বিমোচন হবে এই বলে দেবতাদের আশ্বস্ত করে অন্তর্নিহিত হলেন। দেবগণ উপায় চিন্তা করতে করতে স্বর্গে গমন করলেন। কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রদেব মদনদেবকে স্মরণ করলেন এবং তিনি সেই স্থানে আগমন করলেন।[৭]

❖ তৃতীয় সর্গ :

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'মদনদহন' নামক তৃতীয় সর্গে কামদেব দেবরাজের নিকট আগমন করে আজ্ঞা প্রদান করতে বললেন। সাথে কামদেব কোন কোন কার্য করতে সমর্থ তা জানালেন। এমনকি বসন্তকে সহায় করে কুসুমবাণ প্রয়োগ দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবেরও ধৈর্যচ্যুতি করতে পারবেন তা জানালেন।[৮] এই কথা শ্রবণ করে ইন্দ্র সিংহাসন থেকে উঠে বললেন, তিনি উক্ত বাক্য বলার মধ্য দিয়ে দেবতাদের অর্ধেক কার্য সমাপ্ত করে দিয়েছেন। যেহেতু দেবতাদের একজন সেনাপতি প্রয়োজন এবং অবশ্যই শিবের বীর্যোদ্ভূত সেহেতু শিবরেত ধরনের সক্ষম হিমালয় কন্যা পার্বতী এবং মহাদেবের মিলনের জন্য প্রয়াস করতে বললেন। দেবাদিদেব হিমালয়ে তপস্যা করছেন। হিমালয়ের কন্যা পার্বতী পিতার আজ্ঞানুসারে সেখানে শিবের সেবা করছেন। সুতরাং দেবরাজ কামদেবকে হিমালয় গমন করতে বললেন। কামদেব তথাস্তু বলে সেই স্থান হতে প্রস্থান করলেন। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও দেবকার্য সাধন করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে হিমালয় গমন করলেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু বসন্ত ও পত্নী রতি সভয়ে তাঁর সঙ্গে গমন করলেন। হিমালয় অকাল বসন্তের আগমনে পুষ্পে সজ্জিত হয়ে উঠলো। তপস্বীগণ মনোবিকার দমনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় কামদেব শিবের আশ্রমের নিকট গমন করে শরসন্ধান করলেন। তখন স্থাবর, জঙ্গম সকলেই কামভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। কিন্তু মহাদেবের অনুচর নন্দীর আদেশে আশ্রমের নিকটস্থ সবাই নির্বিকার থাকলেন। এরপর

কামদেব মহাদেবের আশ্রমে প্রবেশ করলেন, সেখানে প্রবেশ করে মহাদেবকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখলেন। তিনি জটাজূট ঊর্দ্ধ করে ভুজঙ্গ দ্বারা বেঁধে রেখেছেন, রুদ্রাক্ষের মালা দ্বিগুনিত করে কর্ণে স্থাপন করেছেন, কৃষ্ণসার মেঘের চর্ম পরিধান করে রয়েছেন। সেই চর্ম মহাদেবের নিজ কন্ঠ প্রভায় নীলবর্ণ ধারণ করেছে। চক্ষু অল্প অল্প প্রকাশ পাচ্ছে, ঈষৎ নয়নে কেবল নাসিকাগ্রমাত্র অবলোকন করছেন। প্রাণাদি বায়ু নিরোধ করে বর্ষণহীন মেঘের ন্যায়, তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় প্রতিমান রয়েছেন। কপালস্থ নেত্রের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র হতে একপ্রকার যতি উদিত হচ্ছিল। মহাদেবের রূপ দর্শন করে কামদেবের শরাসন ও শর কখন স্খলিত হয়েছিল তিনি বুঝতেই পারেননি। এমন সময় সেখানে আগত পার্বতীর রূপের ছটা দর্শন করে তিনি পুনরায় বিজয়াশা লাভ করেন। পার্বতী বসন্তের আগমনে পুষ্পাভরণা হয়েছিলেন। পার্বতী ধৃত অশোক পুষ্প যেন পদ্মরাগ মণিকে তিরস্কার করেছিল। স্তনভরে ঈষৎ আনতভাবে অবস্থান করছিলেন। বালসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, তাঁর নিতম্বদেশে স্থাপিত বকুলমালা চন্দ্রহারের কার্য করছিল, সুগন্ধি নিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরগণ পার্বতীর অধরের নিকট গুণ গুণ করছিল, পার্বতীর রূপ দেখে রতিও লজ্জানুভব করছিলেন। মহাদেব সেই জ্যোতি দর্শন করে সমাধি থেকে বিরত হলেন। কটাক্ষ সংকেতে নন্দী পার্বতীকে প্রবেশের নির্দেশ দিলেন। পার্বতী ভূতনাথকে প্রণাম করলেন এবং পুষ্প দ্বারা অর্চনা করলেন। মহাদেব তাকে অন্যন্য সাধারণ পতি লাভের আশীর্বাদ করলেন। উপযুক্ত সময় নিশ্চয় করে কামদেব উমার সম্মুখে সম্মোহন শরসন্ধান করলেন।

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।

সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্।।[৯]

তৎক্ষণাৎ মহাদেবের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যভঙ্গ হল এবং তিনি সাভিলাষ নেত্রে পার্বতীকে অবলোকন করতে লাগলেন। পার্বতীও লজ্জায় অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনন্তর মহাদেব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়বিকার বলপূর্বক নিবারণ করলেন এবং নিজ মনোবিকারের কারণ অনুসন্ধান করতে চতুর্দিক অবলোকন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন কামদেব দক্ষিণ নেত্র প্রান্তে মুষ্ঠি

নিবিষ্ট করেছেন। বামপদ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছে। জ্যা আকর্ষণ করে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছেন। এমন অবস্থায় মহাদেব ক্রোধিত হয়ে তৃতীয় নেত্র থেকে সহসা অগ্নি বহির্ভূত করলেন এবং দেবতাদের ক্রোধ সংরবণ করার উক্তি শোনার পূর্বেই কামদেবকে ভস্ম করে দিলেন।

তপঃ পরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্নাঃ কৃশানুঃ কিলঃ নিষ্পপাত।।
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাঽবশেষং মদনঞ্চকার।।[১০]

রতি তা দর্শন করে শোকে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ইন্দ্রিয় সমূহ শিথিল হয়ে পড়ল। বজ্রপাত যেমন বৃক্ষ-লতা ভগ্ন করে তেমন মহাদেবও মদনকে ভস্ম করে স্ত্রী সন্নিবিধান পরিত্যাগ করে অন্তর্ধান করলেন। পার্বতীও পিতার অভিলাষ ও সৌন্দর্যকে নিষ্ফল বিবেচনা করে সখীগণের নিকট অবমানিতা বোধ করে লজ্জিত ও নিরুৎসাহী হয়ে গৃহাভিমুখে গমন করলেন। পর্বতরাজও কন্যাকে নিয়ে গৃহের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।[১১]

❖ চতুর্থ সর্গ :

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'রতিবিলাপ' নামক চতুর্থ সর্গে রতি মূর্চ্ছাবসান হলে হরকোপানলে ভস্মীভূত এক পুরুষাকৃতি পড়ে থাকতে দেখে অত্যন্ত করুণভাবে বিলাপ করতে থাকেন। নানা স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কামদেবের কথা স্মরণ করে ক্রন্দন করতে থাকেন। কামদেবের প্রিয়বন্ধু বসন্তকে অনুরোধ করেন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করে তাকেও যেন কামদেবের নিকট প্রেরণ করেন। সরোবর শুষ্ক হলে বিপন্ন সফরীকে যেমন প্রথম বৃষ্টিতে দয়া করে, সেইরূপ পতিবিয়োগে কাতর হয়ে রতি শরীর ত্যাগ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হয়েছেন এমন সময় আকাশবাণী দ্বারা তিনি শান্তি লাভ করেন। আকাশবাণীতে বলা হয় - কামদেব খুব শীঘ্রই তাঁর জীবন ফিরে পাবেন।

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং রতিমাকাশভবা সরস্বতী।

সফরীং হৃদশোষবিক্লবাং প্রথমা বৃষ্টিরিবাম্বকম্পয়ৎ।।

কুসুমায়ুধপত্নি ! দুর্লভস্তব ভর্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।

শৃণু যেন স কর্মণা গতঃ শলভত্বং হরলোচনার্চিষি।।[১২]

কারণরূপে জানান প্রজাপতি ব্রহ্মা কামরসে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দমনে অসমর্থ হয়ে নিজ কন্যা সরস্বতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মার শাপের ফলভোগ করছেন কামদেব। পার্বতীর তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব যদি তাঁকে বিবাহ করে সুখলাভ করেন, তবেই কন্দর্পের পুনর্জন্ম হবে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যেমন শীঘ্র কুপিত হন, তেমনি শীঘ্র প্রসন্নও হন। মেঘ যেমন বিদ্যুতাগ্নি প্রদান করেন, তেমন বৃষ্টিও প্রদান করেন। সুতরাং রতিকে প্রিয় সম্মেলনের জন্য শরীরকে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বসন্তও আকাশবাণীর প্রতি ভরসা করে রতিকে মরণোদ্যোগ থেকে রক্ষা করলেন এবং রতিও শাপাবসান পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।[১৩]

❖ **পঞ্চম সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'ফলোদয়' নামক পঞ্চম সর্গে মহাদেব পর্বতীর সম্মুখে কামদেবকে ভস্ম করায় তাঁর মনোভিলাষ বিফল হয়। তিনি নিজরূপের নিন্দা করতে থাকেন কারণ পতির প্রিয় হলেই রূপের স্বার্থকতা।[১৪] অনন্তর পার্বতী সমাধি অবলম্বনে কঠোর তপস্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। মেনকা তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর উদ্যমকে নিবারণ করতে পারেননি। অনন্তর পিতার অনুমতি লাভ করে তপস্যা নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করেন। পরবর্তীকালে সেটি গৌরীশিখর নামে পরিচিত হয়। পার্বতী বল্কল বস্ত্র ও জটা ধারণ করে কঠোর তপস্যা প্রারম্ভ করলেন। তিনি নিয়মিত স্নান করতেন, বিধিপূর্বক অগ্নিতে হবি প্রদান করতেন এবং স্তুতি পাঠাদি সমুদায় কার্য করতেন। তাঁকে দেখতে ঋষিগণ চারদিক থেকে আগমন করতেন, ধর্ম বয়ক্রমের অপেক্ষা রাখেনা।[১৫] যখন অনুধাবন করলেন এভাবে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না, তখন তিনি আরো কঠিন তপস্যায় ব্রতী হলেন। তিনি গ্রীষ্মকালে চারিদিকে দেদীপ্যমান অগ্নির মধ্যে অবস্থান করে নেত্র প্রতিঘাতিনী সবিতার প্রভা পরাজয় করে অন্যন্য দৃষ্টি হয়ে সূর্যদেবকে দর্শন করতে লাগলেন। পার্বতীর মুখ তাদৃশ তপ্ত হলেও কমলশোভা ধারণ করল। কেবলমাত্র সুদীর্ঘ

নেত্রপ্রান্তে এক কালিমা চিহ্ন যুক্ত হল। প্রবল বায়ুপ্রবাহের মধ্যেও তিনি জলমধ্যে বাস করে তপস্যা করতেন। তাঁর কঠিন তপস্যার দ্বারা মুনিদের কঠিন শরীরোপার্জিত তপস্যাকেও তিরস্কৃত করেছিলেন। এমন সময় একজন জটাধারী ব্রহ্মচারী সেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তিনি হস্তে পলাশ দণ্ড এবং অজিন পরিধান করেছিলেন। পার্বতী ব্রহ্মচারীকে বিধিপূর্বক অতিথি সৎকার করলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী পার্বতীকে নানা কুশলাদি প্রশ্ন করলেন। পার্বতী অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করে ধর্মকে সেবা করায় ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। এরপর তিনি পার্বতীর তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যদি পার্বতী স্বর্গ অভিলাষ করে থাকেন, তাহলে তপস্যার প্রয়োজন নেই, কারণ তার পিতার সমুদায় প্রদেশই বেদভূমি। যদি তিনি বর প্রার্থনা করে থাকেন তাহলেও তপস্যার প্রয়োজন নেই। কারণ রত্ন কাউকে অন্বেষণ করে না, সকলে রত্নকে অন্বেষণ করে।

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপয়ন্তারমলং সমাধিনা ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।।[১৬]

মহাকবি কালিদাসের উক্ত শ্লোকটির সঙ্গে *শিবপুরাণ*-এর জ্ঞানসংহিতার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, যা থোকে অনুমান করা যেতে পরে এই মহাকাব্যের উৎস *শিবপুরাণ* । এখানেও বলা হয়েছে, স্বামীর জন্য তপস্যা করলে এখনি নিবৃত্ত হও। রত্ন কখনো গ্রহীতাকে জিজ্ঞাসা করে না, গ্রহীতা রত্নকে গ্রহণ করে।[১৭]

এরপর ব্রহ্মচারী পার্বতীর বরের নাম জিজ্ঞাসা করলে পার্বতী লজ্জা পান এবং তাঁর সখীকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলতে সংকেত প্রদান করেন। সখী সমস্ত বৃত্তান্ত ব্রহ্মচারীকে যথাযথভাবে বর্ণনা করেন কিন্তু ব্রহ্মচারী সখীর কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য পুনরায় পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করেন। পার্বতী জানালেন সখীর কথা সম্পূর্ণ সত্য। অনন্তর ব্রহ্মচারী জানালেন, তিনি মহাদেবকে জানেন এবং মহাদেবের বিষয়ে নানা কটুকথা এবং নিন্দামূলক বার্তালাপ করতে থাকেন। পার্বতীকে তিনি তাঁর স্বামীরূপে লাভ করার এই অসৎ অভিলাষ থেকে মনকে নিবৃত্ত করতে বলেন। কারণ শ্মশানবাসী শিব ও পার্বতীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

ব্রহ্মচারীর কথা শ্রবণ করে পার্বতী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং তার অধরোষ্ঠ কম্পিত হতে থাকে। তিনি ব্রহ্মচারী কে বলেন যে, মহাদেবের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত অজ্ঞ এবং মূঢ়। লোকেরা অকারণ মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্রে দোষারোপ করে থাকেন।[১৮] অনন্তর পার্বতী মহাদেবের নানা প্রকার প্রশংসা করতে থাকেন। দেবাদিদেব মহাদেব দরিদ্র হয়েও সকল সম্পত্তির কারণ। শ্মশানবাসী হয়েও ত্রিলোকের স্বামী, ভয়ংকর আকার হলেও তাকে শিব বলা হয়। তিনি বিভূষণবিভূষিত অথবা সর্পধারী অথবা গজচর্মধারী অথবা পট্টবস্ত্রধারী অথবা অথবা চন্দ্রশেখর, তাঁর স্বরূপ নির্ধারণ অসম্ভব। তিনি বিষধারী হলেও দেবরাজ ইন্দ্র দিক গজ ও আরোহন করে তাঁর মস্তক দ্বারা পদসেবা করে থাকেন। এমন নানা প্রশংসা মূলক বাক্য বলার পর ব্রহ্মচারীকে চুপ করার জন্য সখীকে নির্দেশ দেন। কারণ যে মহৎ লোকের নিন্দা করে কেবল সে পাপভাগী হয় তা নয়, যে শ্রবণ করে সেও সমান পাপভাগী হয়। এই বলে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে চাইলেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী বেশধারী শিব হাস্য করে নিজমূর্তি ধারণ করলেন। মহাদেবকে দর্শন করে পার্বতীর শরীর কম্পিত হল, স্বেদাগম হতে লাগল। তাঁর পদদ্বয় অন্যত্র বিক্ষেপ করতে পারলেন না। তখন শিব পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ক্রীতদাস হয়েছেন তা জানালেন। পার্বতী তৎক্ষণাৎ তপক্লেশ ত্যাগ করলেন। কারণ কোন কার্য উপলক্ষে ক্লেশ স্বীকার করলে যদি সেই কার্য সফল হয়, তবে সেটি ক্লেশ বলে গণ্য হয় না। বরং তাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি ! তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ
ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে।।[১৯]

উক্ত শ্লোকটির সঙ্গে *শিবপুরাণ*-এর জ্ঞানসংহিতার একটি শ্লোকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় - এখানেও বলা হয়েছে, শিব পার্বতীকে জানান তাঁর প্রেমের তপস্যার দ্বারা তিনি ক্রীত হয়েছেন,

তাঁর সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মহাকবি শিবপুরাণের থেকে সারবস্তু সংগ্রহ করলেও স্বকীয় প্রতিভাবলে এক অনন্য উপস্থাপনা করেছেন। এখানেই কবির শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০]

❖ **ষষ্ঠ সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'উমাপ্রদান' নামক ষষ্ঠ সর্গে দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে গ্রহণ করার পর পার্বতী নির্জনে সখীদের বললেন পর্বতরাজ হিমালয় তাকে দান করলে এবং মহাদেব তাকে স্বীকার করলে তাঁর প্রতি মহান অনুগ্রহ করা হবে। উমার অভিপ্রায় জানার পর মহাদেব অতি কষ্টে তাকে ত্যাগ করে সপ্তর্ষিদের স্মরণ করলেন। তাঁদের মধ্যে অঙ্গিরা গৌরীকে সম্প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন এবং বললেন শিব জগৎগুরু, তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করলে তিনি জগতগুরুরও গুরু হয়ে যাবেন যা অত্যন্ত গৌরবের। যথাসময়ে অঙ্গিরা ঋষি হিমালয়ের নিকট মহাদেবের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিবেদন করলে নিকটস্থ পার্বতী লজ্জায় রাঙা হয়ে লীলা-কমলের পত্র গণণা করতে থাকেন।

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।।[২১]

তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করতে হিমালয়ের সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও তিনি মেনকার সম্মতি নিলেন, মেনকাও সম্মতি প্রদান করলেন। কারণ পতিব্রতা স্ত্রীরা স্বামীর অভিপ্সিতকার্যে প্রায়ই স্বামীর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করে থাকেন।[২২] এরপর মহীধর তাঁর কন্যা পার্বতীকে মুনিদের হস্তে সমর্পণ করলেন। পার্বতী তাঁদের প্রণাম করলেন এবং মুনিগণ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন ও অভিনন্দন জানালেন। মাতা মেনকা কন্যা বিদায়ে অত্যন্ত ক্রন্দন করতে লাগলেন অরুন্ধতী নানাভাবে তার শোক অপনয়ন করলেন। অনন্তর হিমালয় বিবাহের দিন জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা জানালেন চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ তিন দিন পর বিবাহ সম্পন্ন হবে। এই বলে মুনিগণ প্রস্থান করলেন হিমালয়ে শিবের উদ্দেশ্যে। পশুপতি ও পার্বতীর সমাগমের অপেক্ষায় তিনদিন অতিকষ্টে যাপন করলেন।[২৩]

❖ **সপ্তম সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'উমাপরিণয়' নামক সপ্তম সর্গে বিবাহের দিন পার্বতীর সখীরা তাঁকে নানা প্রসাধন দ্বারা সজ্জিত করালেন। মেনকা মঙ্গল নিমিত্ত আর্দ্র হরিতাল ও মনঃশিলা তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়ে ধারণ করে কর্ণলম্বি দণ্ডপত্র সুশোভিত পার্বতীর নির্মলমুখ কথঞ্চিৎ উত্তোলন করে বিবাহ দীক্ষা সম্পাদন করতে তিলক পরিয়ে দিলেন। পার্বতী নূতন বস্ত্র ধারণ করলেন। হিমালয় করণীয় সকল কার্য সমাপ্ত করে শিবের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। অন্যদিকে মহাদেব ভস্মের শ্বেত অঙ্গরাগ কপালে ধারণ করলেন। গজচর্ম পট্টবস্ত্র হল, মহাদেবের ললাটস্থিত চক্ষুতে যে পিঙ্গলিমা বিদ্যমান ছিল, তা তিলকক্রিয়ার কাজ করছিল। মস্তকের বালচন্দ্র চূড়ামণির কার্য করছিল। বৃষের পৃষ্ঠদেশে ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণ দিয়ে দেহকে সংকুচিত করে বৃষের উপর আরোহণ করলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সহ সকল দেবগণ সমস্ত কিছু দর্শন করছিলেন। সপ্তর্ষিগণ গন্ধর্বগণেরা তাঁর বিজয়গান ও স্তুতি করতে লাগলেন। গিরিরাজ ও পুরোবাসীগণ তাঁর আগমনে আনন্দিত হলেন। মহাদেব তাঁকে প্রণাম করলে, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হলেন এবং অগ্রে গমন করে জামাতাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। নারীগণ সেই পরমসুন্দর মহাদেবকে নয়নের দ্বারা পান করতে লাগলেন, অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিলনা। তাঁরা মনে মনে চিন্তা করলেন মহাদেব কামদেবকে ভস্ম করেননি, কামদেবই মহাদেবের রূপে লজ্জিত হয়ে লজ্জায় স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করেছিলেন।[২৪] গিরিরাজের ভবনে তিনি যথাবিধি সরত্ন অর্ঘ্য, নতূন পট্টবস্ত্রাদি মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর গ্রহণ করলেন। অন্তঃপুর দক্ষেরা তাকে বধূসমীপে নিয়ে গেলেন। শরৎকালে লোক যেমন প্রফুল্লচিত্ত হয়ে সেইরূপ মহাদেবও পার্বতীর সাথে মিলিত হয়ে প্রফুল্ল চিত্ত হলেন। পরস্পর পরস্পরকে ক্ষণকালের জন্য দর্শন করলেন এবং দৃষ্টি সংহার করে চক্ষু যন্ত্রণারূপ ক্লেশ ভোগ করলেন। পার্বতীর কর মহাদেব গ্রহণ করলেন এবং পুরোহিত উভয়কে তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করালেন এবং উদ্দীপ্ত অগ্নিতে লাজ বিসর্জন করালেন।

ধ্রুবেণ ভর্তা ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন।

সা দৃষ্ট ইত্যননমুন্নময্য হ্রীসন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ।।

ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ।

প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং পদ্মাসনস্থায় পিতামহায়।।[২৫]

নবদম্পতী পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম জানালেন, তিনিও আশীর্বাদ প্রদান করলেন। লক্ষ্মীদেবী মস্তকে কমলরূপ আতপত্র প্রদান করলেন। এরপর সংস্কৃত ও প্রাকৃতরূপ শব্দজাল দ্বারা স্তব করলেন। অনন্তর দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে প্রণাম করে শাপাবসানে লব্ধ শরীর মদনকে তাঁদের সেবা করতে বললেন এবং মহাদেব নিজশরীরে মদনকে বাণ নিক্ষেপ করার অনুমতি দিলেন। দেবতাদের বিদায় দিয়ে তাঁরা কৌতুকাগারে প্রবেশ করলেন এবং উভয়ই কৌতুকক্রীড়ায় মত্ত হয়ে গেলেন।[২৬]

❖ **অষ্টম সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহাকাব্যের 'উমাসুরতবর্ণনং' নামক অষ্টম সর্গে দর্শিত হয়েছে যে, বিবাহকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর নবদম্পতী বাসরঘরে প্রবেশ করলেন। উমার মনে কামভাবের উদয় হলেও অজ্ঞতার কারণে ইতস্তত বোধ করছিলেন। তখন মহাদেব তা অনুধাবন করেন এবং পার্বতীর সৌন্দর্য দর্শন করে আরোও মোহযুক্ত হয়ে পড়েন। এরপর কামক্রীড়া নিমিত্ত পার্বতীর নিকট গমন করলে তিনি প্রথমে লজ্জা পেলেও পরে ধীরে ধীরে আসক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। পরস্পর পরস্পরকে না দেখলে আনমনা হয়ে উঠতেন একে অপরের গুণের চর্চা করতেন।[২৭] এভাবে কামক্রীড়ায় মত্ত হয়ে তাঁরা হিমালয়ের গৃহে একমাস অতিবাহিত করলেন। এরপর সেখান থেকে বৃষের পীঠে চেপে মেরুপর্বতে গমন করলেন। সেখানেও উভয়ই সম্ভোগসুখে মত্ত হয়ে রাত্রি যাপন করলেন। সেখান থেকে কুবেরের রাজধানী কৈলাস পর্বতে পৌঁছালেন। সেখানে একরাত চাঁদনীর সুখ উপভোগ করলেন। কৈলাস থেকে মলয়াচল পর্বতে পৌঁছালেন, সেখান থেকে নন্দনবনে পৌঁছে অনেকদিন যাবৎ পার্বতীদেবীর সাথে সময় অতিবাহিত করলেন। সেখানে মধুরতেজের কারণে শঙ্কর নানাভাবে নানা উপমার মধ্য দিয়ে পার্বতীকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। এরপর গন্ধমাদনপর্বতের বনদেবী কল্পবৃক্ষের

মদিরা নিয়ে স্বয়ং পার্বতীকে স্বাগত করতে আসেন এবং শিব মধুরবাক্যালাপ করলে করতে পার্বতীকে সেই মদিরা পান করিয়ে দেন। এরপরই পার্বতীর স্বভাবিক সৌন্দর্য বিকারগ্রস্থ হলেও তাঁকে মনোহর দেখাচ্ছিল। মদিরা পান করার সাথে সাথে পার্বতীর লজ্জা ক্রমশ কমতে থাকে এবং কামবেগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি শিবের ক্রোড়ে শয়ন করেন। এরপর শিব তাঁকে শয়নকক্ষে নিয়ে যান। মদিরার প্রভাবে পার্বতীর চোখ নাচতে থাকে, তাঁর কথার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ছিলনা এবং অকারণে হেসেই যাচ্ছিলেন। সেইসময় পার্বতীর রূপের রসপান শঙ্কর মুখদিয়ে না করে চোখ দিয়ে করছিলেন।

তৎক্ষণং বিপরিবর্তিতহ্রিয়োর্নৈষ্যতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ।
সা বভুব বশবর্ত্তিনী দ্বয়োঃ শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ।।
ঘূর্ণমাননয়নং স্খলৎকথং স্বেদবিন্দুমকারণস্মিতম্।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ।।[২৮]

এরপর উভয় বহুসময় যাবৎ উন্মত্ত কামক্রীড়ায় মত্ত হন। সম্ভোগসুখ আস্বাদন করতে করতে রাতের শেষ প্রহরে শিব তৃপ্ত না হয়েও প্রিয়ার প্রতি দয়াবশত তাঁর বক্ষে মাথা দিয়ে ঘুমানোর ভান করলেন। উষাকালে গন্ধর্বদের গীতে শিবের ঘুম ভেঙে যায় এবং উভয় শয্যা ত্যাগ করে গন্ধমাদন পর্বতে চলতে থাকা বায়ুপ্রবাহ আস্বাদন করতে থাকেন। রাত্রিজাগরণের ফলে পার্বতীর চোখ লালা হয়ে গিয়েছিল, তাঁর অধরে শিবের দন্তক্ষত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কপালের তিলক অস্পষ্ট হয়েগিয়েছিল। তাসত্ত্বেও শিব পার্বতীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন। আনন্দবৃদ্ধিকারী প্রিয়তমার অধরের রস দিনরাত পান করতে ইচ্ছুক শঙ্করের এমন দশা হয়েছিল যে, বিজয়া নামক দেবীর দ্বারা দর্শন করতে আগত নিজের প্রিয়জনদের আসার খবর পেয়েও তিনি ঘরে বসে থাকতেন। এভাবেই শঙ্কর দিনরাত সম্ভোগসুখ আস্বাদন করেও সন্তুষ্ট হননি, যেমনভাবে নিরন্তর সমুদ্রের জলে থাকলেও অগ্নির তৃষ্ণা কখনো তৃপ্ত হয়না।[২৯]

❖ **নবম সর্গ :**

কুমারসম্ভব-মহকাব্যের 'কৈলাসগমন' নামক সর্গে দর্শিত হয়েছে যে, শিব এবং পার্বতী যে গৃহে কামক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন সেই গৃহের কক্ষে একটি কপোতের প্রবেশ ঘটল। সেই মনোহর কপোত তার লাল লাল চোখ এদিক ওদিক নাচাচ্ছিলেন এবং আনন্দের সঙ্গে কক্ষের মধ্য বিচরণ করছিলেন। মহাদেব ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হয়ে তার অলৌকিক রূপ দর্শন করতে থাকেন। অনন্তর তিনি বুঝতে পারেন, এই কপোত কপটবেশধারী অগ্নি। সুতরাং তিনি ক্রোধে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। অগ্নি সেই রূপ দর্শন করে শীঘ্রই স্বরূপে ফিরে আসেন এবং অত্যন্ত ভীত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেন - বহুবছর সম্ভোগে লিপ্ত হর-পার্বতীর খোঁজ নেওয়ার জন্য ইন্দ্রের আদেশে তিনি এই কক্ষে প্রবেশ করেছেন।

ত্বদীয়সেবাবসরপ্রতীক্ষৈরভ্যর্থিতঃ শক্রমুখৈঃ সুরৈস্ত্বাম্।
উপাগতোঽন্বেষ্টুমহং বিহঙ্গরূপেণ বিদ্বন্সময়োচিতেন।।
ইতি প্রভো চেতসি সম্প্রধার্য তন্নোঽপরাধং ভগবন্ক্ষমস্ব।
পরাভিভূতা বদ কিং ক্ষমন্তে কালাতিপাতং শরণার্থিনোঽমী।।[৩০]

কপোতবেশে প্রবেশ করার জন্য তিনি শিবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করেন। অনন্তর শিবকে প্রসন্ন হয়ে দেবতাদের হিতার্থে একটি সন্তান উৎপন্ন করার অনুরোধ করেছেন, যে পুত্র দেবসেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে বধ করে দেবরাজকে স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। অগ্নির প্রার্থনা শুনে শিব প্রসন্ন হয়ে গেলেন, কারণ পটু সেবক মিষ্টি কথায় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে কার্য আদায় করেন।[৩১] অনন্তর শিব পুত্রের জন্মবিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। অগ্নি হর-পার্বতীর কক্ষে প্রবেশের পর তাঁদের কামক্রীড়া ভঙ্গ হওয়ার কারণে সম্ভোগান্তে পতিত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অসহনীয় রেত শিব স্বয়ং অগ্নিকে প্রদান করেন। শঙ্করের এই রেত ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাতেজা অগ্নি তেজহীন হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে পার্বতী সম্ভোগসুখ থেকে চ্যুত হওয়ায় অগ্নি পবিত্র ও অপবিত্র সবকিছু ভক্ষণ ও জ্বালাতে সক্ষম হন এবং সর্বদা ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকবেন - এই অভিশাপ প্রদান করেন।

ত্বং সর্বভক্ষো ভব ভীমকর্মা কুষ্ঠাভিভূতোঽনল ! ধূমরগর্ভঃ।

ইত্থং শশাপাদ্রিসুতা হুতাশং রুষ্টা রতানন্দসুখস্য ভঙ্গাৎ।।[৩২]

এরপর তিনি ক্রোধিত ও লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং মাথা নত করে উপবেশন করেন এবং শিব তাঁকে নানাভাবে মধুরবাক্য বলে হাসানোর চেষ্টা করেন এবং শিবের হস্ত দ্বারা কৃত শৃঙ্গারশোভা দর্পণে দর্শন করে পার্বতী ক্রোধ দূরীভূত করে মৃদু হাসলেন। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীদের ন্যায় নিজেকে মনে করলেন। অনন্তর দেবরাজ সহ অনান্যা দেবগণ হর-পার্বতীর নিকট আগমন করলেন এবং তাঁদের যথোপচিত অভ্যর্থনা করে বিদায় দিয়ে উভয় বিমানে আরোহণ করে গগণশোভা দর্শন করে স্ফটিকময় কৈলাশশৃঙ্গে বহুদিন কামক্রীড়া ও কৈলাসবাসী গণেদের সঙ্গে সন্তুষ্ট হয়ে সময় অতিবাহিত করলেন।[৩৩]

❖ দশম সর্গ :

এই মহাকাব্যের 'কুমারজন্ম' নামক দশম সর্গে অভিশপ্ত অগ্নি শিব রেত দ্বারা পীড়িত হয়ে দেবতাদের সভায় পৌঁছালেন এবং দেবরাজ তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন এবং শিবের অনুত্তমতেজ ধারণ করে তাঁর শরীর দগ্ধ হচ্ছিল তা জানান। অনন্তর দেবরাজ অগ্নির নানা প্রকার প্রশংসামূলক স্তুতি করেন এবং তাঁর পীড়া থেকে মুক্তির উপায়রূপে গঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।[৩৪] অগ্নি গঙ্গার নিকট গমন করে গঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়া মাত্রই তাঁর সমস্ত জ্বালা দূর হয়ে যায়। গঙ্গা আদরপূর্বক শিবরেত গ্রহণ করলে তিনি সুখী মনে ফিরে আসেন। গঙ্গা সেই তেজ ধারণ করে উত্তাল হয়ে ওঠেন। সমস্ত জলচর জীব গঙ্গা থেকে বহির্গমন করেন। মাঘমাসের একদিন প্রাতঃকালে কৃত্তিকাগণ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন। তাঁরা গঙ্গায় স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে শিররেত তাঁদের দেহে প্রবেশ করে। অসহ্য শিবরেত ধারণে অসমর্থ হয়ে ছয় কৃত্তিকা গঙ্গা থেকে উঠে আসেন। কিন্তু শিবরেত তাঁদের দেহে প্রবেশ করে গর্ভে পরিণত হয়। তাঁদের পতিগণ কি ভাববেন? এই ভেবে দুঃখী হয়ে পড়েন এবং লজ্জার ভয়ে শরবণে গর্ভ ত্যাগ করে চলে আসেন।

ততঃ শরবণে সার্ধং ভয়েন ব্রীড়য়া চ তাঃ।
তদ্গার্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্গৃহানভিনির্যযুঃ।।[৩৫]

ছয়কৃত্তিকাগণ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় কোমল সেই গর্ভ এতটাই তেজস্বী হয়ে উঠেছিল যে গগণ মধ্য স্থিত হাজার সূর্যের থেকে অধিক প্রখর হয়ে ওঠে এবং নিজের ছয় মুখের দ্বারা চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেও স্পর্ধা দেখাতে থাকেন।[৩৬]

❖ **একাদশ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'বালক্রীড়া' নামক একাদশ সর্গে দেবতাদের অনুরোধে গঙ্গা সেই স্থানে স্ত্রীরূপ ধারণ করে স্তন্যদুগ্ধ পান করাতে থাকেন। এরপর ছয়জন কৃত্তিকা কুমারের সেবা করতে থাকলে কুমারের রূপ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকেন। বালককে দেখে অগ্নি, গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের চোখে অশ্রু চলে আসে এবং কুমারকে নিজেদের সন্তানরূপে পাওয়ার ইচ্ছায় পরস্পর নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হন। ইতিমধ্যে শিব ও পার্বতী সেই স্থানে গমন করে ছয়মুখ যুক্ত কুমারকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। পার্বতী শিবের নিকট ওই পুত্রের পিতামাতার পরিচয় জানতে চাইলেন। শিব পার্বতীকে জানান, তিনি স্বয়ং সেই সন্তানের মাতা। কারণ রত্নের উৎপত্তি রত্নাকর থেকেই হয়।[৩৭] অনন্তর শিব স্বয়ং পার্বতীকে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করালেন। তিনি বললেন তাঁর যে অনুত্তমতেজ অগ্নির শরীরে প্রবেশ করেছিল, সেই তেজ অগ্নি গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গায় কৃত্তিকাগণ স্নান করার সময় তা কৃত্তিকাদের গর্ভে পরিণত হয়। অনন্তর তাঁরা সেই গর্ভ শরবণে ত্যাগ করেন এবং সেই গর্ভ থেকে কুমারের জন্ম হয়। যা সমগ্র চরাচরের আনন্দের কারণ।

অতঃ শৃণুষ্বাবহিতেন বৃত্তং বীজং যদগ্নৌ নিহিতং ময়া তৎ।
সংক্রান্তমন্তস্ত্রিদশাপগায়াংততোঽবগাহে সতি কৃত্তিকাসু।।
গর্ভত্বমাপ্তং তদমোঘমেতত্তাভিঃ শরস্তম্বমধি ন্যধায়ি।
বভুব যত্রায়মভূতপূর্বো মহোৎসবোঽশেষচরাচরস্য।।[৩৮]

তিনি পার্বতীকে সর্বশ্রেষ্ঠা মাতা বলে অভিবাদন করে কুমারকে ক্রোড়ে নিতে বললেন। পার্বতী কুমারকে ক্রোড়ে নিতেই বাৎসল্য স্নেহে স্তন্যদুগ্ধ ক্ষরিত হয়। তখন কুমারও ছয়টি মুখ দিয়ে স্তন্যপান করতে লাগলেন। তা দেখে গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণ ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন।

অনন্তর তিনি সাবধানতার সঙ্গে শিবের সাহায্যে পুত্রকে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগামী গগণচুম্বী বিমানে আরোহণ করে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে মহৎ উৎসবের সূচনা করলেন, সেই উৎসবে চরাচরের সমস্ত প্রাণীগণ সামিল হলে তারকাসুরের রাজলক্ষ্মী কেঁপে উঠলেন। কুমার ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন। তিনি কখনো শিবের বাহন ষাঁড়, কখনো আবার দুর্গার বাহন মহিষের সাথে ক্রীড়া করতেন। কখনো আবার শিবের মস্তকে প্রবাহমান গঙ্গায় হাত দিতেন এবং ঠাণ্ডা লাগলে তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে উষ্ণ করে নিতেন। শিব যখন নীচের দিকে ঝুকতেন তখন তাঁর মস্তকস্থিত চন্দ্রমাকে চুম্বন করতেন। এভাবে কুমারের সঙ্গে হর-পার্বতী এতটাই মগ্ন ছিলেন যে দিন-রাত্রির কোন পার্থক্য ছিলনা। এভাবেই মনোহর লীলা দেখাতে দেখাতে জন্মের ষষ্ঠদিনেই বৃদ্ধি লাভ করলেন এবং সাথে শস্ত্র ও শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করলেন।[৩৯]

❖ **দ্বাদশ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'কুমারের সেনাপতিত্ব গ্রহণ' নামক দ্বাদশ সর্গে ইন্দ্র তারকাসুরের ভয়ে মেঘের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কৈলাসে শিবের নিকট পৌঁছালেন। শঙ্করের অনুমতি নিয়ে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ শিবকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন শিব কার্ত্তিকেয়ের শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করছেন। মেরুপর্বতের ন্যায় অস্ত্র-শস্ত্র ধারণকারী কুমারের শস্ত্রবিদ্যার অভ্যাস দেখে ইন্দ্রের মনে শত্রুনিধনের আশা জাগরিত হল।[৪০] নন্দী শিবকে ইন্দ্রের উপস্থিতির কথা জানালেন, ইন্দ্রও নত মস্তকে প্রণাম জানালেন এবং অবসর বুঝে তারকাসুরের অত্যাচারের কথা শোনাতে লাগলেন শিবকে। একমাত্র শিবপুত্রই দেবসেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবেন ব্রহ্মার এই ভবিষ্যৎবাণীও শিবকে অবগত করান। তখন মহাদেব জানান তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে তারকাসুরকে বধ করার জন্য প্রস্তুত। তিনি আরোও জানান আত্মসংযমী হওয়ার সত্ত্বেও তিনি পার্বতীকে বিবাহ করেন কারণ তাঁর দ্বারা উৎপন্ন পুত্রই কেবলমাত্র তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম।

অহো অহো দেবগণাঃ সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ শৃণুধ্বং বচনং মমৈতে।

বিচেষ্টতে শঙ্কর এষ দেবঃ কার্যায় সজ্জো ভবতাং সুতাদ্যৈঃ।।

পুরা ময়াকারি গিরীন্দ্রপুত্র্যাঃ প্রতিগ্রহোঽয়ং নিয়তাত্মনাপি।

তত্রৈব হেতুঃ খলু তদ্ভবেন বীরেণ যদ্বধ্যত এব শক্রঃ।।[৪১]

যেহেতু কুমারই তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম তাই ইন্দ্র কুমারকে দেবসেনাপতি করার অনুরোধ জানালেন। মহাদেব তৎক্ষণাৎ কুমারকে সেনাপতি হওয়ার এবং যুদ্ধে দৈত্যবরকে বধ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। পিতৃভক্ত কুমার মাথা নত করে পিতার আদেশ শিরোধার্য করলেন। সব শ্রবণ করে পার্বতী আনন্দিত হলেন। কুমারকে সেনাপতিরূপে লাভ করে দেবরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন। কারণ অভীষ্ট পূর্ণ হবে জানতে পেরে কে না খুশী হয়।[৪২]

❖ **ত্রয়োদশ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'সেনাপতি অভিষেক' নামক ত্রয়োদশ সর্গে কুমার সুন্দর বেশ ধারণ করে অগ্রে গমন করে শিবকে প্রণাম করলেন। মহাদেবও তাঁর মস্তকে হাত রেখে তারকাসুরকে বধ করে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার আশীর্বাদ করলেন। মাতাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি আশীর্বাদ করেন। এইসময় পার্বতীর চোখ থেকে পতিত অশ্রু দ্বারা যেন কুমারের অভিষেক সম্পন্ন হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল।

জহীন্দ্রশত্রুং সমরেঽমরেশপদং স্থিরত্বং নয় বীর বৎস।

ইপ্যাশিবা তং প্রণমন্তমীশো মূর্ধন্যুপাঘ্রায় মুদাভ্যনন্দৎ।।

প্রহ্বীভবন্নম্রতরেণ মূর্দ্ধা নমশ্চকারাঙ্ঘ্রিযুগং স্বমাতুঃ।

তস্যাঃ প্রমদাশ্রুপয়ঃপ্রবৃষ্টিস্তস্যাভবদ্বীরবরাভিষেকঃ।।[৪৩]

অনন্তর কুমার স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং শীঘ্রই স্বর্গে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু কে আগে প্রবেশ করবেন এই নিয়ে ইতস্ততবোধ করছিলেন। কুমার তা দর্শন করে দেবতাদের নির্ভয় প্রদান পূর্বক মিষ্টি হেসে প্রথমে স্বর্গে প্রবেশ করেন এবং তারকাসুরের অপেক্ষা করতে থাকেন। দেবগণ ও সিদ্ধগণ আনন্দিত হয়ে স্তুতি করতে থাকেন। অনন্তর গঙ্গাতীরে গমন করে গঙ্গাকে প্রণাম করেন। সেখান থেকে নন্দনকানন ও উপবনে গমন করে তারকাসুর কৃত নষ্ট কাননকে

দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন ও বিমান থেকে অমরাবতীর দুরাবস্থা দর্শন করে তাঁর মনে দয়ার উদয় হয়। সেখান থেকে বৈজয়ন্তী নামক প্রসাদের দুরবস্থা দর্শন করে কাশ্যপমুনি, তাঁর পত্নী অদিতি ও সেখানে আগত দেবাঙ্গনা সহ শচীমাতাকে প্রণাম করলেন। তাঁরা আনন্দিত হয়ে কুমারকে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। অনন্তর সবাই তাঁকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন। তিনি সেনাপতি হওয়ার পরেই দেবতাদের শোকজন্য ক্লেশ দূরীভূত হল এবং তাঁদের মধ্যে বিজয়ের আশার সঞ্চার হল।[৪৪]

❖ **চতুর্দশ সর্গ :**

কুমারসম্ভব-এর 'দেবসেনাপ্রস্থান' নামক চতুর্দশ সর্গে সমস্ত দেবতাগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রারম্ভ করলেন। কুমারও যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত বস্ত্র ধারণ করে রথে আরোহণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ঐরাবতে আরোহণ করে কুমারের পশ্চাতে অগ্রসর হলেন।[৪৫] অগ্নিদেব, যমদেব, বরুণদেব, পবনদেব, কুবের, রুদ্রদেব প্রভৃতি দেবগণ একত্রিত হয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুমার তারকাসুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। দেবসেনাদের প্রস্থানের কারণে ত্রিভুবন কম্পিত হলে সকল প্রাণীগণ ভীত হয়ে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করলেন।

বলবদসুরলোকানল্পকল্পান্তকালে নিরবধয় ইবাম্ভোরাশয়ো ঘোরঘোষাঃ।
গুরুতরপরিমজ্জদ্ভূভৃতো দেবসেনা ববৃধুরপি সুপূর্ণা ব্যোমভূম্যন্তরালে।।[৪৬]

কুমার কার্ত্তিকেয়ের নেতৃত্বে দেবসেনাদের ভয়ঙ্করপ্রস্থান এই সর্গের মূল প্রতিপাদ্য।

❖ **পঞ্চদশ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'দেসেনামিলাপ' নামক পঞ্চদশ সর্গে শিবপুত্রকে দেবসেনাপতি করে দেবতাদের আক্রমণের সংবাদ দৈত্যনগরীতে পৌঁছালে দৈত্যরা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তারকাসুরকে যুদ্ধ করার সূচনা প্রদান করেন। দৈত্যরাজ সৈন্যদের অভয় প্রদান করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। অনন্তর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের নিমিত্ত রওনা দেন। ভয়ানক পরিণতির আশঙ্কার জন্য বহু বিদ্বান তারককে যুদ্ধের জন্য নিষেধ করেন কিন্তু তিনি নিষেধ অমান্য করে এগিয়ে যান। কারণ দুরাগ্রহ ব্যক্তির নিকট সদুপদেশও ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪৭] বিপরীত বাতাসে

তারকের রথের ধ্বজা উল্টে যায় এবং তাঁর মুকুট থেকে মণি ঝরে পড়ে। অনন্তর দৈববাণী দ্বারাও তারককে নিষেধ করা হয়। বলা হয় - ঠিক যেমন ঘন অন্ধকার সূর্য্যের নিকট পরাজিত হয়, তেমন তারকও ছয়দিবসীয় কুমারের নিকট পরাজিত হবেন।

মদান্ধ মা গা ভুজদণ্ডচণ্ডিমাবলেপতো মন্মথহন্তৃসূনা।
সুরৈঃ সনাথেন পুরন্দরাদিভিঃ সমং সমনান্তাৎসমরং বিজিত্বরৈঃ।।
গুহোঽসুরৈঃ ষড় দিন জাতকমাত্রকো নিদঘধামেব নিশাতমোভরৈঃ
বিষহ্যতে নাভিমুখো হি সঙ্গরে কুতস্ত্বয়া তস্য সমং বিরোধিতা।।[৪৮]

পরশুরাম শিবের নিকট ধুনর্বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে যুদ্ধে একুশজন ক্ষত্রিয় রাজার রক্তপান করে ছিলেন। স্বয়ং তিনিও কুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস পাননি। তারকাসুরও সমর্থ হবেন না।

কিন্তু মহাকবি ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে দৃষ্ট হয়, অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হলেও কুমারকে জয় করে শিব কর্তৃক হরধনু লাভ করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের গুরু হয়েছিলেন এবং কুমারের উপর জয় লাভ করে দীপ্তি লাভ করে পরশুরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন।[৪৯] সুতরাং বিনা যুদ্ধেই তিনি শিবভক্তির দ্বারা কুমারকে জয় করেছিলেন তা বলা যায়।

অতএব, তিনি কুমারের শরণে গেলে তাঁর প্রাণ রক্ষা পাবে। তারকাসুর এই দৈববাণী শ্রবণ করে কেঁপে ওঠেন কিন্তু পরক্ষণে আকাশের দিকে তাকিয়ে অপমানসূচক ভঙ্গিতে উচ্চৈস্বরে বলেন - মাত্র ছয়দিবসীয় বালকের বলে দেবতাগণ কটুবাক্য প্রয়োগ করছেন, অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে তিনি কুমারকেও বধ করবেন। শীঘ্রই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দেবসৈন্যদের আক্রমণ করলেন। কুমারও দেবসেনাদের এগিয়ে যাওয়ার সংকেত দিলেন। কুমারের সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দেবসৈন্যগণ অগ্রসর হলে উভয় সৈন্যগণ ভীষণ শব্দ করতে করতে পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।[৫০]

❖ **ষোড়শ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'যুদ্ধবর্ণন' নামক ষোড়শ সর্গে শিবপুত্রকে দেবসেনাপতি করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রবল যুদ্ধ প্রারম্ভ হল। বীর সৈনিকদের রক্তাক্ত তলোয়ার সূর্যের আলোতে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় চকচক করতে লাগল। অনেক বীরের গর্জনের দ্বারা সৈনিকগণ অশ্ব থেকে গিয়েছিলেন, অনেকে মূর্চ্ছাও গিয়েছিলেন। অনেক দেবসৈনিকের গলা কেটে যাওয়ার পরেও অশ্ব থেকে পড়ার সময় তলোয়ার দ্বারা অন্য দৈত্যসেনাদের গলা কেটে ফেলছিলেন।

খঙ্গনির্লূনমূর্ধানো ব্যপতন্তোঽপি বাজিনঃ।
প্রথমং পাতযামাসুরসিনা দারিতানরীন্।।[৫১]

অশ্ব বা পদাতিক সৈনিকরা হস্তীর দন্তের উপর আরোহণ করে হস্তী আরোহী সৈনিকদের মেরে ফেলছিলেন। হস্তীগণ প্রলয়কালীন বায়ুর ন্যায় নানাদিকে ভ্রমণ করছিল। এভাবে উভয়পক্ষের সৈন্যরা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধের ফলে রক্তের নদীর কিনারায় দিগ্ হস্তীরা ডুবে যাচ্ছিলেন। এই দেখে তারকাসুর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করে যুদ্ধের অভিলাষে ইন্দ্রাদি দেবতাদের সম্মুখে আগমন করলেন।[৫২]

❖ সপ্তদশ সর্গ :

এই মহাকাব্যের 'তারকরাক্ষসবধ' নামক সপ্তদশ সর্গে তারকাসুর দেবতাদের সম্মুখে আগমন করলে দেবতারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তৎক্ষণাৎ দৈত্যরাজ হাসতে হাসতে বাণ দ্বারা বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় আচ্ছাদন করে ফেললেন। দেবগণও বাণ প্রয়োগ করতে থাকলেন। তারকের নাগপাশের ন্যায় বাণের দ্বারা দেবগণ বন্দী হয়ে পড়েন এবং তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে। মুক্তিলাভের জন্য স্বামী কার্ত্তিকেয়ের নিকট প্রার্থনা করেন। তাঁর দৃষ্টি দেবতাদের উপর পড়তেই তাঁদের বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় এবং দেবতাগণ কুমারের স্তুতি করতে থাকেন।[৫৩] এটি দর্শন করে দৈত্যরাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সারথীকে কুমারের নিকট রথ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি দেবতাদের বর্জন করে কুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কুমার যেহেতু ছয়দিনের শিশু ছিলেন তাই তাঁর নিকট গমন করে কুমারকে দেবতাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে বললেন। কারণ কুমারের কোমল হস্তে বল প্রয়োগ

অনুচিত বলে মনে হচ্ছিল। তিনি আরোও বললেন কুমার পার্বতীর একমাত্র সন্তান, কেন তিনি বাণের দ্বারা মৃত্যু প্রার্থনা করেছেন? তিনি কুমারকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে মাতৃক্রোড়ে লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দেন। অন্তিমে বলেন ইন্দ্র তো মরবেই, সাথে তাঁকেও মারবেন।

রে শম্ভুতাপসশিশো বত মুঞ্চ মুঞ্চ
দোর্দর্পমত্র বিরম ত্রিদেবেন্দ্রকার্যাৎ।
শস্ত্রৈঃ কিমত্র ভবতোঽনুচিতৈরতীব
বালত্বকোমলভুজাতুলভারভূতৈঃ।।
এবং ত্বমেব তনয়োঽসি গিরীশগৌর্য়োঃ
কিং যাসি কালবিষয়ং বিষমৈঃ শরৈর্মে।
সংগ্রামতোঽপসর জীব পিতুর্জনন্যা-
স্তূর্ণং প্রবিশ্য বরমঙ্কতলং বিধেহি।।
সম্যক্-স্বয়ং কিল বিমৃশ্য গিরীশপুত্র
জম্ভদ্বিষোঽস্য জহিহি প্রতিপক্ষমাশু।
এষ স্বয়ং বয়সি মজ্জতি দুর্বিগ্রাহ্যে
পাষাণনৌরিব নিমজ্জয়তে পুরা ত্বাম্।।[৫৪]

তারকের এমন কথা শ্রবণ করে কুমার ক্রোধে কাঁপতে শুরু করেন। তাঁর চোখ প্রস্ফুটিত লাল কমলের ন্যায় ভীষণ হয়ে ওঠে। অনন্তর স্বীয় ধনুকের দিকে দৃষ্টপাত করে স্বশক্তি বিচার করে বলেন - দৈত্যরাজ তারক অভিমানী হয়ে যা কিছু বলছেন তা তাঁর শোভা দেয়না। কুমার তাঁর উৎকৃষ্ট বাহুবল দেখাতে চান, তাই তারক যেন শস্ত্র গ্রহণ করেন।[৫৫] এই বাক্য শ্রবণ করে তারকাসুর বলেন কুমারের বাহুবলের উপর এতই ভরসা যখন তাহলে তাঁর বাণের আঘাত কুমার সহ্য করুক। কুমার যখন ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় প্রচণ্ড ধনুষে বিজয়ী বাণ প্রয়োগ করছিলেন, তখন তারকাসুরও কর্ণ পর্যন্ত বাণকে টেনে সবেগে প্রয়োগ করছিলেন। তারকাসুরের বাণ প্রয়োগের ফলে দেবসৈন্য এমনকি কুমারও কিছু সময়ের জন্য চোখে কিছু

দেখতে পেলেন না। অনন্তর কুমার বাণ প্রয়োগ করে তারকাসুরের বাণকে নিষ্ফল করে দিলেন। কুমার অত্যন্ত অসহ্য ও প্রবল তেজ ধারণ করে কপট তারকাসুরের সঙ্গে মায়াময় যুদ্ধ শুরু করলেন। এরপর তারকাসুরের বাণের প্রভাবে দেবসেনাগণ নষ্টভ্রষ্ট হতে থাকলে কুমার তাঁর মহান প্রভাব বিস্তার করে দেবসেনাদের সুস্থ করে তোলেন। তারক পুনরায় বাণ প্রয়োগ করেন। দেবসেনাগণ অগ্নিতে জ্বলতে শুরু করলে কুমার বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এর ফলে প্রবল বৃষ্টিপাত প্রারম্ভ হয় এবং সেই বৃষ্টিপাতে সমস্ত সংসারে জ্বলতে থাকা অগ্নি শান্ত হয়ে যায়। তারকাসুর পুনরায় বাণ প্রয়োগ করতে শুরু করেন। কুমার সেই বাণ প্রতিহত করতে থাকেন। অনন্তর তারক অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তলোয়ার নিয়ে কুমারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুমারও শক্তি নামক আয়ুধ প্রয়োগ করেন। এই আয়ুধ তারকাসুরের হৃদয়ে আঘাত করলে তারকাসুর ভূপতিত হন। ফলে দেবতাদের মুখে হাসি এবং দৈত্যদের চক্ষু হতে অশ্রু পতিত হয়।

অভ্যাপতন্তমসুরাধিপমীশপুত্রো
দুর্বারবাহুবিভবং সুরসৈনিকৈস্তম্।
দৃষ্ট্বা যুগান্তদহনপ্রতিমাং মুমোচ
শক্তিং প্রমোদবিকসদ্বদনারবিন্দঃ।।
উদ্দ্যোতিতাম্বরদিগন্তরমংশুজালৈঃ।
শক্তিঃ পপাত হৃদি তস্য মহাসুরস্য।
হর্ষাশ্রুভিঃ সহ সমস্তদিগীশ্বরাণাং
শোকোষ্ণবাষ্পসলিলৈঃ সহ দানবানাম্।।[৫৬]

দৈত্যরাজ যেখানে পতিত হয়, সেখানে ভূমি নীচু হয়ে যায়। এই সময় শেষনাগ খুবই কঠিনভাবে পৃথিবীকে সামলে নেন। অনন্তর আকাশগঙ্গার ফোয়ারার সঙ্গে কল্পবৃক্ষের থেকে সুগন্ধী পুষ্প কুমারের মস্তকে বর্ষিত হতে থাকে। দেবতাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কুমারের প্রশংসা করতে থাকেন। এভাবে সমগ্র সংসারের হৃদয়ে বিদ্ধ কাঁটার ন্যায় তারকাসুরকে কুমার

বধ করলেন। অনন্তর ইন্দ্রদেব পুনরায় স্বর্গের স্বামী হলেন। সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ মুকুটের মণির সঙ্গে নিজ নিজ মস্তক তাঁর চরণে রেখে তাঁর বন্দনা করলেন।[৫৭]

মহাকবি কালিদাস তাঁর উক্ত মহাকাব্যের বিষয়বস্তু *শিবপুরাণ* থেকে সংগ্রহ করলেও প্রতিটি সর্গে তাঁর স্বকীয় প্রতিভা দৃষ্ট হয়। তাঁর নিপুণ প্রকৃতি চিত্রণ, ঋতুবৈচিত্র বর্ণনা, তাঁর একান্ত স্বকীয় কল্পনা, উমার বর্ণনায় অভিনবত্বের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, যা পুরাণসমূহে অনুপস্থিত। তিনি পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করলেও ছন্দ, অলংকারের মাধুর্যে এক অনবদ্য মহাকাব্য রচনা করেছেন। মহাকবি কালিদাস সপ্তদশ সর্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও তারকাসুরবধ বৃত্তান্ত অত্যন্ত নিপুনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বহু পণ্ডিতগণ অষ্টম সর্গ পর্যন্ত মহাকবির রচনা বলে মনে করেন, মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ। বাকি সর্গগুলি অজ্ঞাত কোন কবির রচনা বলে মনে করেন।

৩.২. *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

সনাতন কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী ১৯৩৫ সালের ২২ আগষ্ট মধ্যপ্রদেশের বর্তমান রাজধানী ভোপালের সীহোরের নাদনের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহের নাম জগন্নাথ দ্বিবেদী, পিতা নর্মদা দ্বিবেদী এবং মাতা লক্ষ্মী দেবী। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল -

মহাকাব্য - *সীতাচরিত, স্বাতন্ত্র্যসম্ভব, কুমারবিজয়* ।

কাব্য - *শতপত্র, শ্রীরেবাভদ্রপীঠ, সংস্কৃতহীরক, শরভঙ্গ, মতান্তর, শরশয্যা* ।

নাটক - *সপর্যিকাংগ্রেসম্* ।

কাব্যশাস্ত্র - *নাট্যানুশাসন, সাহিত্যশারীরক* প্রভৃতি। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে *কুমারসম্ভব* ও *শিবপুরাণ* অবলম্বনে রচিত *কুমারবিজয়* অন্যতম প্রধান মহাকাব্য। এই মহাকাব্যটি একাদশসর্গে বিভক্ত। সনাতন কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী কর্তৃক রচিত *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের পীঠিকা নামক অংশে বলেছেন - *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তদশ সর্গের মধ্যে প্রথম থেকে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত

মহাকবি কালিদাসের রচনা এবং পরবর্তী সর্গগুলি শঙ্কর(অজ্ঞাত) কোন কবির রচনা। কারণ উভয় রচনার মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেছেন। যেমন -

প্রথমত, মল্লিনাথ, অরুণগিরিনাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, মহাকবি কালিদাস ও শঙ্কর(অজ্ঞাত) কবির রচনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়।

তৃতীয়ত, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে ছয়দিবসীয় বালকের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক তারকাসুরের যুদ্ধ দেখানো হয়েছ, যা অনুচিত।

গুহোঽসুরৈঃ ষড্দিনজাতমাত্রকো নিদাঘধাতমেব নিশাতমভরৈঃ।
বিষহ্যতে নাভিমুখো সঙ্গরে কুতস্ত্বয়া তস্য সমং বিরোধিতা।।[৫৮]

অর্থাৎ যেমন রাত্রিকালের ঘনান্ধকার সূর্য্যের সম্মুখে স্থায়ী হয়না, তেমন ছয়দিবসীয় কুমারের সম্মুখে অসুরগণ পরাজিত হবে।

চতুর্থত, শঙ্কর কবির রচনা অলৌকিক এবং অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। অর্থাৎ নবম থেকে সপ্তদশ সর্গের বিষয়বস্তু অলৌকিকতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ।

এই কারণে সনাতন কবি অষ্টম সর্গের পরবর্তী অংশ রচনা করার চেষ্টা করেছেন *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে। এর প্রথম সর্গ হল *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের নবম সর্গ এবং একাদশ সর্গ হল *কুমারসম্ভব*-এর উনবিংশতি সর্গ। অর্থাৎ যদি *কুমারসম্ভব*-এর প্রক্ষিপ্তাংশ রূপে এই মহাকাব্যকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে মোট সর্গ সংখ্যা হবে উনবিংশতি। কারণ আলোচ্য মহাকাব্যে একাদশ সর্গ বর্তমান। সর্গগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ -

❖ **প্রথম সর্গ :**

'তারকশক্তিপ্রভাব' এই সর্গের প্রারম্ভে দেখানো হয়েছে বিবাহের পর হর-পার্বতী মিলিত হচ্ছেন কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে নয়, জগতের মঙ্গলার্থে তারকাসুরের বধ নিমিত্ত। কারণ তাঁদের মিলনে উৎপন্ন পুত্রের দ্বারাই তারকাসুরের বধ সম্ভব ছিল। কপোতরূপী অগ্নি বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য তাঁদের কক্ষে প্রবেশ করলে শিববিন্দু বা শিবের অংশবিশেষ তাঁর শরীরে প্রবেশ করে।

কিন্তু তিনি তা ধারণে অক্ষম হয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, গঙ্গাও তা ধারণে অসমর্থ হয়ে পড়েন। কৃত্তিকাগণ গঙ্গায় স্নান করতে এলে শিববিন্দু তাঁদের শরীরে প্রবেশ করে, ফলে তাঁদের গর্ভ উৎপন্ন হয় এবং তারপর ষণ্মুখ কুমারের জন্ম হয়।

স হি বিন্দুবপুষ্ক ঈশ্বরো গিরিপুত্রী-স্মরবহ্নিমাবিশৎ
কৃতবান্ স হি বিঘ্নমেতয়োর্নিভৃতং তত্র কপোতবপ্মণা।
শিববিন্দুময়েন বর্ম্মণা জ্বলনজ্বালকষায়িতোঽনলঃ
জলমূর্ত্তিনি শাম্ভবে বপুষ্যবিশন্নান্যদভুৎ তদৌষধম্।।
জলমূর্তিরসৌ সুরপগা ন হি সাঽপ্যক্ষমতাঽস্য ধারণে
নরবিগ্রহতা জলে কথং সুরভাবং গমিতেঽপি সংভবেৎ।
প্রবিবেশ তু কৃত্তিকাতনুঃ ষড়্তুশ্রীস্ত্রিদশাপগাপয়ঃ
স হি বিন্দুবপুঃ শিবস্তু তাঃ প্রবিবেশাঽথ বভুব ষণ্মুখঃ।।[৫৯]

উক্ত বৃত্তান্ত মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। এখনে অগ্নি শিবতেজের দ্বারা পীড়িত হয়ে গঙ্গায় ডুব দেন এবং শান্তি লাভ করেন।[৬০] এরপর কৃত্তিকাগণ গঙ্গায় স্নান করতে আসেন এবং শিবরেতের সংস্পর্শে গর্ভধারণ করেন। অনন্তর তাঁরা ভয় ও লজ্জায় তাঁদের গর্ভ শরপৎ জঙ্গলে ত্যাগ করে নিজগৃহে ফিরে যান এবং সেই গর্ভ হতে ষণ্মুখ কুমারের জন্ম হয়।[৬১] কুমারের প্রথম মুখটি ছিল পার্থিব এবং অপর পাঁচটি মুখ ছিল জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ও আত্মারূপ। তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শিব এবং পঞ্চভূতের ষষ্ঠভূত। পঞ্চভূতের সমন্বয়ে জগৎ সৃষ্টি এবং প্রাণীজগৎ সৃষ্টি হয়। কিন্তু কুমার ছিলেন পঞ্চভূতের উর্দ্ধে অর্থাৎ ভূতগণের শ্রেষ্ঠ। পার্বতী কুমারকে লালন-পালন করে বড় করলেন। সকল কুমারীগণ কুমারকে পতিরূপে লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু পার্বতী নিজের ন্যায় কন্যা দেবসেনাকে পুত্রবধূ করলেন। দেবসেনা সুন্দর খাবার রন্ধন করার কারণে হর-পার্বতীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কুমার কৌমার্যব্রত ধারণ করলেও দেবসেনার সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র প্রেমাভাব ঘটেনি। কার্ত্তিকেয় স্বয়ং দেবসেনাকে নানা প্রকার অস্ত্র চালনা ও ব্যূহরচনা শেখাতেন। কুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁর

বিবাহ দেবসেনার সাথে হওয়ার পরেও তাঁর কৌমার্যব্রততে এর কোন প্রভাব পড়েনি। ধীরে ধীরে কুমার বৃদ্ধি পেতে থাকলেন এবং পাঁচদিনে যুদ্ধকৌশল আয়ত্ব করে নিলেন। দেবসেনাও কুমারের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে শত্রুনিধনে সামিল হলেন। তারকাসুর বালক কার্ত্তিকেয়কে দেখে পবনের বেগ বাড়িয়ে দেন কিন্তু কুমার স্থির থাকলেন। তারকাসুর প্রৌঢ় কিন্তু কুমার বালক হলেও নির্ভীক হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। কুমারের কাছে দিব্যবাণ থাকলেও তিনি আত্মশক্তিবলের দ্বারা তারকাসুরকে বধ করার সংকল্প করেছিলেন। তিনি শত্রুদের দ্বারা আহত হতে হতে আত্মবল বৃদ্ধি করেন। তারক কুমারের প্রতি জ্বলন্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলে তা কুমারের শরীরে জলবিন্দুর ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। এরপর তারক জলীয় অস্ত্র প্রয়োগ করলেও তাও শুকিয়ে যায়।

অনলাস্ত্রমচলয়ৎ কৃতী সুরশত্রুর্জ্বলদুচ্চকৈঃ শিশৌ।
জলধৌ জলবিন্দুবল্লয়ং তদিদং প্রাপদহো নিজাঙ্গিনি।।
সলিলাস্ত্রমসৌ যদক্ষিপচ্ছিশবে তারকসংজ্ঞকোঽসুরঃ।
অনলে তদিদং ব্যশোষি তদ্বপুষি প্রাকৃত এষ হি ক্রমঃ।।[৬২]

মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তদশ সর্গে দেবতাদের রক্ষার্থে কুমার কার্ত্তিকেয় কর্তৃক বারুণাস্ত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[৬৩]

অনন্তর তারকাসুর অনুনির্মিত ভয়ানক অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল। কুমার সেই বাণকেও শান্ত করে দেন। উভয়ের যুদ্ধ বহুদিন ধরে চলেছিল। ঋষি-মুনিরা এই যুদ্ধের রসপান করেছিলেন। আকাশে জয় ও জীব এই দুটি শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সুরলোক থেকে পতিত পুষ্পের সঙ্গে অসুরদের বাণের সংঘর্ষে বাণগুলি কমলপুষ্পে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। এরপর কুমারকে দেখে তারকাসুরের মনে লালিত্যের উদয় হয় এবং তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হলেন। হর-পার্বতীর বিরহ থেকে তারকাসুরের জন্ম এবং উভয়ের মিলনে যে ক্ষণে কুমারের জন্ম হয়, সেই সময় তারকাসুরের মৃত্যু হয়।[৬৪] কাশীধামে শিব স্বয়ং

তারকাসুর হয়ে প্রাণীদের কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করতেন। তারকের ভয়ে ত্রিলোকে পশু-পাখি-বৃক্ষ সবাই তার কথা মেনে চলতেন।

❖ **দ্বিতীয় সর্গ :**

কুমারবিজয় মহাকাব্যের 'কার্ত্তিকেয়াগ্নিরূপতালাভ' নামক সর্গে দর্শিত হয়েছে তারকাসুর ত্রিভুবনে আধিপত্য বিস্তার করেছেন। জলের পুত্রী বিদ্যুৎ-কে জয় করায় তাঁর মহিমা আরও বেড়ে যায়। এই সময় বিদ্যুৎ-কে নানারূপে দেখা যায়। এই যুগকে জলতারকযুগ বলা হয়।[৬৫] এরপর তারককে পৃথিবী থেকে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত তাঁকে মনুষ্যরূপে দেখা যায়। তারকের মৃত্যু মনুষ্যের দ্বারাই হবে। কারণ তিনি অহিংসা, সত্য, অস্ত্রেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ প্রভৃতি পালন এবং মনের সকল জ্বরকে বিনাশ করতেন।[৬৬] পার্বতীর পুত্র কোন তারককে বধ করতে চান? কেবল সেই তারককে যিনি সংযমকে ভঙ্গ করে ভূতলে বিপ্লব সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আকাশের সকল তারাও তারকের প্রতি ক্ষিপ্ত ছিলেন এবং বজ্রের বলি দিতেন। শান্তি রক্ষার জন্য কুমার সর্বদা তৎপর থাকতেন এবং নিজ বল প্রয়োগের দ্বারা শক্তি নামক শস্ত্র প্রয়োগ করতেন। তারকাসুর নিজের কার্যকে উচিত কার্য মনে করে কুমারকে বধ করার সংকল্প করতেন। কিন্তু তিনি কুমারকে ধ্বংস করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হলেন। তারকাসুর শিবের জলমূর্ত্তি যুদ্ধসাগরে পেয়েছিলেন।

তারকশ্চ খলু কৃত্যমাত্মনোঽমন্যতোচিতমতোঽন্যতো দৃশ্যম্।
ন ন্যধাৎ সমুপচক্রমে রিপৌ শাম্ভবে বিনশনায় দুর্মদঃ।।
তং বিনাশয়িতুমুদ্যতঃ স বৈ সংব্যনাশয়দিমং স্বমেব যৎ।
সা হি কাপি ফলনা বিষদ্রুমে যা দ্রুমং হি খলু নাশয়ত্যকি।।[৬৭]

তাই তিনি উপাসনার দ্বারাই বিদ্যুতাদি রূপে শিবেব জলমূর্ত্তিকে প্রসন্ন করে জল থেকে নির্ভয় হন। এরপর তিনি নিজ শরীরে ধাতু প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিজেকে শক্তিশালী করেন এবং রাক্ষস রূপ ধারণ করে মানুষের রক্ত পান করেন। এর ফলে সকল মনুষ্যগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে কার্ত্তিকেয়ের স্তুতি করতে থাকেন। মনুষ্যগণ তাঁর উপর দয়া ত্যাগ করে কুমারকে

অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করেন।[৬৮] কুমার রক্তপাত ও প্রাণহানির কথা চিন্তা করে কিছুক্ষণ বিচার বিমর্ষ করলেন। এরপর ধীরে ধীরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপ ধারণ করলেন। সকল প্রাণিগণ ও দেবগণ কুমারের প্রতি আশা ও শ্রদ্ধা বজায় রাখলেন।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে এমন কোন বৃত্তান্ত দর্শিত হয়নি। এখানে দ্বিতীয় সর্গে হর-পার্বতীর মিলনের জন্য কামদেবকে স্মরণ করা হয়েছে।

❖ তৃতীয় সর্গ :

কুমারবিজয় মহাকাব্যের 'বহ্নিমূর্ত্তিস্তুতি' নামক তৃতীয় সর্গে তারকাসুর অগ্নিকেও নিজের বশীভূত করে নেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে হোমরূপে অগ্নিতে প্রদান করেন। অন্ধকার দূর হয়ে ত্রিলোক অতীব প্রকাশমান হয়ে উঠল, পাহাড় আর দুর্গম রইলনা, সমুদ্রের কুক্ষি প্রকট হয়ে পড়ল। অগ্নিশক্তির প্রভাবে আকাশ থেকে চন্দ্রমণ্ডল বিচ্ছিন্ন হয়না, সূর্যের কার্যকলাপ অগ্নিশক্তির প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অগ্নিশক্তিই বিশ্বসংসারকে সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষমরূপে প্রতিভাসিত হতে থাকল অন্য তত্ত্বের আধাররূপে। অগ্নিরূপী কুমারের কৃপা যে তিনি জঠরে স্থিত হয়ে জঠরে প্রদত্ত অন্ন প্রভৃতির পচন কার্য সাধন করে রক্ত প্রভৃতি সকল ধাতুরূপে ছড়িয়ে পড়েন।[৬৯] অসুরাধিপতি হওয়ার পর থেকেই তারকাসুর অনর্থ করতে শুরু করেছেন। সুতরাং তারককে বধ করার জন্য কুমারকে সদর্থক হতে হবে। কুমার ছাড়া তারককে আর কেউ বধ করতে সক্ষম নন। সুতরাং কুমার যেন জগতের প্রতি দয়াবশত তারককে বধ করেন। প্রকাশময় দীপ্ত তেজযুক্ত দশমুখযুক্ত ছিলেন কুমার কিন্তু তিনি রাবণ নন। কারণ রাবণ ছিলেন ত্রিলোকের মানুষের দুঃখপ্রদানকারী কিন্তু কুমার ছিলেন রাবণ থেকে জগৎ-কে পরিত্রাণকারী।

দিশঃ খলু বিভস্বরা দধতি গর্ভমেকং স বৈ
প্রকাশময়বিগ্রহো ননু ভবান্ হি, নান্যঃ পরঃ।
অতো দশমুখো ভবান্ ভবতি কিন্তু নো রাবণো
জগৎত্রিতয়রাবণো, ভবতি রাবণদ্রাবণঃ।।[৭০]

কুমার স্বয়ং ব্রহ্ম কিন্তু উদার এবং বিশাল এই কারণে দার্শনিকরা তাঁকে আহ্বান করেন। তারক তো অতারক কারণ ময়ূর যার মধ্যে বহুবিধ বর্ণের বাণী বর্তমান, বিষ ভক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে, তাও ময়ূর কার্ত্তিকেয়ের অত্যন্ত প্রিয়। সবাই কুমারকে শীঘ্রই তারকাসুরকে বধ করার অনুরোধ করেন কারণ প্রলয়কাল উপস্থিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং সবাই কুমারের দিতে তাকিয়ে রয়েছে। শিশুরূপী বধূ দেবসেনা কুমারের সেবা করে এবং কুমারকে পেয়ে অসাধ্য সাধনে সক্ষম। সমস্ত দেবতা কুমারেরে স্তুতি করছেন, কুমারও অসুরকে বিনাশ করতে উৎসুক ছিলেন। কুমারের থেকে বড় বিকল্প আর কেউ ছিলনা। এভাবে দেবতা ও ঋষিদের প্রভূত স্তুতির দ্বারা কুমারের হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু কুমার অত্যন্ত অদ্ভূত ছিলেন, তাঁর কমলরূপ নেত্রে কেবলমাত্র স্মিত হাস্যই প্রকাশিত হচ্ছিল। ইহাই ছিল দেবতাদের সান্ত্বনার বাণী। দেবতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তারকাসুরের মৃত্যু তাই তাঁরা কুমারের মুখের স্মিত হাসি দর্শন করে নিজেরাও আনন্দিত হয়েছিল।[৭১] অগ্নিমূর্তির স্তুতির দ্বারা অগ্নিকে স্তুতি করেছেন, তাঁকে বশীভূত করে তারকাসুরের শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে এবং তারকাসুরকে বধ করে কুমারের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়েছে।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে এমন কোন বৃত্তান্ত দর্শিত হয়নি। এই সর্গে হর-পার্বতীর মিলনের জন্য আগত কামদেবকে শিব তাঁর তৃতীয় নয়ন দ্বারা ভস্মীভূত করে দেন।

❖ চতুর্থ সর্গ :

এই মহাকাব্যের 'পবমানমূর্ত্তিসমুদ্রেক' নামক চতুর্থ সর্গে দর্শিত হয়েছে ভগবান শিবের গুহ নামক পুত্রের শক্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি পবনরূপতাও লাভ করেন, ফলে তিনি বিশ্ববিজেতাও হন। উত্তম বক্তা হনুমান বিশ্ববিজেতা ও পরম প্রজ্ঞাবান কবিও ছিলেন। এর প্রধান কারণ তিনি পবনদেবের পুত্র ছিলেন।[৭২] কুমার শিবের অষ্টমূর্ত্তির অংশবিশেষ ছিলেন। তাঁর কপালেও একটি নেত্র বর্তমান ছিল। তাই তাঁর ছয়টি মস্তক হলেও অষ্টাদশ নেত্র বিদ্যমান ছিল। অষ্টাদশ বিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কুমার কার্ত্তিকেয়। তাঁর অষ্টাদশ নেত্র ও ছয়টি মুখ থাকলেও দুটিমাত্র হস্ত দ্বারাই পর্যাপ্ত ও সুশোভিত ছিল, কারণ হস্তের বলই প্রধান বল বলে মনে

করা হয়ে থাকে।[৭৩] যেহেতু পার্বতীপুত্রের সহায়ক হিসাবে পবনদেবতাকে পাওয়া যাওয়ায় কুমার সকল প্রাণীদের অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলেন। যিনি উরস্থলের প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনি প্রকৃত যোগী। তিনিই সকল প্রাণীর থেকে বলশালী। কুমার কার্ত্তিকেয় যেহেতু যোগারুঢ় ছিলেন সেহেতু দেবগণ তাঁকে সেনাপতিরূপে লাভ করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেবতারা যেমন সেনাপতি চেয়েছিলেন, কুমার তেমনি ছিলেন।

স্বামিন্ ! ভবানপি ভবত্যধিরূঢ়যোগ-
সিদ্ধ্যুত্তমঃ সকলসংযমিনাং বরিষ্ঠঃ।
সেনান্যমাপ্য সদৃশং ভগবন্তমেতং
সর্বে ভবন্তমিহ দেবগণাঃ প্রসন্নাঃ।।[৭৪]

দেবগণের কথায় কুমারই তারকাসুর। তিনি কখনো দেবতা, আবার কখনো অসুরের রূপ ধারণ করেন। তিনিই সুরাসুরদের বন্দিত চরণ। কুমারের বাহন মোরগ, যিনি প্রাতঃকালে ডাকেন এবং তিনবার প্লুতস্বর নেন। এর উপর আরোহণ করে তিনি বিনা ক্লেশে বেদের অপৌরষেয় অক্ষর সংবিধানকে প্রকাশ করেন। অথবা কুমার একাই তাকে বাহন করেছেন যার খাদ্য বিষ। যে সর্পের সঙ্গে মুখ দিয়ে সুন্দরভাবে ক্রীড়া করেন এবং প্রসন্ন হয়ে তাণ্ডব নৃত্যও করেন।

তং বা শিখণ্ডিনমপি শ্রয়সে ত্বমেকো
যস্যাস্তি ভক্ষ্যমিহ হালহলং পরং যঃ।
সর্পাননৈঃ সহ সদা রতিমাবহন্ বৈ
সংক্রীড়তে শ্রয়সি তাণ্ডবিতং চ হৃষ্টঃ।।[৭৫]

এরপর দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারের বৃত্তান্ত কুমারকে নিবেদন করেন। অগ্নি প্রদত্ত হবি দেবতাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগে অসুরগণ বিঘ্ন উৎপাদন করতেন এবং করতালি সহকারে হাসতে থাকতেন। দেবতাদের চোখের সামনে বস্ত্রহীন নারীদের তারা রমন করতেন এবং সূর্য ও চন্দ্র তাদের প্রকাশ প্রদান করতেন।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে তারকাসুর কর্তৃক নন্দনকানন ধ্বংসের বৃত্তান্ত দর্শিত হয়ছে - এখানে তারকাসুরের দ্বারা স্বর্গীয় নন্দনকাননের শালবৃক্ষগুলির শাখাগুলি ভাঙে এবং কেটে দেওয়া হয়েছিল। এই দৃশ্য দর্শন করে কুমার অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন, ফলে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।[৭৬]

অসুররা ছিলেন রক্তবীজ, নিজেদের রক্ত থেকে উৎপন্ন হতেন ও বৃদ্ধি লাভ করতেন। অসুর বিনাশের মহাশক্তি একমাত্র কুমারই ছিলেন। তিনি ব্রহ্মতত্ত্বে বাস করেন। তিনি অজর, অমর, মৃত্যুকে যজ্ঞপশুর ন্যায় হত্যা করতে পারেন।[৭৭] অন্ধকার কখনো অগ্নির ঘাতক হতে পারে না। দেবগণ কুমারের বহু প্রশংসামূলক স্তুতি করলেন একই সাথে তারকাসুরকে বধ করার প্রার্থনা করলেন। এরপর কুমার কিঞ্চিৎ স্মিত হাসলেন এবং নিজের শরীরকে সমৃদ্ধ করলেন। তারকাসুরও সতর্ক হয়ে গেলেন, যদিও তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত ছিল।

❖ **পঞ্চম স্বর্গ :**

কুমারবিজয় মহাকাব্যের 'ব্যোমমূর্তিস্তুতিঃ' নামক পঞ্চমসর্গে কুমার স্কন্দ প্রথমে পৃথিবীতে বিজয় লাভ করলেন। অনন্তর জল ও বায়ুকে একে একে জয় করলেন। অনন্তর উজ্জ্বল অঙ্গ যুক্ত অম্বরকে জয় করতে চাইলেন। তার মধ্যে দেখা যায় সূর্য, চন্দ্র ও তারামণ্ডলকে। এই অম্বরই প্রাণীদের আয়ুষ্যসূত্র নিয়ন্ত্রণ করেন। যার মধ্যে বিদ্যুৎসমূহ, আকাশগঙ্গা দেখা যায়। কোন দূষণ আকাশকে স্পর্শ করতে পারেনা। শিব প্রভৃতি দেবগণ যার শুদ্ধিকরণ নিরন্তর সক্রিয়, যাকে অতিক্রম করতে দেবতারাও প্রচেষ্টায় নিরত।[৭৮] এরপর সনাতন কবি আকাশমূর্ত্তির বহু প্রশংসামূলক বর্ণনা করার পর হর-পার্বতীর সন্তান অতি উত্তম এবং বজ্র তুল্য অত্যন্ত দৃঢ়শরীর ও ছয়মুখের বর্ণনা করলেন। সেই সন্তান স্বর্গে প্রাণায়াম-এর সাধনার দ্বারা বিশ্বজয়ের জন্য উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নাসিকা শ্বাসকষ্ট ও দীর্ঘশ্বাসের পীড়া অনুভূত হয়নি, ফলে তিনি চমৎকার কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং শত্রুদের অসহ্য হয়ে ওঠেন। তাঁর তেজ অসহ্য হলেও তিনি কিছু বাহ্যিক অস্ত্রের প্রতি আগ্রহ দৃষ্ট হয়নি। যাঁর নিজের মধ্যে অপূর্ব শক্তি সঞ্চিত তাঁর অঙ্গেও শক্তি প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শিবপুত্রের শরীরে যে পূর্ণতা ছিল, তাঁর

শৌর্য আরও সেই মাত্রাকে বৃদ্ধি করেছিল এবং শৌর্যকে অপূর্ব চমৎকৃতি আরও বৃদ্ধি করেছিল। অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের দৃঢ়তা পরীক্ষা করা হয়। সেখানে যদি কোন দোষ দেখা যায় তাহলে বৃহৎ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। শিবপুত্র চিতিময়, তিনি ভূতময় সকল প্রপঞ্চের তাৎপর্য। যদি কুমারের দ্বারা তারকাসুরের বধ নিশ্চিত হয়ে থাকে, তাহলে তারকাসুর ভবিষ্যতে থাকবেন না।

শম্ভোঃ সুতঃ স চিতিশক্তিময়ঃ সমেষাং
তাৎপর্য ইহ ভুতময়ে প্রপঞ্চে।
তেনাসুরস্য যদি তারকসংজ্ঞিতস্য
ভাবী বধঃ স ননু নৈব কদাপি ভাবী।।[৭৯]

তিনি চিৎরূপ পরমেশ্বর। এই জন্য তিনি অক্ষর ও অব্যয়, সমাধিস্থ ভক্তরা যাকে পূজা করেন। যিনি নিরন্তর বৃদ্ধি পেতে থাকেন, সকল জগৎ যাঁর অধীন তিনিই কুমার কার্ত্তিকেয়। চিৎরূপী আকাশে চর ও অচর সবাই সমানভাবে বসবাস করতে পারেন। তাঁর বিস্তার এত বড় যে সেখানে ভিড়ের কোন স্থান নেই। যারা গগণে বিহার করেন, তারা ভাগ্যশালী হন এবং তাঁরা নির্ভয়ে বিচরণ করেন। কুমার কেলমাত্র চিতিরূপ ছিলেন। যে কুমারের সাথে বিরোধিতা করবে সে কোথায় থাকবে? আর যে চিদংশ, যার মধ্যে অবস্থিত সকল লোককে সুকুশল হিসাবে ধরা হয়। স্কন্দের উন্নত এবং বিস্তৃর্ণ ললাটে যে প্রকাশ দেখা যেত, তা দেখেই শত্রু-সংহার হয়ে যেত। তারকাসুরের জন্য কি আর অস্ত্রপাত ?[৮০]

সৃষ্টির যে ধারা পৃথিবীশ্বর থেকে আরম্ভ করে ব্যোমেশ্বর পর্যন্ত আসছে এর সবই মহাদেব, যিনি অসুর সংহারক ছিলেন। যার মধ্যে রুদ্র বর্তমান আছেন, রৌদ্রী শক্তি বর্তমান, যিনি পরম ভৈরব। ভৈরবাদি শতাধিক পদ থেকে উৎপাদিত যে পরম শিব ছয়মুখধারী, তাঁকে যদি মহাকবীন্দ্র স্বামীও বললে তা যথাযথ হবে। তিনি সৃষ্টি নিমিত্ত অষ্টশরীর ধারণকারী, ষড়ানন, ষণ্মুখ প্রভৃতি নামেও তাঁকে ডাকা হয়। সৃষ্টিতে তারকাসুর নামে এক পিণ্ড আছে, সে অনেক দুষ্কর্ম করছে। সুতরাং তাকে দেবসেনার স্বামী কার্ত্তিকেয় ভস্মাসুরের ন্যায় অবস্থা করবেন।

এমনভাবে গুরুরূপী শিবের কারণে অসুরবধের জন্য উদ্যত দেবতাদের সেনাদের সিদ্ধি লাভ হয়। এই সফলতা অষ্টমূর্তি শিবের আত্মশক্তির। যে সিদ্ধি ক্ষণমাত্রের জন্য সমর্থ হলেও সৎপুরুষ যুদ্ধে হিংসা করেন না, আর কুমার তো শান্তিপ্রিয় ছিলেন।

ইত্থং সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধাঽভবদসুরবধাভ্যুদ্যতানাং চমূনাং।

দৈবীনামষ্টমূর্ত্তিং গুহশিবমুপপদ্যাত্মশক্ত্যাঽষ্টমূর্ত্তেঃ।

এষা সিদ্ধিঃ প্রসিদ্ধিশ্চ তূষ্ণীং ক্ষণমিতসময়া যাঽবতস্থে ন যৌদ্ধীং।

হিংসাং সন্তঃ সমর্থা অপি ঝটিতি সমাহর্ত্তুমিচ্ছন্তি শান্তাঃ।।[৮১]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গে পার্বতীর কঠোর তপস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়।

❖ **ষষ্ঠ সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'চেদীশ্বরবর্ণন' নামক ষষ্ঠ সর্গে দর্শিত হয়েছে যে সূর্য, সেই অগ্নি এবং সেই জল। এই কারণে কার্ত্তিকেয় ষণ্মূর্ত্তিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যদিও তিনি অষ্টমূর্ত্তি ছিলেন। শিব ও পার্বতী সমাধিসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আত্মার সংমিশ্রণে কুমারের জন্ম, তাই কুমারের মধ্যে উভয়ই বর্তমান ছিলেন। শিব অষ্টমূর্ত্তি ছিলেন কিন্তু কুমার ছিলেন ষণ্মুখ। শিব মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন। যেমন অতারককে তারক বলা যায়, তেমন শিব অমারক হয়েও মারক নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি রুদ্র হয়েও পরমকল্যাণকারী শিবশঙ্কর।

অতারকস্তারকশব্দবাচ্যো যথা তথা মারকশব্দবাচ্যঃ।

অমারকোঽপি প্রভুরেষ রুদ্রো ভবন্নপি শ্রীশিবশংকরোঽস্তি।।[৮২]

কুমারের দিব্য শরীর সর্বদা দোষহীন ব্রহ্মচর্যব্রতের দ্বারা তেজস্বী ও পরিপুষ্ট ছিল। তিনি নিজে কোন শত্রুকে মারতে অসমর্থ। রাবণকে বধ করার জন্য হনুমান যে মার্গ অবলম্বন করেছিলেন, কুমারও তারকাসুরকে বধ করার জন্য সেই মার্গ অবলম্বন করেন। তারক ছিলেন অন্ধকার, কুমার ছিলেন প্রকাশ। তাঁদের সম্মুখ সমর ক্ষণকালের জন্য চলত। গগণে সিদ্ধজনেরা তুর্যধ্বনি করছিলেন, যা তারকাসুরের বধের জন্য বিশ্বাস প্রদান করছিল। সকল তত্ত্বের সমন্বয় কেবলমাত্র কুমারই ছিলেন, যিনি বিপ্লবকারী রাক্ষসকে মেরেছিলেন।[৮৩] যিনি বিপুল শক্তি তথা

যোগীশ্বর ছিলেন, তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ভগবান শঙ্কর শিবরূপে প্রসিদ্ধ যিনি বিশ্বসংসারকে রক্ষা করতে গরল পান করেছিলেন। কার্ত্তিকেয় ছিলেন তাঁর পুত্র, তিনি কেনই বা বিশ্বসংসারকে রক্ষা করবেন না? কুমার হলেন আদিমতম শশিশেখর তথা শিবের চৈতন্যমূর্ত্তি, যিনি নেত্রে অগ্নি ও গাত্রে সর্পকে পরিধান করে থাকতেন। সুন্দরীদের চোখের পীযুষবর্ষ এবং শিবের এই চেদীশ্বর নামক মূর্ত্তিকে লাভের পর দেবগণ তারকাসুরের অত্যাচারের কষ্টের কথা ভুলে যান এবং তাঁদের প্রেয়সীরা তাঁদের স্মরণ করতে করতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে কামভাবের সৃষ্টি হয়। এই সময় সকল দেবগণ, সকল প্রাণীগণ মিলিত হয়ে তারকবধ থেকে প্রাপ্ত স্বাধীনতা লাভের পর এত খুশী হয়েছিলেন, যা পরিমাপ করা অসম্ভব ছিল।

সংপন্নতারকবধোৎসবসন্নিপাতাঃ
সর্বেঽপি দেবদনুজা মনুজাশ্চ তস্মিন্।
স্বাতন্ত্র্যলাভজনিতং সময়ে প্রহর্ষং
চিত্তেষু মাতুমশকন্ন স হি স্বভাবঃ।।[৮৪]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যে উক্ত বৃত্তান্ত দ্বাদশ সর্গে পাওয়া যায়। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক শিবের স্তুতি ও প্রশংসা দর্শিত হয়েছে।[৮৫]

কিন্তু *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের ষষ্ঠ সর্গে হিমালয়ের গৃহে হর-পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সপ্তর্ষিগণের গমন ও বিবাহদিবসাদি নির্ণয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়।

❖ **সপ্তম সর্গ :**

উক্ত মহাকাব্যের 'তারকবিলয়' নামক সপ্তমসর্গে দেখা যায় তারকাসুরকে বধ করার জন্য ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীগণ কুমারকে অভিনন্দন জানালেন। স্বর্গের সুন্দরী রমণীগণ হাসি-খুশিতে, সুন্দর অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য করতে শুরু করেন। গণপতিদেবতাও রসময় গানে পরিবেষ্টিত হয়ে শূঁড় দিয়ে পুষ্কর বাদ্য বাজাতে শুরু করেন। মহাদেব সুস্বর ঘনবাদ্য দুই হাত দ্বারা বাজাচ্ছিলেন এবং তাঁর চরেরা তাঁর সাথ দিচ্ছিলেন। তিনি তালের ঝংকারে পূর্ণরূপে মোহিত ছিলেন। এই কারণে তিনি নটবর নামে প্রসিদ্ধ। বৃক্ষসমূহ পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ভরতমুনি দ্রুত নাট্যশাস্ত্রের শিক্ষা

গ্রহণ করতে আগমন করেন। আগমের বিকাশে নিগম নিজেই প্রকাশিত হতে থাকে। স্বর্গের সুন্দরী কন্যাদের সাহায্যে উত্তম অভিনয় ও বৃত্তির প্রয়োগের দ্বারা নতুন কিছু সৃষ্টি হয়। অপ্সরাগণ সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে নাট্যভিনয় দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন। দরিদ্রতম ব্যক্তিও তা উপভোগ করার অধিকার পেলেন। এরপর কবি নাট্যে প্রযুক্ত বৃত্তি, রীতি, গুণ, নাট্যমণ্ডপ, রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, বাদ্যযন্ত্র, নান্দীপাঠ, পঞ্চসন্ধি, ভাব, রাগ, তাল প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করার পর নাট্যের প্রশংসা করে বলেন যজ্ঞ ও নাট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বেদবাক্য যজ্ঞে মঙ্গল প্রস্তুত করেন এবং এর উপর পরিকল্পিত হয় নাট্য।[৮৬] এই নাট্য প্রয়োগ দেখে কুমার ও নটরাজ শিব উভয় অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শিবসুত ছিলেন নাট্যের উত্তম দর্শক। তাঁর রস ও রীতির উত্তম জ্ঞান ছিল। নাট্য থেকে উত্তম বিকার উৎপন্ন হয় কিন্তু তিনি যেহেতু নির্বিকার ছিলেন তাই তাঁর কোন বিকার উৎপন্ন হয়নি। মনে কামজনিত বিকার তিনি নিজেই উৎপন্ন করতেন। যদি তৃপ্তি না মেলে তবে কাম ক্রোধে পরিণত হয়, যেমনভাবে বায়ু অগ্নিতে পরিণত হয়। ক্রোধের আগুন থেকে সৃষ্টি হয় মোহ জাল। তা অভ্যন্তরের আগুনকে নিভিয়ে দেয়। যার অভ্যন্তরের আগুন নিভে যায়, তাঁর স্মৃতিও ভ্রষ্ট হয়ে যায়, এর দ্বারা বুদ্ধি নষ্ট হয় এবং অন্তিমে এর প্রভাবে সম্পূর্ণ সংসার নষ্ট হয়ে যায়।

ক্রোধাগ্নের্মোহরূপং ভবতি জনুরিতং বারি যৎ তদ্ধি চক্ষু -
রন্তর্দীপ্তং প্রশান্তিং গময়তি নিখিলে সৃষ্টি চক্রেঽত্র দিষ্ট্যা।
নির্বাণান্তর্দৃশাং বৈ স্মৃতিমধুলতয়া মোঘভাবং প্রয়ান্ত্যা
বুদ্ধের্নাশস্ততশ্চ প্রভবতি নিখিলস্যাস্য বিশ্বস্য নাশঃ।।[৮৭]

আচার্য ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে নাট্যাভিনয়ের দ্বারা ধর্ম, ক্রীড়া, অর্থ, শান্তি, আনন্দ, যুদ্ধ, কাম ও বধের প্রভৃতি পরিবেশনের কথা বলা হয়েছে।[৮৮] কিন্তু *নাট্যশাস্ত্র*-এ নাট্যাভিনয়ের দ্বারা কাম উৎপন্ন হওয়ার কথা বলা হলেও কামের দ্বারা বিকারগ্রস্থ হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কুমার মহান প্রতিভা সম্পন্ন মহর্ষিদের ভাবকে অবগত হয়ে যমীদের অগ্রগণ্য হলেন। যিনি যমী হন, তাঁর মধ্যে বিকার উৎপন্ন হয়না। তিনি স্বয়ং নিজের হৃদয়ে সকল ভাবের রস

গ্রহণ করেন। যাঁর চুল পাকে না, স্বর অস্পষ্ট হয়না। যিনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করেও বৃদ্ধ হন না। যিনি যমী হন তার মন অত্যন্ত উদার হয়। যাঁর মনে সংকীর্ণতা আসেনা। তিনি সর্বদা উদারতা ও উচ্চস্তরের অহিংসা প্রবৃত্তি বিরাজ করে। ভুল করেও হিংসা প্রবৃত্তি আসেনা। ব্রহ্মতত্ত্ব তত্ত্বাত্মক, অতীব বিস্তৃত বিশ্বাত্মভাবও সূর্যের ন্যায় প্রকট হয়। একছিল তারকাসুররূপ অন্ধকার এবং অপর ছিল শিবসুত সুন্দর গুহরূপ সূর্য্য। দুটি আগে আলাদা আলাদা দেখা যেত। পরন্তু এই পার্থক্য আগুনে কর্পূরের ন্যায় হয়ে যায়। যার মধ্যে দর্শিত হচ্ছিল অশরীরী সৌরভ। লোকে যা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধি। এর উপর আরুঢ় ব্যক্তি শিব হয়ে যান। এই সময় দেবশত্রু তারকাসুর সকল দিকের অন্তরালকে অভিমানের দ্বারা পূর্ণ করে বসে ছিলেন। তার মনে ভয়ের সৃষ্টি হয় আর ভয়-ই মৃত্যু। কারণ ভয়ের অপর নাম মৃত্যু।

আসাঞ্চক্রে সমাসামপি বত ককুভাং সংবিতানেঽভিমানে -
নাপূর্যান্তর্বিতানং কিমপি স তদা তারকাখ্যঃ সুরারিঃ।
প্রকট্যং প্রাপ ভীতির্ হৃদি চ সুররিপোস্তস্য তীব্রস্য তীব্রা
যা বৈ নামান্তরং বৈ ভজতি মৃতিরিতি খ্যাপিতং বিশ্বপৃষ্ঠে।।[৮৯]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে হর-পার্বতীর বিবাহ ও কামদেবের পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

❖ **অষ্টম সর্গ :**

এই মহাকাব্যের 'কুমারাভিনন্দন' নামক সর্গে কুমারের প্রতিটি অঙ্গ পুষ্ট হওয়ার পর চন্দ্রের চন্দ্রিকায় যুক্ত পূর্ণবিম্বের ন্যায় বিরাজ করছিলেন। তাঁর সৌরভ যুক্ত কমলের ন্যায় শরীরে যৌবনাগম হয়েছিল। কুমারের অঙ্গকান্তি কেবল অন্ধকার দূর করেনি তা নয়, স্বর্গের নারীদের কামাকুলচিত্তে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। অনন্তর সনাতন কবি সুরঙ্গনাদের ও কামের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা করেন। তাঁর মতে মন হল সবথেকে বেগবান ও তাঁর পুত্র হল স্মর বা কাম। মন ক্রমকে রক্ষা করেন কিন্তু কাম বিনা ক্রমে শরীরধারী ব্যক্তিতে বিচরণ করেন। কাম বয়স, বর্ণ,

ধনসম্পদ, বিদ্যা কিছুই দেখেনা। সে শুধুমাত্র একটি গুণ দেখে সেটি হল চোখের আকর্ষণ ও তর্পণ।

মনো জবিষ্ঠং ন হি যো জবিষ্ঠঃ সত্য পুত্রঃ স্মরকামনামা।
মনঃ ক্রমং পালয়তে স্মরস্তু ক্রমেণ হীনো হি শরীরভাক্ষু।।
নাসৌ বয়ঃ পশ্যতি যাতযামং বর্ণং ন গোত্রং ন ধনং ন বিদ্যাম্।
পশ্যত্যসৌ কেবলমেকমেব গুণং দৃশ্যকর্ষণতর্পণাঢ্যম্।।[৯০]

কুমার ছয় ঋতুচক্র পর্যবেক্ষণ করলেন এবং প্রথমে শীত ঋতুর বর্ণনা করলেন। এইসময় হরিণের জন্য এই শিশির ঋতু মহোৎসবের ন্যায় ছিল। সেই সময় নাট্য প্রয়োগকর্তারা গান ও নাট্য দ্বারা কালের কুক্ষিকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা ভরতমুনির প্রতীক্ষা করেননি। কাল যেন স্থির হয়ে গিয়েছিলেন, নিজেকে ধরে রেখেছিলেন। কালেশ্বরের থেকে পৃথক হয়ে দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। ছয় ঋতুর জন্মদাতা কাল স্থাবর হয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময়টি অত্যন্ত আনন্দের ছিল। এটিই ছিল নাট্যসিদ্ধি।[৯১] এরপর অমৃত বিষে পরিণত হল, বিনাশ হয়েছিল উৎপাদক, ধ্বংস সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। পৃথিবীতে যখন ভগবানের ভক্তি প্রচলিত হল, তখন অমৃতের উদ্ভব হল। সৎ ও অসৎ উভয়ের দ্বারা কৃত স্তুতি উপনিষদে পরিণত হয়েছিল। অনুপমের সাথে কোন পদার্থের তুলনা হয়না। এর দ্বারা প্রদীপ্ত সুরঙ্গনা কদাচিৎ সুরঙ্গনাই হতে পারে। হিমালয়ে কেবলমাত্র বর্ষা অথবা শিশিরের দেখা পাওয়া যেত। যেখানে না অনুভূত হয় গ্রীষ্ম, না বসন্ত, না শরৎ। সকল ঋতু সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের চেনা যেত পুষ্পের দ্বারা। নাট্য প্রভৃতি কলা থেকে ভগবান কার্ত্তিকেয় আনন্দ নিয়েছিলেন। যদিও তিনি নিরুৎসুক ছিলেন। কারণ কলা বা শিল্পের উপভোগ সংযমকে ভঙ্গ করেনা। যিনি কলা পরিভোগের দ্বারা পরমপুরুষের সাক্ষাৎ করান, তিনিই হলেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সংযমী এবং রসিকও বটে।[৯২]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে হর-পার্বতীর সম্ভোগশৃঙ্গার ও জলক্রীড়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

❖ **নবম সর্গ :**

উক্ত মহাকাব্যের 'শিবোপস্থাপন' নামক নবম সর্গে শিশু কুমার কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে পরাজিত করার জন্য দেবগণ কুমারকে অভিনন্দন জানান এবং তারপর শিবকে দর্শনের আশায় শিবের নিকট গমন করেন। শিব অনুমতি দিলেও দেবতারা ভয় পাচ্ছিলেন। এই জন্য মহাদেবের আর এক নাম ভীম আরও এক নাম উগ্র। ত্রিপুর নামক অসুরকে বধ করেছিলেন, তাই তাঁর হাতে ত্রিশূল ছিল।

সমভিনন্দ্য সমেঽপি গুহং সুরাঃ শিশুমপি প্রতিপন্নজয়ং রিপৌ।
স্বমভি ধাম যিয়াসুতয়োৎসুকা অপি যযু শিবমস্য দিদৃক্ষয়া।।
অনুমতাঃ শিরসা বলিতেন তে সমকুচন্ হৃদি হন্ত সুরাঃ সমে।
অভিদধুস্তত এব তু তং শিবং খলু ভীম ইতি প্রতিভাজুষঃ।।
অভিদধুস্তত এব তমুগ্র ইত্যভিধয়াপি সমে ত্রিপুরদ্বিষম্।
স চ করে তত এব দধে ত্রিশূলকমপি জ্বলিতং মহদগ্নিনা।।[৯৩]

বিল্বপত্র এই ত্রিশূলের প্রতীক স্বরূপ শিবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর একটি নাম ভব ও অপর নাম হর। এই দুটির দ্বারা তাঁর সমর্থ প্রকটিত হত। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হত। হরভব(হর থেকে উৎপন্ন পুত্র) তারক নামক অসুরকে বধ করে ত্রিভুবনকে ধ্বংস হওয়ার থেকে রক্ষা করেছিলেন।[৯৪] ভগবান শিব পঞ্চমুখ যুক্ত রূপ ধারণ করে শিবার সঙ্গে ছয়মুখ ধারণকারী পুত্রকে অভিনন্দন জানালেন। পুত্রের পরাক্রমে কোন পিতাই না খুশী হন। ষড়াননের ময়ূরকে দেখে শিবের সর্পগণ ভয় পেলেন না। নন্দী ও ষাঁড় সিংহকে দেখে ভয় পেলেন না, কারণ অভয়দান পার্বতীর আশ্রমের অন্যতম গুণ ছিল। শৈলগুহায় সাধারণত মুনিজনেরা কুমারের কথায় যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তা চুরি করেছিলেন সনাতন কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী।[৯৫] প্রভাবশালী কবিরা কুমারের কথা কুশল ছিলেন অষ্টমূর্ত্তি শিব। বিদ্বৎজনেরা বলে থাকেন বিধাতার প্রথম সৃষ্টি সলিল হলেন তিনি, যজ্ঞকুণ্ড স্থিত অগ্নি তিনি, বায়ু, বিভু, গগণ, চন্দ্র, সূর্য, যজমানও ছিলেন তিনি। এভাবে মুনিগন মহাদেবের

নানা প্রশংসামূলক স্তুতি করেন। বিবক্ষা কেবল শিবের মধ্যেই উদিত হয়, তিনিই প্রবচন করেন, তাঁর বচনই বেদবচন। তিনি যদি কবিতা লিখতেন তাহলে কেউ কালিদাস হতেন না। তিনিই ভাস, তিনিই বাণ, তিনিই ভবভূতি, তিনিই মাঘ, এমনকি তিনিই রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী। মুনিগণ প্রার্থনা করেন তাঁদের চিত্ত যেন শিশুভাব প্রাপ্ত হয় এবং তাঁরা যেন কামবাণের দ্বারা আহত না হন। এইভাবে শিবের প্রার্থনা করার পর সকল মুনিগণ অন্ধকার থেকে দূরে ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত মানসিকভাবে শান্তি লাভ করলেন। কালিদাস প্রভৃতি কুমারের যে জন্ম বর্ণনা করেছেন, তা অষ্টম সর্গ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এরপর যে সর্গগুলি রচিত হয়েছে তা পূর্ব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেনি, ফলে নৃসিংহের ন্যায় সংকর উৎপন্ন হয়েছে। তাই কবি তিন-চার শতাব্দী পর জগতের মাতা-পিতাকে প্রণাম করে নতুন সর্গ রচনা করছেন। এরপর কবি বিভিন্ন শিবের প্রশংসামূলক শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করেন এবং অন্তিমে কবির হৃদয়ে উত্তরোত্তর জমতে থাকা কাম-রূপ বৃক্ষকে নষ্ট করার প্রার্থনা করেন। অথবা চিদাত্মক সুখই পরম সুখ এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার জন্য জগদীশ্বর তথা বিশ্বনাথ তথা কামশত্রুর নিকট প্রার্থনা করেন।

হে বিশ্বনাথ ! জগদীশ্বর ! কামশত্রো!
কামং জহীহ হৃদয়েষ্বভিরোরুহাণম্।
যদ্বাঽন্যথাত্বমুপনেতুমিমাং ত্বরস্য
দৃষ্টিং চিদাত্মসুখমেব সুখং ব্রুবাণাম্।।
ইত্যেবং তে প্রহৃষ্টাঃ প্রভুমভিভবিতুং তারকং শক্তিমন্তং
স্তুত্বা প্রহ্বা মনোভিঃ পরমশিবমভূবন্ সুরা হন্ত সর্ব্বে।
আসীন্মুগ্ধত্বমেষামিদমপি যদিমে বিশ্বধাতারমাপ্যাঽ-
প্যাসন্ দৃষ্টিং দদানা বত বত নিভৃতে তারকাখ্যেঽসুরে হি।।[৯৬]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের নবম সর্গে হর-পার্বতীর সম্ভোগালয়ে অগ্নির প্রবেশ এবং অগ্নিতে শিবরেত ধারণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

❖ **দশম সর্গ :**

উক্ত মহাকাব্যের 'ব্রহ্মদেববিস্মৃতি' নামক দশম সর্গে পিতামহ ব্রহ্মা এবং কুমার কার্ত্তিকেয়ের বাহনের তুলনা প্রদর্শিত হয়েছে। যখানে বলা হয়েছে পিতামহের বাহন হংস অত্যন্ত সাদা এবং সে শরৎকালে খুশী হয়। অন্যদিকে কার্ত্তিকেয়ের বাহন ময়ূর নীল বর্ণের এবং সে বর্ষাকালে আনন্দিত হয়।

সিতগরুদয়মাস্তে কিং সিতাঙ্গো নিতান্তং
বহতি খলু ভবন্তং ব্রহ্মদেবং য একঃ।
অয়মপি চ শিখণ্ডী নঃ কথং স্বেকচিত্রো
ভবতি ননু চিত্রং কার্ত্তিকেয়স্য পত্রম্।।
অথ সিতগরুতো যে পক্ষিণঃ কণ্ঠনালে
সমমপি পরমাণং নীলকণ্ঠৈর্বহন্তঃ।
ন খলু কিমপিতি পিচ্ছেষ্বায়তিস্নোঽপি সাম্যং
দধতি দধতি সাম্যং কিঞ্চ কণ্ঠস্বরেষু।।
প্রকৃতিরপি বিভিন্না দৃশ্যতেঽন্যোন্যমেষাং
জলদসময় একে বীক্ষ্য মেঘান্ নটন্তি।
অথ চ তদতরেষাং মুদ্ধিধানে নিধত্তে
বিসদৃশমহিমানং কঞ্চিদেষা শরদ্ বৈ।।[৯৭]

অনন্তর কবি সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করেছেন - এরা উভয়ই পক্ষী হলেও এদের মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এদের মায়েরা কি সমান ভালোবাসেন না? সবাই সৃষ্টিকর্তার উদর থেকে উৎপন্ন হলেও এদের মধ্য এত পার্থক্য কেন? সবার বুদ্ধি একই হয়না কেন? তিনি সবার বুদ্ধি এক রাখেন না কেন? পরমানু ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে বিশেষ পদার্থ তিনি সৃষ্টি করেন। কুমুদ কেন চন্দ্রবিম্বকে পছন্দ করেন? নলিনী কেন সূর্যের কিরণে পরিপূর্ণ দিবস পছন্দ করেন? কামদেবের

প্রভাবে পুরুষ কেন পুরুষে সন্তুষ্ট হয়না? পুরুষ স্ত্রীতে কেন সন্তুষ্ট হন? একজন কুষ্ঠ রোগী গাড়িতে ভিক্ষা করে, অন্য জন আরামদায়ক গাড়িতে ভ্রমণ করেন? একজন ব্যক্তি নগ্ন দেহে তপ্ত পাথরে নিশ্চিন্তে ঘুমান অপর ব্যক্তি অট্টালিকাতে দুঃখী হৃদয়ে সারা রাত ঘুমাতে পারেন না কেন? বহুমূল্য গহনা পরিহিত নারী আত্মহত্যা করছে কেন? নিশ্চই তার মনে কোন অসুখ আছে, এই অসুখের কারণ কি? ব্রহ্মদেবের পক্ষে যদি উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয় তাহলে উত্তর প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। সৃষ্টকর্তা ব্রহ্মা মনে মনে ভয় পান ও অসুরদের অভীষ্ট বর প্রদান করেন। অসুররা যেমনভাবে হোক ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করেন এবং অভীষ্ট বর লাভ করেন কিন্তু ব্রহ্মাকে আর ভয় পান না। গরুর দুগ্ধ সর্বদা সাদা হয় কিন্তু তা শরীরে প্রবেশ করে লাল বর্ণ ধারণ করে রক্ততে পরিণত হয়, আবার মৃত্যুর পর তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে কেন ?[৯৮] শাস্ত্র এক বলছে কিন্তু হচ্ছে অন্য কিছু। তাহলে যে মিথ্যা ভাষিত হচ্ছে সেটিই সত্য? সত্য সর্বদা সত্যরূপে ভাষিত হয়। এই বৈষম্য ও ভেদ সৃষ্টির কারণ যদি আপনার স্বাধীনতা ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তা যুক্তি যুক্ত হতে হবে। সবার মধ্যে সাম্যই বা কেন হবে? অথবা এখানে অন্য কোন কারণ কাজ করছে। সৃষ্টিকর্তার মধ্যেই দ্বৈততা হওয়ার কারণে তিনি কখনো ভক্তদের জন্য শিব হন আবার কখনো দৈত্যরাজও হন। উদ্ধত হয়ে কেউ কখনো যদি অসুরও হয়ে যান, তার উপর আপনি করুণা প্রদর্শন করেন। আমরা দীপাবলি, হোলি ও অন্যান্য উৎসব পালন করি। আমরা সুখী হলেও আপনার করুণাকে আমরা ত্যাগ করছি। আমাদের মধ্যে বহু দোষ আছে, এই দোষ দূর করার সামর্থ্য কেবল সৃষ্টি কর্তারই আছে। তিনি পরম করুণাময়। সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে কবি ক্লান্ত হয়ে পড়লে সৃষ্টিকর্তার বদনে মৃদু হাস্য প্রকটিত হয়েছিল, যার মধ্যে সকল প্রশ্নের সমাধান ছিল। সৃষ্টিকর্তার লীলাই বৈষম্য যুক্ত পদার্থে বিষমতা সৃষ্টি করে। আর সবাই যদি এক হয়ে যাবে তাহলে নাট্য সৃষ্টি কিভাবে হবে?[৯৯]

লীলা এবং উত্তর না দেওয়া প্রায় একই কথা, এদের ভেদ নেই। বিষমতার উত্তর যেখানে সঠিকভাবে পাওয়া যায়না, সেখানে বিদ্বান ব্যক্তিরা মৌন হয়ে থাকেন। সত্ত্ব, রজ, তম গুণসমূহের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে বলে মানা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সাম্যও দর্শিত হয় বলে

পণ্ডিতগণ এটিকে প্রলয় মনে করেন। মীমাংসকগণ অবশ্য তা স্বীকার করেননি। তাঁরা বিবাহ নামক যজ্ঞে পুরোহিত হন, বর-বধূকে বেদমন্ত্র পাঠের দ্বারা মিলিত করেন এবং সৃষ্টি রচনা করতে সাহায্য করেন। এর দ্বারাই রসক্রিয়া উৎপন্ন হয়, যাকে রসভোগ ক্রিয়া বলা হয়। এই ক্রিয়াকে কবির বাক্যের দ্বারা যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন এটি কাব্যরসে পরিণত হয়। বিজ্ঞব্যক্তিরা এটিকে ভাব বলেন। রসজ্ঞজন এর আনন্দ লাভ করেন।

সোঽয়ং রসো ভবতি সৃষ্টিকৃদত্র লোকে।
লোকোত্তরঃ কথমপীহ ন ধাতৃযজ্ঞে।
বাগ্যোগ এষ তু যদা কবিনাঽঽপ্যতেঽসৌ
সংজ্ঞায়তে জগতি কাব্যরসস্তদানীম্।।
বিজ্ঞেষু ভাব ইতি তস্য ভবত্যভিখ্যা-
ঽভিখ্যাতিমেতি খলু যত্র নিজঃ স্বকোষঃ।
যা বা নিজত্বকলনাঽত্র বিভাসতে-
ঽসাবানন্দ ইত্যভিধায়াঽপ্যভিধীয়তাং তু।।[১০০]

এভাবে দেবগণ নতমস্তকে সৃষ্টি কর্তার চরণকমলে প্রণাম করলেন। ব্রহ্মদেবও মৃদু হাসতে হাসতে হংসের উপর আরোহন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের দশম সর্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

❖ **একাদশ সর্গ :**

উক্ত মহাকাব্যের 'শান্তিলাভ' নামক একাদশ সর্গে সনাতন কবি দেখিয়েছেন যে, কল্পবৃক্ষ গজানন ও ষড়াননের উপর সুগন্ধী পুষ্প বর্ষণ করছিলেন। দুই ভাইয়ের ক্রীড়া দেখে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পার্বতী প্রথমবার দুই পুত্র সন্তানের সহিত হিমালয়ের গৃহে পদার্পণ করলেন। হিমালয় ও মেনা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বহুভাবে সমাদর করলেন এবং সমস্ত ঘর মণি দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। পার্বতীর মনে হচ্ছিল তিনি যেন কল্প বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। চারিদিকে যেন বিদ্যুতের প্রভা বিস্তার করে

আছে। হিমালয় বড় উৎসবের আয়োজন করলেন। সেই উৎসব দেখে দিন ও রাতের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছিল না। অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন। হিমালয় স্বয়ং পুষ্কর নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিলেন। পরমেশ্বর শিবের কৃপায় সকল প্রাণীগণ নৃত্য করছিলেন, যে নৃত্যের কোন সীমা ছিলনা, দিন-রাত অবিরাম চলছিল। তাঁদের মধ্যে না দেখা যাচ্ছিল কোন ক্লান্তি, না কোন অসাবধানতা। এখানে কাল নামক তত্ত্ব ছিল কি ?[১০১] এই নৃত্য উৎসবে পার্বতী স্বয়ং তার নৃত্যকলা প্রদর্শন করালেন। তিনি শিবের ললাটের চন্দ্রকলা নিজের ললাটে স্থাপন করেছিলেন। মৃদু হাস্যের সহিত *নাট্যশাস্ত্র*-এর ছয় প্রকার নৃত্যই তিনি প্রদর্শন করিয়েছিলেন। অসম্ভব সুন্দর কৌশলে তিনি নৃত্য করেছিলেন। কোমল চাদর যুক্ত শয্যায় শিব ও পার্বতী ঘুমাচ্ছিলেন কিন্তু মাঝরাত্রিতে কোনভাবে তাঁদের চোখ খুলে যায় এবং তাঁরা যুগনন্ধমুদ্রায় অবস্থান করলেন। আনন্দ উপভোগে উভয়ই এতটাই লীন হয়ে গেলেন যে অর্ধেক রাত পেরিয়ে যাওয়ার পরেও উভয়ের কাম শান্ত হলনা। তাঁরা উভয়ই অতৃপ্ত ছিলেন। এই কারণে কামকে রতি পতি বলা হয় এবং যদি কামের চোখ থাকতো তাহলে তাঁকে পদ্মাক্ষ বা মীনাক্ষ বলা হত। কামের শরীরে নিশ্চিতভাবে অন্ধত্ব বিদ্যমান ছিল। কারো যদি শরীরে আগুন লাগে তাহলে সব থেকে আগে চোখ জ্বলে। কামদেবের দগ্ধ হওয়ার পর অবশিষ্ট ছাইভস্মকে শিব সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এবং তা দিয়ে কপালে ত্রিপুণ্ড্র লাগাতেন।

অন্ধত্বং কামগাত্রে সুনিয়তমিদমা বর্বৃতীত্যগ্নিদাহে-
ষ্বঙ্গান্যন্যানি পশ্চাৎ পুরত ইহ ভবত্যক্ষিমাত্রং হি দগ্ধম্।
কাম ! ত্বং শম্ভুনেত্রানলশলভগতিং প্রাপিতস্তচ্ছরীরাজ্
জাতং যদ্ ভস্ম তদ্ বৈ সুরভিতমলিকে পুণ্ড্রতীশস্য তস্য।।[১০২]

দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি আনায়ন করে জমিতে সেচন করে জগতের আত্মাকে পুনরুদ্ধার করতেন। তারপর পৃথিবীতে নতুন অনেক দৃশ্য দেখা যেত। এসবের প্রকৃত স্রষ্টা বা চিত্রকর হলেন স্বয়ং শিব। তিনি ইন্দ্রজালিক বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ভবসিন্ধুতে ডুবে ভক্তদের প্রতি করুণা করলে তা উপযুক্ত হবে। কারণ তাঁকে দয়ার সাগর বলা হয়। বেদে শিবকে অনাথের নাথ বলা

হয়েছে। যখন সমগ্র জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল, সমস্ত বেদ নিমজ্জিত হল, তখন শিব ছাড়া আর কেউ ত্রাতা ছিলেন না। প্রথমে মানুষ সৃষ্টি করতেন না, সবকিছু সংকল্প মাত্রই কল্পবৃক্ষ থেকে পাওয়া যেত। পিতা-মাতা ছিলেন না, ছিল না তাদের মিথুনভাব। সেই মুহূর্তে মৃকুণ্ড মহর্ষির পুত্র মার্কন্ডেয় প্রলয়ে ডুবে যাচ্ছিলেন। নর্মদা নদীও একাকিত্বের শিখায় জ্বলছিল। শিবের বিনোদন চক্রে এনাদের দুজন হলেন সূত্রধর ও নটী। ভগবান শিবিই তারকাসুররূপী বিষকে ঔষধে পরিণতকারী বৈদ্য। বিষবৈদ্যের নিকট থাকলে আর ভয় নেই। এমনকি বিষ বৈদ্যের নিকট বিষও অমৃতে পরিণত হয়।[১০৩]

শিব আত্মকেবলী ও শুদ্ধ গাত্রের অন্যদিকে তার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন পার্বতী। তিনিও ছিলেন আত্মকেবলী। তাঁদের দুজন পরস্পর পরস্পরের সাদৃশ্যে যুক্ত। তাঁদের অভিমানই ছিল জগতের অভিমান। সকলেই বিশ্বমাতার নিকট পৌঁছাতে আগ্রহী। এই অনুভূতি হল সংসার, যা শিবের অভ্যন্তরে বর্তমান। যমরাজের নিবাসে যে বিদ্যা পাওয়ার জন্য নচিকেতা আত্মনিষ্ঠা স্বীকার করেছিলেন, সেটিকে ওঁ-কার নাম দেওয়া হয়েছিল। এই শব্দ এবং অর্থ সকল সম্পত্তি ব্যক্ত করতে থাকত। এতে অলংকৃত ছিলেন বাক্ মাতা। তিনি কবিকুলের প্রতিভার ওপর অধিষ্ঠিত। যিনি পরম শিব, তিনি অর্থ, যিনি নিরন্তর রস নিয়ে অর্থ সৃষ্টি করতে থাকেন। পার্বতীই শঙ্কররূপ ধারণ করেন, তাঁর মধ্যে দৃশ্যমান হয় অদ্ভুত চতুর্ভুজ ভগবান বিষ্ণু। ব্রহ্মদেব নামে পরিচিত ব্রহ্মা হলেন পার্বতী। তিনি এই তিন রূপ তিনি একত্রে ধারণ করে আছেন। পার্বতী চন্ড ও মুণ্ডকে হত্যা করেন। এরপর রক্ত বীজ রাক্ষস নিশম্ভুকে হত্যা করেন। তিনি এমন রাক্ষস ছিলেন যিনি বিশ্বকে বিনাশ করতে শুরু করে ছিলেন।

অম্ব ! ত্বমেব ধৃতশঙ্করবিগ্রহাসি।
ত্বয্যেব রাজতি চতুর্ভুজতাপি কাচিৎ।
ত্বং ব্রহ্মদেব ইতি যস্য শুভাস্তি সংজ্ঞা
তদ্রূপতামপি দধাসি সমং সহৈব।।
চণ্ডং প্রচণ্ডমথ তস্য সহেদরং ত্বং

শুম্ভান্ নিশুম্ভসহিতানথ রক্তবীজান্

বিশ্বপ্রণাশনপরানসুরোত্তমান্ বৈ।।[১০৪]

পার্বতী বিশ্বের সকল নিয়মে নিপুণ। যে শিশু তাঁর স্মরণে আসেন তিনি তাঁকে রক্ষা করেন। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তিন কাল কেবল পার্বতীর নিয়ন্ত্রিত হত। তিনি সবার নিকট উদারতম ও রমনীয়তম ছিলেন। এভাবেই দেবগণ পার্বতীর দ্বারা শত্রুদের বিনাশ করতে সফল হলেন। এর প্রধান কারণ শিবপুত্র স্কন্ধের সহায়তা। তিনি ভগবান সূর্যের থেকে বেশি উজ্জ্বল ছিলেন। তিনি পার্বতীপুত্র এবং অষ্টমূর্তি শিবও। ত্রিলোকে যা কিছু রম্য, ভব্য, অত্যুত্তম শ্রী তথা সৌভাগ্যজনক সবকিছু শিবের এই পুত্ররত্নের শরীরে পরিণতি পেয়েছিল এবং সেই শরীরে শৌর্য, শক্তি প্রভৃতি গুণও ছিল। তার আগমনে সমগ্র বিশ্ব উজ্জ্বল হয়েছিল। এই সময়ে ভারতভূমি পরম আশ্বস্ত হয়েছিল। কারণ শান্তি সকলের পছন্দের।[১০৫]

অন্তিমে কবি বলেছেন, এই একাদশ সর্গাত্মক রচনাকে *কুমারবিজয়* নামে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের উত্তর অংশে সংযুক্ত করা যেতে পারে। সনাতন কবির এই রচনাতে ভগবান প্রসন্ন হয়েছেন। যার কপালে চন্দ্রকলা বিরাজমান থাকেন। সহৃদশ্রেষ্ঠরাও এই রচনা তাদের নিজস্ব স্ফুরতাপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান ছাড়া কোন কাব্যই প্রতিষ্ঠা পায় না। এভাবে চরাচরের গুরু কুমারের উপর *কুমারবিজয়* মহাকাব্য লিখে অঞ্জলি প্রদান করে বিরাম নিলেন। এর অধিক আর কি বলবেন, যদিও হৃদয়ে বলার অনেক কিছু পরিপূর্ণ রয়েছে।

একাদশীং তু সর্গাণাং কুমারবিজয়াখ্যয়া

কুমারসংভবে বিজ্ঞা যোজয়ন্ত্যুত্তরার্ধতঃ।।

ভবতু ভগবান্ প্রীতঃ সানাতনেঽত্র বচঃক্রমে

স খলু শিরসা কাঞ্চিচ্চান্দ্রীং দধাতি কলাং তু যঃ।

সহৃদয়বরা অত্রদধ্যুর্দৃশং সমুদারতা-

স্ফুরণরুচিরাং কাব্যং রারাজ্যতে ন যয়া বিনা।।

ইত্থং চরাচরগুরোর্জগদীশশ্বরস্য

বদ্ধোত্তমং বিজয়মত্র কুমারশম্ভোঃ।

বদ্ধাঞ্জলিঃ কিল বিরামমুপৈমি কিংবা

বক্তুং ক্ষমেঽধিকমপি প্রবিবক্ষয়েদ্ধঃ।।[১০৬]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যের একাদশ সর্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মোৎসব, লীলা ও জলক্রীড়ার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এছাড়া দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গে যথাক্রমে তারকাসুরের উপদ্রব বর্ণন, কুমার কর্তৃক বিধ্বস্ত সর্গ দর্শন, উভয়ের যুদ্ধ নিমিত্ত সজ্জীকরণ ও প্রস্থান বর্ণন, তারকাসুর ও পঞ্চমহোৎপাত বর্ণন, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধ বর্ণন ও অন্তিমে তারকাসুর নিধন ও দেবতাদের আনন্দপ্রাপ্তি ও কুমারের স্তুতি বর্ণিত হয়েছে।

কুমারবিজয় মহাকাব্যের একাদশ সর্গের পর কবি পরিচয় অংশে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী নর্মদা প্রসাদ দ্বিবেদী, পিতামহ শ্রী জগন্নাথ দ্বিবেদী। সনাতনকবি ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার তৃতীয় তথা কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্ম হয় নর্মদা নদীর তীরে নাদনের নামক গ্রামে এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল লক্ষ্মী। কবির গৌরীশংকর ও রামনারায়ণ নামে দুটি ভ্রাতা ছিল।[১০৭] তিনি এবং রামনারায়ণ অত্যন্ত কষ্টে মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন এবং কাশীতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সেখানে তাঁর গুরু ছিলেন মহাদেব শাস্ত্রী। এনার কাছে পড়ে সাহিত্যশাস্ত্রী সমাপ্ত করে প্রথম স্থান লাভের সুবাদে সুবর্ণপদকে ভূষিত হন। এরপর এক বছর বেদবিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং কাশীতে ফিরে আসেন পড়াশোনার জন্য। অনন্তর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শংকরদয়াল শর্মার কৃপায় মধ্যপ্রদেশে ব্যাখ্যাতা রূপে নিযুক্ত হন এবং তারপর সহায়ক অধ্যাপক হন। এরপর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং সাত বছর অধ্যাপনা করেছিলেন এবং পরে উপাচার্যও হন।

তিনি প্রথমে *সীতাচরিত* ও *স্বাতন্ত্র্যসম্ভব* রচনা করেন এবং তারপরেই একশত শ্লোকাত্মক ও একাদশ সর্গ বিশিষ্ট *কুমারবিজয়* রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থটি মাতা সরস্বতীকে অর্পণ করেছেন। কারণ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা পূজোপচিত বস্তু দ্বারাই হওয়া উচিত।

যদপি চ মহাকাব্যদ্বৈতং মমাস্তি পুরাতনং
ভবতি খলু ভাবৌন্নত্যে তৃতীয়মিদং তথা।
ইদমপি বচোদেব্যৈ সশ্রদ্ধমর্পয়তে কৃতী
কবিরয়মিহাভ্যর্চ্যা অর্চার্হণৈর্হি নিবন্ধনৈঃ।।[১০৮]

উক্ত শ্লোকের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সকল রচনাগুলির মধ্যে আলোচ্য মহাকাব্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এই মহাকাব্যটি পুরাণ এবং মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* অনুসারে রচিত হলেও কবির প্রতিভার নিদর্শন প্রতিটি সর্গেই পরিলক্ষিত হয়, কার্ত্তিকেয়াগ্নিরূপতালাভ, বহ্নিমূর্তিস্তুতি, পবমানমূর্তিসমুদ্রেক, ব্যোমমূর্তিস্তুতি, চেদীশ্বরবর্ণন, শিবোস্থাপন, ব্রহ্মদেববিস্মৃতি প্রভৃতি সর্গগুলি তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি। এই মহাকাব্যে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রক্ষিপ্ত অংশের অলৌকিক ও অশ্লীল বিষয়কে স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির বার্তা দিয়েছেন।

৩.৩. *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা :

মহাকবি কালিদাস পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে নবআঙ্গিকে *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যে উপস্থাপন করেছেন। এই মহাকাব্যে বর্ণিত পার্বতীর বাল্য কাল থেকে আরম্ভ করে রতিবিলাপাদি বৃত্তান্ত কালিদাসের স্বকীয় ভাবনা। কিন্তু সমস্যা হল *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তদশ সর্গের মধ্যে প্রথম থেকে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে বহু পণ্ডিতগণ মনে করে থাকেন এবং পরবর্তী অংশ অন্য কোন কবির দ্বারা সংযোজিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তম সর্গ পর্যন্ত সর্বত্র পাঠ্য বলেছেন-

"*কুমারসম্ভব* সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গের সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট ন্যূন দশ সর্গ একেবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে।...বোধহয় তাহার হেতু এই, অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার-বর্ণনা আছে; তাহাও সামান্য নায়ক-নায়িকার ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাস-গমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হর-গৌরীকে জগৎপিতা ও

জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে *কুমারসম্ভব*-এর শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরা *কুমারসম্ভব*-এর হরগৌরীর বিহার-বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দুষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একাদশ থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত সাত সর্গে কার্তিকের বাল্যলীলা, সৈনাপত্য গ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত..... সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনায় লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম এবং দশম - এই তিন সর্গের দোষে ইহারাও একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।"[১০৯]

আবার *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যকে অনুসরণ করে *কুমারবিজয়*-মহাকাব্য রচিত হলেও উভয়ের মহাকাব্যের মধ্যে বহুক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য রচনার বহুকাল পরে সনাতন কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় এর বিতর্কিত উত্তরাংশ রচনার প্রয়োজনবোধ করেন। এর কারণ রূপে তিনি *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের পীঠিকা নামক অংশে বলেছেন - *কুমারসম্ভব*-এর বৃত্তান্ত অষ্টম সর্গ পর্যন্ত পূর্ণ হলেও তখন পর্যন্ত পার্বতীর গর্ভে কুমারের আগমন হয়নি। ব্রহ্মদেবের উপদেশ ছিল হর-পার্বতীর অংশজাত সন্তান তারকাসুরকে বধ করতে সক্ষম হবেন কিন্তু শঙ্কর কবির রচনায় এই বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শঙ্করকবি(অজ্ঞাত কোন কবি) সংস্কৃত অভ্যাসহীনভাবে পৌরাণিক কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই রচনা অলৌকিকতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। তাই এই রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিভা দর্শিত হয় না। পদ্য রচনা করলেই তা কাব্য হয়ে যায় না। তার রচনায় কুমার মাত্র পঞ্চ বছরের বালক কিন্তু শত্রু প্রৌঢ় বালক কিভাবে তাকে বধ করতে সক্ষম হবে।

পঞ্চৈব বর্ষগণনাং প্রতিপন্নমাস্তে
যস্যাদ্ভুতং কিমপি ষণ্মুখতাং দধানম্।
গাত্রং ততো ননু কথং শমনং সুরাণাং
শত্রোর্নিতান্তদৃঢ়যৌবনসংশ্রিতস্য।।[১১০]

শংকরকবি(অজ্ঞাত কবি) এবং মহাকবি কালিদাসের ভাষার প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তরাংশের রচনা থেকে কোন কবি উদ্ধৃতি রূপে ব্যবহার করেননি। মল্লিনাথ, অরুণগিরিনাথ, নারায়ণ, বল্লভদেব সবাই অষ্টমসর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন। উভয়ের এতটা বৈষম্য দৃষ্ট হলে কিভাবে শঙ্কর কবির রচনাকে উত্তম বলে বিবেচনা করা হবে। নিজের রচনাকে সনাতন কবি কামধেনুর দুগ্ধ এবং শঙ্কর কবির রচনাকে সাধারণ গোদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন উভয়ের মাধুর্য্য ভিন্ন।[১১১]

তাই সনাতন কবির দৃষ্টিতে অষ্টম স্বর্গের পরবর্তী অংশ অবশ্যই অন্য কোন শঙ্কর(অজ্ঞাত) কবির রচনা, যিনি শ্লোক নির্মাণের নিপুণ প্রয়াস করেননি। তাই ত্রুটি দূর করার জন্য এই কথা বস্তুর উপর অন্য শ্লোক রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যা বিন্দুমাত্র ত্রুটিহীন এবং নতুন একাদশ সর্গে নিবদ্ধ। তিনি যে প্রয়াস করেছেন এর উপর যদি অগ্রজ বিদ্বানগণ তাঁদের নির্মল দৃষ্টি প্রয়োগ করেন তাহলে অবশ্যই তাঁরা খুশি হবেন।

তস্মাৎ সনাতনমতৌ তু কুমারকাব্যে
সর্গাষ্টকাৎ পরমিমে খলু যোজিতাস্তে।
সর্গা নবাপি বিহিতা হ্যপরেণ কেনাঽ-
প্যুৎকৃষ্টপদ্যরচনারহিতেন পুংসা।।
ভ্রান্তিং ত্বিমাং খলু সমাপয়িতুং প্রবৃত্তৈঃ
সর্গান্তরাণি নিহিতানি কথানকেঽস্মিন্।
যত্রাস্তি ন চ্যুতিরণুপ্রমিতাপি কাচি-
দেকাদশাভিনবসর্গময়ে বিধানে।
শ্রীকালিদাসরচিতে রঘুবংশনাম্নি
যাবন্ত এব ননু বস্তুনি সন্তি সর্গাঃ।
তাবন্ত এব বিহিতা ইহ চাপি
সর্গাঃ সংবাদনায় হি কবিপ্রতিভাপ্রসূত্যোঃ।।

অত্রোল্লসন্তি কবিকর্মণি যা ভিদস্তাঃ
সাংসিদ্ধিকত্বমুপায়ন্তি সমাধিভেদাৎ।
তাৎপর্য্যগাস্তু ন হি ভাবয়িতুং ক্ষমাস্তা
এতা ভিদঃ সমরসৈরনুভাবকৈশ্চ।।
যা বৈ কলা প্রতিপদি প্রথতেতরাং বৈ
যাঃ পূর্ণিমাস্তু চ সমাসু সুধাময়ূখে।
তাস্বস্তি নাম পরিবর্ধনমশ্নুবানা
ভিৎ কিন্ত্বসৌ ন খলু চন্দ্রবপুর্ভিনত্তি।।
তৎ পূর্বসূরিষু সমাদরিণো মমাপি
যৎ কিঞ্চিদত্র খলু চাপলমস্তি তস্মিন্।
বৃদ্ধা জনা যদি দৃশং বিমলাং দধীরন্
হর্ষপ্রকর্ষমপি তে সুধিয়ো লভেরন্।।[১১২]

যেহেতু *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে শিব পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং অষ্টম সর্গে মহাকবি শিব-পার্বতীর সুরতলীলা বর্ণনা করেছেন, সেহেতু সনাতন কবি তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে কুমারের জন্ম এবং তারকাসুরের শক্তির প্রভাব বর্ণনা করেছেন। যেখানে শঙ্কর কবি নবম সর্গে হর-পার্বতীর কৈলাসগমনের বর্ণনা করেছেন এবং দশম সর্গে কুমারের জন্ম বর্ণনা করেছেন। অনন্তর সনাতন কবি দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে যথাক্রমে কুমারের অগ্নিরূপতালাভ, বহ্নিমূর্তি, ব্যোমমূর্তির স্তুতি করেছেন। অন্যদিকে শংকর কবি একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সর্গে যথাক্রমে কুমারের বালক্রীড়া, সেনাপতিত্বগ্রহণ, সেনাপতি অভিষেক প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। অনন্তর সনাতন কবি ষষ্ঠ সর্গে চেদীশ্বর অর্থাৎ শিবের বর্ণনা করেছেন, সপ্তম সর্গে তারকবিলয় ও অষ্টম সর্গে কুমার অভিনন্দন বর্ণনা করেছেন। শঙ্কর কবি চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গে যথাক্রমে দেবসেনা প্রস্থান, দেবসেনা মিলাপ, যুদ্ধ ও তারকাসুরবধ বর্ণনা করেছেন। সনাতন কবি তারকাসুরবধের পরেও নবম, দশম, ও একাদশ

সর্গে যথাক্রমে শিবোপস্থাপন, ব্রহ্মদেববিস্মৃতি, শান্তিলাভ প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। উভয় মহাকাব্যের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ -

প্রথমত, *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে উপনিষদের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। এখানে *ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এ প্রাপ্ত ওঁ-কারকে জ্ঞ বলা হয়েছে, যাকে *বৃহদারণ্যকোপনিষদ*-এ অক্ষর ব্রহ্মাত্মা বলা হয়েছ। যা *কুমারসম্ভবে* দৃষ্ট হয়না।[১১৩]

কুমারসম্ভব-এ এমন উপনিষদ বিষয়ক কোন সূক্তি বা বৃত্তান্ত সরাসরি পরিলক্ষিত নাহলেও এর মহৎ আদর্শ, উপমার প্রয়োগ, প্রেমদর্শন অতুলনীয়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক কবি তাঁর মহাকাব্যে *কাব্যপ্রকাশ*-এরও উল্লেখ করে *কাব্যপ্রকাশ*-এর অনুমিত ধ্বনি বিষয়ের মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই গ্রন্থকে সবাই মান্যতা দিলেও তিনি এর পাঠকে বিপর্যস্ত পাঠ বলেছেন।[১১৪]

কুমারসম্ভব-এ এমন উপনিষদ বিষয়ক কোন সূক্তি বা বৃত্তান্ত পরিলক্ষিত হয়নি।

তৃতীয়ত, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে শিব-পার্বতীর সম্ভোগশৃঙ্গার অষ্টম ও নবমসর্গে গভীরভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১১৫]

কিন্তু *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে তা কেবলমাত্র প্রথমাঙ্কের কয়েকটি মাত্র শ্লোকে দৃষ্ট হয়। কবি স্পষ্ট নির্দেশ করে বলেছেন শিব-পার্বতীর মিলন কেবলমাত্র রমণ নিমিত্ত নয়, তারকাসুরকে বধ নিমিত্ত কুমারকে উৎপন্ন করার প্রয়োজনে হয়েছিল।[১১৬]

চতুর্থত, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে কামদেবের বর্ণনা ও তাঁর ভার্যা রতির বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। কামের মৃত্যুর পর রতি বিলাপ করে বলেছেন - হে প্রাণনাথ তুমি আবার জীবিত হয়ে ওঠ, হরকোপানলে ভস্মীভূত তোমার দেহাকৃতি কেবল ভূমিতে দৃষ্ট হচ্ছে। এই বলে তিনি পুনরায় অত্যন্ত বিলাপ করতে থাকেন।[১১৭]

কিন্তু *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের উভয়ের বর্ণনা তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয়নি।

পঞ্চমত, ঋতু বর্ণনার প্রসঙ্গে উভয় মহাকাব্যে বেশ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গে বসন্তকালের বর্ণনা বসন্তের আগমনে অশোকবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা

পুষ্পের দ্বারা এত সুন্দর সজ্জিত হয়েছিল যে তাদের শব্দে নূপুর পরিহিত নারীদের পদাঘাতের অপেক্ষা ছিলনা।[১১৮]

কুমারবিজয় মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে শীতকালের বর্ণনা দেখা যায়। হিমালয়ের গাত্র বস্ত্রের ন্যায় তুষারাবৃত ছিল।[১১৯]

ষষ্ঠত, উভয় মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমারের চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য অপেক্ষা *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের কার্ত্তিকেয় চরিত্রটি অনেক বেশী বাস্তব এবং সাংসারিক।

স বৃতঃ খলু দেবসেনয়া রসভাবৈকনিমগ্নচিত্তয়া।
সদৃশী কিল সা স্নুষেতি তামবৃণোৎ পর্বতকন্যকা স্বয়ম্।।
শ্বশুরালয়মীয়যুষীমিমাং ননু সেনাং বিনিনায় সাম্বিকা।
স্বয়মেব পুরন্ধ্রিশিল্পকেষ্বথ শাস্ত্রেষু বীরসূঃ।।
শিবয়ো রুচিরৈঃ সুভোজনৈঃ পরিতৃপ্তিং জনয়ন্ত্যসৌ বধূঃ।
পরমাং প্রিয়তামগাৎ সুতামিব তৌ ভাবয়তঃ স্ম তাং স্নুষাম্।।[১২০]

অর্থাৎ কুমার রসনিমগ্নচিত্তে মাতা পার্বতীর ন্যায় দেবসেনা নামক কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি শ্বশুর বাড়ির সকলের পছন্দের এবং তিনি শিল্প, শাস্ত্র ও যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুস্বাদু ভোজন রন্ধন করে শিব ও পার্বতীর নিকট কুমারের ন্যায় প্রিয় হয়েছিলেন।

সপ্তমত, *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমারকার্ত্তিকেয় ও দেবসেনার প্রণয় রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় প্রদর্শন করিয়েছেন। কুমার তাঁর ব্রত ভঙ্গ না করেই দেবসেনার সঙ্গ দিয়েছেন, তাঁকে যুদ্ধকৌশল আয়ত্ব করতে সাহায্য করেছেন -

প্রমুখং সমুপস্থিতে প্রিয়ে নিজবন্ধূনখিলান্ দদর্শ সা।
নহি তত্র ৰভূব কাচিদপ্যণুমাত্রাঽপি রতিক্ষতিস্ততঃ।।
স হি শম্ভুসুতঃ প্রিয়াং নিজাং বিনিনায় স্বয়মেব কৌশলে।
রণকর্ম্মসু শস্ত্রচালনেষ্বথ চ ব্যূহবিধানকাদিষু।।
স কুমার ইতি শ্রুতিং গতঃ শিবসূনুঃ সহ দেবসেনয়া।

পরিণীতিমিতোঽপি নো নিজব্রতভঙ্গেন কষায়িতোঽভবৎ।।[১২১]

অর্থাৎ দেবসেনা কুমারকে নিজবন্ধুর ন্যায় মনে করতেন, তাঁদের কখনো বিন্দুমাত্র প্রেমভাব বিনষ্ট হয়নি। কুমার নিজ কৌশলে তাঁকে যুদ্ধ, শস্ত্রচালনা, ব্যূহরচনাদি শেখাতেন।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যে কুমার ও দেবসেনার প্রণয়বিষয়ে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না।

অষ্টমত, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে পার্বতী চরিত্রটি গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হলেও *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে তেমন গুরুত্ব পায়নি। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রথম সর্গে হিমালয়ের বিভূতি বর্ণন, মেনকার সাথে হিমালয়ের বিবাহ বর্ণন, মৈনাকজন্ম, পিতৃ কর্তৃক শিবনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগী পার্বতীর হিমালয় ও মেনকার কন্যা রূপে পুনর্জন্ম লাভ, পার্বতীর নামকরণ, শরীরশোভা বর্ণনা, যৌবনলাভ, হিমালয়গৃহে নারদাগমন, শিব-পার্বতী বিবাহ বিষয়ে কথোপকথন, পার্বতী কর্তৃক শিবের তপস্যা ও পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়ের বিন্দুমাত্রও *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে দেখা যায়নি।

নবমত, উভয় মহাকাব্যের ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কুমারসম্ভব-মহাকাব্য	শ্লোক সংখ্যা
উপজাতি	১।১, ৩।১, ৭।১, ৯।১, ১১।১, ১২।১, ১৩।১
শার্দূলবিক্রীড়িত	১৫।৫৩
পুষ্পিতাগ্রা	৪।৪৬
বংশস্থবিল	১৪।১
বসন্ততিলক	৫।৮৫-৮৬, ১৭।১
মন্দাক্রান্তা	১০।৬০
মালিনী	১।৬০, ২।৬৪ ৭।৯৩-৯৪
রথোদ্ধতা	৮।১
হরিণী	১৬।১-৪৯

কুমারবিজয়-মহাকাব্য	শ্লোক সংখ্যা
অনুষ্টুভ	১১।৭২
ইন্দ্রবজ্রা	৪।১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৭, ২৭, ৬।১, ২১
উপজাতি	৪।১-৪০, ৬।১-৩২, ৮।৭৯
উপেন্দ্রবজ্রা	৪।১-১০, ১২, ১৩, ১৮-২৫, ২৮, ২৯, ৩২, ৬।৬১
ঔপছন্দসিক	১।১, ৮, ৪২, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৭২, ৭৫
দ্রুতবিলম্বিত	৯।১-৩১
রথোদ্ধতা	২.৪, ৮
বসন্ততিলক	২.৪০-৪৪, ৪।৪১-৭৮, ৯।৫৩-৬৯, ১০।২১-৭৫, ১১।৪৮-৬৮, ৭৪
বিয়োগিনী	১.২-৭, ৯-৪১, ৪৩-৫৩, ৫৫-৫৭, ৬০-৬৪, ৬৬-৭১, ৭৩
শার্দূলবিক্রীড়িত	৬।৭৩, ৪৭-৫০
স্রগ্ধরা	৫।৭৭, ৭।৫৫-৬০, ৭১, ৯।৩২-৩৭, ১১।৩৭-৪৫
হরিণী	১১।৭৩

❖ উভয় মহাকাব্যে প্রযুক্ত অলংকার -

কুমারসম্ভব-মহাকাব্য	শ্লোক সংখ্যা
তুল্যযোগিতা	১।২
স্বভাবোক্তি	১।৫৬, ২।৬৪
নিদর্শনা	১।৩৩, ২।২৩
উপমা	২।২
কাব্যলিঙ্গ	১।৪৮

ব্যতিরেক	১।৪৩
উৎপ্রেক্ষা	৫।২৫, ১০।৬০
সমাসোক্তি	৩।২৯, ৩।২৫,
রূপক	৩।৩০
অর্থান্তরন্যাস	৩।২৮
প্রতিবস্তূপমা	৩।২১
পরিণাম	১।১৪

*কুমারবিজয়বম*হাকাব্য	শ্লোক সংখ্যা
তুল্যযোগিতা	১০।৮
স্বভাবোক্তি	৬।২৬-২৮
উপমা	৬।১, ৮।৩
কাব্যলিঙ্গ	৯।৫৬, ২।৪৭
ব্যতিরেক	১১।৬৮
উৎপ্রেক্ষা	৫।১৮
রূপক	১০।৬০, ১।৯
অর্থান্তরন্যাস	৯।৫৭
পরিকর	২।৬২

দশমত, *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার। এই মহাকাব্যে সম্ভোগশৃঙ্গার ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার উভয় প্রকার শৃঙ্গাররসের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে কয়েকটি শ্লোকে হর-পার্বতীর কোমল এবং কঠোর রতি ক্রীড়ার বর্ণনার দ্বারা সম্ভোগশৃঙ্গারের বর্ণনা বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।[১২২]

পঞ্চম সর্গের একটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়, মাঝরাতে পার্বতীর ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর শিবের বিরহে রাত্রি যাপন করছেন। এখানে শিবের প্রতি পার্বতীর বিরহ প্রকাশ পেয়েছে, তাই বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার হয়েছে।[১২৩]

কুমারসম্ভব মহাকাব্যকে অনুসরণ করে *কুমারবিজয়* মহাকাব্য রচিত হলেও যেহেতু কুমারের বিজয় প্রধান আলোচ্য বিষয়, সেহেতু কবি শৃঙ্গাররসের স্থলে বীররসকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। দেবাসুরের সংগ্রামে কুমারের বীরত্ব প্রদর্শিত হয় -

পৃথ্বীং বিজিত্য চ বিজিত্য চ বারি জিত্বা
বহ্নিং বিজিত্য চ সমীরণমেষ দিব্যঃ।
সূনুঃ শিবস্য চকমেঽম্বরমেকমেব
জেতুং দিশাং তনুতলাম্বরমুজ্জ্বলাঙ্গঃ।।[১২৪]

অর্থাৎ কুমার জল, অগ্নি, অম্বর জয় করেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর বীরত্ব প্রকাশ পাওয়া যায়। ফলে এখানে বীররস হয়েছে।

একাদশত, কাব্যের উৎকর্ষের কারণ হল গুণ। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার, এছাড়াও করুণ ও শান্ত রসের প্রধান্য, সহজবোধ্য ও অর্থগম্যের জন্য প্রসাদগুণ দৃষ্ট হয়। এই গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরদ্যুতি।
লক্ষ্ম লক্ষীং তনোতীতি প্রতীতিসুভগং বচঃ।।[১২৫]

উদাহরণ যথা -

ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ।
বেদ্যং চ বেদিতা চাঽসি ধ্যাতা ধ্যেয়ং চ যৎপরম্।।[১২৬]

দ্বাদশত, *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে প্রধান রস বীর হলেও, শান্ত রসের প্রধান্য, সহজবোধ্য ও অর্থগম্যের জন্য প্রসাদগুণ দৃষ্ট হয়। কৌশিকী ও আরভটী বৃত্তির প্রয়োগের সরল বর্ণনা পাওয়া যায়।

অপি চ ন খলু কৌশিকী হি তুভ্যং

রুচিরতয়া প্রতিভাতি সর্বদৈব।

অথ যদি ভজসে ত্বমার্ভটীং বা

লঘু যদি সাত্বিকাং, শ্রয়াহদ্য তাং হি ।।[১২৭]

ত্রয়োদশত, *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য সমস্ত গুণের আধার হওয়ায় বৈদর্ভী রীতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। অনুরূপভাবে *কুমারবিজয়* মহাকাব্যেও সমস্ত গুণের সম্ভার থাকায় বৈদর্ভী রীতি দৃষ্ট হয়। এর লক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য বামন তাঁর *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি* গ্রন্থে বলেছেন -

সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী।।[১২৮]

উভয় মহাকাব্যের সর্বত্র বৈদর্ভী রীতির প্রয়োগ থাকায় উদাহরণ অপ্রয়োজনীয়, কারণ বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে বহু উদাহরণ প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং উভয় মহাকাব্যেকে আলংকারিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে ছন্দ, অলংকার, গুণ, রীতির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু কেবলমাত্র অঙ্গীরস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের অঙ্গীরস শৃঙ্গার কিন্তু *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যের অঙ্গীরসরূপে বীররস পরিলক্ষিত হয়।

৩.৪. উভয় মহাকাব্যের কুমার চরিত্রের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা :

উভয় মহাকাব্যে উভয় মহাকবি এই চরিত্রটিকে প্রাচীন এবং আধুনিক আঙ্গিকে বর্ণনা করার প্রয়াস করেছেন। উক্ত আলোচনা থেকে কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরিত্রের যে গুণগুলি প্রকটিত হয়েছে, সেগুলি নিম্নে বর্ণিত -

প্রথমত, কুমার জন্ম থেকেই তেজস্বী ছিলেন। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের দশম সর্গে দর্শিত হয়েছে যে, কৃত্তিকাগণ চন্দ্রের কিরণের ন্যায় গর্ভ ত্যাগ করলে সেই গর্ভ সহস্র সূর্য্যের থেকেও অধিক প্রখর তেজযুক্ত হয়েছিল এবং তাঁর ছয়টি মুখ দ্বারা ব্রহ্মাকেও স্পর্ধা দেখাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কুমার জন্ম থেকেই তেজস্বী ছিলেন। কুমারকে বাল্যকালে শিবের ষাঁড় ও দুর্গার মহিষের সাথে ক্রীড়া করতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, কুমার শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে কুমার মাত্র ষষ্ঠ দিবসেই বৃদ্ধি লাভ করে শাস্ত্র ও শস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন।

তৃতীয়ত, তিনি অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র মহাদেবের নিকট কুমারকে দেবসেনাপতি রূপে প্রার্থনা করেন এবং তাঁর নির্দেশে কুমার তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এখান থেকে কুমারের পিতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থত, কুমার বালক হলেও ভীষণ সাহসী ছিলেন। তারকাসুরের ভয়ে স্বর্গে প্রথম কে প্রবেশ করবেন তা নিয়ে দেবতাগণ ইতস্ততবোধ করলে কুমার সকলের অগ্রগামী হয়ে স্বর্গে পদার্পণ করেন। এখান থেকে তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, তিনি বিনয়ী ছিলেন। দেবলোকে প্রবেশ করার পর কাশ্যপমুনি, অদিতি, শচীমাতা সহ অন্যান্য দেবাঙ্গনাদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এর থেকে তাঁর বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে মাত্র ছয় দিবসীয় কুমারের পরিচয় লব্ধ হয়। এই বয়সে তিনি এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে পরশুরামও তাঁর সাথে যুদ্ধ করার দুঃসাহস করেননি। দেবতাগণ তারকের নাগপাশের ন্যায় বাণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়লে কুমারকে স্মরণ করেন এবং কুমারের দৃষ্টিনিক্ষেপ মাত্রই তাঁদের বন্ধন মুক্তি ঘটে। এখান থেকে তার অলৌকিক শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়।

সপ্তমত, তিনি কেবলমাত্র বীর ছিলেন না তিনি বাক্ পটুও ছিলেন তাঁর পরিচয় যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার ও তারকাসুরের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়।

অষ্টমত, কুমার সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন বাণ প্রয়োগে পারদর্শী ছিলেন তার পরিচয় যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকি। দেবতাগণ তারকাসুরের বাণের দ্বারা জ্বলতে থাকলে কুমার জলীয় বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করে তা শান্ত করেন এবং অন্তিমে শক্তি নামক অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা তারকাসুরকে বধ করেন।

অপরদিকে *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে প্রাপ্ত কুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি হল -

প্রথমত, তিনি দেখিয়েছেন যে মাতা পার্বতী কুমারকে এমন ভাবে বড় করেছিলেন যে কুমার সকল নারীগণ কুমারকে লাভ করতে ইচ্ছা করতেন। অর্থাৎ এখান থেকে কুমার যে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন তা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, কুমার অত্যন্ত সুন্দর হলেও তিনি তার মায়ের পছন্দের এবং মায়ের ন্যায় কন্যা দেবসেনাকে বিবাহ করেন এখান থেকে তার মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পার্বতীয় দেবসেনা কে নিজের কন্যার ন্যায় মনে করতেন। এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, কুমার দেবসেনার মধ্যে সকল বন্ধুদের দর্শন করতে সুতরাং উভয়ের মধ্যে কখনো প্রেমাভাব ঘটেনি অর্থাৎ তিনি একজন যথার্থ প্রেমিক তথা পতি ছিলেন। আবার কুমার দেবসেনাকে যুদ্ধ এবং ব্যূহ রচনা শেখাতেন সুতরাং কুমার যুদ্ধ এবং ব্যূহ রচনায় পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা এখান থেকে পেতে পারি। কুমারের বিবাহ দেবসেনার সঙ্গে সম্পন্ন হলেও তার কুমারতা ব্রততে কোন হানি ঘটেনি।

চতুর্থত, কুমার অদ্ভুত ছিলেন এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র পঞ্চদিবসেই তিনি যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

পঞ্চমত, দেবসেনা কুমারকে যুদ্ধে সাহায্য করেন, যেমনভাবে বাতাসের সাহায্যে অগ্নিশিখা তৃণরাশিকে জ্বালাতে সক্ষম হন। কুমার ছিলেন বালক কিন্তু তারক ছিলেন বয়স্ক এবং শক্তিশালী, তা সত্ত্বেও কুমার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এখান থেকে তার নির্ভিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ষষ্ঠত, কুমারের নিকট দিব্যবান থাকার সত্ত্বেও তিনি তারককে আত্মশক্তিতে বধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অর্থাৎ কুমার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তা বলা যায়। তারক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করলে সমুদ্রে জল বিন্দুর ন্যায় কুমারের শরীরে তা বিলীন হয়ে যেত। আবার জলীয় অস্ত্র প্রয়োগ করলে তাও কুমারের শরীরে অগ্নি থাকার কারণে শুকিয়ে যেত। অর্থাৎ কুমার একদিকে যেমন অগ্নি আধার অন্যদিকে জলাধারও ছিলেন। এই মহাকাব্যে বলা হয়েছে হর-পার্বতীর বিরহে তারকের জন্ম এবং তাদের মিলনের যে ক্ষণ সেই ক্ষণেই তারকের বিনাশ নিশ্চিত হয়।

সপ্তমত, বহু পুরাণ কুমারকে অগ্নিপুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এর প্রতিফলন *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করতে সক্ষম ছিলেন, তাই কবি তৃতীয় স্বর্গে কুমারের অগ্নিমূর্তির স্তুতি করেছেন। এই স্বর্গে কুমারকে ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তৃতীয় সর্গে বলা হয়েছে ময়ূর সর্বভক্ষণ করেন এবং বহুবর্ণ যুক্ত হলেও তা কুমারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল কুমার ছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাষী এবং তার মুখে সর্বদা স্মিত হাস্য বর্তমান থাকত।

অষ্টমত, অষ্টমূর্তি শিবের অংশ বিশেষ কুমার ছয়টি মুখ অষ্টাদশ নেত্র এবং দুটি হস্ত দ্বারা সুশোভিত ছিলেন।

নবমত, তিনি প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানতেন তাই তিনি যোগী।

দশমত, দেবতাদের কথায় তিনি কখনো কখনো অসুররূপ ধারণ করতেন। কুমারের ব্যোমমূর্তিতে সূর্য, চন্দ্র ও সমগ্র তারামণ্ডল বর্তমান থাকত অর্থাৎ তিনি সবার আশ্রয়স্থল ছিলেন।

একাদশত, কুমার ছিলেন নাট্যের একজন উত্তম শ্রোতা। নাট্যের দ্বারা বিকার উৎপন্ন হলেও তিনি ছিলেন নির্বিকার। এককথায় তিনি ছিলেন সংযমী এবং রসিক। ত্রিলোকের রম্য, ভব্য, অত্যুত্তম শ্রী তথা সৌভাগ্যজনক যা কিছু সব শিবের পুত্র কার্তিকেয়ের শরীরে পরিণতি পেয়েছিল।

সুতরাং বলা যায়, কুমার কার্ত্তিকেয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি উভয় মহাকাব্যে প্রায় একই, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সনাতনকবি স্বকীয়তা দেখানোর প্রয়াস করেছেন। তাঁর মতে কুমার ছিলেন অজর, অমর, যোগী, সংযমী, নাট্য শ্রোতা, রসিক। যা পাঠককুলের কাছে সমাদৃত ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে।

❖ উপসংহার :

সংস্কৃতসাহিত্যের সুবৃহদাংশ হল মহাকাব্যসাহিত্য। মহাকবি কালিদাস রচিত অন্যতম মহাকাব্য হল *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য। এই মহাকাব্যে 'কুমার' শব্দের দ্বারা কুমার কার্ত্তিকেয় এবং 'সম্ভব' শব্দের অর্থ 'জন্ম', অর্থাৎ 'কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম'। এই মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম ও তারকাসুরবধ বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। এই মহাকাব্যটি ৪২০খ্রি. - ৪৫০খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত

হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অন্যদিকে বিশ-শতকের সংস্কৃতকবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যকে অনুসরণ করে স্বকীয় প্রতিভা প্রকাশ তথা প্রক্ষিপ্তাংশের অলৌকিকতা ও অসঙ্গতি নিবারণের প্রয়াসে *কুমারবিজয়* মহাকাব্য রচনা করেছেন। *কুমারবিজয়* নাম থেকে অবগত হয় যে 'কুমার' অর্থাৎ কুমার কার্ত্তিকেয় এবং 'বিজয়' অর্থাৎ তারকাসুরবিজয়। যেহেতু অধিকাংশ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের রচনা। বিদ্যাধর ও মল্লিনাথ প্রভৃতি টীকাকারগণ অষ্টমসর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করে পরোক্ষভাবে এই মতকে সমর্থনও করেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট হয় যে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রক্ষিপ্তাংশ সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারেনি, সেই কারণেই শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় একাদশ সর্গবিশিষ্ট *কুমারবিজয়* মহাকাব্য রচনার প্রয়াস করেছেন এবং তার সাথে এই মহাকাব্যের অন্তিম সর্গে কবি *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের প্রক্ষিপ্তাংশের স্থলে *কুমারবিজয়* মহাকাব্যকে বিদ্বৎজনদের দ্বারা সংযোজনের কথা বলেছেন-

একাদশীং তু সর্গাণাং কুমারবিজয়াখ্যায়া।
কুমারসম্ভবে বিজ্ঞা যোজযন্তুযত্তরার্ধতঃ।।[১২৯]

উভয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ও আলংকারিক বিশ্লেষণের তুলনাত্মক অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের কুমারের সম্ভব থেকে বিজয়ে উত্তরণের যে প্রয়াস, তা স্বার্থক এবং বিদ্বৎজনগ্রাহ্য হয়েছে।

❖ উল্লেখপঞ্জী :

১. *কুমারসম্ভব,* ১/১।

২. অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎপরং সাহথ বয়ঃ প্রপেদে।।
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সূর্যাশুভির্ভিন্নমিবাহরবিন্দম্।
বভুব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নবযৌবনেন।। *তদেব,* ১/৩১-৩২।

৩. *তদেব,* ১/৫০।

৪. অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা
নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাং চোপনেত্রী।

গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী

নিয়মিতপরিখেদাতচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ।। *তদেব,* ১/৬০।

৫. জয়াশা যত্রচাঽস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতাঽর্চিষা।

হরিচক্রেণ তেনাঽস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবাঽর্পিতম্।। *তদেব,* ২/৪৯।

৬. *তদেব,* ২/৫৬-৫৭।

৭. অথ স ললিতয়োষিদ্ভূলতাচারুশৃঙ্গং

রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।

সহচরমধুরহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ

শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা।। *তদেব,* ২/৬৪।

৮. তব প্রসাদাৎকুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।

কুর্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।। *তদেব,* ৩/১০।

৯. *তদেব,* ৩/৬৬।

১০. *তদেব,* ৩/৭১-৭২।

১১. সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংহরম্ভভীত্যা

দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।

সুরগজ ইব বিভ্রৎপদিমনীং দন্তলগ্নাং

প্রতিপথগতিরাসীদ্ বেগদীর্ঘোকৃতাঙ্গঃ।।*তদেব,* ৩/৭৬।

১২. *তদেব,* ৪/৩৯-৪০।

১৩. অথ মদনবধূরূপপ্লবান্তং ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।

শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্।। *তদেব,* ৪/৪৬।

১৪. তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।

নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা।।*তদেব,* ৫/১।

১৫. কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্।

দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।। *তদেব,* ৫/১৬।

১৬. *তদেব,* ৫/৪৫।

১৭. বরার্থে তপশ্চৈদ্বে তিষ্ঠতু তপ এব তৎ।

রত্নন্তু গ্রহীতারং বৈ ন পৃচ্ছতি গ্রহীষ্যতি।। *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ১৩/১৮।

১৮. উবাচ চৈন্যং পরমার্থতো হরং ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মদাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।। *কুমারসম্ভব,* ৫/৭৫।

১৯. *তদেব,* ৫/৮৬।

২০. অদ্য প্রভৃতি তে দাসস্তপোভিঃ প্রেমনির্ভরৈঃ।

ক্রীতোঽস্মি তব সৌন্দর্য্যাৎ ক্ষণমেকং যুগায়তে।। *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ১৪/৭২।

২১. *কুমারসম্ভব,* ৬/৮৪।

২২. মেনে মেনাপি তৎসর্বং পত্যুঃ কার্যমভীপ্সিতম্।

ভবন্ত্যব্যভিচারিণ্যো ভর্তুরিষ্টে পতিব্রতাঃ।।*তদেব,* ৬/৮৬।

২৩. পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ।

কমপরবশং ন বিপ্রকুর্যুর্বিভুমপি তং যদমী স্পৃশন্তি ভাবাঃ।। *তদেব,* ৬/৯৫।

২৪. ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।

ব্রীড়্রাদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে সন্ন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ।। *তদেব,* ৭/৬৭।

২৫. *তদেব,* ৭/৮৫-৮৬।

২৬. নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং

বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাক্ষেপমীশঃ।

অপি শয়নখীভ্যো দত্তবাচঙ্কথঞ্চিৎ

প্রমথমুখবিকারৈহসিয়ামাস গূঢ়ম্।। *তদেব,* ৭/৯৫।

২৭. ভাবসচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং চাটুমৎক্ষণবিপ্রয়োগকাতরম্।

কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তথা তয়োঃ প্রেম গুঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্।।

তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্।

সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী সোঽপি তন্মুখরসৈকবৃত্তিভাক্।। *তদেব,* ৮/১৫-১৬।

২৮. *তদেব,* ৮/৭৯-৮০।

২৯. সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ

শতমগদৃতূণাং সার্ধমেকা নিশেব।

ন তু সুরতসুখেভ্যশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভুব

জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ।। *তদেব,* ৮/৯১।

৩০. *তদেব,* ৯/৯-১০।

৩১. প্রভো প্রসীদাশু সৃজাত্মপুত্রং যং প্রাপ্য সেনান্যমসৌ সুরেন্দ্রঃ।

স্বর্লোকলক্ষ্মীপ্রভুতামবাপ্য জগৎত্রয়ং পাতি তব প্রসাদাৎ।।

স শঙ্করস্তামিতি জাতবেদোবিজ্ঞাপনামর্থবতীং নিশম্য।

অভূতৎপ্রসন্নঃ পরিতোষয়ন্নি গীর্ভির্গিরীশা রুচিরাভিরীশম্।।*তদেব,* ৯/১১-১২।

৩২. *তদেব,* ৯/১৬।

৩৩. ইতি গিরিতনুজাবিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিরেষ তোষিতঃ সন্।

অমৃতকরশিরোমণির্গিরীন্দ্রে কৃতবসতির্ব্রশিভির্গণৈর্ননন্দ।। *তদেব,* ৯/৫২।

৩৪. দেবী ভাগীরথী পূর্বং ভক্ত্যাস্মাভিঃ প্রতোষিতা।

নিমজ্জতস্তবোদীর্ণং তাপং নির্বাপয়িষ্যতি।। *তদেব,* ১০/২৪।

৩৫. *তদেব,* ১০/৫৯।

৩৬. তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং

তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভিনভোগর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।

স্বৈস্তেজোভির্দিনপতিশতস্পর্ধমানৈরমানৈ-

র্বক্ত্রৈঃ ষড্ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্ধয়েবাজনীব।। *তদেব,* ১০/৬০।

৩৭. দেবি ত্বমেবাস্য নিদানমাস্তে সর্গে জগন্মঙ্গলগানহেতোঃ।

সত্যং ত্বমেবেতি বিচারয়স্ব রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্।। *তদেব,* ১১/১১।

৩৮. *তদেব,* ১১/১২-১৩।

৩৯. ইতি বহুবিধং বালক্রীড়াবিচিত্রবিচেষ্টিতং

ললিতললিতং সান্দ্রানন্দং মনোহরমাচরন্।

অলভত পরাং বুদ্ধিং ষষ্ঠে দিনে নবযৌবনং

স কিল সকলং শাস্ত্রং বিবেদ বিভুর্যথা।। *তদেব,* ১১/৫০।

৪০. ততঃ কুমারং কনকাদ্রিসারং পুরন্দরঃ প্রেক্ষ্য ধৃতাস্ত্রশস্ত্রম্।

মহেশ্বররোপান্তিকবর্তমানং শত্রোর্জয়াশাং মনসা ববন্ধ।। *তদেব,* ১২/২৫।

৪১. *তদেব,* ১২/৫৪-৫৫।

৪২. অসুরযুদ্ধবিধৌ বিবুধেশ্বরে পশুপতৌ বদতীতি তমাত্মজম্।

গিরিজয়া মুমুদে সুতবিক্রমে সতি ন নন্দতি কা খলু বীরসূঃ।।

সুরপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়ং বীরং কুমারমুমাপতে-

বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগঞ্জনভঞ্জনম্।

জগাদভয়দং সদ্যঃ প্রাপ্য প্রমোদপরোঽভবদ্

ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা ন হি মাদ্যতি।।*তদেব,* ১২/৫৯-৬০।

৪৩. *তদেব,* ১৩/২-৩।

৪৪. সকলবিবুধলোকঃ স্রস্তনিঃশেষশোকঃ

কৃতরিপুবিজয়াশঃ প্রাপ্তযুদ্ধাবকাশঃ।

অজনি হরসুতেনানন্তবীর্যেণ তেনা-

খিলবিবুধচমূনাং প্রাপ্য লক্ষ্মীমনূনাম্।। *তদেব,* ১৩/৫১।

৪৫. প্রয়াণকালোচিতচারুবেষভৃদ্বজ্রং বহন্পর্বতপক্ষদারণম্।

ঐরাবতং স্ফাটিকশৈলসোদরং ততোঽধিরুহ্য দ্যুপতিস্তমন্বগাৎ।। *তদেব,* ১৪/৫।

৪৬. *তদেব,* ১৪/৫১।

৪৭. অরিষ্টমাঙ্ক্ষ্য বিপাকদারুণং নিবার্যমাণোঽপি বুধৈর্মহাসুরঃ।

পুরঃ প্রতস্থে মহতাং বৃথা ভবেদসদ্-গ্রহান্ধস্য হিতোপদেশনম্। *তদেব,* ১৫/২৬।

৪৮. *তদেব,* ১৫/৩৩-৩৪।

৪৯. অস্ত্রপ্রয়োগখুরলীকলহে গণানাং

সৈন্যৈর্বৃতোঽপি জিত এব ময়া কুমারঃ।

এতাবতাপি পরিরভ্য কৃতপ্রসাদঃ

প্রাদাদিমং প্রিয়গুণো ভগবানগুরুর্মে।।

যেনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবানপ্রচণ্ড-

শ্চণ্ডীপতিস্ত্রিভুবনেষু গুরুঃ প্ররূঢ়।

তেনৈব তারকরিপোর্বিজয়ার্জিতেন

দীপ্তিং গতা পরশুরাম ইতি শ্রুতিস্তে।। *মহাবীরচরিত,* ২/৩৪-৩৫।

৫০. সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপততো বেলামতিক্রামতো

বৃন্দারাসুরসৈন্যসাগরযুগস্যাশেষদিগ্ব্যাপিনঃ।

কালাতিথ্যভুজো বভুব বহলঃ কোলাহলঃ ক্রোষণঃ।

শৈলোত্তালতটীবিঘট্টনপটুর্ব্রহ্মাণ্ডকুক্ষিম্ভরিঃ।। *কুমারসম্ভব,* ১৫/৫৩।

৫১. *তদেব,* ১৬/২৬।

৫২. ইতি সুরারিপুর্বৃত্তে যুদ্ধে সুরাসুরসৈন্যয়ো

রুধিরসরিতাং মজ্জদ্দন্তিব্রজেষু তটেষ্বলম্।

অরুণনয়নঃ ক্রোধাদ্ভীমভ্রমদ্ভ্রুকুটীমুখঃ

সপদি ককুভামীশানভ্যাগমৎস যুযুৎসয়া।। *তদেব,* ১৬/৫১।

৫৩. দৃষ্টিপ্রতাপ্রপাতবশতোঽপি পুরারিসূনো-

স্তে নাগপাশঘনবন্ধবিপত্তিদুঃখাৎ।

ইন্দ্রাদয়ো মুমুচিরে স্বয়মস্য দেবাঃ

সেবাং ব্যধুর্নিকটমেত্য মহাজিগীষোঃ।। *তদেব,* ১৭/৭।

৫৪. *তদেব,* ১৭/১৩-১৬।

৫৫. দৈত্যাধিরাজ ভবতা যদবাদি গর্বাৎ।

তৎসর্বমপ্যুচিতমেব তবৈব কিন্তু।

দ্রষ্টাস্মি তে প্রবরবাহুলং বরিষ্টং

শস্ত্রং গৃহাণ কুরু কার্মুকমাততজ্যম্।। *তদেব,* ১৭/১৭।

৫৬. *তদেব,* ১৭/৪৯-৫০।

৫৭. ইতি বিষমশরারেঃ সূনুনা জিষ্ণুনাজৌ।

ত্রিভুবনবরশল্যে প্রোদ্ধৃতে দানবেন্দ্রে।

বলরিপুরথ নাকস্যাধিপত্যেং পদদ্য।

ব্যজয়ত সুরচূড়ারত্নধৃষ্টাগ্রপাদঃ।। *তদেব,* ১৭/৫৫।

৫৮. *তদেব,* ১৫/৩৪।

৫৯. *কুমারবিজয়,* ১/৪-৭।

৬০. তত্র মাহেশ্বরং ধাম সঞ্চক্রাম হবির্ভুজঃ।

গঙ্গায়ামুত্তরঙ্গায়ামন্তস্তাপবিপদ্ধৃতিঃ।।

কৃশানুরেতসো রেতস্যাদৃতে সরিতা তয়া।

নিশ্রক্রাম ততঃ সৌখ্যং হব্যবাহো বহন্বহু।। *কুমারসম্ভব,* ১০/৩৮-৩৯।

৬১. ততঃ শরবণে সার্ধং ভয়েন ব্রীড়্যা চ তাঃ।

তদ্গর্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্গৃহানভিনির্যযুঃ।।

তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং

তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভিনভোগর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।

স্বৈস্তেজোভির্দিনপতিশতস্পর্ধমানৈরমানৈ-

র্বক্ত্রৈঃ ষড্ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্ধয়েবাজনীব।। *তদেব,* ১০/৫৯-৬০।

৬২. *কুমারবিজয়,* ১/৩৩-৩৪।

৬৩. ইত্যগ্নিনা ঘনতরেন ততোঽভিভূতং

তদ্দেবসৈন্যমখিলং বিকলং বিলোক্য।

সস্মেরবক্ত্রকমলোঽম্বকশক্রসূনু-

র্বাণাসনেন সমধত্ত স বারুণাস্ত্রম্।। *কুমারসম্ভব,* ১৭/৪০।।

৬৪. শিবয়া বিরহী শিবো যদা শিবতঃ কিংচ শিবা স হি ক্ষণঃ।

অসুরঃ খলু তারকঃ ক্ষিতঃ স হি জাতস্তু যদা কুমারকঃ।। *কুমারবিজয়,* ১/৬২।

৬৫. এতদেব জলতারকং যুগং বিদ্যুদস্তি যদিয়ং জলাত্মজা।

অত্র সংগণক-শক্তিবন্ধুরা কাপি হন্ত নিয়তিঃ সমিন্ধতে।। *তদেব,* ২/১০।

৬৬. তারকস্য ননু রক্ষসোঽন্তকস্তারকোঽস্তি মনুজো হি, যো যমান্।

আশ্রয়ত্যথ চ চেতসঃ শ্লথান্ ব্যাতৃণেঢ় খলু সংজ্বরজ্বরান্।। *তদেব,* ২/১৩।

৬৭. *তদেব,* ২/২১-২২।

৬৮. অথ যদি ভবিতা ন সা সচেষ্টাসুতবিঘস-ব্রত-কর্মণি প্ররূক্ষে।

জহি বিঘসনমেব জাগরূকং ভুজযুগলে তনয়স্য তস্য শত্রোঃ।। *তদেব,* ২/৬১।

৬৯. ইয়ং ভগবতঃ কৃপা ননু কৃপীটয়োনেস্তব

প্রবিশ্য জঠরং স্থিতৌ ভবসি বিশ্ববৈশ্বানরঃ।

যদন্ধ উপধীয়তে ত্বয়ি বিপাচ্য তন্নৈকধা।

বিসর্পয়সি শোণিতাদ্যখিল-ধাতুভাবেন যৎ।। *তদেব,* ৩/১৪।

৭০. *তদেব,* ৩/২৮।

৭১. বিকসিতনয়নাঃ সুরা অভুবন্নসুরবিনাশমনোরথৈকনদ্ধাঃ।

ত্রিনয়নসুতহাস্যমীক্ষমাণা জনয়তি সান্ত্বনমাস্যহাস্যমেব।। *তদেব,* ৩/৭১।

৭২. শ্রীমান্ হনুমান্ যদি বিশ্বজেতা প্রজ্ঞাবতাং প্রাগ্রহরশ্চ জাতঃ।

তৎ পাবমানিত্বফলং হি যস্মাৎ পিতাস্য বায়ুঃ পবমানসংজ্ঞঃ।। *তদেব,* ৪/৭।

৭৩. অষ্টাদশাক্ষশ্চ ষড়াননশ্চ দেবঃ স বাহ্বোর্দ্বয়মেব শক্তীঃ।

সর্বা দধানং ভৃশমাবভাসে বাহ্বোর্দ্বয়োরেব বলং বলং যৎ।। *তদেব,* ৪/২৬।

৭৪. *তদেব,* ৪/৪১।

৭৫. *তদেব,* ৪/৫০।

৭৬. ততো ব্রজন্নন্দননামধেয়ং লীলাবনং জম্ভজিতঃ পুরস্তাৎ।

বিভিন্নভগ্নোদ্ধৃতশালসঙ্ঘং প্রেক্ষাঞ্চকার স্মরশত্রুসূনুঃ।।

সুরদ্বিষোপপ্লুতমেবমেতদ্বনং বলস্য দ্বিষতো গতশ্রি।

ইত্থং বিচিন্ত্যারূণলোচনোঽভূদ্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখঃ স কোপাৎ।। *কুমারসম্ভব,* ১৩/৩৩-৩৪।

৭৭. ত্বং ব্রহ্মণি স্থিরতমেঽসি কৃতাধিবাসো

জানাসি ন ক্ষরণমস্যজরোঽমরশ্চ।

মারং ত্বমিষ্টিপশুমারমলং নিপাত্য

সংমারয়ন্নভিমতো দয়িতোত্তমোঽসি।। *কুমারবিজয়,* ৪/৫৯।

৭৮. অস্যা ন কিঞ্চিদপি দুষণমস্তি

শক্তং স্প্রষ্টং বপুঃ সততমেব হি তদ্বিশুদ্ধয়ৈ।

বদ্ধোদ্যমাঃ পশুপতিপ্রভৃতি-প্রকর্ষ-

সীমাতিলঙ্ঘিতিরতাঃ প্রভবো বিভান্তি।। *তদেব,* ৫/১২।

৭৯. *তদেব,* ৫/৪৬।

৮০. স্কন্দস্য তস্য বিততেঽলিকচত্বরে যজ্

জার্গার্ত্তি কিঞ্চন মহঃ ক্ষমতে তদেব।

শক্রন্ সমানপি দৃশৈব বিহন্তুমেতান্

কন্তারকাসুরমুখান্ প্রতি শস্ত্রপাতঃ।। *তদেব,* ৫/৫৩।

৮১. *তদেব,* ৫/৭৭।

৮২. *তদেব,* ৬/৬।

৮৩. একো গুহঃ সকলতত্ত্বসমন্বয়ো যস্

তং তারকাখ্যমসুরং বত জগ্মিবান্ যঃ।

সংবিপ্লবী বিপুলশক্তিবিভূতিযোগী

যোগীশ্বরোঽপি বত মারমুখং বিবেশ।।*তদেব,* ৬/৬৮।

৮৪. *তদেব,* ৬/৭৪।

৮৫. জ্ঞানপ্রদীপেন তমোপহেনাবিনশ্বরেণাস্খলিতপ্রভেণ।

ভূতং ভবদ্ভাবি চ যচ্চ কিঞ্চিৎসর্বজ্ঞ সর্বং তব গোচরং তৎ।। *কুমারসম্ভব,* ১২/৪৪।

৮৬. নাট্যং চ যজ্ঞ ইতি চাভিধয়া যুতানাং

নাস্ত্যেব কশ্চিদপি হন্ত ফলেষু ভেদঃ।

যন্মঙ্গলং দধাতি বেদবচাংসি যজ্ঞে।

তত্রৈব জাগ্রতিতরাং ভুবি নাট্যভেদাঃ।। *কুমারবিজয়,* ৭/৪১।

৮৭. *তদেব,* ৭/৫৬।

৮৮. ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ।

ক্বচিদ্ধাস্য ক্বচিদ্ যুদ্ধং ক্বচিৎকামঃ ক্বচিদ্বধঃ।। *নাট্যশাস্ত্র,* ১/১০৭।

৮৯. *কুমারবিজয়,* ৭/৭১।

৯০. *তদেব,* ৮/৮-৯।

৯১. স স্থাবরোঽভুৎ সততং য আসীৎ সঞ্চারশীলঃ ষড়্তুপ্রসূতিঃ।

কালোঽপি তস্মিন্ সময়ে মহার্হে পর্ব্বোপমানে খলু সাঽস্তি সিদ্ধিঃ।। *তদেব,* ৮/৭৮।

৯২. যা বৈ কলাপরিভুজির্নহি সংযমং সা।

বেভেত্তি, বেত্তি পরমং তু তয়া পুমাংসম্।

যঃ সংযমী স রসিকশ্চ পরাৎপরস্য

লালাঽনুরক্তি-পরিভুক্তি-কষায়িতশ্চ।। *তদেব,* ৮/৮৪।

৯৩. *তদেব,* ৯/১-৩।

৯৪. হরভবেন গুহেন হতোঽসুরঃ স খলু তারক ইত্যভিধানবান্।

হরভবেন তু তেন হি রক্ষিতং ত্রিয়মস্য চরাচরিতস্য বৈ।। *তদেব,* ৯/৯।

৯৫. ত্বয়্যেকস্মিন্ বিবক্ষাঽভ্যুদয়নময়তে ত্বং প্রবক্ষি ত্বদুক্তির্।

ব্রহ্মীভাবং প্রয়াতি ত্বয়ি কবিতরি নো কালদাসায়তেঽন্যঃ।

ত্বং ভাসস্ত্বং হি বাণো ভবসি চ ভবভুত্যাদিরূপস্ত্বমেব

ত্বং বৈ মাঘাদিরূপস্ত্বমসি চ ভগবন্ কোঽপি রেবাপ্রসাদঃ।। *তদেব,* ৯/৪৪।

৯৬. *তদেব,* ৯/৬৯-৭০।

৯৭. *কুমারবিজয়,* ১০/২-৪।

৯৮. পীতং পয়ঃ সুরভিগাত্রজমেকশুভ্রং

সংপদ্যতে কিমিতি তন্ ননু রক্তবর্ণম্।

রক্তঞ্চ যদ্ ভবতি তৎ কিমু পীতবর্ণং

যস্মাদপৈতি সৃমরঃ খলু কোপি বাতঃ।। *তদেব,* ১০/২১।

৯৯. বৈষম্যভাক্ষু বিষমত্বনিদানমন্যন্

নাস্ত্যেব কেবলমিমাং প্রবিহায় লীলাম্।

একমাত্রমথ সর্বসমানতাং চ

বিভ্রদ্ভিরত্র নটনং কিমু বা ক্রিয়তে।। *তদেব,* ১০/৫৭।

১০০. *তদেব,* ১০/৬৯-৭০।

১০১. ন বৈ সময়বন্ধনং কিমপি তত্র জাগর্ত্তকি

দিবানিশমনারতং প্রচলতি স্ম তত্রোৎসবঃ।

ন যত্র বপুষি শ্রমো মনসি চাভিষঙ্গচ্যুতিঃ

ক এষ খলু কাল ইত্যভিধয়াঽঞ্চিতঃ কশ্চন।। *তদেব,* ১১/১৯।

১০২. *তদেব,* ১১/৩৯।

১০৩. ত্বং তারকাসুরবিষপ্রশমে নদীষ্ণো

বৈদ্যোঽসি পাদযুগলীং তব যে প্রপন্নাঃ।

তেষাং কথং বিষভয়ং বিষবৈদ্যপার্শ্বে

পীযুষতাং ব্রজতি তচ্চ বিষং ভৃশং নুঃ।। *তদেব,* ১১/৫৪।

১০৪. *তদেব,* ১১/৬৪-৬৫।

১০৫. অথায়তিরপি প্রভাপরিবৃতা বভূবাস্য বৈ

জগৎত্রিতয়মূর্ত্তিনঃ পরিণতস্য বিশ্বস্য যৎ।

তদদ্য ভরতাবনেস্তলমভূৎ সমাশ্বসনাং

পরমুপগতং ক্ব বা ভবতি নৈব শান্তিঃ প্রিয়া।। *তদেব,* ১১/৭১।

১০৬. *তদেব,* ১১/৭২-৭৪।

১০৭. শ্রীনর্মদাপ্রসাদস্য জগন্নাথাত্মজস্য যঃ।

তৃতীয়ঃ সূনুরস্মেষ সনাতনকবিস্ত্বহম্।।

নাদনেরাভিধে গ্রামে নর্মদাম্বাতটস্থিতে।

লক্ষ্মীমাতুর্জনিং লেভে স এষোঽত্যন্তদুর্বিধঃ।।

গৌরীশঙ্করনামাসীজ্জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাথ মধ্যমঃ

রামনারায়ণাভিখ্যশ্চন্দানাম্নী স্বসা চ নঃ।। *তদেব,* কবিপরিচয়/১-৩।

১০৮. *তদেব,* কবিপরিচয়/৩৭।

১০৯. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য সম্পাদিত *কুমারসম্ভব* এর ভূমিকা অংশ।

১১০. *কুমারবিজয়,* পীঠিকা, ১৪।

১১১. যৎ কামধেনুপয় এতদথাস্তি কিঞ্চিদ্

যদ্ ভিন্নগোপয় উদিত্বরমাধুরীভিৎ।

তস্মিন্ দ্বয়ে ভবতু কস্যচনাপি ভোক্তু-

রৈক্যে মতিস্তু সতৃণাভ্যবহারভাজঃ।। *তদেব,* পীঠিকা, ২১।

১১২. *তদেব,* পীঠিকা, ৩১-৩৬।

১১৩. ছান্দগ্য-ঔপনিষদে বত দর্শনে যাম্

ওঁকারতামাভিলিলক্ষিষতি জ্ঞ এষঃ।

তামশ্বতাং চ বৃহদারণিকানয়ন্তো

ব্রহ্মাত্মনোরভিদমাকলয়ন্তি সন্তঃ।। *কুমারবিজয়,* ১১/৫৯।

১১৪. কাব্যপ্রকাশমাত্রস্য বিপর্যস্তস্য পাঠনম্।

সাহিত্যশাস্ত্রসেবায়াং সর্বস্বং ত্বদ্য মন্যতে।।

অনুমেয়ং ধ্বনীকৃত্বা তাণ্ডবং রচয়ৎস্বমী।

ভবামঃ কারকাপাতদক্ষিণাস্তু ঘনাগমাঃ।।*তদেব,* কবিপরিচয়, ২৪।

১১৫. পাণিপীণ্ডনবিধেরন্তরং শৈল্যরাজদুহিতুর্হরং প্রতি।

ভাবসাধ্বসপরিগ্রহাদভূৎকামদোহনমনোহরং বপুঃ।।

ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।

সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ।। *কুমারসম্ভব,* ৮/১-২।

১১৬. শিবয়ো রমণোৎসবো য আসীদ্ রমণার্থং ন স কেবলং বভুব।

মরণার্থমিদং তু তারকস্য বিধিমার্গেণ সনাতনাত্মনা।। *কুমারবিজয়,* ১/১।

১১৭. অয়ি জীবিতনাথ ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।

দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ হরকোপাঽনলভস্ম কেবলম্।।

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী।

বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা সমদুঃখামিব কুর্বতী স্থলীম্।। *কুমারসম্ভব,* ৪/৩-৪।

১১৮. অসূতঃ সদ্য কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাতৎপ্রভৃত্যেব সপল্লবানি।

পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীনাং সম্পর্কমাসিঞ্জিতনূপুরেণ।। *কুমারসম্ভব,* ৩/২৬।

১১৯. হিমাদ্রিকুক্ষাবৃতুরেক এব সমভ্যলোকি প্রথমানগাত্রঃ।

যস্মিন্ পৃথুন্যেব ভবন্তি বস্ত্রাণ্যভ্যর্হিতান্যেব শরীরভাজাম্।। *কুমারবিজয়,* ৮/৪৩।

১২০. *কুমারসম্ভব,* ১/১৬-১৮।

১২১. *কুমারবিজয়,* ১/২১-২৩।

১২২. যন্মুখ গ্রহণমক্ষততাধরং দত্তমব্রণপদং নখং চ যৎ।

যদ্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎপার্বতী বিষহতে স্ম নেতরৎ।। *কুমারসম্ভব,* ৮/৯।

১২৩. ত্রিভাবশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।

ক্ব নীলকণ্ঠ! ব্রজসীত্য লক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা।।*তদেব,* ৫/৫৭।

১২৪. *কুমারবিজয়,* ৫/১।

১২৫. *কাব্যাদর্শ,* ১/৪৫।

১২৬. *কুমারসম্ভব,* ২/১৫।

১২৭. *কুমারবিজয়,* ২/৬৫।

১২৮. *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১/২/১১।

১২৯. *কুমারবিজয়,* ১১/৭২।

বৈদিকসাহিত্যে, *রামায়ণ*-এ, *মহাভারত*-এ, বেশকিছু পুরাণে, *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের পরিচয় বিশেষভাবে দৃষ্ট হলেও আরও কিছু সংস্কৃত পদ্যকাব্যে, গদ্যকাব্যে, গল্পসাহিত্যে, স্তোত্রকাব্যে, কোষকাব্যে, পুঁথিসাহিত্যে যেমন মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* নাটকে, মহাকবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে, মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে, *বিক্রমোর্বশীয়* ত্রোটকে, *মেঘদূত* গীতিকাব্যে, মহাকবি শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে, মহাকবি ভবভূতির *মহাবীরচরিত*, গদ্যকার সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্য, মঙ্গলকবির *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিকাব্যে, গল্পকার সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর, স্তোত্রার্ণব* নামক স্তোত্রগ্রন্থে, আধুনিককালের সংস্কৃত কবি গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদকের *চোরচত্বারিংশীকথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থে, বিলসদ প্রস্তর শিলালেখতে ও হবিষ্ক-যৌধেয়দের কিছু মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়। এগুলি নিম্নে আলোচিত -

৪.১. মহাকবি ভাসের রচনায় চৌরদেবতা স্কন্দ :

মহাকবি ভাস কালিদাস পূর্ববর্তীযুগের একজন প্রথিতযশা কবি। তাঁর সময়কাল নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও খ্রিষ্টীয় প্রথম শতককেই অনেকেই স্বীকার করেছেন। মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতিশাস্ত্রী দক্ষিণভারতের ত্রিবান্দ্রামের মনলিক্করনাথমে একটি তালপাতার পুঁথিতে তেরোটি নাটক আবিষ্কার করেন। নাটকগুলি হল - বাল্মীকীয়-*রামায়ণ* অবলম্বনে *প্রতিমা, অভিষেক,* বৈয়াসিক-*মহাভারত* অবলম্বনে *কর্ণভার, উরুভঙ্গ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, পঞ্চরাত্র, মধ্যমব্যায়োগ,* প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে *অবিমারক, চারুদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্ত* এবং *হরিবংশপুরাণ* অবলম্বনে *বালচরিত* রচিত। উক্ত নাটকগুলি মহাকবি ভাসের রচনা বিষয়ে বহু পণ্ডিতগণ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তবে শাস্ত্রী মহাশয় নাটকগুলি ভাসের রচনা বলে মনে করেন।

৪.১.১. মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* রূপকে কুমার কার্ত্তিকেয় :

মহাকবি ভাসের রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম *চারুদত্ত* নাটকে রাত্রে সিঁদ কেটে চুরি করার সময় শর্বিলক খরপট নামক দেবতার স্তুতি করেছেন।

নমঃ খরপটায়। নমো রাত্রিগোচরেভ্যঃ দেবেভ্যঃ।[১]

অর্থাৎ রাত্রিতে বিচরণকারী খরপটদেবকে প্রণাম জানাই। একইভাবে শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকেও চুরি করার পূর্বে স্কন্দের নাম করা হয়েছে, যেটি অনেক পরবর্তীকালে। তাই অনুমান করা যেতে পারে কুমার কার্ত্তিকেয় পূর্বে খরপট নামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে স্কন্দ নামে পরিচিত হন। সুতরাং তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্য দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা বলা যেতে পারে।

৪.২. মহাকবি অশ্বঘোষের রচনায় কুমার কার্ত্তিকেয় :

কালিদাস পূর্ববর্তী যুগের মহাকবিদের মধ্যে অশ্বঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় প্রথম - দ্বিতীয় শতক। তাঁর রচনা গুলি হল - *বুদ্ধচরিত, সৌন্দরানন্দ, সূত্রালংকার, মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদ, বজ্রসূচী, গাণ্ডীস্তোত্রগাথা* প্রভৃতি।

৪.২.১. *বুদ্ধচরিত*-মহাকাব্যে কুমার স্কন্দ :

মহাকবি অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত*-মহাকাব্যের প্রথমসর্গে ষণ্মুখের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের জন্মের পর শক্যরাজ এতটাই আনন্দিত হন, তাঁকে ষণ্মুখের জন্মের পর আনন্দিত শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ভবনমথ বিগাহ্য শক্যরাজো ভব ইব ষণ্মুখজন্মনা প্রতীত।

ইদমিদমিতি হর্ষপূর্ণবক্ত্রো বহুবিধপুষ্টিযশস্করং ব্যধত্ত।।[২]

অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জন্মের পর শিব যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন, তেমন শক্যরাজ রাজভবনে প্রবেশ করেই শিবের ন্যায় আনন্দিত হয়ে পুত্রের পুষ্টিকারক, যশকর কর্ম করালেন। উক্ত শ্লোকটির মধ্য দিয়ে কুমার কার্ত্তিকেয় যে শিবের পুত্র ছিলেন তা মহাকবির কাব্যে প্রতিফলিত

হল। শুধু তাই নয় কুমারের জন্মের পর শিবের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস শক্যরাজের মধ্য দিয়ে পাঠক সমাজের সম্মুখে তিনি তুলে ধরেছেন।

৪.৩. মহাকবি কালিদাসের রচনায় হর-পার্বতীতনয় কুমার :

সংস্কৃতসাহিত্যতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মহাকবি কালিদাস। তাঁর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠশতকে বর্তমান ছিলেন। তিনি মোট সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন, দুটি মহাকাব্য *রঘুবংশ, কুমারসম্ভব*। তিনটি রূপক *অভিজ্ঞানশকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়*। দুটি খণ্ডকাব্য *মেঘদূত* ও *ঋতুসংহার* ।

৪.৩.১. *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয় :

যেহেতু *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুরবধাদি বিষয়ে পূর্বেই তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে অলোচিত হয়েছে, সেহেতু এখানে এবিষয়ে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

৪.৩.২. *বিক্রমোর্বশীয়*-ত্রোটকে কুমার কার্ত্তিকেয় :

বিক্রমোর্বশীয়-ত্রোটকের চতুর্থাঙ্কে ঊর্বশী লতাতে পরিণত হওয়ার পর তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে রাজা বিক্রম একটি মণির সাহায্যে দেখতে পেলেন। তারপর ঊর্বশী তাঁর রাগের জন্য রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অনন্তর রাজা তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তিনি কেমন করে বিরহিতা ছিলেন? প্রত্যুত্তরে ঊর্বশী জানান তিনি মনে মনে জানতে পেরেছিলেন। তখন রাজা প্রশ্ন করেন সে কেমনভাবে সম্ভব? অনন্তর তিনি কুমার কার্ত্তিকেয়ের কুমারব্রতের কথা বলেছেন -

ঊর্বশী - শৃণোতু মহারাজঃ। পুরা ভগবতা মহাসেনেন শাশ্বতং কুমারব্রতং গৃহীত্বা অকলুষো নাম গন্ধমাদনকচ্ছোঽধ্যাসিতঃ। কৃতা চ স্থিতিঃ।(সংস্কৃত অনুবাদ)

রাজা - কীদৃশী।

ঊর্বশী - যা কিল স্ত্রী ইমং দেশং আগমিষ্যতি সা লতাভাবেন পরিণতা ভবিষ্যতি। কৃতশ্চ শাপান্তঃ গৌরীচরণরাগসম্ভবং মণিং বর্জয়িত্বা লতাভাবং ন মোক্ষ্যতীতি। ততোঽহং গুরুশাপসম্মূঢ়হৃদয়া

বিস্মৃতদেবতানিয়মা স্ত্রীজনপরিহরণীয়ং কুমারবনং প্রবিষ্টা। প্রবেশানন্তরঞ্চ কাননোপান্তবর্তিলতাভাবেন পরিণতং মে রূপম্।(সংস্কৃত অনুবাদ)[৩]

অর্থাৎ ভগবান কুমার কার্ত্তিকেয় চিরকালের জন্য কুমারব্রত গ্রহণ করে গন্ধমাদন প্রান্তে অকলুষ নামক স্থানে যখন শাশ্বত কৌমারব্রত ধারণ করে অধ্যাসিত হয়েছিলেন, সেই সময় তিনি নিয়ম করেন যে, যে কোন স্ত্রী এই প্রদেশে আসবে, সে লতাভাবে পরিণত হবে, আর গৌরীর চরণ-রাগজনিত মণি ভিন্ন কোনরূপে সেই লতাভাব যাবে না। কিন্তু তিনি তা গুরু-শাপে মোহিত-হৃদয় হয়ে দেবতা-নিয়ম বিস্মৃত হয়েছিলেন, তাই তিনি কন্যাগণ পরিহরণীয় সেই কুমারবনে প্রবেশ করে কাননের প্রান্তস্থিত একটি লতাভাবে পরিণত হয়েছিলেন।

সুতরাং কুমার কার্ত্তিকেয়ের দেবসেনা ও বল্লী নামক দুইজন স্ত্রী থাকার সত্ত্বেও তিনি কুমারব্রত ধারণপূর্বক পূর্ণজীবন অতিবাহিত করেছিলেন তার প্রমাণ মহাকবি কালিদাস উর্বশীর উক্তির মধ্য দিয়ে পাঠকসমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

৪.৩.৩. *মেঘদূত* গীতিকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয় :

মহাকবি কালিদাস তাঁর *মেঘদূত* গীতিকাব্যে মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনাকালে মেঘকে দেবগিরিতে গমন করতে বলেছেন এবং সেখানে ভগবান কার্ত্তিকেয় সর্বদা অবস্থান করেন। মেঘকে পুষ্পমেঘের রূপ ধারণ করে আকাশগঙ্গার জলে পুষ্পরাশি সিক্ত করে, পুষ্প বর্ষণে তাঁকে স্নান করানোর জন্য অনুরোধ করেছেন এবং সঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- দেবরাজ ইন্দ্রের সেনার রক্ষার জন্য চন্দ্রশেখর শিব সূর্য্য তেজকেও অতিক্রমকারী যে তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, সেই তেজ স্কন্দরূপে আবির্ভূত হয়েছিল।[৪]

যক্ষ আরো বলেন কার্ত্তিকেয়ের বাহন হল ময়ূর, বর্ষাকালে মেঘের গুরু গুরু শব্দ শুনলে পেখম তুলে নাচতে শুরু করেন। ময়ূরের পালক আপনা থেকেই যখন মাটিতে খসে পড়ত, তখন দেবী ভবানী সেই পালক সযত্নে সস্নেহে নিজের কর্ণভূষণ করতেন। ময়ূরের চোখের প্রান্তভাগ শিবের মস্তকে থাকা চন্দ্রের কিরণে ধোয়া বলে স্বচ্ছ। মেঘকে তিনি পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হওয়ায়

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গর্জনের দ্বারা ময়ূরকে নাচানোর জন্য অনুরোধ করেছেন। এভাবে কার্ত্তিকেয়কে আরাধনা করে দেবগিরি ত্যাগ করার এবং তারপর সেখানে স্থিত নদীরূপে পরিণতা রন্তিদেবের গোমেধজন্য কীর্ত্তিকে সম্মানিত করার জন্য অবতরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন ।

জ্যোতর্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্শা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূররং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ।।
আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্।।[৫]

মহাকবি কালিদাস শৈব ছিলেন। তিনি শিবের ভক্ত হওয়ার কারণে হয়ত স্কন্দের বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি *কুমারসম্ভব*-মহাকাব্যে এবং *মেঘদূত*-গীতিকাব্যে স্কন্দের জন্মবৃত্তান্ত তথা তাঁর বাসস্থান বিষয়ে নিপুণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪.৪. শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে চৌরাচার্য কার্ত্তিকেয় :

মহাকবি কালিদাসের পরবর্তীকালের অন্যতম কবি হলেন শূদ্রক। তাঁর দুটি বিখ্যাত রচনা হল *মৃচ্ছকটিক* ও *পদ্মপ্রাভৃতক*। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠশতক। *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে দেখিয়েছেন যে, শর্বিলক চারুদত্তের গৃহে সিঁধ কাটার পূর্বে উপাস্য দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিককেয়কে স্মরণ করেছেন -

প্রথমেতৎ স্কন্দপুত্রাণাং সিদ্ধিলক্ষণম্। অত্র কর্মপ্রারম্ভে কীদৃশমিদানীং সন্ধিমুৎপাদয়ামি। ইহ খলু ভগবতা কনকশক্তিনা চতুর্বিধঃ সন্ধ্যুপায়ো দর্শিতঃ।[৬]

সিঁধ কাটার পর প্রবেশ করার পরেও শর্বিলক বরদাতা কুমার কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম জানিয়েছেন। এছাড়াও কনকশক্তি ব্রহ্মণ্যদেব দেবব্রতকে, ভাস্কর নন্দীকে এবং তাঁর প্রথম গুরু যোগাচার্যকে প্রণাম জানিয়েছেন, যিনি তাঁকে প্রথম যোগতিলক দিয়েছিলেন।[৭]

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে মূলত স্কন্দকে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা ও চোরদের দেবতারূপে দেখানো হয়েছে। যা তাঁকে এক ভিন্ন পরিচয়ে ভূষিত করে।

৪.৫. মহাকবি ভারবির রচনায় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় :

মহাকবি কালিদাস পরবর্তীকালে আনুমানিক সপ্তমশতকের অন্যতম মহাকবি ভারবি। তাঁর রচিত একমাত্র মহাকাব্য *কিরাতার্জুনীয়*। এই মহাকাব্যে মোট অষ্টাদশ সর্গ পাওয়া যায়। এর পঞ্চদশসর্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় -

কিরাত(শিব) ও অর্জুনের যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অর্জুনের ভয়ে দেবসৈন্যদের পালাতে দেখে তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মনে মনে কিছুটা ক্ষুন্ন হয়ে, সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নানা উৎসাহবাণী প্রদান করে যুদ্ধোন্মুখ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন - যুদ্ধ ছেড়ে এভাবে পালানো ঠিক নয়। দেবতাদেরও পরাজিত করতে সমর্থ প্রমথসৈন্য হয়েও তাঁরা অন্যরকম আচরণ করে নিজেদের খ্যাতিকে নষ্ট করছেন কেন ? এই তপস্বী(অর্জুন) দানবও নয়, নাগরাজও নয়, বা পর্বতাকৃতি কোন রাক্ষসও নয়, তিনি অনায়াসে জেয় উৎসাহী রজোগুণপ্রধান এক মানুষ মাত্র। তাঁর কাছে বেগে চলবার রথ নেই, ঘোড়া নেই, গজও নেই, পদাতিক সৈন্যও। তোমরা স্বর্গে ভয়ঙ্কর দৈত্যদের মেরে তাড়িয়েছ। সে-কথা কিভুলে গেলে। শত্রুর দিকে পিঠ দেখানো ক্লীবতাপন্ন তোমাদের প্রভু (শিব) ঠিক তেমন করেই রক্ষা করতে চান, যেমন স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি নানা বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দেবসৈন্যদের পুনরায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নাসুরোঽয়ং ন বা নাগো ধরসংস্থো ন রাক্ষসঃ।
না সুখোঽয়ং নবাভোগো ধরণিস্থো হিরাজসঃ।।

মন্দমস্যন্নিষুলতাং ঘৃণয়া মুনিরেষ বঃ।

প্রণুদত্যাগতাবজ্ঞং জঘনেষু পশুনিব।।

ন নোননুন্নো নুন্নোনু নানা নানাননা ননু।

নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেন্নো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ।।

বরং কৃতধ্বদ্দতগুণাদত্যতমগুণঃ পুমান্।

প্রকৃত্যা হ্যমণিঃ শ্রেয়ান্নালঙ্কারশ্চ্যুতোপলঃ।।

স্যন্দনা নো চতুরগাঃ সুরেভা বাবিপত্তয়ঃ।

স্যন্দনা নো চ তুরগাঃ সুরেভাবা বিপত্তয়ঃ।।

ভবদ্ভিরধৃনারাতিপরিহাপিতপৌরুষৈঃ।

হ্রদৈরিবাকনিষ্পীতৈঃ প্রাপ্তঃ পঙ্কো দুরুত্তরঃ।।

বেত্রশাককুজে শৈলেঽলেশৈজেংকুকশাত্রবে।

যাত কিং বিদিশো জেতুং তুঞ্জেশো দিবি কিংতয়া।[৮]

কুমার কার্ত্তিকেয় যে একজন প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন তার পরিচয় এই *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়। তিনি একজন প্রকৃত নেতা ছিলেন, যিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেবসৈন্যদের উৎসাহ প্রদানের মধ্য দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এখান থেকে তাঁর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪.৬. মহাকবি ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকে মহাবীর কার্ত্তিকেয় :

মহাকবি কালিদাসের পরবর্তীকালীন সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবি হলেন মহাকবি ভবভূতি। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ ও মাতার নাম জাতুকর্ণী। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতক। তিনি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর রচনাগুলি হল - *মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব* প্রভৃতি। মহাকবি ভবভূতির *মহাবীরচরিত* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। এখানে রামচন্দ্র

পরশুরামের অস্ত্রশক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন - পরশুরাম সাঁইত্রিশ জন রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিরুদ্ধেও বিজয়লাভ করেছিলেন। অশ্বমেধযজ্ঞ করে কাশ্যপকে সদ্বীপা দান করেন, সমুদ্র দ্বারা ভূমি লাভ করেন এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন।[৯]

মহাবীরচরিত-এর দ্বিতীয়াঙ্কে হরধনু ভগ্নানন্তর ক্রুদ্ধ পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছেন-

ন ত্রস্তং যদি নাম দূতকরুণাসংতানশান্তাত্মন-
স্তেন ব্যারুজতা ধনুর্ভগবতো দেবাদ্ভবানীপতেঃ।
তৎপুত্রস্তু মদান্ধতারকবধাদ্বিশ্বস্য দত্তোৎসবঃ
স্কন্দঃ স্কন্দ ইব প্রিয়োঽহমথবা শিষ্যঃ কথং ন শ্রুতঃ।।[১০]

অর্থাৎ যিনি পরম পুরুষ ভগবান ভবানীর ধনুকে ভয় পান না, যিনি শান্তিময় আত্মার সন্তানদের প্রতি করুণাময়, তাঁর প্রতিও ভীত নন। তাঁর পুত্র স্কন্দ যিনি অহংকারী তারকাসুরকে হত্যা করে বিশ্বকে আনন্দোৎসব প্রদান করেছিলেন, সেই স্কন্দের মতো প্রিয় শিষ্যের কথা কি শ্রবণ করেননি। এখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে উক্ত বাক্য প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কুমারের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন।

অনন্তর তিনি জানালেন যে, সৈন্যবেষ্টিত কুমারকে জয় করে কিভাবে পরশুরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন সেই বৃত্তান্ত -

অস্ত্রপ্রয়োগখুরলীকলহে গণানাং
সৈন্যৈর্বৃতোঽপি জিত এব ময়া কুমারঃ।
এতাবতাপি পরিরভ্য কৃতপ্রসাদঃ
প্রাদাদিমং প্রিয়গুণো ভগবানগুরুর্মে।।
যেনৈব খণ্ডপরশুর্ভগবানপ্রচণ্ড-
শ্চণ্ডীপতিস্ত্রিভুবনেষু গুরুঃ প্ররূঢ়ঃ।

তেনৈব তারকরিপোর্বিজয়ার্জিতেন

দীপ্তিং গতা পরশুরাম ইতি শ্রুতিস্তে।।[১১]

অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগে দক্ষ সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হলেও কুমারকে জয় করে শিব কর্তৃক হরধনু লাভ করেছিলেন, যার দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের গুরু হয়েছিলেন এবং কুমারের উপর জয় লাভ করে দীপ্তি লাভ করে পরশুরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

এই নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে জামদগ্ন্য বিশাখের তিনটি তীরের চিহ্ন দ্বারা আবৃত বক্ষের কথা বলেছেন। যে বক্ষে তিনি রামকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।[১২] মহাকবি ভবভূতি কুমারের বিশেষ পরিচয় প্রদান না করলেও পরশুরাম কর্তৃক কুমারের পরাজয় ও পুরস্কার রূপে হরধনু লাভের মধ্য দিয়ে দেবসেনাপতি কুমারের শক্তির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এই কাহিনী মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে দৃষ্ট হয় কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে পরশুরাম একুশজন ক্ষত্রিয় রাজার রক্তপান করলেও কুমারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস পাননি, এবিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দৃষ্ট হয়। তবে অনুমান করা যায় কুমারের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ না করেই শিবভক্ত হওয়ার জন্য তাঁকে জয় করেছিলেন।

৪.৭. সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* নামক গদ্যকাব্যে শিবপুত্র কার্ত্তিকেয় :

গদ্যকাব্যকারদের মধ্যে আচার্য দণ্ডী, বাণভট্ট, সবন্ধুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* নামক গদ্যকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাঁর সময়কাল খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বলে মনে করা হয়।

বাসবদত্তা নামক গদ্যকাব্যে সূর্য্যদেবের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁকে কুমারের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে কুমার যেমন তারককে সংহার করেছিলেন, সূর্য্য তেমন তারাদের সংহার করেছিলেন।

...কুমার ইব সংহৃততারকে.....।[১৩]

সুবন্ধু আর্য কন্দর্পকেতুর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কুমারের ময়ূরের সঙ্গে তাঁর রূপের তুলনা করেছেন -

....কুমারময়ূর ইব সমারুঢ়শরজন্মা...।[১৪]

সুবন্ধুর রচনার মধ্যে তেমনভাবে কুমারের পরিচয় না পাওয়া গেলেও সমকালীন সমাজে তারকাসুরের সংহারকরূপে কুমার প্রসিদ্ধ ছিলেন তা বলা যায়।

৪.৮. মঙ্গলকবির *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিগ্রন্থে ষণ্মুখ কুমার :

মঙ্গল কবির লেখা গ্রন্থ হল *ষণ্মুখকল্প*। তবে তাঁর পুঁথি আকারে লেখা অপ্রকাশিত গ্রন্থকে পুরিপ্রিয়া কুণ্ড মহাশয়া উদ্ধার এবং প্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। কুমার কার্ত্তিকেয় চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা চৌর্যকলা নামক বিদ্যা বিষয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দান করলেও তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ণ করেননি, গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল। তাই মঙ্গলাচার্য নামক কবি সেই বিদ্যা রক্ষার্থে পুঁথি আকারে এটিকে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করেন। মঙ্গলকবির বিষয়ে অধিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। তিনি প্রারম্ভে ষণ্মুখ কুমারকে নমস্কার জ্ঞাপন করে নমস্কারাত্মক মঙ্গলাচরণের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটি প্রারম্ভ করেছেন। অনন্তর বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হয়েছে। যেমন অন্তর্নিহিত হওয়ার উপায়, পলায়ন করার উপায়, তালা খোলার উপায়, গৃহস্থকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার উপায়, বশীকরণ, নাগাবাহন প্রভৃতি। এছাড়াও স্কন্দাবার দিবস অর্থাৎ কার্ত্তিকপূজার দিন পরসৈন্যকে জড়ীভূত করা ও রক্তপটাসাধন প্রণালী ও তার উপকরণসমূহ বিষয়ে বলা হয়েছে। কেউ যদি অন্তর্ধান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে তাঁকে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে -

ওঁ অঞ্জনি ২ সদ্দেনাগচ্ছ ২ ওঁ ভূ স্বঃ স্বাহা //

উদকসপ্তবার পরিজাপ্য আকাশে ক্ষিপেৎ//

ময়ূর সাহয়িত্বা স্বয়ম্ এবা খণ্মুখা আগচ্ছতি যম্ ইচ্ছন্তি তম্ বর দদাতি//

তেন সহ অন্তর্দ্ধানং//-প্রজানতি//ময়ূরচন্দ্রিকা সিখে বধ্যান্ন কেনচিৎ দৃশ্যতে //

বাদ্ধো ন নিগডলোহেন কৃত্তিকানক্ষত্রাদিত্য -বারযোগেন সর্ব্বাঙ্গলক্ষণোপেতং //

সর্ব্বপ্রহরনৌদ্যন্তং//[১৫]

উক্ত মন্ত্র জপের দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করে আকাশে জল নিক্ষেপ করতে হবে। এর দ্বারা কার্ত্তিকেয় স্বয়ং ময়ূর সহযোগে আগমন করেন, তাঁর নিকট যে বর প্রার্থনা করা হয়, সেই বর প্রদান করেন। ময়ূরের পালক চুলে বা শিখায় বাঁধলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, লৌহশৃঙ্খলে বাঁধতে পারবেনা। আদিত্যবারে কৃত্তিকা-নক্ষত্র যোগে এই প্রক্রিয়া করলে সিদ্ধি হয়। কার্ত্তিকেয়কে দ্বাদশবার আবাহন করে তাঁর সম্মুখে সাধনকর্ম করতে হবে।

দৃষ্টিবন্ধন করতে চাইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে -

ওঁ মহাসেনায় বিদ্মহে কুমারায় ধীমহে ত নো গ্রহ প্রচোদয়াৎ স্বাহা।[১৬]

উক্ত মন্ত্রটি শতবার জপের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে চতুর্দিকে ধূলো নিক্ষেপ করতে হবে, এর ফলে দৃষ্টিস্তম্ভন হবে।

স্কন্দাবারদিবসে ঊষাকাল পর্যন্ত গৃহস্থকে সুপ্ত রাখতে চাইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে -

ওঁ নমো ভগবতো রুদ্রায় তদ্ যথা অজগরে সতে সুপ্তো পেয়ং মাসো যথা//
কুম্ভকর্ণ্ণ যথা সুপ্ত সতমাস যশ্ চ অম্বরং এবম্ এব গ্রহীতস্যমি সর্ষপ
চাহতো যথা//ওঁ হনি মোহজম্ভনি সর্বসত্ব ষয়য়তি স্বাহা//
দেবাঙ্গপুষ্প পঞ্চাঙ্গকুণ্ডভস্মঞ্চ পটা বধ্বা
দহেৎ ধূপয়োষ্ট্রাতি সর্ব্বস্কন্দাবারং রাজান স্তম্ভয়তি //স্বপন্তি চ //[১৭]

উক্ত মন্ত্র জপ করে দেব অঙ্গের পুষ্প ও পঞ্চাঙ্গ কুণ্ডের ভস্ম কাপড়ে বেঁধে পোড়ানোর পর সেই ধোঁয়া আঘ্রাণ করাবেন। অনন্তর গৃহস্থ কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘুমিয়ে যাবেন।

শত্রুসেনা ভঙ্গ করতে চাইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতে হবে -

ওঁ নমঃ কুমারাধিপতয়ে মাতৃগ্রহজেষ্টে অন্তরীকৃচর দেবদেব ন।[১৮]

রাজাদের বশীকরণ করতে চাইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে -

ওঁ ষট্মুখায় রাজানাং বসীকুরু স্বাহা।[১৯]

মন্ত্র দ্বারা রক্তবর্ণের পূজামণ্ডল স্থাপিত করে তার উপর রক্তচন্দন দিয়ে অগ্নিসম্মুখে সাধনা পূর্বক প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও গুগ্গুলু দ্বারা সহস্রবার হোম করতে হবে। এর দ্বারা রাজা বশীভূত হবেন। অশুভ গ্রহের প্রকোপ দূর করতে হলে নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করতে হবে -

ওঁ নমে অনন্তকরায় সর্ববিধিপূজিতায় মহাসেনায় রক্তাঙ্গায় কৃতিকাসুতায় আধি আবেস দষ্টম্ অদষ্টম্ বা গৃহীতম্ বা আবিস ২ সীঘ্র প্রতিস সরীরং মুঞ্চ ২ কুমারক স্বাহা।[২০]

মন্ত্রের দ্বারা গুগ্গুলু ধূম শতবার অভিমন্ত্রিত করে ধূপ দিতে হবে। এর ফলে অশুভ গ্রহের প্রকোপ নষ্ট হবে। স্কন্দের আবাহন মন্ত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে -

ওঁ নমঃ শ্রীখবাহনায় প্রবর্ণ্ণদণ্ডায় ষট্মুখায় কৃত্তিকাসুতায় রক্তপতাকায় শক্তঘন্টহস্তায় স্কন্দায় অজিতায় অমোঘায় অপরাজিতায় স্কন্দায় নমো নমঃ স্বাহা।[২১]

এছাড়াও মাতৃহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী ও অন্যান্য পাপকারীদের উপায়স্বরূপ বলা হয়েছে -

ওঁ স্ত্রীহৃদয় ওম্ আয়ান্তু ভগবান্ দেবেসুরসেনাপতি যক্ষসেনাপতি বিনায়কসেনাপতি এহ্যহি ২ আগচ্ছ ২ স্বাহা।[২২]

উক্ত মন্ত্র দ্বারা কার্ত্তিকেয়কে আবাহন করবেন, অনন্তর 'ওঁ ভদ্রসেনায় তিষ্ঠ স্বাহা'[২৩] এই মন্ত্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাবেন এবং 'দেবসেনায় গুমু ২০০'[২৪] এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অর্ঘ প্রদান করবেন। অনন্তর 'ওঁ সুষুপরিতো স্বাহা'[২৫] মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা পুষ্প প্রদান করবেন এবং 'ওঁ পবাজায়ত ত্বং পতীচ্ছ স্বাহা'[২৬] বলে গন্ধদ্রব্য দেবেন। অন্তিমে 'ওঁ দেবসেনাবিষরথ ২ স্বাহা'[২৭] মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বিসর্জন দেবেন।

এই গ্রন্থের অন্তিমে মঙ্গলাচার্য বিভিন্ন গুটিকা নির্মাণের বিষয়ে বলেছেন। যেমন - 'ওঁ নমো হরিণি ভ্রম বিভ্রমনী স্বাহা'[২৮] - মন্ত্র জপের দ্বারা উটের চোখ, হাতির চোখ, ঘোড়ার চোখ,

মোরগের রক্ত দ্বারা মিশিয়ে গুটিকা বা বড়ি তৈরী করে সেটি মুখে ধারণ করলে বিশ্বরূপ অর্থাৎ নানারূপ ধারণ করতে পারবেন, সকল স্ত্রীলোকের শক্তি হবে। বিষনাশের উপায় স্বরূপ বলা হয়েছে - 'ওঁ মহাময়ূরা হরিণী স্বাহা'[২৯] মন্ত্র জপের দ্বারা শুক্রের চোখ, বকের চোখ, কপিঞ্জল অর্থাৎ চাতকের বা তিত্তির পাখির চোখ গিরিকর্ণিকা অর্থাৎ পাথরের টুকরোর সাথে সংমিশ্রিত করে পায়রার রক্ত সহ গুটিকা বা বড়ি তৈরী করে সেটি মুখে রাখলে কালকূট বিষও কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা। একবার জপ করে প্রচুর জলপান করতে হবে, অন্য বস্তু ভক্ষণ করলে দ্বিগুণ জলপান করতে হবে।

কুমার যে চৌরশাস্ত্রের প্রণেতা তার পরিচয় *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে পাওয়া গেলেও এর অন্যতম প্রধান প্রমাণরূপে মঙ্গল কবির এই রচনাকে ধরে নিতে পারি।

৪.৯. কবি সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর* গল্পগ্রন্থে অগ্নি-গঙ্গা-রুদ্রতনয় :

গল্পসাহিত্য বহু প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত। প্রাচীনকালে মন্দবুদ্ধি রাজপুত্রদের শিক্ষা প্রদানের জন্য গল্পসাহিত্য রচনা করা হত। বিষ্ণুশর্মার *পঞ্চতন্ত্র,* নারায়ণ শর্মার *হিতোপদেশ,* গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা,* সোমদেবভট্টের *কথাসরিৎসাগর* প্রভৃতি।

সোমদেবভট্ট ছিলেন কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ এবং কাশ্মীররাজ অনন্তভট্টের সভাকবি। তাঁর পিতার নাম বামনভট্ট। তাঁর গ্রন্থ থেকে খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। এই কারণে তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। তিনি রাজমহিষী সূর্য্যমতীর চিত্তবিনোদনের জন্য বৃহৎকথা অবলম্বনে পৈশাচী ভাষায় আঠারো লম্বকে এবং একশত চব্বিশটি তরঙ্গে বিভক্ত বিশালাকার গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থ মোট চব্বিশ হাজার শ্লোক বিদ্যমান। এই গল্পগ্রন্থের তৃতীয় লম্বকে কুমারজন্ম নামক অংশে গল্পাকারে কথিত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে তারকাসুরের নিকট পরাজিত হয়ে দেবতাগণ শিবপুত্রের সেনাপতিত্ব প্রার্থনা করেন। এই কারণে পার্বতী পুত্রলাভ ও মদনদেবের পুনর্জ্জীবন লাভের জন্য তপস্যায় লিপ্ত হন।[৩০]

অনন্তর মহাদেব পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে এবং ইন্দ্রের অনুরোধে একান্তে পুত্র উৎপাদনের জন্য মিলিত হন। তারপর বহু বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তাদের সঙ্গম সমাপ্ত না হলে সৃষ্টি বিনাশের ভয়ে ব্রহ্মার আজ্ঞা নিয়ে হর-পার্বতীর মিলনে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য অগ্নিকে স্মরণ করেন। কিন্তু অগ্নি জানার পর শিবের ক্রোধ স্মরণ করে জলের নীচে লুকিয়ে যান, তারপর বহু সন্ধানের পর তাকে পাওয়া যায় এবং দেবতাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে শিব-পার্বতীর নিকট গমন করে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। তাঁদের সঙ্গমে বিঘ্ন ঘটার কারণে শিব দ্রুত সেই রেত অগ্নিতে স্থাপন করেন, কারণ পার্বতী সেই রেতধারণে অসমর্থ ছিলেন। অনন্তর শিবের নির্দেশে পার্বতী গণেশপূজা করেন, ফলে সেই শিবরেত গর্ভে পরিণত হয়।

গত্বা চ স্বোষ্মণা সোঽগ্নির্নির্বার্য সুরতাচ্ছিবম্।
শাপভীত্যা প্রণম্যাস্মৈ দেবকার্যং ন্যবেদয়ৎ।।
শর্বোঽপ্যারূঢ়বোগোঽগ্নৌ তস্মিন্বীর্যং স্বমাদধে।
তদ্ধি ধারয়িতুং শক্তো ন বহ্নিনার্ম্বিকাপি বা।।
ন ময়া তনয়স্ত্বত্তঃ সম্প্রাপ্ত ইতি বাদিনীম্।
খেদকোপাকুলাং দেবীমিত্যুবাচ ততো হরঃ।।
বিঘ্নোঽত্র তব জাতোঽয়ং বিনা বিঘ্নেশপূজনম্।
তদর্চয়ৈনং যেনাশু বহ্নৌ ন জনিতা সুতঃ।।[৩১]

অগ্নি এই গর্ভ ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা শিবের নির্দেশে সেই গর্ভ সুমেরুপর্বতের অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করেন। অনন্তর শিবের গণদের দ্বারা রক্ষিত সেই গর্ভ থেকে সহস্র বছর পর ছয়মুখ যুক্ত কুমারের জন্ম হয়। অনন্তর পার্বতীর দ্বারা নিযুক্ত কৃত্তিকাগণ কুমারকে স্তন্য পান করান। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তারকাসুরের দ্বারা তাড়িত হয়ে সুমেরু পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং অনান্য দেবতা ও ঋষিগণ কুমারের শরণে এলে কুমার তাঁদের রক্ষা করেন। ইন্দ্র ঈর্শাপরায়ণ হয়ে কুমারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে

কুমারের শরীর থেকে শাখ ও বিশাখ নামে দুই তেজস্বী বালক উৎপন্ন হয়। তখন শিব স্বয়ং উভয়কে যুদ্ধ থেকে বিরত করেন এবং কুমারকে জানান তারকাসুরকে হত্যা করার জন্য এবং ইন্দ্রকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জন্ম। অনন্তর ইন্দ্র শিবের নির্দেশে গণেশকে পূজা করে কুমারকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর খুব শীঘ্রই কুমার তারকাসুরকে বধ করলেন। দেবতাগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং পার্বতী নিজেকে পুত্রবতী মনে করলেন।

যোধয়ামাস গত্বা চ কুমারং স সমৎসরঃ।

তদ্বজ্রাভিহতস্যাঙ্গাৎ ষণ্মুখস্যোদ্বভূবতুঃ।

পুত্রৌ শাখবিশাখাখ্যবুভাবতুলতেজসৌ।।

সপুত্র চ তমাক্রান্তশতক্রতুপরাক্রমম্।

উপেত্য তনয় শর্বঃ স্বয়ং যুদ্ধাদবারয়ৎ।।

জাতোঽসি তারক হন্তুং রাজ্যং চেন্দ্রস্য রক্ষিতুম্।

তৎকুরুষ্ব নিজং কার্যমিতি চৈনং শশাস সঃ।।

ততঃ প্রণম্য প্রীতেন তৎক্ষণং বৃত্রবৈরিণা।

সৈনাপত্যাভিষেকোঽস্য কুমারস্যোপচক্রমে।।

স্বয়মুক্ষিপ্তকলশস্তব্ধবাহুরভূদ্যদা ।

তত শক্রঃ শুচমগাদথৈনমবদচ্ছিবঃ।।

ন পূজিতো গজমুখঃ সেনান্যং বাঞ্ছতা তয়া।

তেনৈষ বিঘ্নো জাতস্তে তৎকুরুষ্ব তদর্চনম্।।

তচ্ছুত্বা তত্তথা কৃত্বা মুক্তবাহুঃ শচীপতিঃ।

অভিষেকোৎসবং সম্যক্সেনান্যে নিরবর্ত্তয়ৎ।।

ততো জঘান নচিরাৎ সেনানীস্তারকাসুরম্।

ননন্দুঃ সিদ্ধকার্যশ্চ দেবা গৌরী চ পুত্রিণী।।[৩২]

সোমদেবভট্ট প্রাচীন কাহিনীকে অবলম্বন করে কুমারের জন্মবৃত্তান্ত ও তারকাসুরবধবৃত্তান্ত বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর, বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য পরিবলক্ষিত হয়, যা পূর্বে এই গবেষণা-সন্দর্ভের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কুমারের মহিমা প্রকাশে গণপতিদেব অর্থাৎ গণেশের প্রসঙ্গ আনায়ন করেছেন, যা পূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত *গণেশপুরাণ*-এর সঙ্গে সাদৃশ্য বর্তমান।

৪.১০. *স্তোত্রার্ণব* নামক স্তোত্রগ্রন্থে প্রভু কার্ত্তিকেয় :

স্তোত্র হল একধরণের গান যা সাধারণত কোন দেবতার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রার্থনা বা উপাসনার উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়ে থাকে। এই কাব্য সাধারণত গানের ন্যায় সুর করে পাঠ করতে হয়। বিংশ শতকে টি. চন্দ্রশেখরন্ সম্পাদিত *স্তোত্রার্ণব* নামক গ্রন্থে শ্রীসুব্রাহ্মণ্যস্তোত্রাণি নামক অংশে কুমার কার্ত্তিকেয়ের স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এই স্তোত্রগুলির মধ্যে প্রথম স্তোত্র হল শ্রীসুব্রাহ্মণ্যষট্ক। এই স্তোত্রে শরণাগতের আশ্রয়স্বরূপ শরবণে জন্মগ্রহণকারী, তারকাসুরধকারী কুমারকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছ। শরতের চাঁদের মতো ছয়টি মুখ এবং পদ্মফুলের মতো চোখযুক্ত, গিরিজার পুত্র, সমুদ্রের পুত্র, সোনালী চক্ষুধারী, ময়ূরপঙ্খীচূড়াধারী, ব্রাহ্মণপ্রিয়, ভক্তপ্রিয়, শাখ, বিশাখ, কুমারকে নমস্কার ও পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে চারিদিক থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা করা হয়েছে প্রথম ছয়টি মন্ত্রে। শেষ দুটি মন্ত্রে বলা হয়েছে কুক্কুটকেতুকে অনুসরণ করে যারা উক্ত ছয়টি মন্ত্র পাঠ ও পূজা করেন তাদের ভয় দূর হয়ে যায়। গঙ্গা-অগ্নিগর্ভ, শরবণজাত, জ্ঞানশক্তিযুক্ত, রুদ্রদেবস্বরূপ, কুমার, ব্রাহ্মণ, গুহ, সেনাপতি, তারকহত্যাকারী, ষণ্মুখ, সুব্রহ্মণ্য, গজমুখ ও ময়ূরধ্বজসহিত কুমারকে প্রণাম জানানো হয়েছে।

শরণাগতমাতুমাধিজিতং
করুণাকর কামদ কামহতম্।
শরকাননসম্ভব চারুরুচে
পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

হরসারসমুদ্রব হৈমবতী-

করুল্লবলালিত কম্রতনো।

মুরবৈরিবিরিঞ্চিমুদম্বুনিধে

পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

শরদিন্দুসমানষড়ানয়নায়া

সরসীরুহচারুবিলোচনয়া।

নিরূপাধিকয়া নিজবালতয়া

পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

গিরিজাসুত সায়কভিন্নগিরে

সুরসিন্ধুতনূজ সুবর্ণরুচে।

শিখিতোকশিখাবলবাহন হে

পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

জয় বিপ্রজনপ্রিয় বীর নমো

জয় ভক্তজনপ্রিয় ভদ্র নমো।

জয় শাখ বিশাখ কুমার নমঃ

পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

পরিতো ভব মে পুরতো ভব মে

পথি মে ভগবন্ ভব রক্ষ গতিম্।

বিতরাশু জয়ং বিজয়ং পরিতঃ

পরিপালয় তারকমারক মাম্।।

ইতি কুক্কুটকেতুমনুস্মরতাং

পঠতামপি ষণ্মুখষট্কমিদম্।

ভজতামপি নন্দনমিন্দুভৃতো

ন ভয়ং ক্বচিদস্তি শরীরভৃতাম্।।

গাঙ্গেয়ং বহ্নিগর্ভং শরবণজনিতং জ্ঞানশক্তিং কুমারং

ব্রহ্মণ্যং স্কন্দদেবং গুহমচলভিদং রুদ্রতেজঃস্বরূপম্।

সেনান্যং তারকঘ্নং গজমুখসহিতং কার্ত্তিকেয়ং ষডাস্যং

সুব্রহ্মণ্যং ময়ূরধ্বজরথসহিতং দেবদেবং নমামি।।[৩৩]

উক্ত শ্রীসুব্রাহ্মণ্যষট্ক নামক স্তোত্রে পৌরাণিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। কারণ উক্ত মন্ত্রগুলিতে গঙ্গা-অগ্নিগর্ভ, শরবণজাত, জ্ঞানশক্তিযুক্ত, রুদ্রদেবস্বরূপ, কুমার, ব্রাহ্মণ, গুহ, সেনাপতি, তারকহত্যাকারী, ষণ্মুখ, গজমুখ ও ময়ূরধ্বজসহিত প্রভৃতি নামে স্তুতি করা হয়েছে, এই নামগুলি পুরাণগুলিতে দৃষ্ট হয় কিন্তু সুব্রহ্মণ্য নামটি দক্ষিণভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

।। শ্রীসুব্রাহ্মণ্যস্তোত্র।।

এই গ্রন্থে কুমারবিষয়ে দ্বিতীয় স্তোত্র হল - শ্রীসুব্রাহ্মণ্যস্তোত্র। এই স্তোত্রের প্রারম্ভে ময়ূর বাহন ধারণকারী, ত্রিনয়নযুক্ত, বিচিত্রপোশাকে শোভিত শক্তি, বজ্র, তলোয়ার, ধনুক ও চক্রধারী শিবপুত্র, দেবতাদের অধিপতি স্কন্দকে ঈপ্সিত সিদ্ধি লাভের জন্য কুমারকে ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে। লাল অরুণকান্তি ধারণকারী, অলংকারধারণকারী, পদ্মফুলের ন্যায় কুক্কুট ও পাশধারী কুমাকরকে উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। ছয়টি মুখযুক্ত, চন্দনলেপনে উজ্জ্বল শোভিতাঙ্গ, দিব্যময়ূরধারণকারী, মহেশপুত্র, শিবপ্রিয়, কুষ্ঠরোগ নিরাময়কারী দেবতাদের গুরু পরমেশ্বর ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর নিকট আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে। অন্তিমে বলা হয়েছে তিনি অম্বিকাপুত্র এবং তাঁর ছয়টি বাহু ও ছয়টি হাত রয়েছে, ময়ূরাসনস্থ অগ্নির ন্যায় তেজযুক্ত কুমারকে অভীষ্ট লাভের জন্য স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে।

ষডক্তং শিখিবাহনং ত্রিনয়নং চিত্রাম্বরালঙ্কৃতং

শক্তিং বজ্রকৃপাণশূলমভয়ং খেটং ধনুশ্চক্রকম্।

পাশং কুক্কুটমঙ্কুশং চ বরদং দোর্ভির্দধানং সদা

ধ্যায়েদীপ্সিতসিদ্ধিদং শিবসুতং স্কন্দং সুরেন্দ্রং সদা।।

সিন্দূরারুণকান্তিমিন্দবদনং কেয়ূরং(হারা)দিভিঃ

র্দিব্যৈরাভরণৈভূষিততনু স্বর্গস্থসৌখ্যপ্রদম্।

অম্ভোজাভযশক্তিকুক্কুটধরং রক্তাঙ্গরাগোজ্জ্বলং

সুব্রাহ্মণ্যমুপাস্মহে প্রণমতা মিষ্টার্থসিদ্ধিপ্রদম্।।

ষডাননং চন্দনলেপিতাঙ্গং

মহাদ্যুতিং দিব্যময়ূরবাদনম্।

মহেশসূনুং সুরলোকনাথং

ব্রহ্মণ্যদেবং শরণং প্রপদ্যে।।

রুদ্রপ্রিয়ং দিব্যমনোহরাঙ্গং

কুষ্ঠাদিরোগান্ স্মরণাদ্ধরন্তম্।

উচ্ছিষ্টলেপাত্তনুশুদ্ধিদং ত্বাং

ব্রহ্মণ্যদেবং শরণং প্রপদ্যে।।

ইষ্টার্থদং ভক্তজনস্য কামং

মৃষ্টান্নদাতারমুমেশসূনুম্।

অঘৌঘ নজোত্তমাঙ্গং

ব্রহ্মণ্যদেবং শরণং প্রপদ্যে।।

আর্যাত্মজং দেবগণাধিসেব্যং

স্তোত্রেণ দেহেন কুলং করোতি

ত্বং দেবদেবং ত্বমুপাশ্রয়ন্তং

ব্রহ্মণ্যদেবং শরণং প্রপদ্যে।।

ত্বং দেবদেবং সমুপাশ্রিতানাং

স্তোত্রেণ চৈতেন কুলং করোষি।

আর্যাত্মজং দেবগণাধিসেব্যং

ব্রহ্মণ্যদেবং শরণং প্রপদ্যে।।

দ্বিষঙ্ভুজং ষণ্মুখমম্বিকাসুতং

কুমারমাদিত্যসমানতেজসম্।

বন্দে ময়ূরাসনমগ্নিসন্নিভং

সেনাপতিং স্কন্দমভিষ্টসিদ্ধয়ে।।[৩৪]

উক্ত মন্ত্রে কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের জন্য সুব্রহ্মণ্যের স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি রোগনিরাময়ের দেবতা ছিলেন।

।।শ্রীসুব্রাহ্মণ্যভুজঙ্গস্তোত্র।।

শ্রীসুব্রাহ্মণ্যভুজঙ্গস্তোত্রের প্রারম্ভে ভবানীপুত্র, নৃসিংহাবতার কুমারকে উপাসনা করার কথা বলা হয়েছে। এরপর কুমারের রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি অজাত, সকলের প্রিয়, সত্য চরিত্রে আবৃত, বহুবাহুযুক্ত, শরবণজাত, ইন্দ্র ও অনান্য দেবতাদের দ্বারা আবদ্ধ, যোগীদের হৃদয়পদ্মে সর্বদা অবস্থান করেন। তাঁর কণ্ঠ অলংকারে সজ্জিত, শরীরে পদ্মের বস্ত্র, হস্তে জ্ঞানের শক্তি, তিনি কোটিদেশে হস্ত স্থাপন করে সর্বদা ময়ূরের উপর উপবিষ্ট রয়েছেন। যারা কার্ত্তিকেয় স্তোত্র পাঠ করেন তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রচুর ঐশ্বর্য প্রদান করেন। কুমারকে বংশবৃদ্ধির জন্যও স্তুতি করা হয়েছে। তিনি পরাক্রমশালী শক্তি ও বজ্র ধারণ করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, পরমক্ষমতার অধিকারী, সকল অপরাধের ক্ষমা প্রদানকারী। পরমেশ্বর ভগবান, যাঁকে পরমবেদ বলা হয়, যিনি বীরদের মধ্যে প্রধান, তাঁর শক্তিতে সমগ্র বিশ্ব ভীত থাকেন, যাকে দেবতারা পূজা করে স্বর্গের পদলাভ করেছিলেন সেই কুমারকে স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে। অন্তিমে

বলা হয়েছে যেসকল ব্যক্তি ভক্তি ও আনন্দের সঙ্গে এই স্তোত্র পাঠ করেন তাদের সকল কাঙ্খিত বাসনা পূর্ণ হয়।।

ভজেঽহং কুমারং ভবানীকুমারং
গলোল্লাসিহারং নমদ্দৃষ্টগ্বিহারম্।
রিপুস্তোমহারং নৃসিহাবতারং
সদা নির্বিকারং গুহং নির্বিচারম্।।
নমামীশপুত্রং জপাশণগাত্রং
সুরারাতিশত্রুং রবীন্দ্বগ্নিনেত্রম্।
মহাবর্হিপত্রং নিবা(জা)স্যাজমিত্রং
প্রভাস্বৎকলত্রং পুরাণং পবিত্রম্।।
অনেকার্কোটিপ্রকাশং জ্বলন্তং
মনোহারিমাণিক্যভূষোজ্জ্বলং তম্।
শ্রিতানামভীষ্টং দিশন্তং নিতান্তং
ভজে ষণ্মুখং তং শরচ্চন্দ্রকান্তম্।।
কৃপাবারিকল্লোলভাস্বৎকটাক্ষং
বিরাজন্মনোহারিশোণাম্বুজাক্ষম্।
প্রয়োগপ্রবাহপ্রদানৈকদক্ষং
ভজে কান্তিকান্তং পরস্তোমর(রূ)ক্ষম্।।
সুকস্তূরিকাসিন্ধু(বিন্দু)ভাবস্বল্পলাটং
দয়াপূর্ণচিত্তং মহাদেবপুত্রম্।
রবীন্দূল্লসদ্রত্নরাজৎকিরীটং
ভজে ক্রীড়িতাকাশগঙ্গামকূটম্।।

সুকুন্দপ্রসূনাবলীশোভিতান্তং

শরৎপূচন্দ্রাস্যষট্কান্তিকান্তম্।

শিরীষপ্রসূনাভিরামং ভবন্তং

ভজে দেবসেনাবল্লভং তম্।।

সুলবণ্যতঃ সূর্যকোটীরনীশং(নিকাশং)

প্রভুং তারকারিং দ্বিষড্বাহুমীশম্।

নিজার্কপ্রভাদীপ্যমানাপদানং

ভজে পার্বতীপ্রাণপুত্রং সুরেশম্।।

অজং সর্বলোকপ্রিয়ং লোকনাথং

গুহং শূরপদ্মাদিদম্ভোলিদারম্।

সুচারুং সুনাসাপুটে সচ্চরিত্রং

ভজে কার্ত্তিকেয়ং সদা বাহুলেয়ম্।।

শরারণ্যসম্ভূতমিন্দ্রাদিবন্দ্যং

দ্বিষড্বাহুসংখ্যায়ুধশ্রেণিরম্যম্।

মরুৎসারথিং কুক্কুটটেশং সু(শাঙ্ক)কেতুং

ভজে যোগিহৃদপদ্মমধ্যাধিবাসম্।।

বিরিঞ্চীন্দ্রবল্লী(লক্ষ্মী)শদেবেশমুখ্য-

প্রশস্তামরস্তোমসংস্তূয়মানম্।

দিশ ত্বং দয়ালো শ্রিয়ং নিশ্চলাং মে

বিনা ত্বাং গতিঃ কা প্রভো মে প্রসীদ।।

পদাম্ভোজসেবাসমায়াতবৃন্দা-

রকশ্রেণিকোটীরভাস্বৎপদাব্জম্।

কলত্রোল্লসৎপার্শ্বযুগ্মং বরেণ্যং

ভজে দেবমাদ্যন্তহীনপ্রভাবম্।।

ভবাম্ভোধিমধ্যে রতঙ্গোপতপ্তং

প্রভো মাং দয়াপূর্ণদৃষ্ট্যা সমীক্ষ্য।

ভবদ্ভক্তিনাবোদ্ধর ত্বং দয়ালো

সুগত্যন্তরং নাস্তি দেব প্রসীদ।।

গলে রত্নভূষং তনৌ মঞ্জুবেষং

করে জ্ঞানশক্তিং দরস্মেরমাস্যে।

কটিন্যস্তপাণিং শিখিস্থং কুমারং

ভজেঽহং গুহাদন্যদৈবং ন মন্যে।।

দয়াহীনচিত্তং পরদ্রোহবৃত্তিং

সদা পাপশীলং গুরৌ ভক্তিহীনম্।

অনন্যাবলম্বাদ্ভবন্নেত্রকারু-

ণ্যসারেণ মাং ভো পবিত্রীকুরু ত্বম্।।

মহাসেন গাঙ্গেয় বল্লীসহায়

প্রভো তারকারে ষডাস্যামরেশ।

সদা পায়সান্নপ্রদাতর্গুহেতি

স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা সদাহং বিভো ত্বাম্।।

প্রতাপস্য(পাঢ্য)বাহো নমদ্বীরবাহো

প্রভো কার্ত্তিকেয়েষ্টকামপ্রদেতি।

যদা যে পঠন্তো ভবন্তং তদা ত্বং

প্রসন্নস্তু তেষাং বহুশ্রীং দদাসি।।

অপারেঽতিদারিদ্রবারাশিমধ্যে

ভ্রমন্তং জনুর্গ্রাহপূর্ণে নিতান্তম্।

মহাসেন মামুদ্ধর ত্বং দয়ালো

কটাক্ষাবলোকেন কিঞ্চিৎপ্রসীদ।।

স্থিরাং দেহি ভক্তিং ভবৎপাদপদ্মে

শ্রিয়ং নিশ্চলাং দেহি মহ্যং কুমার।

গুহাচন্দ্রতারং সমবশাভিবৃদ্ধিং

কুরু ত্বং প্রভো মাং মনঃকল্পসাল।।

নমস্তে নমস্তে মহাশক্তিপাণে

নমস্তে নমস্তে লসদ্বজ্রপাণে

নমস্তে নমস্তে কটিন্যস্তপাণে

নমস্তে নমস্তে বরাভীষ্টপাণে।।

নমস্তে নমস্তে মহাশক্তিপাণে

নমস্তে সুরাণাং মহাসৌখ্যদায়িন্।

নমস্তে সদা কুক্কুটেশধ্বজ ত্বং

নমস্তে নমস্তে বরাভীষ্টপাণে।।

কুমারাৎপরং কর্মযোগং ন জানে

কুমারাৎপরং কর্মশীলং ন জানে।

যথৈকো মুনীনাং হৃদব্জাধিবাসঃ

শিবাঙ্কং সমারুহ্য সৎপীঠকল্পম্।।

বিরিঞ্চায় মন্ত্রোপদেশং চকার

প্রমোদেন সোঽয়ং তনোতু শ্রিয়ং মে।

যমাহুঃ পরং বেদ(দেব) সুরেষু মুখ্যং

সদা যস্য শক্ত্যা জগদ্ভীতভীতম্।।

যমারাধ্য দেবাঃ স্থিতিং স্বর্গ আপু-

স্সদোংকাররূপং চিদানন্দমীডে।

গুহ(তব) স্তোত্রমেতৎ কৃতং তারকারে

ভুজঙ্গপ্রয়াতেন পদ্যেন কান্তম্।।

জনা যে পঠন্তীহ ভক্তিপ্রযুক্তাঃ

স্বজন্মর্ক্ষযোগে যদা তেঽপ্যপদন্তা(তে বদন্তো)

মনোবাঞ্ছিতং সর্বকামাংল্লভন্তে।।[৩৫]

উক্ত স্তোত্রটি ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত। উক্ত স্তোত্রে কুমারের শক্তি ও বজ্রধারণ করার কথা বলা হয়েছে। কুমারের উপজাতীয় স্ত্রী বল্লীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেটি দক্ষিণভারতে প্রসিদ্ধ।

।। শ্রীকুমারমঙ্গলস্তোত্র।।

শ্রীকুমারমঙ্গলস্তোত্রে কুমারকে ভোগদের, যজমানদের এবং হস্তিরাজাদের মুখরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমগ্র স্তোত্রে কুমারের মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, শিব, মাতা সরস্বতী ও গিরিজার নিকট কুমারের দীর্ঘায়ু, সম্পদ ও সৌভাগ্য প্রার্থনা করা হয়েছে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের নিকট কুমারের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে। বসন্তঋতু, সুগন্ধী বায়ু ও সর্বদা সুগন্ধযুক্ত বায়ুর নিকট কুমারের ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্য কামনা করা হয়েছে। সূর্য, পম্পাহ্রদ ও সাগরের নিকট কুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। শ্বেতবস্ত্রধৃতা মাতা সরস্বতীর নিকট কুমারকে ঐশ্বর্য্য দানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ভাগ্যের দেবী মাতা লক্ষ্মীকে কুমারকে মঙ্গলদানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। বৃষের উপর উপবিষ্ট ত্রিশূলধারী শিবকে অনুরোধ করা হয়েছে কুমারকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করার জন্য। ভাগীরথীর নিকট স্কন্দকে সৌভাগ্য

দানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। অন্তিমে কুমারের শ্রদ্ধা, মেধা, যশ, প্রজ্ঞা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বলসম্পদ, আয়ু, নিরোগ ও অতিতেজ বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

যজ্ঞোপবীতীকৃতভোগিরাজো
গণাধিরাজো গজরাজক্রঃ।
সুরাধরাজর্চিতপাদপদ্মঃ
সদা কুমারায় শুভং করোতু।।

বিধাতৃপদ্মাক্ষমহোক্ষবাহাঃ
সরস্বতীশ্রীগিরিজা সমেতাঃ।
আয়ুঃ শ্রিয়ং ভূমিমনন্তরূপং
ভদ্রং কুমারায় শুভং দিশন্তু।।

মাসাশ্চ পক্ষাশ্চ (দিনানি তারাঃ)
রাশিশ্চ যোগাঃ করণানি সম্যক্।
গ্রহাশ্চ সর্বেঽদিতিজাস্সমস্থাঃ
শ্রিয়ং কুমারায় শুভং দিশন্তু।।

ঋতুবসন্তঃ সুরভিঃ সুধা চ
বায়ুস্তথা দক্ষিণনামধেয়ঃ।
পুষ্পাণি শশ্বৎসুরভীণি কামঃ
শ্রিয়ং কুমারায় শুভং দিশন্তু।।

ভানুস্ত্রিলোকীতিলকোঽমলাত্মা
কস্তূরিকালঙ্কৃতবামভাগঃ।
পম্পাসরশ্চৈব স সাগরশ্চ
শ্রিয়ং কুমারায় শুভং করোতু।।

ভাস্বৎসুধারোচিকিরীটভূষা

কীর্ত্যা সমং শুভ্রসুগাত্রশোভা।

সরস্বতী সর্বজনাভিবন্দ্যা

শ্রিয়ং কুমারায় শুভং করোতু।।

আনন্দযন্নিন্দুকলাবতংসো

মুখোৎপলং পর্বতরাজপুত্র্যাঃ।

স্পৃশন্ সলীলং কুচকুম্ভযুগ্মং

শ্রিয়ং কুমারায় শুভং করোতু।।

বৃষস্থিতঃ শূলধর পিনাকী

গিরীন্দ্রজালঙ্কতামভাগঃ।

সমস্তকল্যাণকরঃ শ্রিতানাং

শ্রিয়ং কুমারায় শুভং করোতু।।

লোকনশেষানবগাহমানা

প্রাজ্যৈঃ পয়োভিঃ পরিবর্ধমানা।

ভাগীরথী ভাসুরীচিমালা

শ্রিয়ং কুমারায় শুভং করোতু।।

শ্রদ্ধা চ মেধাং চ যশশ্চ বিদ্যাং

প্রজ্ঞাং চ বুদ্ধিং বলসম্পদৌ চ।

আয়ুষ্যমারোগ্যমতীব তেজঃ

সদা কুমারায় শুভং করোতু।।[৩৬]

উপরি উক্ত স্তোত্রটি অন্যান্য স্তোত্র থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এখানে কুমারের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা, গণেশ, শিব, ভাগীরথী, মাতা সরস্বতী ও গিরিজার স্তুতি করা হয়েছে।

।। শ্রীদণ্ডায়ুধপাণ্যষ্টকস্তোত্র।।

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণ্যষ্টক-স্তোত্রে বলা হয়েছে পূর্বে শিবশক্তিনামকগিরিযুগলকে হিড়িম্বাসুর আনয়ন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন কুমারের পোশাকে উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের মাত্র ঋষিগণ তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই স্তোত্রের অধিকাংশক্ষেত্রে স্তোত্রপাঠকারীকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। যিনি শুভ পুষ্যরথোৎসব উপলক্ষে অন্ন, মধু, অন্যান্য উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন, কুমার তাদের বর প্রদান করেন। দুষ্টদের দমনের জন্য তিনি দণ্ড নামক অস্ত্রের প্রয়োগ করে থাকেন। তিনি শ্রীবল্লী ও দেবসেনাকে সঙ্গে নিয়ে তারক নামক দিতির পুত্রকে এবং শূরপদ্মাসুরকে বিনাশ করে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের আনন্দ প্রদান করেছিলেন। তাঁর লোমকূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছটা বর্তমান। তিনি এক হস্তে সৌভাগ্যের লাঠি এবং এক হস্তে সর্বদা অস্ত্র ধারণ করে থাকেন। সদ্যজাতপঞ্চমুখ শিব, পার্বতীর একটি মুখের সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বদা ষট্মুখে বিরাজমান রয়েছেন। তিনি ভগবান পরমেশ্বরের উজ্জ্বলদেহ ধারণ করেন, সকল পার্থক্যের উৎস, সৌভাগ্যের দেবীর অস্ত্র ধারণ করেন। অন্তিমে বলা হয়েছে শ্রীদণ্ডায়ুধপাণ্যষ্টকস্তোত্র যিনি পাঠ করবেন, তার সকল মনোরথ পূর্ণ হবে।

যঃ পূর্বং শিবশক্তিনামকগিরিদ্বন্দ্বে হিডিম্বাসুরে-
ণানীতে ফলিনীস্থলান্তরগতে কৌমারবেষোজ্জ্বলঃ।
আবির্ভূয় ঘটোদ্ভবায় মুনয়ে ভূয়ো বরান্ প্রাদিশৎ
শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।
শ্রীমত্রপুষ্যরথোৎসবেঽন্নমধুদুগ্ধাদ্যৈঃ পদার্থোত্তমৈঃ
নানাদেশসমাগতৈরগণিতৈর্যঃ কাবডীসংভৃতৈঃ।
ভক্তৌঘৈরভিষেচিতো বহুবরাংস্তেভ্যো দদাত্যাদরাৎ
শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।
নানাদিগভ্য উপাগতা নিজমহাবেশান্বিতাঃ সুন্দরীঃ

তাসামেত্য নিশাসু যঃ সুমশরানন্দানুভূতিচ্ছলাৎ

গোপীনাং যদুনাথবন্নিজপরানন্দং তনোতি স্ফুটং

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

দুষ্টানামিহ ভূতভাবিভবতাং দুর্মার্গসঞ্চারিণাং

কষ্টাহঙ্কৃতিজন্যকিল্বিষবশাচ্ছিষ্টপ্রবিধ্বংসিনাম্।

শিক্ষার্থং নিজপাণিনোদ্বহতি য়ো দণ্ডাভিধানায়ুধং

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

পূর্বং তারকসংজ্ঞকং দিতিসুতং যঃ শূরপদ্মাসুরং

সিংহাস্যং চ নিহত্য বাসবমুখান্ দেবান্ জুগোপাখিলান্।

শ্রীবল্ল্যা সহিতশ্চ নিস্তুলযশাঃ শ্রীদেবসেন্যা যুতঃ

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

যস্যাঙ্গস্থিতরোমকূপনিকরে ব্রহ্মাণ্ডকোটিচ্ছটাঃ

সৌধাগ্রস্থগবাক্ষরন্ধ্রবিচরৎপীলূপমা এব তাঃ।

লক্ষ্যন্তে যমিদৃগ্ভিরাত্মনি তথা ভূতস্ববিশ্বাকৃতিঃ

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

সদ্যোজাতমুখৈশ্চ পঞ্চবদনৈঃ শম্ভোঃ সহৈকং মুখং

পার্বত্যা মিলিতং বিভাতি সততং যদ্বক্ত্রষট্কাত্মনা।

তত্তাদৃক্ছিবশক্ত্য(ভেদবি)ষযব্যক্ত্যুজ্জ্বলাঙ্গং বহন্

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

সত্যং জ্ঞানমনন্তমদ্বয়মিতি শ্রুত্যন্তবাক্যোদিতং

যদ্ ব্রহ্মাস্তি তদেব যস্য(চ বিভোর্ম্ম)র্তৈঃ স্বরূপং বিদুঃ।

যোগীন্দ্রা বিমলাশয়া হৃদি নিজানন্দনুভূত্যুন্নতাঃ

শ্রীদণ্ডায়ুধপাণিরাক্তকরুণঃ পায়াদপায়াৎস মাম্।।

ইদং শ্রীফলিনীদণ্ডায়ুধপাণ্যষ্টকস্তবম্।

পঠতামাশু সিধ্যন্তি নিখিলাশ্চ মনোরথাঃ।।[৩৭]

তিনি দণ্ড নামক অস্ত্রের প্রয়োগ করে থাকেন, তাই তাঁকে দণ্ডপাণি বলা হয়। তিনি শ্রীবল্লী ও দেবসেনাকে সঙ্গে নিয়ে তারক এবং শূরপদ্মাসুরকে বধ করেছিলেন। দক্ষিণভারতের বহু মূর্তিতে তিনি দণ্ডধারণ করে স্থিত রয়েছেন।

স্তোত্রার্ণব গ্রন্থের উক্ত স্তোত্রগুলি থেকে কুমারবিষয়ে নিগুঢ় তথ্য ও তাঁর বহু নামের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একদিকে যেমন কুমারের স্তুতি পরিলক্ষিত হয়েছে, অন্যদিকে কুমারের মঙ্গলের জন্য অন্যান্য দেবতাদের প্রতিও প্রার্থনা করা হয়েছে। এই স্তোত্রের দ্বারা কুমারের মহিমা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর বিষয়ে আধাত্মিকতার অন্যতম সোপান উক্ত স্তোত্রগুলি। স্তোত্রগুলিতে পৌরাণিক ও দক্ষিণভারতীয় প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়।

৪.১১. *বনগতা গুহা* নামক আধুনিক সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যে স্কন্দরাজ :

কোন একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লেখকের পক্ষে বহুদেশের সাহিত্য জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব বিষয়, কারণ বহুদেশের সাহিত্যকে আয়ত্ব করতে হলে সাহিত্যিককে বহুভাষাবিদ্ হতে হবে, তা সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এই কারণে অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টি। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের অন্যতম মাধ্যম হল অনুবাদ সাহিত্য। অধিকাংশ ক্ষেত্র পাঠকের মূল রচনা পড়া সম্ভব হয়না বলেই অনুবাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনুবাদ মূলত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন - আক্ষরিক অনুবাদ বা মূল অনুবাদ, ভাবানুবাদ, আংশিক অনুবাদ, বিকৃতানুবাদ, কবিতানুবাদ, সঙ্গীতানুবাদ। অনুবাদ সাহিত্য বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হলেও আধুনিক সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যের জন্মলগ্ন বিংশ শতাব্দীকে ধরা হয়ে থাকে। বঙ্গদেশে এই আধুনিক সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে - রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ ও রবীন্দ্রেতর সাহিত্যের অনুবাদ।

শ্রী গোবিন্দ কৃষ্ণ মোদক মহারাষ্ট্রের পুনার অন্তর্গত নিউ ইংলিশ স্কুলের একজন সংস্কৃত বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বহু দেশি-বিদেশি গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল - *চোরচত্বারিংশী কথা*, এই গ্রন্থটি ১৯৩৪ সালে রচনা করেন। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এক *সহস্র আরব্য রজনী* গল্পসংকলনের একটি অন্যতম জনপ্রিয় গল্প হল - '*আলিবাবা ও চল্লিশ চোর* '। এই গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ *চোরচত্বারিংশী কথা*। এই গ্রন্থে গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক চোরদের উপাস্য দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত *বনগতা গুহা* নামক গল্পে চল্লিশ জন চোর গুহার দ্বার খোলার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রের পাঠ করার মধ্য দিয়ে স্কন্দকে স্মরণ করেছেন -

স্কন্দরাজ নমস্তেঽস্তু চৌর্যপাটবদেশিক।

দস্যুদেব দ্বারমিদং বিবৃতং কৃপয়া কুরু।।[৩৮]

অর্থাৎ স্কন্দরাজকে নমস্কার, যিনি চৌর্যবিদ্যা কৌশলের গুরু, দস্যুদের দেবতা দয়া পূর্বক দ্বারটি(গুহার) উন্মোচন করুন।

আবার দ্বার বিধান করার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করেছেন -

স্কন্দরাজ নমস্তেঽস্তু চৌর্যপাটবদেশিক।

দস্যুদেব দ্বারমিদং সংবৃতং কৃপয়া কুরু।।[৩৯]

অর্থাৎ স্কন্দরাজকে নমস্কার, যিনি চৌর্যবিদ্যা কৌশলের গুরু, দস্যুদের দেবতা দয়া পূর্বক দ্বারটি(গুহার) বিধান করুন। যদিও মূলগ্রন্থে কোথাও স্কন্দের নাম উল্লেখ না থাকলেও গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক তাঁর অনুবাদ গ্রন্থে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দস্যুদের দেবতারূপে স্কন্দের নামোল্লেখ করেছেন, যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রশংসাযোগ্য।

৪.১২. বিবিধ মুদ্রায় ও অভিলেখে মহাসেন :

বেশকিছু প্রাচীন মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে অন্যতম হল - প্রথম কুমার গুপ্তের মুদ্রায়, কুশানরাজ হবিষ্কের মুদ্রায় এবং যৌধেয়দের মুদ্রায়। এগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত।

৪.১২.১. প্রথম কুমারগুপ্তের মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয় :

গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৫ - ৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দ রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর নামকরণ কুমার কার্ত্তিকেয়ের নামানুসারে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সুতরাং কুমার কার্ত্তিকেয় দেবতাকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যই মুদ্রায় প্রতীক অঙ্কন কুমারগুপ্তের কৃত্তিত্ব। কুমারগুপ্তের মোট ৬২৮ প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায়। এর মধ্যে তেরো প্রকারের মুদ্রায় কার্ত্তিকেয় ও ময়ূরের প্রতীক দৃষ্ট হয়। এই ধরনের মুদ্রাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - প্রথমভাগে দেখানে হয়েছে, স্বর্ণমুদ্রায় রাজা উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং কুমার কার্ত্তিকেয় বিপরীতদিকে বাম থেকে তিন-চতুর্থাংশ দৃষ্ট হচ্ছেন ময়ূরের উপর। এই মুদ্রায় ময়ূর অস্পষ্ট এবং আংশিকভাবে দৃশ্যমান। দ্বিতীয় প্রকারে দেখানো হয়েছে, স্বর্ণ মুদ্রায় রাজা ধৌতবস্ত্র ও গহনা পরিহিত হয়ে কিঞ্চিৎ মস্তক নত করে রয়েছেন কুমার কার্ত্তিকেয়ের সম্মুখে এবং রাজার হাত ময়ূরের উপর, যার দ্বারা তিনি ময়ূরকে কিছু ইশারা করছেন বলে প্রতীত হচ্ছে। এই মুদ্রায় ময়ূর স্পষ্টভাবে দৃষ্ট(পরিশিষ্ট - ১ এর প্রথম ও দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)।[৪০]

৪.১২.২. হবিষ্কের মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয় :

কুশানবংশে দুজন হবিষ্ক ছিলেন বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রথম হবিষ্ক ছিলেন কণিষ্কের পূর্ববর্তী এবং এর পরবর্তী সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় হবিষ্ক। যেহেতু সম্রাট কণিষ্ক খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করেছিলেন, সুতরাং তাঁর সময়কাল খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতককে অনুমান করা যেতে পারে। তিনি সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর মুদ্রাগুলিতে প্রতীকচিহ্নরূপে শিব, বুদ্ধ, উমা, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেনের নানা মূর্তি দৃষ্ট হয়। কিছু

স্বর্ণমুদ্রাতে কার্ত্তিকেয় হস্তে একটি রাজদণ্ড এবং অপর হস্তে একটি বর্শা ধারণ করে রয়েছেন। কোন মুদ্রাতে তিনি হস্তীতে আরোহণ করে রয়েছেন। কিছু স্বর্ণমুদ্রাতে বর্শার পরিবর্তে হস্তে অঙ্কুশ ধরে রয়েছেন। এই মুদ্রাগুলিতে মহাসেন, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, কুমার প্রভৃতি নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কোন কোন মুদ্রাতে কার্ত্তিকেয়ের পার্শ্বে উমা ও শিবকে দৃষ্ট হয়। কোন মুদ্রাতে এক হস্তে পুষ্পের ন্যায় কিছু একটি এবং অপর হস্তে বর্শা ও পাশে বুদ্ধের চিত্রও দৃষ্ট হয়। তাঁর রৌপ্যমুদ্রা সংখ্যায় অনেক কম হলেও শিরস্ত্রাণ পরিহিত রাজার মূর্তি এবং পার্শ্বে শিবের চিত্র দৃষ্ট হয়(পরিশিষ্ট - ১ এর তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।[৪১]

৪.১২.৩. যৌধেয়দের মুদ্রায় কুমার কার্ত্তিকেয় :

যৌধেয়রা ছিলেন সপ্ত সিন্ধুর পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত একটি সামরিক গণসংঘ বা প্রজাতন্ত্র। আনুমানিক খ্রিষ্টীয় তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে তাদের মুদ্রাগুলি পাওয়া যায়। এগুলি কুষাণদের মুদ্রার অনুকরণে তৈরী করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এগুলিকে সাধারণত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ভাগগুলি নিম্নরূপ -

প্রথমভাগের স্বর্ণ মুদ্রায় একদিকে কুমার কার্ত্তিকেয় এক হস্তে বর্শা ও অপর হস্ত নিতম্বের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং ভগবতস্বামী-ব্রাহ্মণ্য যৌধেয়ের মূর্ত্তি এবং বিপরীত পার্শ্বে রয়েছেন ষণ্মুখ প্রতিকৃতি, যিনি পদ্মপুষ্পের উপর দণ্ডায়মান রয়েছেন।

দ্বিতীয়ভাগের তাম্রমুদ্রায় একই প্রতিকৃতি লক্ষিত হয় কিন্তু উভয় মুদ্রার ধাতু ও সজ্জিকরণের পার্থক্য লক্ষিত হয়।

তৃতীয়ভাগের মুদ্রায় একদিকে ষণ্মুখ কুমার কার্ত্তিকেয় এবং অপর পার্শ্বে শিব চিত্র লক্ষিত হয়। এই মুদ্রায়ও একদিকে কুমার কার্ত্তিকেয় এক হস্তে বর্শা ও অপর হস্ত নিতম্বের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

চতুর্থভাগে মুদ্রার একদিকে কুমার কার্ত্তিকেয় এবং অপর পার্শ্বে একটি প্রাণীচিত্র(হরিণ, ঘোড়, ষাঁড়, গাধা বা খচ্চর ও চিতা বাঘ) দর্শিত হয়েছে।

পঞ্চমভাগের তামার মুদ্রায় একদিকে এক মস্তকবিশিষ্ট ত্রিশূলধারী শিব এবং বিপরীত পার্শ্বে একটি হরিণ ও সঙ্গে অস্পষ্ট ভগবত স্বামীর চিত্র দর্শিত হয়(পরিশিষ্ট - ১ এর পঞ্চম ও ষষ্ঠ চিত্র দ্রষ্টব্য)।[৪২]

মুদ্রায় প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নাম থেকে তৎকালীন সময়ে পৌরাণিক দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মুদ্রাগুলি থেকে যৌধেয়দের ইষ্টদেবতা কুমার কার্ত্তিকেয় ছিলেন তা অনুমান করা যায়। তবে কুমারের হস্তে বর্শা থাকায় প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় মুরুগান সংস্কৃতি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রায় প্রাপ্ত মহাসেন, নৈগমেয় নামের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৪.১২.৪. বিবিধ অভিলেখে কুমার কার্ত্তিকেয় :

তাম্রশাসন বা শিলালেখে তেমনভাবে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথম কুমারগুপ্তের বিলসদ প্রস্তর স্তম্ভলেখে দেবতা কার্ত্তিকেয়ের (স্বামী মহাসেন) মন্দিরে একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবশর্মনের কৃতিত্ব লিপিবদ্ধ করা আছে। যেমন - প্রবেশদ্বার নির্মান, সাধুদের জন্য বিশ্রামাগার(মুনি বসতী), একটি ভিক্ষাগৃহ নির্মাণ ও উচ্চস্তম্ভ নির্মাণ। মনে করা হয়, স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের দেবতা রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি শিবের পুত্র ছিলেন, সেহেতু শৈব বা শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ধ্রুবশর্মন্ তাঁর ধার্মিকতার জন্য মন্দিরে সম্মানিত ছিলেন।[৪৩]

মানবেন্দু ব্যানার্জি তাঁর *A Study of Important Gupta Inscription* গ্রন্থে প্রথম কুমারগুপ্তের বিলসদ অভিলেখ(আনুমানিক ৪১৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রসঙ্গে বলেছেন - "This inscription testifies to extistence of the worship of Kārtikeya during Kumargupt's time. It mentions a tample of Svāmi Mahasena(i.e Kārtikeya), also known as god Brahmanya of a wondrous form, surrounded by lustre of the tree world....."[৪৪]

❖ **উপসংহার :**

মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* নাটকে খরপট নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যাকে ঘরে সিঁদ কাটার পূর্বে কোন একজন নাটকীয় পাত্র স্মরণ করছেন। পরবর্তীকালে মহাকবি শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকে সিঁদ কাটার পূর্বে কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করছেন। এখান থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের দেবতারূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁকে নিম্নশ্রেণীর চৌর্যবৃত্তিধারী মানুষেরা পূজা করতেন। অনন্তর অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে জন্মের সময় বুদ্ধদেবকে কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে এবং শক্যরাজ শুদ্ধদনকে কুমারের পিতা শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাস এবং অশ্বঘোষের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিবাদ দৃষ্ট হয়। যদি তাঁদেরকে সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে, ভাসের নাটকে একদিকে যেমন কুমার নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্যরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন, অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়* ত্রোটকে অপ্সরা ঊর্বশী পুরুরবাকে কুমারব্রত বিষয়ে বলেছেন। অর্থাৎ এই রূপক থেকে আমরা অবগত হই যে কুমারের পত্নী থাকলেও তিনি তাঁর কুমারব্রত বা ব্রহ্মচর্যব্রত পালনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। *মেঘদূত* গীতিকাব্য যক্ষ মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনাকালে দেবগিরিতে ভগবান কার্ত্তিকেয় সর্বদা অবস্থান করেন। এর সঙ্গে তিনি বলেছেন- দেবতাদের রক্ষার জন্য মহাদেব তাঁর তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, সেই তেজ স্কন্দরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিষয়ে বাল্মীকীয় *রামায়ণ*, বৈয়াসিক *মহাভারত* ও পুরাণগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য উপলব্ধ হয়। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের *মেঘদূত*-এ প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও নিশ্চতভাবে বলা যায় যে, কুমার শিব তেজের প্রভাবে অগ্নির দ্বারাই আবির্ভূত হয়েছিলেন। এছাড়া স্কন্দের বাহন ময়ূরকে বর্ষার জল দ্বারা পরিতৃপ্ত করে তার নৃত্য দর্শন করার অনুরোধ করেছেন। এখানে স্কন্দের বাহন বিষয়েও আমারা সুনিশ্চিত তথ্য পেয়ে থাকি। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে শর্বিলক নামক চরিত্রের মুখে স্কন্দের

স্তুতি দৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, কুমার স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে উচ্চশ্রেণীর মানুষের দ্বারা পূজিত হলেও তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্য দেবতা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুমার যে কেবলমাত্র সেনাপতি নয়, তিনি প্রকৃত নেতা ছিলেন, তার পরিচয় পলায়মান দেবসৈন্যদের যুদ্ধোন্মুখ করার জন্য উৎসাহ প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্যে কন্দর্পকেতুকে স্কন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তারকসংহারকও বলা হয়েছে। তিনি তারকসংহারক রূপে পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও একবার দৃষ্ট হল। কার্ত্তিকেয় যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন তার একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ হল কবি মঙ্গলাচার্যের *ষণ্মুখকল্প* নামক গ্রন্থ। যদিও প্রথমে গুরু-শিষ্যপরম্পরায় এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কবি মঙ্গলাচার্য এটিকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন পুঁথি আকারে লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ করেন। এই গ্রন্থ থেকে ভগবান স্কন্দের বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায় এবং চৌর্যশাস্ত্রের বহু মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন এই গ্রন্থে চুরি করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে কৃত্তিকানক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে থেকে বোঝা যায় কুমারের সঙ্গে কৃত্তিকাদের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁর বিভিন্ন নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যেমন মহাসেন, স্কন্দ, কুমার, ষণ্মুখ, কৃতিকাসুত, শ্রীখবাহন, শক্তিঘন্টাহস্ত, অজিত, অমোঘ, রক্তপতাকা, সুরসেনাপতি, যক্ষসেনাপতি, বিনায়কসেনাপতি, ভদ্রসেনা প্রভৃতি। *আলিবাবা ও চল্লিশ চোর* গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ *চোরচত্বারিংশী কথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্গত *বনগতা গুহা* নামক গল্পে শ্রী গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক চোরদের উপাস্য দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ করেছেন। চল্লিশ জন চোর গুহার দ্বার খোলা ও বন্ধ করার জন্য স্কন্দকে আহ্বান করতে দেখা যায়। এই প্রমাণ আরো দৃঢ়রূপে প্রতিভাত হয় *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিতে। সুতরাং সাহিত্য পরম্পরায় কুমার যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা এবং উপাস্য দেবতা ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সোমদেবভট্ট তাঁর *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম থেকে তারকাসুরবধ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের সঙ্গে গণেশের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি কার্ত্তিকেয়ের মহিমা বর্ণনে তাঁর ভ্রাতা

গণেশের প্রভাব তুলে ধরেছেন। স্তোত্র ও কোষগ্রন্থে বর্ণিত কুমারের বিভিন্ন নাম তাঁর চারিত্রিক বৈচিত্র্য পাঠক সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করে। মুদ্রা এবং লিপিতে কুমারের অবস্থান তার প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে আনুসাঙ্গিক ও পরবর্তীকালীন সংস্কৃতসাহিত্যে তথা সামাজিক দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

❖ উল্লেখপঞ্জী :

১. টি. গণপতি শাস্ত্রী সম্পাদিত, *চারুদত্ত,* তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ৫৭।

২. *বুদ্ধচরিত,* ১/৮৮।

৩. *বিক্রমোর্বশীয়,* চতুর্থাঙ্ক, পৃ. ২২০(*বিক্রমোর্বশীয়,* সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত কল্পলতা ব্যাখ্যা সহ সত্যভামাবাঈ পাণ্ডরঙ্গ সম্পাদিত)।

৪. তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ।। *মেঘদূত,* পূর্বমেঘ, ৪৪।

৫. *তদেব,* পূর্বমেঘ, ৪৫-৪৬।

৬. *মৃচ্ছকটিক* , তৃতীয়াঙ্ক, পৃ. ২১৬(অবিনাশ চন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত সম্পাদিত)।

৭. নমো বরদায় কুমারকার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রহ্মণ্যদেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায় যস্যাহং প্রথমঃ শিষ্যঃ, তেন পরিতুষ্টেন যোগরোচনা মে দত্তা।
অনয়া হি সমালব্ধং ন মাং দ্রক্ষ্যন্তি রক্ষিণঃ।
শস্ত্রঞ্চ পতিতং গাত্রে রুজং নোৎপাদয়িষ্যতি।। *মৃচ্ছকটিক* , তৃতীয়াঙ্ক, ১৫।

৮. *কিরাতার্জুনীয়,* ১৫/১২-১৮।

৯. উৎখাতক্ষিতিপালবংশগহনস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বো দিশঃ
কৃত্বা বিশ্রুতকার্ত্তিকেয়বিজয়শ্লাঘ্যশ্চ বাহ্ববোর্বলাৎ
সদ্বীপামথ কাশ্যপায় মুনয়ে দত্বাশ্বমেধে মহীং
শস্ত্রব্যস্তসমুদ্রদত্তবিষয়ং লব্ধ্বা তপস্তপ্যতে।।*মহাবীরচরিত,* ২/১৯।

১০. *তদেব,* ২/২৮।

১১. *তদেব,* ২/৩৪-৩৫।

১২. হেরম্বদন্তমুসলোল্লিখিতৈকভিত্তি

বক্ষো বিশাখবিশিখব্রণলাঞ্ছিতং মে।

রোমাঞ্চকঞ্চুকিতমদ্ভুতবীরলাভা-

ৎসত্যং ব্রবীমি পরিরব্ধুমিবেচ্ছতি ত্বাম্।। *তদেব,* ২/৩৮।

১৩. *বাসবদত্তা,* পৃ. ২২৪।

১৪. *তদেব,* পৃ. ২৪৫-২৪৬।

১৫. *ষণ্মুখকল্প,* 3A, পৃ. ১৭।

১৬. *তদেব,* 13B, পৃ. ৬১।

১৭. *তদেব,* 14A-14B, পৃ. ১৭।

১৮. *তদেব,* 18B-19A,

১৯. *তদেব,* 19A, পৃ. ৬৪।

২০. *তদেব,* 19B, পৃ. ৬৪

২১. *তদেব,* 37A, পৃ. ৭৩।

২২. *তদেব,* 44B, পৃ. ৭৭।

২৩. *তদেব,* 44B, পৃ. ৭৭।

২৪. *তদেব,* 44B, পৃ. ৭৭ ।

২৫. *তদেব,* 44B-45A, পৃ. ৭৭।

২৬. *তদেব,* 44B-45A, পৃ. ৭৭।

২৭. *তদেব,* 45A, পৃ. ৭৭।

২৮. *তদেব,* 64B, পৃ. ৮৯।

২৯. *তদেব,* 67B, পৃ. ৯১।

৩০. পুরা পুরারেস্তনয়ং সেনান্যং প্রাপ্তমিচ্ছতি।

তারকোপদ্রুতে শক্রে দগ্ধে চ কুসুমায়ুধে।।

ঊর্দ্ধরেতসমত্যগ্র সুদীর্ঘতপসি স্থিতম্।

গৌরী কৃততপা প্রার্থ্য প্রাপ্য ত্র্যম্বকং পতিম্।।

আচকাক্ষ সুতপ্রাপ্তি মদনস্য চ জীবিতম্।

ন চ সস্মার সিদ্ধ্যর্থ সা বিঘ্নেশ্বরপূজনম্।। *কথাসরিৎসাগর,* তৃতীয় লম্বক, ৬০-৬২।

৩১. *তদেব,* তৃতীয় লম্বক, ৮০-৮৩।

৩২. *তদেব,* তৃতীয় লম্বক, ৮৮-৯৯।

৩৩. *স্তোত্রার্ণব,* শ্রীসুব্রাহ্মণ্যস্তোত্র, ১-৮।

৩৪. *তদেব,* শ্রীব্রহ্মণ্যস্তোত্র, ১-৭।

৩৫. *তদেব,* শ্রীসুব্রাহ্মণ্যভুজঙ্গস্তোত্র, ১-২৪।।

৩৬. *তদেব,* শ্রীকুমারমঙ্গলস্তোত্র, ১-১০।

৩৭. *তদেব,* শ্রীদণ্ডায়ুধপাণ্যষ্টকস্তোত্র, ১-৯।

৩৮. *চোরচত্বারিংশী কথা,* প্রথমভাগ/৮, পৃ. ৩।

৩৯. *তদেব,* প্রথমভাগ/৮, পৃ. ৪।

৪০. *Encyclopaedia of Indian Coins* by Prasahant Srivastava, পৃ. ২০১-২০৩।

৪১. *তদেব,* পৃ. ১৬৯-১৭০।

৪২. *তদেব,* পৃ. ১০৩।

৪৩. *India as Reflected in the the Inscription of Gupta period.* By Haripada Chakraborti, পৃ. ১৩২।

৪৪. *A Study of Important Gupta Inscription.* By Manabendu Banerjee, পৃ. ২৬.

৫.১. লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা, উপাদান ও প্রেক্ষাপট :

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল - 'Folklore'। বর্তমানে 'Folk Lore' শব্দটি এক শব্দ হিসেবে প্রচলিত আসলে কিন্তু দুটি পৃথক অর্থবহ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত 'Folk' ও 'Lore'। যার 'Folk' শব্দের অর্থ 'লোক' অথবা 'জনসমাজ' অথবা 'প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি' এবং 'Lore' শব্দের অর্থ 'জগৎ' অথবা 'সংস্কার' অথবা 'মনস্তত্ত্ব'। এককথায় 'লোকসংস্কৃতি' হল - কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের জনমানসের অথবা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সামাজিক সংস্কার তথা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির 'লোক' বলতে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়না, কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একই প্রকার আচার, প্রথা, উৎসব পালনকারী মনুষ্যগোষ্ঠীকে বোঝায় এবং 'সংস্কৃতি' বলতে ওই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতিকে বোঝায়। প্রখ্যাত গবেষক আর্চার টেলর তাঁর *The specific spectator* পত্রিকায় প্রকাশিত *Folklore and the student of Literature* প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন - 'Folk lore is the material that is handed on by tradition, either by word or mouth or by custom and practice. It may be Folk songs, Folk tales, Riddles, Proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or Easter eggs; traditional ornamentation like the walls of Troy; or traditional symbols like the swastika. It may be traditional procedures like throwing salt over ones shoulder or knocking on woods. It may be traditional beliefs like the notion that elder is good for ailments of the eye. All these are folklore.'[১]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ বলেছেন -

'লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির বিকাশ।'[২]

অর্থাৎ তিনি লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় লোকজীবনকেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ বলে মেনেছেন। একথা ঠিক যে, লোকজীবন ছাড়া লোকসংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। কারণ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে লোকজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার।

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত যে অভিমত দিয়েছেন তা হল -

'কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছেদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি' বলে গ্রহণ করতে পারি।'[৩]

অর্থাৎ তাঁর এই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংজ্ঞার মধ্যে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও উপাদানগত দিকের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল -

'আর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ সংগঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্টরূপ লোকসংস্কৃতি।'[৪]

অর্থাৎ যেহেতু লোকসংস্কৃতির বিকাশ আর্থ - সামাজিক ও সমাজ সংগঠনের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যময় রূপ লাভ করে, তাই তিনি আর্থ-সামাজিক জীবন ও সমাজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসেবে লোকসংস্কৃতিবিদ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন -

'জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রকৃষ্টতম ফলশ্রুতি হচ্ছে লোকসংস্কৃতি।'[৫]

অর্থাৎ এনার মতে জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা লোকসংস্কৃতির একটি আবশ্যিক উপাদান। এটি সর্বজন স্বীকৃত একটি উপাদান।

৫.১.১. লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :

১) লোকসংস্কৃতির স্রষ্টা কোন ব্যক্তি নয়, একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী।

২) লোকসংস্কৃতির সীমানা হল ব্যাপক, সরল, অকৃত্তিম ও আটপৌরে।

৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর মাধ্যম মৌখিক, স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর।

৪) এটি বিবর্তনধর্মী ও নমনীয়।

৫) লোকসংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে পল্লীজীবনের কথা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৬) এর সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি এবং এর সাহিত্য অলিখিত।

৭) নাগরিক, শিক্ষিত ও শিষ্ট সমাজ এর প্রকাশক্ষেত্র।

৮) লোকসংস্কৃতি মূলত ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূগোল ও নৃতত্ত্ব বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।

৯) বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা লোকসংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক গবেষকরা লোকসমাজের বাহ্যিক অর্থাৎ বৌদ্ধিকরূপ হিসেবেই এটিকে অভিহিত করার প্রয়াস করেছেন। উক্ত বিবিধ বৈশিষ্ট্যের কারণেই লোকসংস্কৃতি আজ মানববিজ্ঞান শাখার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আবার সাংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের স্বরূপ পর্যালোচনা করলে আমরা লোকসংস্কৃতিকে আর একটি ধারায় দেখতে পাই। সেটি হল নগর সংস্কৃতি। গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির বিবর্তন ধারা থেকেই নগর সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এর পরিণতি রূপান্তরিত হয়েছে গণসংস্কৃতিতে। পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন - 'লোকসংস্কৃতি কৃষ্টি বিবর্তনের পথে কোনো টার্মিনাস নয়, বরং তাকে জংশন স্টেশন বলেই গণ্য করা শ্রেয় পূর্ববর্তী স্তর এবং পরবর্তী স্তরগুলির সঙ্গে সে-ই হল গ্রন্থিস্বরূপ।'[৬]

উক্ত আলোচনা থেকে লোকসংস্কতি শব্দের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় - যে বিষয় বা শাস্ত্র ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ইতিহাস চর্চার নিরিখে যখন কোনো বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও নান্দনিক ঐতিহ্য সুচারুরূপে অনুশীলন করে, তখন সেই বিষয় বা শাস্ত্রই লোকসংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোক-উৎসব, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি। কুমার কার্ত্তিকেয় সমগ্র ভারতবর্ষ বিশেষত বঙ্গীয় ও তামিল লোকাচারে, লোকবিশ্বাসে, লোকনৃত্যে, লোকশিল্পে, লোক-উৎসবে, লোকধর্মে, লোকসংস্কারে, লোকসাহিত্যে সর্বত্রই প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন, সেগুলি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

৫.১.২. লোকসংস্কৃতির উপাদান :

লোক সংস্কৃতির উপাদান সমূহের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। দুলাল চৌধুরী তাঁর *'বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি'* গ্রন্থে উপাদান সংক্রান্ত আলোচনায় লোক সংস্কৃতিকে চব্বিশটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে কোথাও অন্য উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছেন কোথাও বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন। এগুলি হল- ছড়া, গীতি / গান-সংগীত, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, কথা-রূপকথা, উপকথা, পুরাণ কথা, ইতিকথা ও ব্রতকথা, গীতিকা / গাথা, লোকনৃত্য, লোক উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা, আচার, মন্ত্র, তন্ত্র, লৌকিক দেব-দেবী, লোকনাট্য, লোকশিল্প, লোকভাষা, লোকাচার, লোক বিশ্বাস-লোক সংস্কার, লোক দর্শন, লোক ক্রীড়া, লোক ঔষধ / লোক চিকিৎসা, কিংবদন্তি, লোকবাদ্য, লোক অলংকার, সজ্জা, লোকচিত্র, লোকযান, লোক ঐতিহ্য। উক্ত উপাদানগুলিকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে লোকসংস্কৃতির বিশেষ উপযোগী কয়েকটি উপাদান নিয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল -

১) ছড়া - ছড়া লোকসংস্কৃতির বা সাহিত্যের একটি প্রাচীন উপাদান বা নিদর্শন বলে গবেষকরা মনে করেন। গানের মাধ্যমে ছড়ানো এবং পরপর গ্রন্থিত হল ছড়া। এটি মূলত শিশু, নারী, পশুপক্ষী, প্রকৃতি, উপকথা ও সমসাময়িক বিষয়ে রচিত হয়ে থাকে। ছন্দ মাধুর্য্য, সুর ও চিরত্ব হল ছড়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিশু সন্তান কে ঘুম পাড়ানোর জন্য তার মা যখন ছন্দে ছন্দে সহজ সরল বাক্যের ক্ষুদ্র মালা গাঁথেন তখন তা ছড়া হয়।

অধ্যাপক ওয়াকি আহমদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন - 'ছড়া হল সমষ্টিগত লোকমনের সৃষ্টি, সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে অবয়বে যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া।'[৭] যেমন -

"ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি/ঘুম দিয়ে যাও
বাটা ভরা পান দেব/গাল ভরে খাও।"

ছড়ার মধ্যে হৃদয়ের আবেগই প্রধান। ছড়ার ছন্দ ও শব্দ কোথাও অবিন্যস্ত। তবুও ছড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে অর্থনীতির ও রাজনীতির সম্পর্কে নির্ণয়ের

ক্ষেত্রে যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনই সাবলীল। জীবনের গভীর সত্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও ভাবনায় উজ্জ্বল।

২) প্রবাদ-প্রবচন - লোক সংস্কৃতির বা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রবাদ-প্রবচন সমাদৃত। ওয়াকিল আহমদের মতে - 'প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম।'[৮]

যেমন- 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' ইত্যাদি।

পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রই হল প্রবাদের মূল উপজীব্য। প্রবাদের মধ্যে একদিকে যেমন আমাদের জীবন দর্শন আছে ঠিক তেমনই রয়েছে নীতিবোধ। যা বংশ পরম্পরায় স্বমহিমা নিয়ে বেঁচে আছে। এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে বিধৃত হয়েছে। জীবন ও সমাজের অভিজ্ঞতাকে ধরে রেখেছে।

৩) ধাঁধা - মানুষের মনে বস্তু, প্রাণী বা ব্যক্তি সম্পর্কিত পরস্পরের সংযোগ, তুলনা এবং সাদৃশ্যবোধ থেকেই ধাঁধার জন্ম। পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন -

'ধাঁধা আসলে হল এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার; একদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি।'[৯]

শীলা বসাক এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

'ধাঁধা পল্লীর জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। ধাঁধাঁ হল পল্লীর গণসমাজে অতি সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার উপায়।'[১০]

তিনি ধাঁধাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন ১) লৌকিক ধাঁধা ২) সাহিত্যিক ধাঁধা ৩) আধ্যাত্মিক ধাঁধা।

ধাঁধায় শুধু রসবোধ, শিল্প বোধ আর বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলনই ঘটে না জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ সন্ধানও ধাঁধার মধ্য দিয়ে করা সম্ভব। ধাঁধার বর্ণনা, প্রশ্ন করার ভঙ্গি অবশেষে উত্তরের মধ্যে যে সন্তোষজনক রসানুভূতি লাভ করা যায় তা অন্য উপাদানে বিরল। ছড়ার মতো ধাঁধার উপস্থাপনা মূলতঃ শিশু ও কিশোর কেন্দ্রিক। তবুও মানুষের প্রাত্যহিক জীবন চর্চা,

উৎসব, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, ঋতু বৈচিত্র্য, কৃষিকথা, দেব-দেবীর নানান বর্ণনাও ধাঁধার ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। প্রাচীন লোক কাহিনির মধ্যেও ধাঁধার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধাঁধাকে অনেক গবেষক মৌখিক সাহিত্য বলেও অভিহিত করেছেন।

৪) গীতিকা / গাথা (Ballads) - কোনো জনপ্রিয় কাহিনি যখন সংগীতাকারে পরিবেশিত হয়, তখন তা গীতিকা বা গাথা হিসেবে অভিহিত হয়। গীতিকার মূল উপজীব্য বিষয় হল- প্রণয় ঘটিত বিচ্ছেদ, চৌর্যবৃত্তি, বিশ্বাসভঙ্গ ও প্রতিশোধ স্পৃহা, অবৈধ প্রণয়ের নানান উপাদান সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাটকীয় উপস্থাপনায় পরিবেশিত হয়। বাংলা দেশে তিন ধরনের গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যায় - ক) নাথ-গীতিকা খ) ময়মনসিংহ-গীতিকা গ) পূর্ববঙ্গ-গীতিকা।

৫) লোককথা - এবিষয়ে বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছেন - 'লোকসাহিত্যের অপরাপর উপাদানের ন্যায় বাংলার লোককাহিনীর ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির কারণ বাংলা লোককাহিনী একদিকে যেমন *রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র,* জাতক কাহিনী, *বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি* প্রভৃতি। প্রাচীন বৈদিকসাহিত্য থেকে যেমন বহু বিষয় গ্রহণ করেছে, তেমনি অপরপক্ষে আলিফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, সয়ফুলমুলূক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি সংখ্যাতীত ফারসী কাহিনীর সাহিত্যিক ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেছে।'[১১]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবগত ঐক্য ও সংহতির পরিচয়ও লোককথা বা লোককাহিনিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। লোক কথার বৈশিষ্ট্য হল- কাহিনির গভীরতা, বাক্য বিন্যাস ও বর্ণনা রীতিও এক অনন্যসাধারণ দ্যোতনা সৃষ্টি করে। এই অর্থে বাংলার উপকথা, ব্রতকথা রূপকথাও লোক কাহিনির অন্তর্ভুক্ত।

৬) লোকউৎসব - উৎসব যেমন কোনো একটি জনসমাজকে নিজস্ব ঐতিহ্য দ্বারা আকৃষ্ট করে, একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ভাবনায় সমবেত করে ঠিক তেমনই এই ধরনের লোক উৎসবকে ঘিরেই মেলার সূচনা হয়। এই মেলা কোথাও প্রবর্তিত হয়, কোথাও নির্দিষ্ট জনসমাজ বা এলাকার মানুষের বার্ষিক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও শত শত বছর ধরে সেই জনসমাজের সঙ্গেই বিবর্তিত হয়। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়। লৌলিক মেলা ও লোক

উৎসব হল সমাজ শিক্ষার কেন্দ্র, উদার মানবিকতার আবহনভূমি, জাতীয় সংহতির মিলনমেলা, সমষ্টি উন্নয়নের প্রচারভূমি, লোকসাধারণের কাছে আনন্দের মধ্য দিয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র, পল্লীর অর্থনীতি বিনিয়োগ ও সঞ্চালনের স্থল। গ্রামীণ সমাজজীবনে নবান্ন যেমন লোক উৎসব ঠিক তেমনই কোথাও চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, মাঘ মেলা, রাস মেলা সর্বজনীন মিলন ক্ষেত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরনের মিলন মেলার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যবোধ, দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন হিন্দু মেলা, শিবাজী উৎসব, গণপতি উৎসবের প্রবর্তকেরা। এই উৎসব ও মেলা একদিকে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়েও সাহায্য করে অপরদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিমণ্ডলও গড়ে তোলে। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নগর থেকে আর এক নগরে, দেশ থেকে বিদেশে মেলা আজও লোক সমাজের শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবেই বেঁচে আছে। বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল না থাকলেও লোক উৎসব ও মেলার গণমুখী চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি।

৭) লোকসাহিত্য - লোকসংস্কৃতির অন্যতম অংশ হল - লোকসাহিত্য, এটি মূলত অলিখিত ও মৌখিক হয়। এটি মুখে মুখে রচিত হয় এবং মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়। এই সাহিত্যের স্রষ্টার পরিচয় তেমনভাবে প্রকাশ পায়না, সৃষ্টিই মুখ্য। এটি অত্যন্ত সহজ-সরল হয়। এটি পদ্য ও গদ্য উভয় প্রকৃতির হতে পারে। যেমন - প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া। এটি লোকসংস্কৃতির সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত শাখা।

৮) লোকক্রীড়া : লোকক্রীড়া আসলে লোক সমাজেরই বিভিন্ন ভাবনার প্রতিচ্ছবি। গ্রামীণ সমাজে উল্লেখযোগ্য লোক ক্রীড়া গুলি হল ষাঁড়ের লড়াই, মুরগি লড়াই, বাঁদর খেলা; হাডু-ডু, কানামাছি, খো খো, ডাংগুলি ইত্যাদি। অনেকে নৌ-বাইচ প্রভৃতি খেলাকে লোকক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৯) লোকশিল্প ও চিত্রকলা : বাংলার লোক চিত্রকলা বা লোক শিল্প সাধারণত অপ্রশিক্ষিত শিল্পীদের বৈচিত্র্যহীন জীবনের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পরিচিত। নিষ্ঠা ও মননশীলতা লোক চিত্রের উপজীব্য। এই লোক শিল্পের মধ্যে অন্যতম হল কুটির শিল্প। লোকশিল্প বলতে অঙ্কন, ভাস্কর্য্য,

লোকস্থাপত্য, কুটির শিল্প, প্রতিমা, আলপনা, পিঠা, লোক অলঙ্কার, বর্ণাঢ্য লোক পোশাক, লোক প্রতীক প্রভৃতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়া বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ, মেদিনীপুরের মাদুর, ঢাকার মসলিন ও জামদানি, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বাঁকুড়া ও শান্তিনিকেতনের হস্ত ও সূচীশিল্প, বস্ত্রশিল্প সর্বজনবিদিত।

এই সব শিল্পকর্ম কোনো শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত উদ্ভাবন নয়- পুরুষানুক্রমে এগুলি হাতে কলমে নানান পরিবর্তিত আঙ্গিকে চলে আসছে। লোকশিল্পের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য যেমন এগুলির মধ্যে বিদ্যমান ঠিক তেমনই আধুনিক শিল্পজ্ঞানের ছোঁয়াও এগুলির মধ্যে রয়েছে।

১০) লোকনাট্য : লোক নাট্য বা নাটক মূলতঃ কাহিনি নির্ভর; মঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়েই এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। লোক নাটকের বিষয় হল - দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক ও কিংবদন্তি মূলক চরিত্রের প্রতি আলোকপাত; সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে চলে আসা লোক কাহিনির মহিমা কীর্তন ইত্যাদি। এই অর্থে মনসার ভাসান, রামের বনবাস যাত্রা যেমন লোকনাট্য ঠিক তেমনই মারাঠা বীর শিবাজী, ভোলা ময়রার কাহিনিও লোকনাট্য। লোকনাট্যে যেমন নাটকীয় সংঘাত আছে, পাশাপাশি রয়েছে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য স্থূল রঙ্গরস, হাসি-কান্নার বিপুল সম্ভার। গ্রামীণ সমাজ জীবনে বছরে একাধিকবার ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে মিলনোৎসব সূচিত হয়, মেলা বসে। এ্যামেচার যাত্রা পালা ইদানীং গৌরব হারালেও কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাপালা গ্রামীণ সমাজ জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে। যাত্রা ও অন্যান্য পালার মধ্য দিয়ে বীর রস ও করুণ রসের প্রাধান্য দর্শক শ্রোতাদের মোহিত করে দেয়।

১১) লোকসংগীত - লোকসংগীত হল কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সমাজে বসবাসকারী মানুষের আঞ্চলিক সংগীতকে বলা হয়। লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এটি লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান উপাদান। এই সংগীতের সুরই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য যা অনান্য সংগীত থেকে পৃথক করে। লোকসংগীত নির্দিষ্ট অঞ্চলের পরিচয় বহন করে তথা লোকসংস্কৃতিকে জনসমক্ষে তুলে উন্মোচিত করে। যথা - বাউল সংগীত।

১২) লোকনৃত্য - লোকসংগীতের ন্যায় লোক নৃত্যও লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ উপাদান। পেশাদারী শিল্পীরাই নৃত্য-গীত সহকারে লোকনৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। যথা - ছৌ-নৃত্য এটি পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতি পরিচয় বহন করে। এই নৃত্যে পৌরাণিক দেবদেবী, রাক্ষস, দৈত্য, দানব, নর, বানর প্রভৃতি চরিত্রের অনুকরণে মুখোস তৈরী করা হয় এবং এগুলি পরিধান করেই নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বীরভূম জেলার ডোম ও বাউরী সম্প্রদায়ের দ্বারা রায়বেশ নামক লোকনৃত্য বিবাহাদি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

১৩) লোকদেব-দেবী : - লোক দেব-দেবী বলতে সাধারণত আকৃতিহীন পাথর, মাটির টিলা, গাছ, শিব লিঙ্গ, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতিকে বোঝায়। মানুষ যা চেয়েছে, তার কাছে দেবতা হয়ে উঠেছেন ঠিক সেই শক্তির আধার। স্থানে স্থানে, গ্রামে গ্রামে, মানুষের সেই কামনা পূরণের দেবতারাই পরবর্তীকালে, একদা, অভিহিত হয়েছেন গ্রাম্য দেব-দেবী বা লৌকিক দেব-দেবী নামে। এই লোক দেব দেবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – বনবিবি, বিশালাক্ষী দেবী, চণ্ডী দেবী, শীতলা দেবী, এছাড়াও বহু দেব-দেবী আছেন। সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে বহু স্থানে লৌকিক দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা বয়ে থাকে। এঁরা কোথাও গ্রাম দেব-দেবী কোথাও আঞ্চলিক দেবতা হিসেবে পূজিত। এই লোক দেব-দেবীর অধিকাংশই যেমন মূর্তিহীন ঠিক তেমনই এই দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট মন্ত্র নেই- আচার-উপচারও ভিন্ন। বেশ কিছু লোক দেব-দেবীর পূজাকে ঘিরে স্থানীয় এলাকার মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এই সব মেলায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির তৈরি করেন। লোকদেব-দেবীর মধ্যে সত্যপীর, বনবিবি, সাতবিবি, আটেশ্বর প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে পূজিত হন।

লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্যের বিষয়বস্তুগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন - লোকসংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সাহিত্য দেশ-কালের সীমানা বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। লোকসংস্কৃতিতে স্রষ্টা গৌণ, সৃষ্টি মুখ্য, কিন্তু

সাহিত্যে উভয়ই গুরুত্ব পায়। লোকসংস্কৃতির উপাদান গুলি অলিখিত, কিন্তু সাহিত্য সর্বদা লিখিত। লোকসংস্কৃতি অপেক্ষা সাহিত্যের থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন।

কুমার কার্ত্তিকেয় একদিকে যেমন সংস্কৃত ও অন্যান্য সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন - প্রবাদ-প্রবচন, গাথা, লোককথা, লোকউৎসব, লোকশিল্প, লোকদেবদেবী, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকসাহিত্য, লোকদেবতার অঙ্গরূপে ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল -

৫.২. ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় :

ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে লৌকিক দেবতা তথা লোক উৎসবের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কুমার কার্ত্তিকেয়ের পূজা। এই দেবতার পূজা মূলত ভারতবর্ষের বঙ্গপ্রদেশে ও দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও আনুসাঙ্গিক কয়েকটি রাজ্যে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এগুলি নিম্নে আলোচিত -

৫.২.১. বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় :

বঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে কুমার কার্ত্তিকেয় 'কার্ত্তিক' নামে পরিচিত। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কার্ত্তিকপূজা বিশেষ সাড়ম্বরে পালিত হয়। তিনি মূলত অপুত্রের পুত্রপ্রদানকারী ও বলিষ্ঠ সন্তানের দাতারূপে পূজিত হয়ে থাকেন। আবার কখনো কখনো কোন দ্রব্য হারিয়ে গেলে হারা কার্ত্তিকের পূজা করা হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে কার্ত্তিকের উপাসনা করা হয়ে থাকে। এই লোকসংস্কৃতির কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল -

৫.২.১.১. কোচবিহারের কাতি বা কার্ত্তিক পূজা :

কার্তিক মাসের শেষের দিকে ফসল কাটার পূর্বে এই পূজা ও ব্রত পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তির বাড়ির উঠানে মাটির বা শোলা দুই ধরনের কার্ত্তিকের মূর্ত্তি দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসানো হয় উঁচু মাটি দ্বারা নির্মিত কোন বেদীর উপর। কুমার হস্তে তীর ও ধনুক

নিয়ে ময়ূরের উপর উপবিষ্ট থাকেন। কোথাও প্রথমে হাতি তার উপর ময়ূর, ময়ূরের উপর কুমার উপবিষ্ট থাকেন। মূলবেদীর চারদিকে কলাগাছ পুঁতে দেওয়া হয় এবং তিন দিকে দড়িতে ফুল, আটিয়া কলা ও মনুয়া কলা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। মূর্তির পিছনে একটি শেওড়া ও একটি ময়না গাছের ডাল ফল সহ পুঁতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক কলাগাছের গোড়ায় ঘটে একটি করে তীর রাখা হয়। এক আঁটি শিস ও মূল সহ ধানগাছ বাঁদিকে পুঁতে দেওয়া হয়। চালের গুঁড়োর পিটুলি ও ঘট নৈবেদ্য দিয়ে পূজার উপকরণ সাজানো হয়। স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করালেও অনেকেই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করান। এই ব্রতানুষ্ঠানে মহিলারা যে স্থানে নৃত্য করেন, সেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ অনেক সময় তাদের নৃত্য ও বাক্য প্রয়োগ শালিনতা ছাড়িয়ে যায়। পুত্রকামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। অনেক কুমারীও সুন্দর পতি লাভের নিমিত্ত এই ব্রত পালন করেন। কাতি বা কার্ত্তিক দেবতার কৃপা দৃষ্টি লাভ করলে বংশবৃদ্ধি ও শস্যবৃদ্ধি হয়। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গদালীরদল যে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন তা হল -

হাটুয়া মানষে পোছে রসিকবামনারে
কিও বাসনা কি করেন আগল কলার ঝুঁকি।
কাতিঠাকুরের বরে পুত্র পাইছং কোলে
কাতিঠাকুরের বরে শষ্য অসিচে ঘরে
কাতিঠাকুরের বরে ধন আসিচে ঘরে
তারে না করিমু স্যাবা পূজা। [১২]

অর্থাৎ কোচবিহারেরে লোকবিশ্বাসে কার্ত্তিককে সন্তানদাতা ও শস্যের দেবতারূপে পূজা করা হত। এছাড়াও স্থানীয় লোকসংগীতে, লোকসাহিসত্যে, ধর্মীয়বিশ্বাসে কার্ত্তিক দেবতা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন।(পরিশিষ্ট - ২ এর চিত্র -১ দ্রষ্টব্য)

৫.২.১.২. বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কার্ত্তিক লড়াই :

বর্ধমানের কাটোয়ার কার্ত্তিক পূজার মূল আকর্ষণ হল কার্ত্তিক লড়াই। স্বর্গীয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, সুতরাং যুদ্ধ করা বা লড়াই করা তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু মজার বিষয় হল কাটোয়ার কার্ত্তিক লড়াই তিনি নিজে করেন না, লড়াই করেন তাঁর ভক্তরা তথা কার্ত্তিকপূজার উদ্যোক্তারা। তাঁরা কার্ত্তিক ঠাকুর তৈরী থেকে শুরু করে সাজানো পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। এমনকি তাদের প্রতিযোগিতা চরম পর্যায়ে মাথা ফাটাফাটি ও শারীরিক নিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই লড়াইয়ে কার্ত্তিকের সঙ্গে সামিল থাকেন অনান্য দেবদেবী, মুনি-ঋষি, দৈত্য, দানব, অপ্সরাদেরও মূর্ত্তি। সবার উপরে থাকেন কার্ত্তিক তারপর ক্রমান্বয়ে নেমে আসেন পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্রগুলি। উদ্যোক্তারা প্রত্যেক বছর নতুন নতুন কাহিনী তুলে ধরার প্রয়াস করেন। একদলের সঙ্গে অপর দলের কাহিনীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই লড়াইয়ের প্রচলন করেছিলেন কচুয়াড়া তাঁতিপাড়ার এক নিঃসন্তান ব্যক্তি। পরবর্তীকালে এটি সার্বজনীন হয়ে যায়। এই কার্ত্তিকের উচ্চতা প্রায় পনেরো থেকে আঠারো ফুট হয়। কাটোয়ার গঙ্গার ওপারের মাটিয়ারি শিল্পীদের দ্বারা বিগ্রহগুলি তৈরী করানো হয়। তাঁদের শৈল্পিক নৈপুন্য প্রশংসনীয়। এই পূজা দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে জনগণ একত্রিত হন। কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা এবং এরপরের দিন বিসর্জন দেওয়া হয়। এই বিসর্জনের নাম বাঁচ বা বাঁচাই। এইদিন লড়াই সবথেকে বেশী জমে ওঠে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে থাকে আলোর রোশনাই, সবকিছু এই লড়াইয়ে সামিল হয়। এই লড়াই উপলক্ষে নানা ধরনের খাবার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান বসতে দেখা যায়। ওই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের আগমন ঘটে। এককথায় সবকিছু মিলে এই পূজা বেশ জমজমাট হয় ও ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন।[১৩] (পরিশিষ্ট - ২ এর চিত্র -২ দ্রষ্টব্য)

৫.২.১.৩. কলকাতার বাবু-কালচার ও কার্ত্তিক পূজা :

কলকাতায় সুপ্রাচীন বাবু-কালচারের প্রচলন ছিল গণিকামহলে। সেই সময় গণিকামহলে সাড়ম্বরে কার্ত্তিক পূজার প্রচলন ছিল। বর্তমানে বাবুরা চলে গেলেও কার্ত্তিক পূজার চল আজও

দেখা যায়। এই কার্ত্তিককে দেখতে অনেকটা বাবুদের মতো তাই এই কার্ত্তিককে বাবু কার্ত্তিক বলা হয়। এই কার্ত্তিকের গায়ের রং ছিল হলুদ বর্ণ, টানাটানা চোখ, মাঝখানে সিঁথি কাটা বারবি চুলের বাহার, গালে গালপাট্টা, চোমরানো গোঁফ, ফিনফিনে কালো চওড়া ধুতি, বাবুদের মতোই গলায় সোনার হার, হাতে ইষ্টি কবচ, পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা জুতো পরিহিত হয়ে ময়ূরের উপর চড়ে বসে থাকতেন। বর্তমানে বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী দল ও বারোয়ারি সংঘ অনাড়ম্বরভাবে এই পূজা করে থাকেন।[১৪]

৫.২.১.৪. কোকাই কার্ত্তিক পূজা :

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজা হয়ে থাকে। কার্ত্তিক স্বর্গীয় দেবসেনাপতি ও দৈত্য-দানবদের হত্যাকারী। যে সকল সন্তানহীনা নারী রয়েছেন অথবা যাদের সন্তান মারা গিয়েছে, তাঁরা এই পূজা করে থাকেন। কোকাই কার্ত্তিক আসলে খোকা-কার্ত্তিকের বিবর্ত্তিত রূপ। কোকাই কার্ত্তিকের একটি মূর্তি তৈরী করে সেটির পিছনে মোটা পাঠকাঠির সঙ্গে বেঁধে থোড়ের খোলায় বসানো হয়। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কারণ কোকাই কার্ত্তিককে নিজের সন্তানের ন্যায় মনে করে পূজা করেন। যেহেতু তিনি শিশু তাই এই পূজার প্রধান উপাদান নাড়ু। কারণ তিনি নাড়ুপ্রিয় ছিলেন। তাই প্রসাদে থাকত নারকেলনাড়ু, তিলের নাড়ু, মুগের ডালের নাড়ু। এই পূজা মূলত বাংলাদেশে প্রচলিত হলেও বঙ্গপ্রদেশে বহু স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁর নিকট সবাই প্রর্থনা করেন -

কোকাই কার্ত্তিক, কোকাই কার্ত্তিক
তোমায় রাখব আমাদের দুই হাতে, আমাদের
বুকে, আমাদের মাথায়।
আমরা চাই তুমি আমাদের পুত্র হয়ে আমাদের
সব দুঃখ ঘোচাও.....।[১৫]

৫.২.১.৫. দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কার্ত্তিক পূজা :

কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে বিশেষ সাড়ম্বরে পালিত হয় এই জেলার কার্ত্তিক পূজা। এই জেলার পূজা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে বিশেষকরে নবদম্পতীদের বাড়িতে সংক্রান্তির পূর্বদিবসে বা রাত্রে গোপনে কার্ত্তিকের বিগ্রহ প্রতিবেশী বা বন্ধুরা রেখে আসেন এবং পরদিন সকালে পুরোহিত ডেকে নবদম্পতী পুত্ররূপে সেই বিগ্রহের পূজা করেন। নবদম্পতীকে কার্ত্তিকের বাবা ও মা বলে স্বীকার করা হয়। যে বা যারা এই বিগ্রহ রেখে যান, তাদের একজনকে আত্মীয় করতে হয়। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী এই পূজার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সামগ্রী কার্ত্তিকের মামার বাড়ি থেকে আসে। তিনবছর এই পূজা করতে হয়, অনেকে সারা বছরও করে থাকেন। যেহেতু বিগ্রহকে পুত্ররূপে কল্পনা করা হয়, সেহেতু বিগ্রহকে বিসর্জন দেওয়া হয়না, মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। নবদম্পতী ছাড়াও প্রথমে কন্যা সন্তান হয়েছে এমন দম্পতীও পুত্র সন্তানের আশায় কার্ত্তিক পূজা করে থাকেন। এছাড়াও কোন দম্পতী যদি পুত্রসন্তানের আশায় কার্ত্তিকের নিকট মানত করেন এবং তাঁর কৃপায় পুত্র সন্তান হয়, তবে সেই দম্পতী কমপক্ষে তিনবছর কার্ত্তিকপূজা করেন। (পরিশিষ্ট - ২ এর চিত্র - ৩ দ্রষ্টব্য)

৫.২.১.৬. মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙার কার্ত্তিক লড়াই :

এই কার্ত্তিক লড়াই মূলত কার্ত্তিকপূজার পরদিন অর্থাৎ বিসর্জনের দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহী মহোৎসব হল এই কার্ত্তিক লড়াই। এখানে প্রায় পঁচাত্তরটি বড় পূজাকমিটি রয়েছে। এদের মধ্যে বাথানগড়ের বুড়ো কার্ত্তিক, বেনিবেড়িয়ার বাবুকার্ত্তিক, রাজাকার্ত্তিক, হাতিকার্ত্তিক প্রভৃতি বিখ্যাত পূজাকমিটি। আগেরদিন শিল্পীদের দ্বারা এই শহরের রাস্তাগুলি আল্পনা দিয়ে সাজানো হয়। বড় পুজার বিগ্রহগুলির উচ্চতা হয় প্রায় চোদ্দ থেকে ষোলফুট। প্রতিমাগুলিকে বাঁশের মাচায় চাপিয়ে আলোর রসনাই ও উচ্চতর বাদ্যযন্ত্র সহকারে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন উদ্যোক্তারা। কোন পূজাকমিটির শোভাযাত্রা কত ভালো হল এই নিয়ে উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। এখানে কেবলমাত্র কার্ত্তিকের বিগ্রহ থাকে না, সঙ্গে থাকেন নানা ধরনের শিব, লক্ষ্মীদেবী, নটরাজ, সরস্বতী, গণেশ, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য সহ

প্রায় তিনশয়ের বেশী বিগ্রহ। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষেরা এই ঐতিহ্যবাহী কার্ত্তিক লড়াইয়ের সাক্ষী হতে বেলডাঙার রাস্তার দুইপাশে ভিড় জমান। এইদিন দুর্ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই কার্ত্তিক লড়াই বেলডাঙাবাসীর লোকসংস্কৃতিতে এক বিশেষমাত্রা সংযুক্ত করেছে। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ৪ দ্রষ্টব্য)

৫.২.১.৭. চুঁচুড়া বাঁশবেড়িয়ার কার্ত্তিক পূজা :

চুঁচুড়ার বাঁশবেড়িয়াতে বহুদিনের প্রাচীন কার্ত্তিক পূজা প্রত্যেক বছর কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কার্ত্তিকের ষড়ানন মূর্তির পাশে দেবসেনা ও বল্লী নামে দুই পত্নীর ভাস্কর্যও দেখতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে নানা রূপ ও নামের কার্ত্তিক দেখা যায়। যেমন - বাবুদের ন্যায় দেখতে কার্ত্তিককে বাবু কার্ত্তিক বলা হয়, রাজার পোশাক পরিহিত কার্ত্তিককে রাজা কার্ত্তিক বলা হয়, খোকা অর্থাৎ বালক কার্ত্তিককে খোকা কার্তিক বলা হয়, বীর কার্ত্তিক, ধুমো অর্থাৎ মোটাসোটা বা ধোঁয়া বর্ণের কার্ত্তিককে ধুমো কার্ত্তিক বলা হয়, প্রায় একই দেখতে কার্ত্তিককে ধেড়ে কার্ত্তিক বলা হয়। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ক্রুদ্ধ বা ঘোড়সাওয়ার কার্ত্তিককে জ্যাংড়া কার্ত্তিক বলা হয়, এই কার্ত্তিক ময়ূরের উপর বসে থাকলেও দেখে মনে হয় যেন ঘোড়ার উপর বসে আছেন। এছাড়াও অর্জুনের ন্যায় কার্ত্তিককে অর্জুন কার্ত্তিক ও জামাইয়ের ন্যায় দেখতে কার্ত্তিককে জামাই কার্ত্তিক বলা হয়। এই পূজা বর্তমানে বরোয়ারী ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও বলাই চাঁদ শীল ও মুরারী মোহন ধরের বাড়ির কার্ত্তিক পূজা বেশ নামকরা। এখানে কার্ত্তিকের সঙ্গে শিব, নটরাজ, গণেশ, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদেরও পূজা করা হয়।

(পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ৫ দ্রষ্টব্য)

৫.২.১.৮. কার্ত্তিক ব্রত :

কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত পালন করা হয়। কার্ত্তিকের মতো স্বামী পাওয়ার আশায় কুমারীরা এই ব্রত পালন করেন। এই ব্রততে সন্ধ্যাবেলায় নানা ধরনের সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধনের রীতি প্রচলিত আছে। বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় ও মেদিনীপুর জেলায় ও

বাংলাদেশে এই ব্রতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এই দিন কার্ত্তিক ঠাকুরের বিগ্রহ ও নানা প্রকার মাটির কলস আনা হয় এবং কলসের গায়ে ব্রতিনীরা নানা প্রকারের বেলের মাথা, ঐরাবত, বিষ্ণু, শিব, নদী, পুষ্প, উড়ন্ত পাখি, দাঁড়কাক প্রভৃতির আলপনা অঙ্কন করেন। এগুলিকে দধিভাণ্ড বলা হয়। আলপনা অঙ্কনের পর ব্রতিনীরা শুচি বস্ত্র ধারণ করে ব্রত প্রারম্ভ করেন। প্রথমে ব্রতিনীদের নামে একটি করে কার্ত্তিকের মূর্তি বেদীর উপর বসানো হয়। এরপর কলসের মুখে ফুল রেখে বংশদ্বীপ প্রজ্বলন করা হয়। অনন্তর ছোট ছোট কলসগুলির মুখে ফুল রেখে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। ব্রতভাণ্ডগুলির মধ্যে চাল ও ডালের একটি ভোজ্য, একটি ধনুক, একটি কলাপাতা ও পাঁচ রকমের ফল রাখা হয়। ব্রত সমাপ্ত হলে ছোট কলসগুলি ধোপা, নাপিত ও পুরোহিতদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বড় কলসের প্রদীপ যেন জ্বলতে থাকে সেদিকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এই প্রদীপের কাজল শিশুদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই ব্রতের কিছু নিয়ম পালন করতে হয় যেমন ব্রতিনীর আহারকালে কেউ যদি তাকে ডাকেন বা নামের আদ্যাক্ষর উচ্চারণ করেন এবং সেটি তার কান পর্যন্ত পৌঁছালে সেই আহার ত্যাগ করতে হয়। ব্রতিনীদের সারারাত জাগতে হয়, দিনের বেলায় ঘুমালে সেই ব্রতের ফল নষ্ট হয়। ব্রতের দিন একবেলা খেতে হয় এবং দ্বীপ ভাসিয়ে দেওয়ার পর নিদ্রা যেতে হয়। এই ব্রতের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পুত্র কামনার আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়, অন্যদিকে এর মধ্য দিয়ে ব্রতিনীর সংযম, ভক্তি, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা ও শুচিতার পবিত্র আদর্শ লক্ষিত হয়, যেটি যেকোন সমাজের পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয়।

যেকোন দেশের বা জাতির লোকসংস্কৃতি সেই প্রদেশের একটি বিশেষ অঙ্গ। লোকসংস্কৃতি হল এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে কোন একটি দেশ বা জাতি তাঁর স্বকীয় সত্ত্বাকে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরতে পারে। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হল কার্ত্তিক পূজা। এই কার্ত্তিকের উপাসনা বা ব্রত হঠাৎ করে বঙ্গবাসীর নিকট পৌঁছায়নি, এর মূল উৎস হল পুরাণ সমূহ। বঙ্গীয় লৌকিকদেবতরূপে কার্ত্তিক পূজিত হলেও এই পূজার উপর পৌরাণিক প্রভাব অনেকখানি। কারণ পুরাণে উল্লিখিত ধনবান ও পুত্রবান হওয়ার উদ্দেশে

বঙ্গপ্রদেশে এই পূজা বিশেষ পরিচিত। এছাড়াও ফলাহার ও কার্ত্তিকস্তোত্র পাঠ বঙ্গপ্রদেশের প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এই পূজা একদিকে যেমন বঙ্গবাসীর কাছে ধর্মীয়বিশ্বাস, আনন্দ ও উন্মাদনার অন্যতম কারণ, অন্যদিকে এই উৎসব বঙ্গপ্রদেশকে অনান্য প্রদেশ ও বিশ্বের নিকট স্বকীয় সংস্কৃতিকে উন্মোচিত করে। বঙ্গপ্রদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের মন্দির সেভাবে দৃষ্ট হয়না কিন্তু এই পূজা নিয়ে বাঙালীদের মধ্য উন্মাদনার শেষ নেই। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় বহু পূর্ব থেকে প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় নবদম্পতীর বাড়িতে গভীররাতে কার্ত্তিক দেওয়ার ঘটনা বহুল প্রচলিত প্রথা হয়েগিয়েছে। এই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যম গুলিতে বহু দেখা যায় এই পূজার সময়। অনেক সময় একজনের বাড়িতে একাধিক কার্ত্তিকের মূর্তি দিতেও দেখা যায়। কার্ত্তিক দেবতা বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

৫.২.২. তামিল লোকসংস্কৃতিতে কুমার কার্ত্তিকেয় :

তামিল ভাষা ভক্তির ভাষা, তামিল সাহিত্য ভক্তির সাহিত্য। তিনি অগ্যস্তমুনিকে তামিল ভাষার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতের মূলত তামিলনাড়ু প্রদেশের তামিল ভাষাভাষী মানুষদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা হলেন কুমার কার্ত্তিকেয় বা মুরুগন। তাঁদের নিকট তিনি সুব্রহ্মণ্য, কন্দন, স্কন্দ, ষণ্মুখ, কুমার, স্বামীনাথন, গুহ, কার্ত্তিকেয়, ভেলেন, ভেলায়ুধান প্রভৃতি নামে পরিচিত। উক্ত নাম গুলি ছাড়াও তিনি বহু নামে পরিচিত। তামিলদের নিকট তিনি মুরুগন নামে অধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাকি পাঁচটি স্থানে তিনি হস্তে বর্শা নিয়ে আছেন। যিনি পাহাড়ি অঞ্চলের লাল দেবতা নামে পরিচিত। তামিলদের নিকট মুরুগনের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন - তাঁর বাল্যকালের চরিত্রের জন্য তিনি বালকুমার, বালমুরুগান, মুথুকুমার, বালস্বামী প্রভৃতি নামে পরিচিত। তামিল প্রদেশে তাঁর বহু মন্দির ও বিগ্রহ পাওয়া যায়। তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত সব থেকে জনপ্রিয় ছয়টি মন্দির 'অরুপাদাই ভেদু' নামে পরিচিত। তামিল ভাষায় 'অরু' শব্দের অর্থ 'ছয়', 'পাদাই' শব্দের

অর্থ 'সেনাবাহিনী' এবং 'ভেদু' শব্দের অর্থ হল 'ঘর' বা 'সৈন্য শিবির'। এগুলি হল - তিরুপারাকুন্দ্রাম, তিরুচেন্দুর, তিরুতানি, পালানি, স্বামীমালাই এবং পালামুথিরচোলাই। পালানির মন্দিরে মুরুগনের হস্তে দণ্ড থাকায় তিনি 'দণ্ডপাণি' নামে পরিচিত।

মন্দিরের নাম	তাৎপর্য	রাজ্য	জেলা	স্থানীয় শহর	বিবিধ
স্বামীমালাই(অরুল মিগু স্বামীমালাই স্বামীনাথ স্বামী মন্দির)	এই স্থানে মুরুগন শিবের নিকট ওম্ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন। বালমুরুগন নামে পরিচিত।	তামিলনাড়ু	থাঞ্জাভুর	কুম্বকোনাম	চেন্নাই থেকে ২৯৬ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।
পালানি(মুরুগন মন্দির)	দণ্ডপাণি নামে পরিচিত।	তামিলনাড়ু	দিন্দিগুল	কোদাইকানাল মাদুরাই	চেন্নাই থেকে ৪৮৯ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।
তিরুতানি(অরুল মিগু তিরুথানি স্বামী মন্দির)	এই স্থানে বল্লীর সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।	তামিলনাড়ু	থিরুভালুর	আরকোনাম	চেন্নাই থেকে ৮৬ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।
তিরুচেন্দুর(মুরুগন মন্দির)	সেন্থিলনাথন্ এবং অসুর সুরপদ্মনের বধকারী রূপে পরিচিত।	তামিলনাড়ু	টোথুকাদি	তিরুনেভেলি	চেন্নাই থেকে ৬৩৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।
তিরুপারাকুন্দ্রাম্ (মুরুগন মন্দির)	এই স্থানে সুব্রাহ্মণ্য এবং দেবায়নী বা দেবসেনার স্বামী রূপে প্রসিদ্ধ।	তামিলনাড়ু	মাদুরাই	দিন্দিগুল	চেন্নাই থেকে ৪৬৪ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।

পাজামুথিরচোলাই (মুরুগন সোলাই মালাই মন্দির)	প্রাকৃতিক পরিবেশে মুরুগন ও বল্লীর বসবাসের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।	তামিলনাড়ু	মাদুরাই	দিন্দিগুল	চেন্নাই থেকে ৪৪৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত।

৫.২.২.১. কুমার কার্ত্তিকেয়ের দক্ষিণভারতে আগমন ও দেবতা হয়ে ওঠার পশ্চাতে প্রচলিত কিংবদন্তি :

কুমার কার্ত্তিকেয় স্বর্গীয় সেনাপতি হয়ে কিভাবে দক্ষিণভারতে আগমন করলেন এবং কিভাবে তামিলদের দেবতা হয়ে উঠলেন, এর পশ্চাতে দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। সেগুলির অন্যতম হল -

গণেশ ও স্কন্দ দুই ভাই প্রথমে কে বিয়ে করবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্য কলহ করেছিলেন; তাই শিব এবং পার্বতী একটি শর্ত দিলেন যে, দুই জনের মধ্যে পৃথিবীতে যে সবার আগে পৃথিবী ভ্রমণ করে ফিরে আসবেন, তাঁর বিবাহ আগে হবে। কুমার তৎক্ষণাৎ ময়ূরকে বাহন করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে প্রারম্ভ করলেন কিন্তু চতুর, স্থূল গণেশ মনে মনে ভাবলেন - "আমি কী করব? কোথায় যেতে হবে? আমি পৃথিবী অতিক্রম করতে পারব না। সর্বোত্তমভাবে একটি ক্রোশ যাওয়া সম্ভব। এর বেশী যাওয়া সম্ভব নয়।" তাই তিনি তাঁর পিতামাতাকে বসতে বললেন এবং তাঁদের চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন; তারপর তিনি তাঁদের একটি কন্যা দিতে বললেন। কিন্তু তাঁরা গণেশকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ শুরু করতে এবং আগে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। পিতামাতার কথা শুনে, গণেশ তৎক্ষণাৎ কিছুটা সংযমের সাথে তাঁদের বললেন, 'তোমাদের চারপাশে ঘুরে আমি পৃথিবী ঘুরেছি।' শিব এবং পার্বতী, তাদের ছেলের বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সিদ্ধি ও বুদ্ধির সাথে বিবাহ দেন এবং কার্ত্তিকেয় পৃথিবী ভ্রমণ করে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান, তাঁর ভাই ইতি মধ্যেই বিবাহিত। রাগান্বিত হয়ে তিনি দক্ষিণভারতের ক্রৌঞ্চপর্বতে বসবাস করতে চলে যান। সম্ভবত মৌখিক প্রচারের মধ্য দিয়ে এই কাহিনী তামিলনাড়ু জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে এটি পালানি অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল।[১৬]

তামিল মুরুগনের বিষয়ে উক্ত কিংবদন্তিটি সম্পূর্ণ মৌখিক, অলিখিত ঐতিহ্যের অংশরূপে তামিল সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

৫.২.২.২. মুরুগনের স্ত্রী বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তি :

মুরুগনের দুই সহধর্মিণী বল্লী এবং দেবসেনা বা দেবায়নী। তাঁর উপজাতীয় স্ত্রীর নাম বল্লী, যিনি খাদ্য, উর্বরতা এবং আনন্দের রূপকার ছিলেন। অন্যদিকে, মুরুগন তিরুপ্পারাংকুন্দ্রমে ইন্দ্রের দত্তক কন্যা দেবসেনাকে বিয়ে করেছিলেন বলে জানা যায়। বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর বনপর্বে এই বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

শতক্রতুশ্চাভিষিচ্য স্কন্দং সেনাপতিং তদা।
সস্মার তাং দেসেনাং যা সা তেন বিমোক্ষিতা।।
অয়ং তস্যাঃ পতির্নূনং বিহিতো ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
ইতি চিন্ত্যানয়ামাস দেবসেনাং স্বলঙ্কৃতাম্।।
স্কন্দঞ্চোবাচ বলভিদিয়ং কন্যা সুরোত্তম !।
অজাতে ত্বয়ি নির্দিষ্টা তব পত্নী স্বয়ম্ভুবা।।
তস্মাত্ত্বমস্যা বিধিবৎ পাণিং মন্ত্রপুরস্কতম্।
গৃহাণ দক্ষিণং দেব্যাঃ পাণিণা পদ্মবর্চসম্।।
এবমুক্তঃ স জগ্রাহ তস্যাঃ পাণিং যথাবিধি।।
বৃহস্পতির্মন্ত্রবিদ্ধি জজাপ চ জুহাব চ।
এবং স্কন্দস্য মহিষীং দেবসেনাং বিদুর্জনাঃ।।[১৭]

অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি পদে অভিষিক্ত করার পর তাঁর দ্বারা রক্ষিত দেবসেনাকে স্মরণ করলেন এবং কুমারের জন্মের পূর্বে ব্রহ্মার দ্বারা কুমারের জন্য নির্দিষ্ট দেবসেনাকে ইন্দ্র আনায়ন করেন এবং কুমারকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। কুমারও তাঁকে গ্রহণ করেন। তখন মন্ত্রবিৎ বৃহস্পতি মন্ত্রপাঠ ও হোম করেন। এই কারণে ত্রিভুবন দেবসেনাকে কার্ত্তিকেয়ের মহিষী বলে জানেন।

এই প্রসঙ্গে বলতে পারি যে মুরুগনকে শিকারী দেবতা এবং পাহাড়ী দেবতা হিসাবে বিবেচনা করা না হওয়া পর্যন্ত তাঁর এক স্ত্রী ছিল। তিনি সুরপদ্মনকে হত্যা করেছিলেন এবং যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পরিচিত হওয়ার পর পুরস্কার রূপে দেবসেনাকে বিবাহ করেন এবং তাঁকে তাঁর প্রথম স্ত্রী এবং বল্লীকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। দেবসেনাই একমাত্র স্ত্রী যিনি মুরুগনের প্রথম স্ত্রী হয়েছিলেন।

বল্লী ও দেবসেনা সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে যে, বিষ্ণুর অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম হয়েছিল অমৃতবল্লী ও দেবায়নী বা দেবসেনা নামক দুই কন্যার। সুন্দরবল্লী পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে বল্লীমালাই নামে একটি ছোট পাহাড়ের টিলা রয়েছে। এর ঢালে শিবমুনি নামে এক সাধু বাস করতেন। তিনি একজন অত্যন্ত বিকশিত আত্মা ছিলেন। একদিন তিনি একটি লাল মাদী হরিণকে বিচরণ করতে দেখতে পান। হরিণটি এতই আকর্ষণীয় ছিল যে ঋষির মনে দৈহিক বাসনা জাগিয়েছিল। বহু বছর ধরে বহু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তপস্যা পালন করা সত্ত্বেও ঋষি হরিণটিকে মোহের সাথে দেখেছিলেন। হরিণও তার অনুভূতির প্রতিদান দিলেন। এই পারস্পরিক আকর্ষণ থেকে হরিণটি গর্ভধারণ করেন। যথাসময়ে হরিণটি একটি সুন্দর কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। শিশুটি আর কেউ নয়, সুন্দরবল্লী। শিশুটিকে মানুষ দেখে হরিণটি আতঙ্কিত হয়ে তাঁকে একটি মিষ্টি আলু লতার নীচে খনন করে গর্তে ফেলে রেখে চলে যান। ঐ এলাকায় একটি সমৃদ্ধ শিকারী সম্প্রদায় বাস করত। তাদের নেতা ছিলেন নাম্বিরাজন। নাম্বিরাজনের অনেক পুত্র সন্তান ছিল কিন্তু কন্যা সন্তান ছিলনা। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী যাওয়ার সময় সেই পথে নবজাত শিশুর ক্রন্দন শুনতে পেলেন। শিশুটির মা আশেপাশে কোথাও নেই দেখে নাম্বিরাজান ও তাঁর স্ত্রী শিশুটিকে তাঁদের গ্রামে নিয়ে আসলেন এবং লালন-পালন শুরু করলেন। গ্রামের একজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ভদ্রলোক শিশুটির নাম রেখেছিলেন বল্লী, কারণ তাঁকে একটি মিষ্টি আলু লতার নীচে পাওয়া গিয়েছিল। মিষ্টি আলুকে তামিল ভাষায় সাক্কারাইভালি বলা হয়। তাঁর পালক পিতামাতা মেয়েটিকে পরম স্নেহ ও মমতায় লালন-পালন করেছেন। শৈশব থেকেই, তিনি মুরুগনের ভক্ত

হয়ে ওঠেন, যিনি সম্প্রদায়ের অভিভাবক দেবদূত ছিলেন। যখন তার বয়স বারো বছর, তখন তাদের রীতি অনুযায়ী নাম্বিরাজন তাকে একটি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। পরিপক্ক ফসল ক্ষেতকে পাখিদের থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে একটি বাজরা ক্ষেতে পাঠানো হয়েছিল। একটি কাঠের মাচা তৈরি করা হয়েছিল, এর উপরে দাঁড়িয়ে দিনের বেলা পাখিদের তাড়ানোর কাজ করতেন তিনি। ফসল কাটার আগে কয়েকদিন তাঁকে ওই জায়গায় থাকতে এবং পাহারা দেওয়ার কাজ করতে হত। সেই জায়গায় তাঁর থাকার জন্য একটি ছোট কুঁড়েঘরও তৈরি করা হয়েছিল।

প্রভু মুরুগন সুন্দরাবল্লী সম্পর্কে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ইচ্ছা শক্তি বা ইচ্ছা শক্তির প্রতীক কারণ পার্বতী তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। ভগবানের অসীম জ্ঞান শক্তি আছে কিন্তু সুরপদ্মনের সাথে যুদ্ধে তিনি তাঁর ক্রিয়া শক্তি এবং ইচ্ছা শক্তির পারমাণবিক অংশ হারিয়েছিলেন। দেবসেনা যখন ভগবানের সাথে যোগ দিয়েছিলেন তখন বৈষয়িক শক্তি পুনরায় লাভ করেছিলেন এবং তিনি প্রচুর ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বল্লীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে বল্লী বল্লীমালাইয়ের কাছে বেড়ে উঠছেন, তখন তিনি কাছাকাছি অবস্থিত তিরুত্তানি পাহাড়ে নেমে আসেন এবং সেখানে শিবির স্থাপন করেন। সুরপদ্মনের অশুভ শক্তিকে পরাজিত করার পরপরই তিনি এখানে এসেছিলেন।

ঋষি নারদ মহাবিশ্বের তার স্বাভাবিক পরিক্রমায় ছিলেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে বল্লীমালাইয়ের কাছে বাজরার ক্ষেতে একজন প্রহরী হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি প্রভুকে তিরুত্তানিতে শিবির স্থাপন করতেও দেখেছিলেন। তিনি প্রভুর কাছে ছুটে গেলেন এবং তাকে বললেন যে বল্লী অপেক্ষা করছেন প্রভু আসবেন এবং তাকে তার স্ত্রী হিসেবে নিয়ে যাবেন। অনন্তর ভগবান একটি মানব রূপ ধারণ করেন এবং বল্লী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গিয়েছিলেন। বল্লীর ঐশ্বরিক সৌন্দর্য প্রভুকে মোহিত করেছিল। তিনি তাঁকে তাঁর নাম ও পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করার পর বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তাঁকে সুখে রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু বল্লী জানান তিনি একজন শিকারীর মেয়ে এবং শুধুমাত্র একজন শিকারী ছেলেকে বিয়ে

করতে পারবেন। মুরুগনকে তাঁকে কামনায় লিপ্ত না হওয়ার অনুরোধ করেন। অনন্তর তিনি বহু চেষ্টা করে বিফল হন। তারপর ভাবলেন কি করা যায়। তখন তার মনে পড়ল যে এই উদ্যোগে শুরু করার আগে তিনি তার বড় ভাই গণেশকে জানাননি। হিন্দুরা সর্বদা যে কোনও নতুন কার্যকলাপ শুরু করার আগে প্রভু গণেশের কাছে প্রার্থনা করেন কারণ সেই প্রভুই সমস্ত বাধা অপসারণকারী। সুতরাং মুরুগন তাঁর ভাইয়ের কাছে প্রার্থনা করলেন। গণেশ বল্লীর সামনে একটি বিশালাকার হাতি হয়ে আসেন। বল্লী মরণ ভয়ে সে ঋষির কাছে ছুটে গেলন এবং তাকে হাতির হাত থেকে বাঁচাতে অনুরোধ করলেন। ঋষি সানন্দে তাঁকে বিয়ে করার শর্তে বল্লীর প্রাণ রক্ষা করতে রাজি হন। বল্লী চরম চাপের মধ্যে শর্তটি মেনে নেন। ঋষি তখন হাতিটিকে তাড়িয়ে দেন, সময়মত সাহায্যের জন্য মুরুগন ভাইকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানান। তারপর প্রভু বল্লীর কাছে তার আসল পরিচয় প্রকাশ করলেন। তিনি আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন এবং প্রভুর মুখোমুখি হতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সাহস সঞ্চয় করলেন এবং প্রভুর কাছে কঠোর কথা বলার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলেন। দুজনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে পাহাড়ে একসঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছেন। বল্লী বাজরা ক্ষেতে ফিরে আসেন। পরের দিন বাজরা কাটা হল এবং নাম্বিরাজন বল্লীকে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে, বল্লী মুরুগনের বিরহে ঠিকমতো খাবার নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বন্ধু ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন কে বল্লীর হৃদয় চুরি করেছে? বল্লী তখন মুরুগানের প্রতি তার ভালবাসার কথা জানান তাঁর বন্ধুকে। এদিকে, মুরুগন বনে বল্লীর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বল্লীর বন্ধু প্রভুকে দেখে তাকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর বিরহে কষ্ট পাচ্ছেন। মুরুগনও বল্লীর জন্য আকুল ছিলেন দেখে বন্ধুটি সেই রাতে তাকে তার কাছে আনতে রাজি হয়েছিলেন। পরের দিন মধ্যরাতে, যখন পুরো গ্রাম ঘুমিয়ে ছিল, বন্ধুটি তাঁকে জাগিয়ে তুলে সেই জায়গায় চলে গেলেন, যেখানে প্রভু অপেক্ষা করছিলেন। উভয় প্রেমিক আনন্দে একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন। বল্লী প্রভুর কাছে তাকে তার আবাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ততক্ষণে পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে। বল্লীর মা প্রথম তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেন।

নাম্বিরাজন সর্বত্র খোঁজাখুঁজি করেও বল্লীকে না পেয়ে তার সহকারীদের নিয়ে বনাঞ্চলে চলে যান। তারা পদচিহ্ন দেখে এবং তাদের অনুসরণ করে, দূর থেকে বল্লী এবং মুরুগনকে দেখতে পেয়েছিলেন। জোরে চিৎকার করে তারা দুই প্রেমিকের দিকে ধাওয়া করতে শুরু করে। তাঁর বাবা ক্রোধে বড় ক্ষতি করতে পারে, এই ভয়ে তখন তিরুত্তানির দিকে এগিয়ে যায়। ঋষি নারদ এসে বুঝতে পারলেন কি হয়েছে। তারপরে তিনি প্রভুকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার বাবা-মায়ের সম্মতি ছাড়া বল্লীকে বিবাহ করা ঠিক নয়। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে তারা উভয়েই নাম্বিরাজন এবং তাঁর লোকেরা যেখানে শুয়েছিলেন সেখানে ফিরে আসেন। বল্লীর অনুরোধে, মুরুগন নাম্বিরাজন এবং অন্যদের চেতনায় ফিরিয়ে আনেন। প্রভু তখন তাদের আসল রূপ দেখালেন। তাদের নিজের প্রভুই বল্লীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছেন দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারা সবাই তাকে প্রণাম করলেন। তারপর নাম্বিরাজন ভগবানকে তাদের রীতি অনুসারে আনুষ্ঠানিকভাবে বল্লীকে বিয়ে করার অনুরোধ করলেন। প্রভু সম্মতি দিলেন এবং তাঁদের বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হল। শিব, পার্বতী এবং গণেশ স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক দম্পতির উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করলেন। তিরুত্তানিতে কিছু দিন কাটিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন মুরুগন এবং বল্লী। ভগবানের প্রথম স্ত্রী দেবসেনা বল্লীকে অত্যন্ত স্নেহের সাথে অভ্যর্থনা জানান।

কুমারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রহ্মচারী বলে মনে করা হয়। দেবসেনাকে ইন্দ্র পুরস্কার রূপে প্রদান করেছিলেন, যা ছিল কুমারের প্রাচীন বৈদিক বিবাহ কিন্তু বল্লী ছিলেন কুমারের প্রেমিকা। এই প্রেমই সমগ্র দক্ষিণভারতের মানুষের মনে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাই তিনি এখানে প্রেমের দেবতা রূপে প্রসিদ্ধ। তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে পলানিতে উৎসবেরও প্রচলন আছে। বল্লী মুরুগনের ডানদিকে এবং দেবসেনা বাম দিকে অবস্থান করেছিলেন সেই চিত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ।[১৮] (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ৬ দ্রষ্টব্য)

৫.২.২.৩. তামিল প্রদেশে তথা দক্ষিণভারতে মুরুগানের উপাসনা, উৎসবানুষ্ঠান :

দক্ষিণভারতে বছরের প্রায় প্রত্যেক মাসেই মুরুগনের কিছু না কিছু অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। যেমন - নবরাত্রি ও টিপাবলী(সংস্কৃতে দীপাবলী), কার্ত্তকাই, ভাইকাসি ভিকাকাম প্রভৃতি। নবরাত্রি ও টিপাবলী আলো এবং পটাকার উৎসব। এই সময় আত্মারা ফিরে আসে বলে মনে করা হয়। সঙ্গম যুগে তার উপাসকরা তাকে চালের মণ্ডের সঙ্গে হত্যা করা ছাগলের রক্ত মিশিয়ে উপহার দিতেন। মুরুগনকে তমিল ভক্তরা ভেলান (বর্শা চালক) বলে ডাকতেন। কারণ তিনি একজন শিকারী দেবতা ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর হস্তে ভেল বহন করতেন। তাঁর পুরোহিতকে ভেলানও বলা হত। মুরুগনের প্রধান চরিত্র ছিল তরুণীদের মধ্যে প্রেমের উন্মত্ত অনুভূতি তৈরি করা। তারপর, একবার তারা তাঁর দ্বারা আবিষ্ট হয়ে পড়লে, যাজক ভেলান প্রেমের অসুস্থ মেয়েদের নিরাময়ের জন্য যাদুকরী অনুষ্ঠান করতেন। তিরুনেলভেলি জেলার তিরুকুট্টালাম থেকে দুই মাইল দূরে এলানজি নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এখানে দেবতা মুরুগনকে কুমারন্ নামে সম্বোধন করা হয়। আজও মানুষ এই দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তাঁকে পূজা করলে অবিবাহিত মেয়েরা তাদের বিবাহের জন্য আশীর্বাদ পাবেন এবং বন্ধ্যা মহিলারা সন্তান লাভ করেন। দীপাবলি উৎসবের ষষ্ঠ দিনে যেটি "কণ্ড ষষ্ঠী' উৎসবটি ভক্তরা খুব আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করেন।[১৯]

তামিল সংস্কৃতিতে মুরুগনের উপাসনা বিষয়ে প্রধান আচারটি অত্যন্ত কঠিন, এটি ‘কাভাদি’ নামে পরিচিত। যে ভক্তরা এই ব্রত পালন করেন, তাদের জিহ্বা একটি ছোট ভেল দিয়ে ছিদ্র করেন। মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রভুকে কাভদি নৈবেদ্য নিবেদন করতে হয়। এই নৈবেদ্য ব্রতপালনকারী কাঁধে একটি শক্ত লাঠির দুই পাশে দুটি পাত্র রাখেন, এতে ভাত, দুধ, দই, চন্দন, চিনি ও অন্যান্য ভোজন সামগ্রী থাকে। এই ব্রতধারণকারী ব্যক্তি ব্রত চলাকালীন ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সাত্ত্বিক খাদ্য আহার করেন, নেশা বা মাদকজাতীয় দ্রব্য বর্জন করেন এবং অবিরাম মুরুগনের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। আধুনিক যুগেও এর চর্চা চলছে। কিছু ভক্ত তাদের ব্রত ও প্রার্থনা অনুসারে মন্দিরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রক্রিয়ায় ভক্তরা মেঝেতে শয়ন করে পূর্ণ ভক্তি সহকারে গণ্ডী দিয়ে মন্দিরের বিশাল প্রাকার প্রদক্ষিণ করেন।

আজও এই প্রথা এখনও মুরুগনের মন্দিরগুলিতে অনুসরণ করা হয়। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তামিলনাড়ুতে মুরুগন পূজার প্রথম ধরন ভেলান ভেরিয়াট্টমের নামে হতো। প্রকৃতপক্ষে এটি মুরুগনের আত্মা দ্বারা আবিষ্ট ভেলান-পুরোহিতের এক ধরনের আচারিক নৃত্য। তামিলনাড়ুর গ্রামে গ্রামে এটি প্রচলিত রয়েছে। এখানে আধুনিক ভেলান পুরোহিত, তিনি একজন অভিনয়কারী এবং আচারানুষ্ঠান পরিচালনাকারী রূপে কার্য করেন। তিনি ভেলানের (পুরোহিত) বংশধর বলে কথিত আছে। এটি লক্ষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে ভেরিয়াট্টম শুধুমাত্র তখনই সম্পাদিত হয়েছিল, যখন পুরোহিত দেবতার সাথে যোগাযোগ করছিলেন এবং তিনি নিজেও ঐশ্বরিক শক্তিতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি গান গাইতেন এবং নাচতেন যাকে বলা হয় - ভেরিট্টম। এই উপলক্ষ্যে ভেলান মুরুগনের প্রেমের দ্বারা আক্রান্ত মেয়েরাও অংশ নেবে। তারপর পুরোহিত প্রেমে আক্রান্ত মেয়েদের নিরাময়ের জন্য যাদু আচার করতেন। নারীরাও পুরোহিতের কাজে অংশ নিতেন। যখন নারী ও পুরুষ উভয়েই দেবতার প্রভাবে থাকবেন তখন তারা শুধু গান গাইবেন এবং নাচবেন তা নয়, বরং আবছা অতীতের বিষয় মনে করবেন, ভবিষ্যদ্বাণী করবেন, রোগ নির্ণয় করবেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে বিশেষ অশুভ আত্মা এই রোগ সৃষ্টি করেছে তা খুঁজে বের করবেন এবং সমস্ত অসুস্থতা নিরাময় করবেন। এই প্রক্রিয়ায় মুরুগন ধর্মের আদি কুরভর উপজাতির পুরোহিত শুধুমাত্র একজন পুরোহিত হিসেবেই কাজ করেননি বরং তামিল দেশের একজন মেডিসিন ম্যান হিসেবেও কাজ করেছিলেন, যিনি এমনকি সমাজের উচ্চবিত্তদের মধ্যেও একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য ছিল।[২০]

মুরুগন উপাসনা সম্পর্কে জানা যায় যে মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে এবং মন্দিরের বাইরে মুরুগনের দুটি ভিন্ন ধরণের পূজা করা হত। দেবতা মুরুগনের ছয় মুখ ও দ্বাদশ হস্ত বিদ্যমান। মন্দিরের অভ্যন্তরের উপাসকরা ছিলেন রাজা, মহান, সৈনিক এবং মহিলা। যারা বিজয়, দীর্ঘায়ু, প্রেমিকদের সাথে মিলন ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করতেন। তারা অভিজাত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর মন্দিরের বাইরে ছিল মুরুগনের পূজা অনুষ্ঠিত হত তাঁর মূর্তির জন্য নয়,

তাঁর ভেল বা বর্শার জন্য পরিচিত হয়েছিল। এটি করা হয়েছিল ভেলান মুরুগনের নামে। একটি বর্শাকে মালা এবং একটি লাল কাপড়ে সজ্জিত করে উপজাতীয় পুরোহিত ভেলান বহন করেন। ভেলটি চন্দন দিয়ে সুগন্ধি করা হয়। একটি কদম্ব গাছের সাথে একটি ভেড়াকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল যা মুরুগনের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। ভক্তেরা গাছ ও ভেলকে নতমস্তকে প্রণাম করেন। উপাসকদের পরিবেশনের জন্য প্রচুর খাবার ও পানীয় প্রস্তুত করা হয়। ভক্ত ও উপাসকরা ভেল উপাসনায় কতটা দৃঢ় বিশ্বাসী, তা তাদের আনন্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়। স্বর্গের সুখ ভোগ করার আশা করা সেই উপাসকদের সুখের সমান হতে পারে না বলে মনে হয়। ভক্তরা বৃক্ষ ও বর্শার সামনে যজ্ঞের খাবার খান এবং আনন্দে নৃত্য করেন। প্রথম শতাব্দীতে দুটি ভিন্ন দেবতার উপাসনার বিষয়ে অভিজাত গোষ্ঠী এবং উপজাতীয় গোষ্ঠীর ধারণা মুরুগন ধর্মে প্রচলিত ছিল। আজও গর্ভগৃহে পুরোহিতরা শুধুমাত্র সংস্কৃত শ্লোকে দেবতা মুরুগনের পূজা করেন। এটি উভয় দেবতার সংমিশ্রণের নিখুঁত প্রমাণ - যুদ্ধের দেবতা স্কন্দ এবং শিকারী দেবতা মুরুগন। একই সাথে এটি অভিজাত ও উপজাতীয় শ্রেণীর মানুষের সমন্বয় ক্ষেত্র। তাঁর পূজায় যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। মন্দিরে পূজার চেয়ে উপজাতীয় আচার-উৎসর্গের উপাসনা অনেক বেশি ছিল। প্রাথমিকভাবে মুরুগন একটি বিশেষ শিকারী উপজাতি কুরাভারের পৃষ্ঠপোষক দেবতা ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হয়ে ওঠেন।[২১] (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ৭ ও ৮ দ্রষ্টব্য)

৫.২.২.৪. তামিল প্রদেশে তথা দক্ষিণভারতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা ব্রত পালন :

তামিলনাড়ুতে কুমারী, সধবা, বিধবা সকল নারীই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করেন। তাঁরা এই দিন সারাদিন উপবাসী থেকে স্নান করে নানা প্রকার পিঠা, পায়েস, মিষ্ঠান্ন ইত্যাদি খাবার থালায় সাজিয়ে ভাইদের মঙ্গলকামনা করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে এইদিন ব্রতিনীরা ভোরবেলা স্নান করে সারাদিন উপবাসী থাকেন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে ফল, ফুল, দুর্বা প্রভৃতি নিবেদন করেন। ব্রত শেষ হলে ব্রতী আহার্য গ্রহণ করেন এবং সকলকে প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্রতভঙ্গ করেন।

❖ **স্কন্দষষ্ঠী ব্রত :**

অক্টোবর-নভেম্বর মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম তিথিতে সম্পূর্ণ দিন উপবাস থেকে এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। এটি অসুর সুরপদ্মনের সঙ্গে মুরুগনের বিজয়ের স্মরণের দিন। এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তিরা সমস্ত কার্যে সফলতা লাভ করেন এবং মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রততে বস্ত্র, প্রদীপ এবং মোরগ দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এই ব্রতের দ্বারা ভক্তগণ অন্ধকার ও অসুরদের বধ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

❖ **পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রত :**

পুরাণে স্কন্দের পুত্র-কর্তৃত্বের কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। পুত্র লাভের জন্য তাঁর সম্মানে নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকেন। পুত্রপ্রাপ্তি ব্রত বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ষষ্ঠ দিনে শুরু হয়। ব্রতের সূচনা পঞ্চম দিনে উপবাসের মাধ্যমে করতে হয়। ব্রত এক বছর স্থায়ী হয়। এই ব্রতের সময় স্কন্দ, কুমার, বিশাখ এবং গুহের পূজা করা হয়।

❖ **আরণ্যষষ্ঠী :**

আরণ্যষষ্ঠী হল আরেকটি ব্রত যা শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পালন করা হয়। এটি একটি জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় পক্ষের ষষ্ঠ দিনে শুরু হয়। এটি একই স্কন্দষষ্ঠী বলে বিশ্বাস করা হয়। এই ব্রতের পালনকারী পদ্মের ডাঁটা, কন্দযুক্ত শিকড় এবং ফলের উপর বাস করে। স্কন্দের সাথে দেবতা বিন্ধ্যবাসিনী পূজিত হন। এই ব্রতে নারী দেবতা বিন্ধ্যবাসিনী এবং গ্রহের ভগবান স্কন্দের উপাসনা কীভাবে একত্রিত হয়েছে তা লক্ষ্য করা আকর্ষণীয়। এছাড়াও গুহস্য পবিত্রারোপণম্, কার্ত্তিকেয়-ব্রত, কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী, কামব্রত বা কামষষ্ঠী ব্রত মুরুগনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

৫.২.২.৫. দক্ষিণভারতে বিখ্যাত কুমার মুরুগন মন্দির :

দক্ষিণভারতে প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি হল - স্কন্দ ধর্ম বর্তমান দক্ষিণ ভারতে একটি জীবন্ত বিশ্বাস। তামিলনাড়ুতে খুব কমই এমন একটি গ্রাম বা শহর আছে যেখানে এই দেবতার মন্দির নেই। এই মন্দিরগুলির মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং সঙ্গম সাহিত্যের রচনাগুলিতে উল্লেখ

পাওয়া যায়। আমরা এখানে কিছু বিখ্যাত মন্দিরের বর্ণনা দিতে পারি যার প্রত্যেকটির নিজস্ব কিংবদন্তি এবং ইতিহাস রয়েছে।

❖ **তিরুপ্পারকুণ্ড্রম(Thirupparankundram) :**

মাদুরাই থেকে ত্রিবান্দ্রাম যাওয়ার পথে এটি একটি রেলওয়ে স্টেশান। মাদুরাই থেকে পাঁচ কিমি দূরে অবস্থিত মন্দিরটি টিলার উপর নির্মিত। এর আক্ষরিক অর্থ হল - মহান ঈশ্বরের পবিত্র পাহাড়। ছয়টি তীর্থ স্থানের মধ্যে এটি সর্বাপ্রেক্ষা প্রাচীন। এর ঐতিহাসিক ভাস্কর্য ও নানা তথ্য বৈষ্ণব, জৈন্য ও মুসলিমদের আকর্ষণ করে। সুরপদ্ম এবং অনান্য অসুরদের বধ করে এই স্থানে গমন করেন। এখানেই ইন্দ্রের অনুরোধে স্কন্দ দেবসেনাকে বিবাহ করেন বলে মনে করা হয়। এখানেই তাঁর আশীর্বাদে পরাশর মুনির ছয় পুত্র মৎস্য থেকে মনুষ্যরূপ লাভ করেন।

মন্দির খোলার সময় - সপ্তাহে প্রত্যেকদিন সকাল ৫টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ৯ দ্রষ্টব্য)

❖ **তিরুচেন্দুর(Thiruchendur) :**

এটি তিরুনেলভেলি থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এই স্থান থেকে সসৈন্য স্কন্দ বীরবাহুকে দূত রূপে সুরপদ্মের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁকে পরাজিত করেন এবং বসতি স্থাপন করেন। এই মন্দিরটি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এখানে ছয়দিন ধরে স্কন্দ ষষ্ঠীর উৎসব পালিত হয় এবং বিপুল স্কন্দ ভক্তের আগমন হয় এখানে। কিন্তু এখানে কোনও পুরুষ ভক্তকে সেলাই করা কাপড় পরিধান করে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়না।

◆ মন্দির খোলার সময় - সপ্তাহে প্রত্যেকদিন সকাল ১১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ১০ দ্রষ্টব্য)

৫.৬.৫.৩. পালানি হিল(Palani Hills) :

পালানি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত স্কন্দের এই মন্দিরটি সবথেকে বিখ্যাত ও ব্যাস্ততম তীর্থস্থান নামে পরিচিত। প্রতিবছর এর বাজেট প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং তীর্থযাত্রীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও বেশী। দণ্ডায়ূধপাণি নামে নামে পরিচিত মন্দিরটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। কথিত আছে যে,

একদিন হরপার্বতী কার্ত্তিকেয় ও গণেশ দুই ভাইকে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বললে স্কন্দ তা পালন করেন কিন্তু গণেশ তাঁর পিতা-মাতাকে পৃথিবীরূপে ভ্রমণ করায় স্কন্দের থেকে পূর্বে উপস্থিত হন। তাঁর এই কর্মকাণ্ড অবগত হয়ে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পালানি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরপার্বতী সেই স্থানে আগমন করে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করে পুনরায় কৈলাসে নিয়ে যান। সেই কারণে এটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। মনে করা হয় এর প্রধান বিগ্রটি নানা প্রকার ঔষধি দ্রব্যের মিশ্রণে তৈরী করা হয়েছে।

- মন্দির খোলার সময় - সপ্তাহে সোমবার বাদে বাকি দিনগুলিতে সকাল ০৫:৪৫ থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ১১ দ্রষ্টব্য)

❖ **স্বামী মালাই(Swami Malai) :**

দক্ষিণ ভারতের কুম্বাকোনামের নিকট অবস্থিত একটি ছোট শহর হল স্বামী মালাই। এর আক্ষরিক অর্থ স্বামীর বা প্রভুর মালাই বা পাহাড়। যদিও এটি সমতলভূমিতে অবস্থিত একটি মন্দির। এটি মুরুগনের চতুর্থ বাসস্থান। এখানে স্কন্দ স্থানীয় সুব্রহ্মণ্য বা গুরুদেবতা নামে পরিচিত। এই মন্দিরের সামনে একটি হস্তিকে দেখা যায়। স্কন্দ যখন ব্রহ্মাকে বন্দী করেন, শিব তখন তাঁকে মুক্তি দিতে বলেন এবং স্কন্দ তাঁকে মুক্তি দেন। অনন্তর শিব প্রণবরহস্য শ্রবণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে স্কন্দ গুরুরূপে তা শোনান। তাই এই স্থান প্রভু স্বামীনাথন বা শিবের গুরু শিবগুরুনাথন নামে পরিচিত। পালানিতে ব্রহ্মচারীরূপে তাকে পালানি আন্দবন, পালানি আন্দি, কোভানাথান্দি(কৌপিনবস্ত্র পরিহিত) এবং দণ্ডপাণি নামে পরিচিত। তামিলদের নিকট পালানি মন্দির 'জ্ঞানেরপ্রতীক' নামে পরিচিত। স্বামীমালাইতে তিনি 'তাগপ্পানস্বামী' নামে পরিচিত। এই স্থানে তিনি তাঁর পিতা শিবকে প্রণবমন্ত্রের সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। তামিলভাষায় 'তাগপ্পন' শব্দের অর্থ 'পিতা'। মুরুগনের আরো একটি উপাধি হল 'ব্রহ্মশাস্ত্র'। কারণ একদা তিনি ব্রহ্মাকে প্রণব-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে বলেন কিন্তু ব্রহ্মা তা করতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাঁর নিকট থেকে সৃষ্টির দায়িত্ব ছিনিয়ে নেন এবং নিজের হেফাজতে রাখেন। ভগবান শিব মুরগনকে সেই দায়িত্ব ফিরিয়ে এবং প্রণব মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে বলেন। তখন

তিনি শর্ত দেন শিবকে তাঁর শিষ্য হতে হবে। তখন শিব তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার পর তাঁর কর্ণে মুরুগন সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ করান। এই কারণে তামিলভক্তরা তাঁকে 'ওদুলভেল মুরুগন' বলে সম্বোধন করেন। যার অর্থ হল - অন্য কোন ব্যাক্তির নিকট গোপনে মন্ত্র জপ ও ব্যাখ্যা করা। এই কারণে তাঁকে জ্ঞানগুরু, গুরুস্বামী, জ্ঞানদেশিকনও বলা হয়। এই ঘটনার চিত্র স্বামিমালাই মন্দিরে পাওয়া যায়।

◆ মন্দির খোলার সময় - সপ্তাহে প্রত্যেকদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ১২ দ্রষ্টব্য)

❖ **তিরুত্তানি(Tiruttai) :**

তামিলনাড়ুর উত্তর সীমান্তে মাদ্রাজ শহরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মন্দিরটি। অসুরদের বধ করে ভগবান স্কন্দ তাঁর দুই স্ত্রী বল্লী ও দেবসেনার সাথে এই স্থানে বসবাস প্রারম্ভ করেন। এই কারণে এই মন্দিরকে মুরুগনের গৃহ বলে মনে করা হয়। স্থানীয়রা মনে করেন এই স্থানে মুরুগন অগস্ত্য মুনিকে তামিল ভাষার শিক্ষা প্রদান করেন। এই মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রী সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তির সঙ্গে উপাসনা করতে আসেন।

◆ মন্দির খোলার সময় - সোমবার থেকে শুক্রবার বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮:৩০টা এবং শনি ও রবিবার বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ১৩ দ্রষ্টব্য)

❖ **পালামুথিরসোলাই(Palamuthirsolai) :**

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত এই মন্দিরটি স্কন্দের উপাসনার জন্য বিশেষ খ্যাত। এটি তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের নিকট দিন্দিগুলে অবস্থিত। এখানে বল্লী এবং মুরুগন বসবাস করতেন বলে মনে করা হয়। (পরিশিষ্ট-২ এর চিত্র - ১৪ দ্রষ্টব্য)

◆ মন্দির খোলার সময় - সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০টা পর্যন্ত।

এছাড়াও ভায়ালুরু, তিরুভান্নামালাই এবং উদিপি স্কন্দের মন্দির রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ।

৫.২.২.৬. দক্ষিণভারতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিখ্যাত ভক্তগণ :

দক্ষিণভারতে মুরুগনের বিশেষ কয়েকজন ভক্তের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা স্বয়ং তাঁর মহিমা লাভ করেছিলেন এবং তা প্রচার করেছিলেন। তাঁরা হলেন - রাজা মুচুকুন্দ, শিব কবি, নক্কিবার,

পাকাল্লি কুত্তার, মুরুগম্মাইয়ার, অরুণগিরিনাথ, আলগুমুত্তু প্রভৃতি। এই ভক্তগণ একসময় প্রভু মুরুগনের কৃপা লাভ করেন এবং তারপর প্রভুর মহিমা বিভিন্ন গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে সমগ্র দক্ষিণভারতে প্রচার করেন।

৫.২.২.৭. যুদ্ধ দেবতা স্কন্দের সাথে মুরুগনের সমন্বয় :

স্কন্দ ছিলেন যুদ্ধ দেবতা। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে টোটেম গোষ্ঠী এবং উপজাতিদের একটি দল ছিল যারা যুদ্ধের দেবতা স্কন্দের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আর্যদের আবির্ভাবের পর ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের আদি বাসিন্দাগণ তাদের জায়গা ছেড়ে দক্ষিণ ভারতের দিকে চলে যায়। সেই সময় থেকেই এটা সম্ভব। এই যুদ্ধদেবতা স্কন্দের একচেটিয়া উপাসনা হত। কুরাভার, ইরুলার, মারাভার প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের অনুরূপ বাসিন্দাদের মধ্যে শিকড় গেড়েছিল যারা শিকার ও যুদ্ধ করতে পছন্দ করত। এটা সম্ভব যে কিছুকাল পরে শিকারী দেবতা মুরুগনের ধারণা উত্তর ভারতের যুদ্ধদেবতা স্কন্দ কার্ত্তিকেয় স্থানান্তরিত হতে পারে। উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য অনেক উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে, একমাত্র ধর্ম যা মুরুগন ধর্মের সাথে মিশেছে তা হল নাগা সংস্কৃতি। ফলস্বরূপ মুরুগান আর্যদের সুব্রহ্মণ্যের সাথে পরিচিত হন। আজও কিছু মন্দিরে দেবতা সুব্রহ্মণ্যকে নাগা আকারে উপস্থাপন করা হয়। তাকে সুব্রহ্মণ্য বলা হয়। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরের কাছে সুব্রহ্মণ্যস্থান নামক স্থানে একটি মন্দির রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে সুব্রহ্মণ্যকে নাগস্বরুপেও পূজা করা হচ্ছে। কেরালায় সুব্রহ্মণ্যকে মধুবন নামক একটি উপজাতির দ্বারা পালানিয়ান্দভার নামে পূজা করা হয়। উত্তর এবং দক্ষিণের দুটি ধর্মের উপাসনার ক্ষেত্রে নিখুঁত সংশ্লেষণের প্রতিধ্বনি - একটি তামিল দেবতার এবং অন্যটি আর্য দেবতার সংমিশ্রণে মুরুগনের জন্ম সম্পর্কে একটি নতুন পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে সুব্রহ্মণ্য-স্কন্দ-কুমার-কার্তিকেয়। মুরুগনের পূজায় যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। মন্দিরে পূজার চেয়ে উপজাতীয় আচার-উৎসর্গের উপাসনা অনেক বেশি সাধারণ ছিল। প্রাথমিকভাবে মুরুগন একটি বিশেষ শিকারী উপজাতি কুরাভারের পৃষ্ঠপোষক দেবতা ছিলেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সব শ্রেণীর মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা হয়ে

ওঠেন। এ. কে চ্যাটার্জির মতে দক্ষিণ ভারতীয় শিলালিপিতে সুব্রহ্মণ্য নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টম শতাব্দীতে।[২২]

মুরুগন ছিলেন শাশ্বত যৌবন এবং সৌন্দর্যের অধিকারী, শিকারে, লড়াইয়ে ও প্রেম-নির্মাণে দক্ষ, পরাক্রমী লাল রঙের উপজাতীয় দেবতা। তিনি প্রধান অস্ত্র হিসাবে বর্শা বা ভেল ব্যবহার করতেন। তাঁর হাতি, ময়ূর, মোরগ, ছাগল এবং সাপ প্রভৃতি প্রাণীদের সাথে সংযোগ ছিল। মুরুগনকে সংস্কৃতে তামিল দেশে সুব্রহ্মণ্য নামে ডাকা হয় যা তাঁর আর্য দেবতার পিতৃত্ব নির্দেশ করে। মুরুগন এবং স্কন্দ উভয়ের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল - যৌবনের চেতনা, বীরত্ব, মন্দকে ধ্বংস করার শক্তি এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও করুণা। স্কন্দ এবং মুরুগন উভয়ের জন্য দুটি পাখির উপস্থিতি - ময়ূর এবং মোরগ। আজও তিরুচেন্দুরে ভগবান মুরুগন এবং রাক্ষস সূরপদ্মনের মধ্যে লড়াইয়ের একটি উচ্ছ্বসিত দৃশ্য দেখা যায়। কারণ রাক্ষস সূরপদ্মন ছিলেন একজন মহান শিবভক্ত কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিম্ন প্রকৃতির ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, লালসার মূর্ত প্রতীক। প্রভু মুরুগন, তাঁর মানসিক ক্ষমতাকে পরিবর্তন করেছেন এবং অসুরের নিদর্শনগুলিকে পরিবর্তন করেছেন। এই কারণেই ভগবান মুরুগন অসুরকে হত্যা না করে উক্ত দুই ধরণের প্রাণীতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং নিজের কাছে রেখেছিলেন। সেই কারণেই আজও তামিলনাড়ুতে যখন ভক্তরা মানসিক বা শারীরিক সমস্যায় ভুগেন তারা তিরুচেন্দুরে আসেন তাদের শরীর, মন ও আত্মাকে শান্ত করতে। এখানে প্রভু মুরুগনকে সুব্রহ্মণ্য বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবতার সাথে তাঁর দুই সহধর্মিনী বল্লী ও দেবসেনা। সহধর্মিণীরা যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির রূপ। তাঁর ভেল হল জ্ঞানশক্তি তাই তিরুচেন্দুর দেবতা সুব্রহ্মণ্য হলেন ত্রিশক্তির মূর্ত প্রতীক। সংস্কৃত সাহিত্য যখন যুদ্ধ দেবতার পৌরাণিক কাহিনীকে কিংবদন্তীতে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল এবং তাকে স্বর্গীয় দেবসেনাপতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে, মুরুগন তামিলদের কাছে যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সদাশিব অম্বাদাস ডাঙ্গের কাছ থেকে বোঝা যায় যে তামিল দেবতা মুরুগন এবং উত্তর দেবতা সুব্রহ্মণ্য দুটি ভিন্ন দেবতা হিসেবে আবির্ভূত

হয়েছিলেন উগ্রসেন পান্ড্যের রাজত্ব পর্যন্ত, যিনি পান্ড্য রাজবংশের পঞ্চম বংশধর ছিলেন। তিনি একজন মহান শিবভক্ত ছিলেন। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, তিরুচেন্দুর মন্দিরে, একটি ময়ূরের উপর উপবিষ্ট মুরুগনের মূর্তিটি ডান দেওয়ালে ভাস্কর্য করা হয়েছিল যেখানে বাম দিকে একটি হাতির সাথে তার স্ত্রীর সাথে সুব্রহ্মণ্যের ছবি চিত্রিত করা হয়েছিল।[২৩] স্কন্দ এবং মুরুগনের পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত। সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসারে, স্কন্দ কোন নারীর জন্ম হয়নি। অন্যদিকে, তামিল গ্রন্থগুলি বিশেষ করে সঙ্গম যুগের মুরুগনকে মা দেবী কোরাভাইয়ের পুত্র হিসাবে বিবেচনা করে যিনি ছিলেন বিজয় এবং উর্বরতার দেবী। প্রাথমিক সঙ্গম সাহিত্যে মুরুগনের পিতার কোনো উল্লেখ নেই। স্কন্দের জন্ম সম্পর্কে সংস্কৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্কন্দের জন্ম অগ্নি বা রুদ্রের বীজের সাথে জড়িত। তারক রাক্ষস বধের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কথিত আছে। এটি পিতৃতান্ত্রিক একটি ধারণা নির্দেশ করে। মুরুগনের ক্ষেত্রে তাঁর একজন মা ছিলেন যিনি কোরাভাই নামে একজন প্রাচীন দেবী ছিলেন। তামিল সাহিত্যিকরা যখন বুঝতে পেরেছিল যে কোরাভাই একজন দেবী, তখন তারা ছয়জন কৃত্তিকাকে তার মাতা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তামিল প্রদেশে তাদের বলা হয় 'কার্ত্তিগাই পেঙ্গাল'। এই ঘটনার কারণে মুরুগন কার্ত্তিকেয় নামটি পেয়েছিলেন এবং ছয়জন কৃত্তিকা মা তাকে লালন-পালন করতে চেয়েছিলেন বলে মুরুগনের আত্মা নিজেকে ছয়টি মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছিল। এইভাবে মুরুগন কার্য-কারণ নাম পেয়েছে অরুমুগন যার অর্থ ছয়মুখী। আধুনিক সময়ে, তামিলনাড়ুতে মুরুগনের পূজা ব্যাপক। নিঃসন্দেহে লোকে তাঁকে অনেক নামে ডাকে কিন্তু মুরুগন বলে ডাকলে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। সুব্রহ্মণ্য প্রায় একচেটিয়াভাবে দক্ষিণ ভারতীয় দেবতা। এখানে এমন কোনো গ্রাম নেই, যেখানে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির নেই। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে এই দেবতার জনপ্রিয়তা এত বেশি। শহর, গ্রাম, উদ্যান, পাহাড়ের চূড়া এবং অন্যান্য অদ্ভুত জায়গার মতো সব জায়গায় তার মন্দির বর্তমান। এইভাবে, তামিল মুরুগন চিরতরুণ স্কন্দ কুমারের সাথে চিহ্নিত হয়, অবশেষে সুব্রহ্মণ্য হিসাবে আবির্ভূত হয়। আসলে মুরুগন-স্কন্দই আত্মা, সুব্রহ্মণ্য জ্ঞান। তিনি আমাদের শরীরে সাপ রূপে শুয়ে থাকা কুণ্ডলিনী

রূপে আছেন। তিনিই কেবল আত্মাকে জ্ঞানের সাথে সংযোগ করার জন্য জাগ্রত করতে পারেন।

উক্ত স্থানগুলি ছাড়াও পাঞ্জাবের অচলেশ্বরধামে স্কন্দের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। দিল্লীর রামকৃষ্ণপুরমে সম্প্রতি একটি কার্ত্তিকেয়ের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। কাশ্মীরের বেশকিছু স্থানে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করা হত।[২৪] হিমাচলপ্রদেশের চম্বাতে কুমারের একটি ব্রোঞ্জমূর্তি পাওয়া যায়।[২৫] উত্তরপ্রদেশের কানপুর, মথুরা, ঝাঁসির দেওগড়ে কুমারের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।[২৬] মহারাষ্ট্রের রামেশ্বর মন্দিরে ষণ্মুখ স্কন্দের প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়। এখানে তিনি খণ্ডবা নামে পরিচিত। পুনার পার্বতীপর্বতেও একটি মন্দির দৃষ্ট হয়। 'স্কন্দষষ্ঠী' এখানে 'চম্পাষষ্ঠী' নামে পরিচিত।[২৭]গুজরাটের গুজরাট মন্দিরে স্কন্দের মূর্ত্তি পাওয়া যায়।[২৮] মধ্যপ্রদেশের সাঁচির কানাখোদা গ্রামে, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, ময়ূরভঞ্জ ও কটক শহরে কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।[২৯]

বঙ্গদেশের সংস্কৃতিতে কুমার কার্ত্তিকেয়কে নিয়ে বিশেষ উন্মাদনা থাকলেও সমস্তদিক থেকে দক্ষিণভারতে তাঁকে নিয়ে আড়ম্বতা অনেকাংশে অধিক দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে মুরুগনের মন্দির খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে, সেদিক থেকে দক্ষিণভারতে বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দির দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে মূলত তিনি বলিষ্ঠ সন্তানের দাতারূপে পূজিত হন কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি সন্তান, সমৃদ্ধি ও মুক্তিদাতারূপে পূজিত হন। সুতরাং বলা যায় বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা তামিলপ্রদেশে মুরুগন বিশেষ সাড়ম্বরে পূজিত হন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

❖ **উপসংহার :**

মুরুগন ছিলেন শাশ্বত যৌবন এবং সৌন্দর্যের অধিকারী, শিকারে, লড়াইয়ে ও প্রেম-নির্মাণের দক্ষ, পরাক্রমী লাল রঙের উপজাতীয় দেবতা। তিনি প্রধান অস্ত্র হিসাবে বর্শা ব্যবহার করতেন। তাঁর হাতি, ময়ূর, মোরগ, ছাগল এবং সাপ প্রভৃতি প্রাণীদেরও তাঁর সাথে সংযোগ ছিল। মুরুগনকে তামিল দেশে সুব্রহ্মণ্য নামে ডাকা হয় যা তার আর্য দেবতার পিতৃত্ব নির্দেশ করে। মুরুগন এবং স্কন্দ উভয়ের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল যৌবনের চেতনা, বীরত্ব, মন্দকে ধ্বংস করার শক্তি এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও করুণা। স্কন্দ এবং মুরুগন উভয়ের

জন্য দুটি পাখির উপস্থিতি - ময়ূর এবং মোরগ। মুরুগন তার ভেল দিয়ে সুরপদ্মনের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাকে ময়ূর ও মোরগ হিসাবে পরিবর্তন করেছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে, মুরুগন তামিলদের কাছে যুদ্ধের দেবতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সদাশিব অম্বাদাস ডাঙ্গের কাছ থেকে বোঝা যায় যে তামিল দেবতা মুরুগন এবং উত্তর দেবতা সুব্রহ্মণ্য দুটি ভিন্ন দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন উগ্রসেন পান্ড্যের রাজত্ব পর্যন্ত, যিনি পান্ড্য রাজবংশের পঞ্চম বংশধর ছিলেন। তিনি একজন মহান শিবভক্ত ছিলেন। একটি ঐতিহ্য অনুসারে, তিরুচেন্দুর মন্দিরে, একটি ময়ূরের উপর উপবিষ্ট মুরুগনের মূর্তিটি ডান দেওয়ালে ভাস্কর্য করা হয়েছিল যেখানে বাম দিকে একটি হাতির সাথে তার স্ত্রীর সাথে সুব্রহ্মণ্যের ছবি চিত্রিত করা হয়েছিল।[৩০] সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসারে পূর্বেই তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, স্কন্দের জন্ম কোন নারীর গর্ভ থেকে হয়নি। অন্যদিকে, তামিল গ্রন্থগুলি বিশেষ করে সঙ্গম যুগের মুরুগনকে দেবী কোরাভাইয়ের পুত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যিনি ছিলেন বিজয় এবং উর্বরতার দেবী। প্রাথমিক সঙ্গম সাহিত্যে মুরুগনের পিতার কোনো উল্লেখ নেই। স্কন্দের জন্ম সম্পর্কে সংস্কৃত গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্কন্দের জন্ম অগ্নি বা রুদ্রের তেজের সাথে সম্পর্কিত। তারকাসুর বধের জন্যই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে কথিত আছে। এটি পিতৃতান্ত্রিক একটি ধারণা নির্দেশ করে। তামিল সাহিত্যিকগণ যখন বুঝতে পেরেছিল যে কোরাভাই একজন দেবী, তখন তারা ছয়জন কৃত্তিকাকে তাঁর মাতা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তামিল দেশে তাঁদের বলা হয় কার্ত্তিগাই পেঙ্গাল। এই ঘটনার কারণে মুরুগন কার্ত্তিকেয় নামটি পেয়েছিলেন এবং ছয়জন কৃত্তিকা মা তাকে লালন-পালন করতে চেয়েছিলেন বলে মুরুগনের আত্মা নিজেকে ছয়টি মুখ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণে তাঁকে অরুমুগন বলা হয়, যার অর্থ ছয়মুখী। আধুনিক সময়ে, তামিলনাড়ুতে মুরুগনের পূজা ব্যাপক। নিঃসন্দেহে লোকে তাকে অনেক নামে আহ্বান করেন কিন্তু মুরুগন বলে আহ্বান করে মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়। তিনি প্রায় একচেটিয়াভাবে দক্ষিণ ভারতীয় দেবতা। এখানে এমন কোনো গ্রাম নেই, যেখানে সুব্রহ্মণ্যের মন্দির নেই। তামিল প্রদেশে মুরুগনকে সেই সমস্ত মহিলারা পূজা করেন যারা নিঃসন্তান। নারী ভক্তদের

মধ্যে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস রয়েছে যে 'ষষ্ঠী-ব্রত' পালন করলে তাদের গর্ভেরপাত্র নবজাত ভ্রূণ দ্বারা পূর্ণ হয়। বন্ধ্যা মহিলাদের ইচ্ছা পূরণের এই দিকটিতে মুরুগনকে মহিলা ভক্তরা খুব স্নেহের সাথে 'সারভানা ষষ্ঠী' বলে ডাকেন। তামিলনাড়ুতে মানুষ মুরুগনকে এতটাই ভালোবাসে যে প্রতিটি পরিবারে নবজাতক শিশুর নাম তাঁর নামে রাখা হয়। যথা - মুরুগন, অরুমুগন, ভেল মুরুগন, ভেট্রিভেল মুরুগন, শক্তিভেল মুরুগন, ইত্যাদি। তিরুচেন্দুরে, যেখানে মুরুগন রাক্ষস সূরপদ্মনের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই তাঁকে সেন্ড্রিল কুমারন এবং বাল-সুব্রহ্মণ্য নামে ডাকা হয়। তামিল ভাষায়, সেন্ড্রিল শব্দটি রাগ এবং ভয়ানক কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে লাল মুখকে বোঝায়, এই কারণে তাঁকে লালদেবতাও বলা হয়ে থাকে। দেবতা মুরুগন যাকে স্কন্দ নামে ডাকা হয়, তিনি দেবতাদের সেনাপতি।

মুরুগনের মন্দিরে দুই ধরনের পূজা দৃষ্ট হয় - একটি মন্দিরের অভ্যন্তরে, যা সাধারণত অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ করে থাকেন এবং বাইরের পূজা নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর মানুষেরা করে থাকেন। ফলে এখানে একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়। মনে করা হয় যে, কুমার একদিকে যেমন বৈদিক পদ্ধতি মেনে দেবসেনাকে বিবাহ করেন, তেমন নিম্ন জাতির শিকারী সম্প্রদায়ের কন্যা বল্লীর সঙ্গে প্রেমবিবাহে আবদ্ধ হন। এর দ্বারা তিনি উচ্চ এবং নীচ উভয় শ্রেণীর মানুষের নিকট পৌঁছেছিলেন এবং উত্তর-দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির সম্মেলন ঘটিয়েছিলেন।

The consorts of skanda-murukan is made to represent the integration of a number of polarities The Northern, vedic orthodox tradition on the one hand ; Southern Tamil, hunting-agricultural tradition on the other ; the celestial realm and earth ; and vaiṣṇava and śaiva motif.[৩১]

বঙ্গদেশের সংস্কৃতিতে কুমার কার্ত্তিকেয়কে নিয়ে বিশেষ উন্মাদনা থাকলেও সমস্তদিক থেকে দক্ষিণভারতে তাঁকে নিয়ে আড়ম্বতা অনেকাংশে অধিক দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে মুরুগনের মন্দির খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে, সেদিক থেকে দক্ষিণভারতে বিখ্যাত বিখ্যাত মন্দির

দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে মূলত তিনি বলিষ্ঠ সন্তানের দাতারূপে পূজিত হন কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি সন্তান, সমৃদ্ধি ও মুক্তিদাতা রূপে পূজিত হন। বঙ্গদেশে কার্ত্তিকেয়কে ব্রহ্মচারীরূপে কল্পনা করা হয় কিন্তু দক্ষিণভারত তথা তামিল প্রদেশে তিনি প্রেমের দেবতা এবং বল্লী ও দেবয়নীর স্বামী হিসাবে পরিচিত। বঙ্গদেশে কেবলমাত্র কার্ত্তিকপূজার দিন কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা হয়, কিন্তু তামিল প্রদেশে সারাবছর মন্দিরে তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে। সুতরাং বলা যায় বঙ্গপ্রদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা তামিলপ্রদেশে মুরুগন বিশেষ সাড়ম্বরে পূজিত হন এবং লোকসংস্কৃতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

❖ **উল্লেখপঞ্জি :**

১. *বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পৃ. ১ ।

২. *লোককলা প্রবন্ধাবলি,* ঢাকা, পৃ. ২৫৬।

৩. *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পৃ. ১০০।

৪. *লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা,* পৃ. ৫৮।

৫. *বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি,* পৃ. ৬।

৬. *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ,* পৃ. ৩১।

৭. *বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা,* পৃ. ১৭।

৮. *তত্রৈব* ।

৯. *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরুপ* -পৃ. ১৬৭।

১০. *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়,* ১৯৯৮ পৃ. ১।

১১. *বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস,* পৃ. ৩৬৯।

১২. *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি,* পৃ. -১৬৪।

১৩. *বাংলার লোক-উৎসব ও লোকশিল্প,* পৃ. ৫৫-৫৭।

১৪. *তদেব,* পৃ. ৫৪-৫৫।

১৫. *কার্ত্তিক : পুরাণ ও বাঙালী লোকবিশ্বাসে-* পৃ. - ৪৭।

১৬. *A Study of Skanda Cult,* পৃ. ৩০

১৭. বৈয়াসিক *মহাভারত,* বনপর্ব, ১৯১/৪৩-৪৭।

১৮. *Lord Murugan Kārthikeya Katha,* পৃ. ১৩০-১৩৭।

১৯. *Images of Skanda-Kārttikeya-Murugan: An iconographic Study*, পৃ. ৬৩ ও ১১৭.

২০. *History of the Tamils from the Earliest Times to 600 AD.*, পৃ. ৬৬।

২১. *Skanda-Murugan Synthesis: A Social Anthropological View", in South Indian Studies, Part II,* পৃ. ১৭।

২২. A.K. Chatterjee, *Cult of Skanda Kārttikeya in Ancient India*, পৃ. ৭৬।

২৩. *তদেব,* পৃ. ৬১।

২৪. Sunil Chandra Ray, *Early History and Culture of Kashmir*, পৃ. ৫৮-৫৯।

২৫. Goetz, H. *Early Wooden Temples of Chamba,* পৃ. ৯৫।

২৬. J.N. Banerjea, *Development of Hindu Iconography.* পৃ. ১৫৫।

২৭. *তদেব,* পৃ. ২৫৫।

২৮. H.D. Sankalia, *Archaeology of Gujarat, তদেব,* পৃ. ২১৬।

২৯. N. N. Vasu, *Archaeological Survey of Mayurbhanj State,* Vol. 1, পৃ. xxi.

৩০. A.K. Chatterjee, The Cult of Skanda Kārttikeya in Ancient India, *তদেব,* পৃ. ৬১।

৩১. Clothey, *Many faces of Murukan : The History and Meaning of a South Indian God.* পৃ. ১৬৭।

৬.১. কুমার কার্ত্তিকেয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিবর্তন :

প্রথমত, বৈদিকযুগে তেমনভাবে কুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া না গেলেও *ছান্দোগ্য* উপনিষদে জ্ঞানী সনৎকুমারকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখান থেকে জানা যায়, কুমার সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন, প্রাণীগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আয়-ব্যায়, বিদ্যা-অবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান ছিল। এবিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাল্মীকীয় *রামায়ণ*, বৈয়াসিক *মহাভারত* ও পৌরাণিক সাহিত্যে মূলত তাঁকে স্বর্গীয় সেনাপতিরূপে উপাসনা করা হলেও পরবর্তীকালে তাঁর চারিত্রিক কিছু বিবর্তন ও উপাসনার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। যেমন - সাহিত্যে তাঁকে ব্রহ্মচারীরূপে বর্ণনা করা হলেও তামিল লোকসংস্কৃতিতে তাঁকে প্রেমের দেবতা রূপে এবং ধন-আরোগ্য-আয়ু লাভের নিমিত্ত উপাসনা করা হয়। আবার বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে তাঁকে কেবলমাত্র বলীষ্ঠ পুত্র সন্তানের দাতারূপে উপাসনা করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যে সনাতন কবি তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমারকে একজন সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তির ন্যায় তুলে ধরেছেন। যেখানে তাঁর পত্নী দেবসেনা হর-পার্বতীর পুত্রবধূরূপে অত্যন্ত প্রিয়। কুমার ব্রহ্মচারীব্রত ধারণ করলেও তাঁর পত্নীর প্রতি প্রেমভাবের কোন অভাব দৃষ্ট হয়নি। এখানে তাঁর দৈবিক মাহাত্ম্যের চেয়ে বাস্তবদিকটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন।

তৃতীয়ত, কুমার অত্যন্ত বিনয়ী ও দয়ালু ছিলেন। ইন্দ্রদেব তাঁর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেও তিনি স্বর্গরাজ্যের অধিপতি না হয়ে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। *মহাভারত*-এর বনপর্বে তিনি স্বাহাকে সর্বদা অগ্নির সঙ্গে বসবাসের ইচ্ছা পূর্ণ করেন, যা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থত, তিনি শুধুমাত্র অত্যন্ত বলবান ও শক্তিশালী ছিলেন তা নয়, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কুমারের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় *মৎস্যপুরাণ*-এ পাওয়া যায়, যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তারকাসুর তাঁকে বালক বলে সম্বোধন করলে তিনি তাঁকে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিয়ে বলেন - ভাস্কর শিশু হলেও সে দুষ্প্রেক্ষ্য, তাঁকে জয় করা অসম্ভব।

পঞ্চমত, শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* দৃশ্যকাব্যে তাঁকে চোরদের দেবতারূপে উপাসনা করা হয়েছে। এবিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীনকালে তিনি চোরদের উপাস্য দেবতারূপে পূজিত হলেও বর্তমানে সচারাচর তেমন দৃষ্ট হয়না, এবিষয়ে সমাজে মাতা কালীর উপাসনা অধিক প্রসিদ্ধ।

ষষ্ঠত, কুমার স্বর্গীয় দেবসেনাপতি ছিলেন, যিনি অত্যাচারী রাক্ষস তারকাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

সপ্তমত, দক্ষিণভারতের কিংবদন্তী অনুয়ায়ী ব্রহ্মা একদা ওঁ-কারের ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হওয়ায় কুমার তাঁর থেকে সৃষ্টি কর্তার দায়িত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। পরে মহাদেবকে তাঁর শিষ্য করে সেই ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। পরে পিতার আদেশে ফিরিয়ে দেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কুমারের উপাসনা বিষয়ে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এর কারণরূপে বলা যেতে পারে উপাস্য দেবতারূপে দক্ষিণভারত ছাড়া ভারতের অনান্য অংশে কুমারের মাহাত্ম্য প্রচার-প্রসারের অভাব, লোকসমাজে যথার্থ পৌরাণিক জ্ঞানের অভাব, যা কুমারকে স্বর্গীয় সেনাপতি থেকে একজন সাধারণ লৌকিক দেবতায় বিবর্তিত হতে সাহায্য করেছে।

৬.২. কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

৬.২.১. বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ কুমার কার্ত্তিকেয়(কৃত্তিকাদের দুগ্ধ পান করায়), স্কন্দ(স্কন্দিত রেত থেকে জাত বলে), ষড়ানন(ছয়টি মুখ ধারণ ছয়জন কৃত্তিকাগণের দুগ্ধ পান করেন) প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্।
দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ।।
ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্ত্তিকেয় ইতি ব্রুবন্।
পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।।

তেষাং বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।

স্নাপয়ন্পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্।।

স্কন্দ ইত্যেব্রুবন্দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে।

কার্ত্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্।।

প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্।

ষণ্ণাং ষড়াননো ভুত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ।।[১]

৬.২.২. বৈয়াসিক *মহাভারতে*-এ প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

বৈয়াসিক *মহাভারতে* যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডয়মুনির নিকট কার্ত্তিকেয়ের বিভিন্ন নাম জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি কুমারের আগ্নেয়(অগ্নিপুত্র), স্কন্দ(স্কন্দিত রেত থেকে জাত), ভূতেশ(ভূতগণের শ্রেষ্ঠ), মহিষার্দ্দন(মহিষাসুরকে বধকারী), কামজিৎ(কামকে জয়কারী), কামদ(মনোবাসনা পূরণকারী), কান্ত(মনোরম), সত্যবাক্(সত্যবাদী), ভুবনেশ্বর(পৃথিবীপতি), শিশু(বালক), শীঘ্র(গতিশীল), শুচি(পবিত্র), চণ্ড(উগ্র), দীপ্তবর্ণ(উজ্জ্বল বর্ণ), শুভানন(সুন্দরমুখ), অমোঘ(অব্যর্থ), রৌদ্র(ভীষণ), প্রিয়, চন্দ্রানন(চন্দ্রের ন্যায় মুখযুক্ত), দীপ্তশক্তি(প্রজ্জ্বলিতশক্তি), প্রশান্তাত্মা(ধীর-গম্ভীর), ভদ্রকৃৎ(উপকারী), কূটমোহন(অধিক চিত্তাকর্ষক), ষষ্ঠীপ্রিয়(ষষ্ঠীর প্রিয়), ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল(মাতৃভক্ত), কন্যাভর্ত্তা(কন্যার স্বামী), বিভক্ত, স্বাহেয়(স্বাহার পুত্র), রেবতীসুত(রেবতী পুত্র), প্রভুনেতা(নেতাদের প্রভু), বিশাখ(শাখায় বিভক্ত), নৈগমেয়(জ্ঞানী), সুব্রত(ধর্মনিষ্ঠ), ললিত(মনোহর), বালক্রীড়নকপ্রিয়, ব্রহ্মচারী, শূর(যোদ্ধা), শরবনোদ্ভব(শরবণজাত), বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, প্রিয়কৃদেব প্রভৃতি নামের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

আগ্নেয়শ্চৈব স্কন্দশ্চ দীপ্তকীর্ত্তিরনাময়ঃ।

ময়ূরকেতুধর্ম্মাত্মা ভূতেশো মহিষার্দ্দনঃ॥

কামজিৎ কামদঃ কান্তঃ সত্যবাগ্ ভুবনেশ্বরঃ।

শিশুঃ শীঘ্রঃ শুচিশ্চণ্ডো দীপ্তবর্ণঃ শুভাননঃ॥

অমোঘত্বনঘো রৌদ্রঃ প্রিয়শ্চন্দ্রাননস্তথা।

দীপ্তশক্তিঃ প্রশান্তাত্মা ভদ্রকৃৎ কূটমোহনঃ॥

ষষ্ঠীপ্রিয়শ্চ ধর্ম্মাত্মা পবিত্রো মাতৃবৎসলঃ।

কন্যাভর্ত্তা বিভক্তশ্চ স্বাহেয়ো রেবতীসুতঃ॥

প্রভুনেতা বিশাখশ্চ নৈগমেয়ঃ সুদুশ্চরঃ।

সুব্রতো ললিতশ্চৈব বালক্রীড়নকপ্রিয়ঃ॥

খচারী ব্রহ্মচারী চ শূরঃ শরবনোদ্ভবঃ।

বিশ্বামিত্রপ্রিয়শ্চৈব দেবসেনাপ্রিয়স্তথা।

বাসুদেবপ্রিয়শ্চৈব প্রিয়ঃ প্রিয়কৃদেব তু॥[২]

এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন নামে তাঁকে দেবতাগণ স্তুতি করে থাকেন। যেমন - ষড়ানন(ছয়মুখধারী) শক্তিধর, সুবীর, নিবোধ, কুরুপ্রবীর , ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবতা, বরিষ্ঠঃ, ব্রহ্মপ্রিয়, ব্রাহ্মণসব্রতী, ব্রহ্মণনেতা, পুষ্করাক্ষ, অরবিন্দবক্ত্র, সহস্রবক্ত্র, সহস্রবাহু, লোকপাল, সেনাধিপতি, প্রচণ্ড, প্রভু, শক্রজেতা, সহস্রভূ, সহস্রতুষ্টি, সহস্রভুক্, সহস্রশীর্ষ, অনন্তরূপ, সহস্রপাৎ, গুরুশক্তিধারী, গঙ্গাসুত, ষণ্মুখ, দক্ষ, সোম, মরুত, ধর্ম, বায়ু, অচলেন্দ্র, ইন্দ্র, সনাতন, শাশ্বত, ঋতস্য কর্তা, দিতিজান্তক, রিপূজিৎ, সুরপ্রবর, সর্বসুরপ্রবীর, লোকনাথ প্রভৃতি। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত না হয়ে পাঠ করেন, অন্য ব্রাহ্মণদের শ্রবণ করান তিনি ধনসম্পদ, আয়ু, অর্থ, যশযুক্ত দীপ্ত পুত্রলাভ এবং শক্র জয় পূর্বক পুষ্টি, তুষ্টি লাভ করে স্কন্দলোক লাভ করেন।

নমোঽস্তু তে দ্বাদশনেত্রবাহো ! অতঃ পরং বেদ্মি গতং ন তেঽহম্॥

তোষ্যামি দেবৈর্ঋষিভিশ্চ জুষ্টং ভক্ত্যা গুহং নামাভিরপ্রমেয়ম্।

ষড়াননং শক্তিধরং সুবীরং নিবোধ চৈতানি কুরুপ্রবীর ! ॥

ব্রহ্মণ্যো বৈ ব্রহ্মজো ব্রহ্মবিচ্চ ব্রহ্মেশয়ো ব্রহ্মবতাং বরিষ্ঠঃ।

ব্রহ্মপ্রিয়ো ব্রাহ্মণসব্রতী ত্বং ত্বং ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নেতা॥

স্বাহা স্বধা ত্বং পরমং পবিত্রং মন্ত্রতস্ত্বং প্রথিতঃ ষড়র্চ্চিঃ।

সংবৎসরত্ত্বম্ ঋতবশ্চ ষড়্ বৈ মাসার্দ্ধমাসাবয়নং দিশশ্চ॥

ত্বং পুষ্করাক্ষস্ত্বরবিন্দবক্ত্র সহস্রবক্ত্রোঽসি সহস্রবাহুঃ।

ত্বং লোকপালঃ পরমং হবিশ্চ ত্বং ভাবনঃ সর্বসুরাসুরাণাম্॥

ত্বমেব সেনাধিপতিঃ প্রচণ্ডঃ প্রভুর্বিভুশ্চাপ্যথ শক্রজেতা।

সহস্রভূত্ত্বং ধরণী ত্বমেব সহস্রতুষ্টিশ্চ সহস্রভুক্ চ॥

সহস্রশীর্ষস্ত্বমনন্তরূপঃ সহস্রপাত্ত্বং গুরুশক্তিধারী।

গঙ্গাসুতত্ত্বং স্বমতেন দেব ! স্বাহা-মহী-কৃত্তিকানাং তথৈৰ॥

ত্বং ক্রীড়সে ষণ্মুখ ! কুকুটেন যথেষ্টনানাবিধকামরূপী।

দক্ষোঽসি সোমো মরুতঃ সদৈব ধর্ম্মোঽসি বায়ুরচলেন্দ্র ইন্দ্রঃ ॥

সনাতনানামপি শাশ্বতত্ত্বং প্রভুঃ প্রভূণামপি চোগ্রধন্বা।

ঋতস্য কর্তা দিতিজান্তকস্ত্বং জেতা রিপূণাং প্রবরঃ সুরাণাম্॥

সূক্ষ্মাং তপস্তৎ পরমং ত্বমেব পরাবরজ্ঞোঽসি পরাবরস্ত্বম্।

ধর্মস্য কামস্য পরস্য চৈব ত্বত্তেজসা কৃৎস্নমিদং মহাত্মন্।।

ব্যাপ্তং জগৎ সর্বসুরপ্রবীর ! ভক্ত্যা ময়া সংস্তত! লোকনাথ !।

নমোঽস্তু তে দ্বাদশনেত্রবাহো ! অতঃ পরং বেদ্মি গতং ন তেঽহম্॥[৩]

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর অনুশাসনপর্বে কুমারকে গুহ(গুহায় বসবাসকারী) নামে সম্বোধন করা হয়েছে।[৪]

৬.২.৩. পৌরাণিক গ্রন্থে কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

পদ্মপুরাণ-এর সৃষ্টিখণ্ডে কুমারের বিশাখ ও ষণ্মুখ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শাখাভিধাঃ সমাখ্যাতাঃ ষট্ষু বক্ত্রেষু বিস্তৃতাঃ।

যতস্ততো বিশাখোঽসৌ খ্যাতো লোকেষু ষণ্মুখঃ।।[৫]

অর্থাৎ শাখায় বিভক্ত হওয়ায় শাখ, বিশাখ ও ছয়মুখ যুক্ত হওয়ায় তিনি ষণ্মুখ নামে পরিচিত।

শিবপুরাণ-এর জ্ঞানসংহিতায় কুমারের ষাণ্মাতুর ও শরজন্মা নাম দুটির উল্লেখ পাওয়া যায় -

মদীয়োঽয়ং মদীয়শ্চ বদন্তশ্চ পরস্পরম্।

সম্পাদ্য ষন্মুখানীহ পীতং স্তন্যং স্বয়ং তদা।।

ষাণ্মাতুরস্তদা নাম প্রসিদ্ধন্তু মহাত্মনঃ।

পার্ব্বতীনন্দনো নাম শরজন্মা ততঃ পরম্।।[৬]

অর্থাৎ ছয়জন কৃত্তিকা স্তন্য পান করান ফলে তিনি ষাণ্মাতুর, হর-পার্বতীর সঙ্গমে উৎপন্ন অনুত্তম তেজ হতে জাত হওয়ার কারণে পার্বতীনন্দন এবং শরবণে জাত হওয়ার কারণে শরজন্মা নামে পরিচিত।

বায়ুপুরাণ-এ কুমারকে রূদ্রপুত্র, অগ্নিপুত্র, গঙ্গাপুত্র, জাহ্নবীপুত্র নাম গুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়-

রূদ্রাগ্নি গঙ্গাতনয়স্তত্র জাতোঽরুণপ্রভঃ।

আদিত্যশতশঙ্কাশোং মহাতেজাঃ প্রতাপবান্।।

তস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুমারে জাহ্নবীসুতে।

বিমানযানৈরাবকাশং পতত্রিভিরিবাবৃতম্।।[৭]

অর্থাৎ তিনি রূদ্র রেত হতে অগ্নি ও গঙ্গার সাহায্যে জাত হওয়ার কারণে রূদ্রাগ্নি-গঙ্গাতনয় নামে পরিচিত।

স্কন্দপুরাণ-এ তিনি শাখ, বিশাখ, স্বমুখ, ষণ্মুখ ও শঙ্করাত্মজ নামে পরিচিত -

উপবিষ্টোঽথ গাঙ্গেয়ো হ্যহোরাত্রেবিতস্তদা।

শাখো বিশাখোঽতিবলঃ স্বমুখোঽসৌ মহাবলঃ॥

জাতো যদাথ গঙ্গায়াং ষণ্মুখঃ শঙ্করাত্মজঃ।

তদানীমেব গিরিজা সঞ্জাতা প্রশ্নুতস্তনী॥[৮]

অর্থাৎ তিনি গঙ্গার পুত্র গাঙ্গেয়, শাখায় বিভক্ত হওয়ায় শাখ, বিশাখ, স্বমুখ, ছয়টি মুখ যুক্ত হওয়ায় ষণ্মুখ এবং শিব রেত হতে জাত হওয়ার কারণে শঙ্করাত্মজ নামে পরিচিত।

গণেশপুরাণ-এ কুমারের পার্বতীনন্দন, শরজন্মা, ষান্মাতুর, কার্ত্তিকেয়, তারকজিৎ, সেনানী, মহাসেন, ষড়ানন, স্কন্দ প্রভৃতি নামের পরিচয় পাওয়া যায়।

কার্ত্তিকে মাসি জাতোঽয়ং কার্ত্তিকেয় ইতি স্ফুটম্।

নামাস্য প্রথমং দেব পার্বতীনন্দনোঽপি চ।।

শরদ্বীপেঽয়মুৎপন্নঃ শরজন্মা ততোঽপি চ।

কৃত্তিকাভ্যোঽপি জাতত্বাৎ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।।

যতোঽস্য মাতরষ্ষট্ তাঃ স ষাণ্মাতুর ইত্যপি।

অয়ং পুত্রস্তারকজিত্তারকং চ বিজেষ্যতি।।

দেবসেনাপতির্ভাবী সেনানীরিতি শব্দিতঃ।

তত এব মহাসেনঃ ষণ্মুখত্বাৎ ষড়াননঃ।

স্কন্নং ত্রিবারং রেতো যৎ তেন স্কন্দোঽমুচ্যতে।।

তয়োস্তু বদতোরেবং শক্রাদ্যা আয়য়ুস্সুরাঃ।।[৯]

অর্থাৎ কুমারের জন্ম কার্ত্তিকমাসে হওয়ার কারণে ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি উভয় মিলে বালকের নাম কার্ত্তিকেয় এবং অপর নাম পার্বতীনন্দন রাখলেন। শরদ্বীপে জন্ম তাই তাঁর নাম শরজন্মা, ছয় কৃত্তিকা থেকে জাত তাই ষান্মাতুর এবং কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত, যেহেতু তিনি তারকাসুর থেকে বিজয় প্রাপ্ত হবেন তাই তারকজিৎ, তিনি দেবতাদের সেনাপতি হবেন তাই সেনানী ও মহাসেন নামে পরিচিত হবেন। ছয়টি মস্তক থাকায় তিনি ষড়ানন, শিবের স্খলিত রেত থেকে জন্ম হওয়ায় স্কন্দ নামে পরিচিত।

৬.২.৪. বঙ্গপ্রদেশে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

❖ **কার্ত্তিকেয়/কার্ত্তিক :**

পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে শিবরেত থেকে শরবণে কুমারের জন্ম হওয়ার পর কৃত্তিকাগণ তাঁকে দুগ্ধ পান করান, তাঁদের নাম অনুসারে কুমারের নাম হয় কার্ত্তিকেয়। আরোও কথিত আছে যে, কৃত্তিকাগণের দেওয়া পদ্মপত্রস্থিত জল খেয়ে পার্বতী গর্ভবতী হন এবং তাঁর দক্ষিণকুক্ষি ভেদ করে পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের দেওয়া পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালন করতে তাঁদের নামানুসারে জাত সন্তানের নাম কার্ত্তিকেয় হয়। বঙ্গপ্রদেশে কার্তিক মাসে জাত হওয়ায় তাঁর নাম কার্ত্তিক,

অনেক সময় 'কার্তিক' লেখা হয়ে থাকে। কারণ তারা তাঁকে হর-পার্বতীর পুত্র বলে মনে করেন।

❖ **ষড়ানন ও ষাণ্মাতুর :**

শরবণে জাত কুমার ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয়জন কৃত্তিকার দুগ্ধ পান করেন, এই কারণে তাঁকে ষড়ানন বলা হয়। ছয়জন কৃত্তিকা স্তন্য পান করান, ফলে তাঁর ছয়জন মাতা হলেন। এই কারণে তিনি ষাণ্মাতুর নামে পরিচিত। তাঁর ছয়টি আনন প্রথমটি পার্থিব, অপর পাঁচটি ছিল জল, বায়ু, তেজ, আকাশ ও আত্মারূপ।

❖ **স্কন্দ :**

শিবের স্কন্দিত বা স্খলিত রেত থেকে জাত বলে তাঁকে স্কন্দ জন্ম বলে তাঁকে স্কন্দ নামে ডাকা হয়। শিব এবং পার্বতী যখন নিভৃতে কামক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন কপোতবেশ ধারণ করে অগ্নি তাঁদের কক্ষে প্রবেশ করেন। এর ফলে শিবের অনুত্তমতেজ স্খলিত হয়। তিনি সেই তেজ অগ্নিকে প্রদান করেন। গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে এই রেত থেকে কুমারের জন্ম হয়, এই কারণে তিনি স্কন্দ নামে পরিচিত।

❖ **আগ্নেয় :**

পৌরাণিক বৃত্তান্তানুসারে স্বাহা ঋষিপত্নিদের রূপ ধারণ করে অগ্নির রেত গর্ভে ধারণ করে হিমালয়ের কৈলাসপর্বতে স্থাপন করেন, তা থেকে কুমারের জন্ম হয়। এই কারণে তিনি অগ্নিপুত্র নামে পরিচিত। এছাড়াও পুরাণে কথিত আছে তিনি শিবের মহারেত গ্রহণ করে আকাশগঙ্গার গর্ভে স্থাপন করেন, তিনি আবার তা সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে হিমালয়ে নিক্ষেপ করেন সেখান থেকে কুমারের জন্ম হয়। কুমারের জন্মে অগ্নির অবদান থাকায় তাঁকে অগ্নিপুত্র বা আগ্নেয় বলা হয়।

❖ **মহিষার্দ্দন :** কার্ত্তিকেয়ের জন্ম তারকাসুরকে বধ করার জন্য জন্ম হলেও তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন, এই কারণে তাঁকে মহিষার্দ্দন বলা হয়।

৬.২.৫. দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয় :

❖ **মুরুগন :**

তামিলদের নিকট স্কন্দ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মুরুগন বা মুরুক্কন নামে। এর অর্থ হল - তামিল সুন্দর। তামিল অরু শব্দের অর্থ হল ছয়। যেহেতু তিনি ছয়টি মুখের অধিকারী ছিলেন তাই তাঁকে অরুমুগন, ষণ্মুগন বলা হয়।

❖ **ভেলান :**

মুরুগনের হস্তে সর্বদা ভেল বা বর্শা থাকায় তিনি ভেলান, ভেলমুরুগান, ভেট্রিভেলমুরুগন, শক্তিভেলমুরুগন নামে পরিচিত। বঙ্গপ্রদেশে তাঁর হস্তে তীর ও ধনুক দৃষ্ট হয়। কিন্তু দক্ষিণভারতের অধিকাংশ মুরুগন মূর্তিতে তাঁর হস্তে ভেল বা বর্শা দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে তাঁর ভেলের পূজা করা হয়। এই ভেল দ্বারা একদিকে তিনি যেমন যুদ্ধের দেবতা, অন্যদিকে শিকারী সম্প্রদায়ের দেবতা রূপেও পরিচিত। এই কারণে তিনি ভেলান/ভেলায়ুদান/ভেলায়ুদস্বামী নামে প্রসিদ্ধ।

❖ **দণ্ডপাণি :**

দক্ষিণভারতের অধিকাংশ মুরুগন মূর্তিতে তাঁর হস্তে ভেল বা বর্শা দৃষ্ট হলেও কিছু কিছু মূর্ত্তিতে তাঁর হস্তে দণ্ড দৃষ্ট হয়। এই কারণে তিনি দণ্ডপাণি নামে পরিচিত। এই দণ্ড দ্বারা তিনি ভক্তদের রক্ষা করতেন, দুষ্টদের দণ্ড প্রদান করতেন।

❖ **মুথুকুমার/মুথুভেল :**

তামিল প্রদেশে আদর করে বালক কুমারকে মুথুকুমার নামে ডাকা হয়। এটি কুমারের বাল্যকালের নাম। বহু স্থানে বালকরূপী মুথুকুমারকে পূজা করা হয়। বহু পরিবারে বালকদের এই নাম রাখা হয়। বিশেষত তামিল প্রদেশে অধিক প্রসিদ্ধ এই নাম।

❖ **তারকারি :**

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান তারকাসুর ত্রিভুবনে অত্যাচার প্রারম্ভ করলে, দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তিনি জানান হর-পার্বতীর পুত্রই একমাত্র তাকে বধ করতে সক্ষম হবেন। অনন্তর

দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে ছদ্মবেশে শিবের নিকট প্রেরণ করেন। শিব তাঁর মহারেত অগ্নিকে দান করেন, অগ্নি তা গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন, গঙ্গা তা হিমালয়ের পাদদেশে শরবণ ত্যাগ করলে, সেখানেই কুমারের জন্ম হয়। তিনি বর্ধিত হয়ে দেসেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়ে তারকাসুরকে বধ করেন। সুতরাং স্কন্দের জন্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল দানব তারকাসুরকে বধ করা। তাই তিনি এই 'তারকারি' নামে প্রসিদ্ধ।

❖ **শিখিবাহন :**

স্কন্দের প্রধান বাহন ময়ূর। এটি তাঁর প্রতীক হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ চিত্রে কুমারকে তাঁর পিঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আবার কখনো কখনো পার্শ্বেও দেখা যায়। শিখিবাহন নামে একটি পৃথক রূপও কল্পনা করা হয়েছিল। শিখিবাহনের একটি মুখ এবং চারটি বাহু আছে। দুটি হাতে বজ্র এবং শক্তি রয়েছে।

❖ **ক্রৌঞ্চহতা/ক্রৌঞ্চভেদ :**

স্কন্দের বিরল কীর্তিগুলির মধ্যে একটি হল ক্রৌঞ্চপর্বত ছিন্ন করা। একদা অসুরগণ এই পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে দেবতাদের পীড়ন করতে থাকেন, তখন কুমার নিরপায় হয়ে ক্রৌঞ্চপর্বতকে বিদীর্ণ করে শত-সহস্র রাক্ষসদের দমন করেন এবং দেবতাদের রক্ষা করেন। এই কারণে তিনি ক্রৌঞ্চহতা নামে পরিচিত।

❖ **ব্রহ্মশাস্ত্রা :**

স্কন্দের এই দিকটি পৌরাণিক বিশ্বাসের সাথে যুক্ত যে, তিনি ব্রহ্মার অহংকার নিবারণ করেছিলেন, তখন থেকে তিনি ব্রহ্মশাস্ত্রা নামে পরিচিত। কুমার দেবসেনাপতি হওয়ার পর স্বর্গরাজ্যে গমন করার পর ব্রহ্মা ব্যাতীত সকল দেবগণ তাঁকে অভিবাদন করলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মার নিকট প্রণব মন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু ব্রহ্মার তা অজ্ঞাত থাকায় স্কন্দ তাঁর নিকট থেকে সৃষ্টির অধিকার ছিনিয়ে নেন। অনন্তর তাঁর পিতা শিবের অনুরোধে পুনরায় ফিরিয়ে দেন। তিনি শিবকে তাঁর শিষ্যরূপে গোপনে প্রণবমন্ত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করান। এই কারণে তাঁকে ব্রহ্মশাস্ত্রা, শিবগুরুনাথন্, জ্ঞানস্বামী, গুরুস্বামী, জ্ঞানদেশিকন প্রভৃতি

নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। একই কারণে তিনি তামিলনাড়ুতে তাগাপ্পান স্বামী নামে পরিচিত। যেহেতু তিনি গোপনে পিতার নিকট মন্ত্র ব্যাখ্যা করেন, সেই কারণে তাঁকে ওদুভেল মুরুগন বলা হয়। বাল্যবস্থায় এই কাজ করায় তাঁকে বালস্বামী বলা হয়। তাঁর এক মুখ, দুই চোখ ও চার হাত বিদ্যমান। এই চিত্র স্বামীমালাই মন্দিরে দৃষ্ট হয়।

❖ **সুব্রহ্মণ্য :**

স্কন্দ দক্ষিণ ভারতে সুব্রহ্মণ্য নামে অধিক জনপ্রিয়। তিনি সকল আর্য দেবতাদের পিতাস্বরূপ ছিলেন তাই তাঁর এই নাম। তিনি জাফরান বর্ণের এবং নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। বাহু চারটিতে অভয়, শক্তি, কুক্কুট এবং পদ্ম ধারণ করে রয়েছেন।

❖ **লাল দেবতা :**

মনে করা হয় যে, তিনি পিতা-মাতার উপর অভিমান করে দক্ষিণভারতের তামিলপ্রদেশের কোন এক পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এই কারণে তিনি লালদেবতা, শিকারী দেবতা, কুরাভার উপজাতি দেবতা, পাহাড়ি দেবতা নামে পরিচিত হন।

এছাড়াও তিনি অভয়, পাল, সত্য, অক্ষয়ফলপ্রদায় (যিনি অক্ষয়ফল দান করেন), আন্দিয়াপ্পান, বলনেত্রসূত (শিবের পুত্র), ব্রাহ্মণ্যদেব, দেবসেনাপতি (স্বর্গীয় সেনাপতি), গণস্বামী (গণের নেতা), গাঙ্গেয়ন (গঙ্গার পুত্র), জ্ঞান ভেলান, জ্ঞানস্কন্দ, গৌরিনন্দন (গৌরির পুত্র), গুহা (অগ্নি/অজেয় প্রভুর পুত্র), জয়ন্তীনাদন (জয়ন্তীর বিজয়ী), কদম্বন, কাধিরভেলান, কলিযুগবর্ধন (কলিযুগের ত্রাণকর্তা), কার্ত্তিকেয়ান্ (কৃত্তিকাদের পুত্র), কৃত্তিকাসুনারে (কৃত্তিকাপুত্র), কুমার/কুমারাপ্পান্ (তরুণ), কুমারস্বামী, কুমারভেল, গুরু (মহাবিশ্বের শিক্ষক), মহাসেন, ময়ূরাগিরিনাথন, মুরুগা/মুরুগাইয়ান (সবচেয়ে সুন্দর), পান্ডিয়াপ্পন, পার্বতীপ্রিয়ানন্দ, পাবকাত্মজ (আগুন থেকে জন্মগ্রহণকারী), শক্তিধর (শক্তিধর প্রভু), সনাতন (অনন্ত), শঙ্করাত্মজা (শিবের পুত্র), সর্বস্বামী (সর্বশক্তিমান), সেনানী (সেনা প্রধান), শিবকুমারন, শিখিবাহন (ময়ূরের সওয়ার), শিবগুরুনাথন্/শিবগুরু, শিবস্বামী (শিবের গুরু/শিক্ষক), সুরারিঘ্ন (শত্রুদের হত্যাকারী), সুরসৈন্যসুরক্ষক (ত্রাণকর্তা দেবগণ), স্বামীনাথন (দেবতাদের শাসক), তামিল কাদাভুল

(তামিলদের দেবতা), তারকাসুরসমহারী (যার জন্ম হবে তারাকা হত্যাকারী), তারকারি, থিরুমুরুগন, উমাসুত (উমা/পার্বতীর পুত্র), বল্লীকান্ত (বল্লীর প্রভু) নামে প্রসিদ্ধ।[১০]

৬.৩. বঙ্গপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত কার্ত্তিকেয়ের নামের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ :

পৌরাণিক গ্রন্থে প্রাপ্ত নামগুলি অধিকাংশ বঙ্গপ্রদেশে প্রচলিত। কৃত্তিকাগণের সংযুক্ত থাকায় কার্ত্তিকেয় নামের সঙ্গে দক্ষিণভারতের কার্ত্তিকেয়ান্ নামের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া স্কন্দ, গৌরিনন্দন, শিবপুত্র, কুমার, তারকারি, গাঙ্গেয়ন্, পাবকাত্মজ নামগুলির সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দক্ষিণভারতে প্রাপ্ত কুমারের বিশেষ কিছু নাম পাওয়া যা অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়না।

প্রথমত, দক্ষিণভারতে বালক কার্ত্তিকেয়কে বালমুরুগান, মুথুকুমার নামে ডাকা হয় কিন্তু বঙ্গপ্রদেশে তিনি খোকাকার্ত্তিক, বাবুকার্ত্তিক প্রভৃতি নামে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, পৌরণিকশাস্ত্রে বা বঙ্গপ্রদেশে তাঁর হস্তে তীর-ধনুক দৃষ্ট হয় কিন্তু তামিলপ্রদেশে প্রাপ্ত মূর্ত্তিতে তাঁকে ভেল বা বর্শা হস্তে দৃষ্ট হয়। এই কারণে তিনি ভেলান বা ভেলায়ুদান বা ভেলায়ুদস্বামী নামে পরিচিত। এছাড়া তাঁর হস্তে দণ্ড থাকায় তিনি দন্ডপানি নামেও পরিচিত।

তৃতীয়ত, পৌরাণিকসাহিত্যে ছয়মুখের কারণে তিনি ষড়ানন, ষণ্মুখ নামে পরিচিত কিন্তু তামিল প্রদেশে তিনি অরুমুরুগন নামে পরিচিত।

চতুর্থত, কুমার ইন্দ্রের পালিত কন্যা দেবসেনাকে বিবাহ করায় তিনি দেবসেনাপতি নামে পরিচিত। কিন্তু দক্ষিণভারতে তামিল উপজাতীয় কন্যা বল্লীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি তামিলপ্রদেশে তিনি বল্লীকান্ত (বল্লীর প্রভু বা স্বামী) নামে পরিচিত।

পঞ্চমত, পিতাকে প্রণব-মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে দক্ষিণভারতে তিনি ব্রহ্মশাস্ত্রা, শিবগুরুনাথন্, গুরুস্বামী নামে পরিচিত। এই নাম অন্যত্র কোথাও দৃষ্ট হয়না।

৬.৪. কার্ত্তিকেয়ের দৈবিক মাহাত্ম্য :

কুমার কার্ত্তিকেয়ের দৈবিক মাহাত্ম্যের জন্যই সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মনুষ্যজাতি তাঁর উপাসনা করে আসছেন। তিনি স্বর্গীয় সেনাপতি হওয়ার কারণে সমস্ত দেবতাগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ তাঁর পূজা করেছেন। তাঁকে উপাসনা করার ফলবিষয়ে বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ, বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ, পৌরাণিক সাহিত্য ও লৌকিক সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। বাল্মীকীয় *রামায়ণের* আদিকাণ্ডের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে - যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হবেন, তিনি পুত্র-পৌত্র যুক্ত এবং আয়ুষ্মান হয়ে স্কন্দের সমান সম্মানে ভূষিত হবেন। যে ব্যক্তি এটি শ্রবণ করবেন সেও একই ফল লাভ করবেন।[১১]

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর বনপর্বের একশত চুরানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে - কুমারের এই জন্মবৃত্তান্ত যে ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হয়ে পাঠ করবেন, তিনি ইহলোকে সম্পদ লাভ করে পরলোকে কুমারের ন্যায় সম্মান লাভ করবেন।[১২]

বৈয়াসিক *মহাভারত*-এর বনপর্বের একশত পঁচানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে - যে ব্রাহ্মণ নিজে পাঠ করবেন এবং অন্য ব্রাহ্মণদের শ্রবণ করাবেন, তিনি ধর্ম, আয়ু, অর্থ, যশ, দীপ্ত পুত্র, শত্রু জয় ও পুষ্টি লাভ করে স্কন্দের দর্শন পাবেন। [১৩]

পদ্মপুরাণ-এ বলা হয়েছে, যে মহামতি নর এই স্কন্দ সম্বন্ধীয় কথা বা পাঠ শ্রবণ করেন অথবা কাউকে শ্রবণ করান, সে কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান ও শুভদর্শন হয়ে থাকেন। সেই ব্যক্তির ভূতের ভয় থাকেনা, সে সর্বদুঃখ বিবর্জিত হয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় স্কন্দচরিত পাঠ করেন, সে কিন্নরগণ সহ মহাধনপতি হয়ে থাকেন।[১৪]

বরাহপুরাণ-এ বলা হয়েছে - ষষ্ঠী তিথিতে যিনি একমাত্র ফল আহার পূর্বক অর্চনা করেন, তিনি অপুত্রক হলেও পুত্রবান ও নির্ধন হলেও ধনলাভ করে থাকেন। ফলত ভক্তিপূর্বক যে যা প্রার্থনা করেন, তিনি তা পূর্ণ করেন। যাঁর গৃহে কার্ত্তিকেয়স্তোত্র পঠিত হয়, তাঁর গৃহে বালকগণের মঙ্গল ঘটে এবং তাঁরা রোগাক্রান্ত হলেও আরোগ্য লাভ করেন।[১৫]

স্কন্দপুরাণ-এ বলা হয়েছে - কুমারের চরিত্র পরমাদ্ভূত, সর্বপাপহর, দিব্য ও নরগণের সর্বকামপ্রদ। যেসকল শুচি ব্যক্তি এই চরিত্রের কীর্তিন করেন তারা অজর ও অমর হয়ে

থাকেন। উদার, কৌমার বিক্রম প্রভাব নরগণের আনন্দদায়ক ও মনোরথসাধক। যে ব্যক্তি মহাত্মা কুমারের তারকাসুর সহ বৃত্তান্ত শ্রবণ ও পাঠ করবে, সেই ব্যক্তি সর্বপাপ হতে মুক্ত হবে।[১৬]

স্কন্দপুরাণ-এ বলা হয়েছে - যে মহামতি মর্ত্য ব্যক্তি, স্কন্দ সম্বন্ধিনী কথা পাঠ করেন, শ্রবণ করবেন, শ্রবণ করাবেন তিনি কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান, প্রিয়দর্শন, সর্বদুঃখহীন ও সকল ভূতবর্গের থেকে নির্ভয় হবেন। দেবগণ বললেন যে ব্যক্তি প্রাতঃসম্বন্ধীয় পাঠ করবেন, তিনি সকল পাপ হতে মুক্তি লাভ করে বিপুল সম্পদের অধিকারী হবেন। ব্যাধিযুক্ত বালক বা রাজদ্বারসেবী লোক, সকলের পক্ষেই এই স্কন্দ চরিত সর্বদা সর্বকামপ্রদ হবেন। এই চরিত পাঠক মনুষ্য দেহান্তে ষড়াননের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।[১৭]

❖ **বঙ্গীয় ও দক্ষিণভারতীয় লোকসংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব বিষয়ে কয়েকটি সাক্ষাৎকার :**

➢ **সুদেব ভট্টাচার্য** - বয়স পঞ্চান্ন বছর, বাসস্থান - হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার গভর্মেন্ট কলোনি। তিনি এই স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা।

প্রশ্ন : এখানে কোন কোন ধরনের পূজা হয়?

উত্তর : বাড়িতে হয়, বারোয়ারীভাবে বিভিন্ন ক্লাব বা পূজা কমিটির উদ্যোগে হয়।

প্রশ্ন : এই পূজার সূচনা কারা করেন?

উত্তর : শাহগঞ্জ থেকে শুরু হয় কাঁশারিদের দ্বারা, পতিতালয়ে পূর্বে জাঁকজমকভাবে পূজা হত।

প্রশ্ন : কেন এই পূজা করা হয়?

উত্তর : পুত্র সন্তান লাভের আশায় এবং অনেক পরিবারে প্রত্যেক বছর হয় পরিবারের মঙ্গলের জন্য।

প্রশ্ন : এখানে একই সঙ্গে কোন কোন দেবতার পূজা হয়?

উত্তর : মনে করা হয় যে, এই পূজার দিন দেবগণ সকলেই কাছাকাছি আসেন, তাই একই সঙ্গে শিব, নারায়ণ, নটরাজ, হনুমান, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি দেবগণের পূজা করা হয়।

প্রশ্ন : এখানে কোন কোন ধরনের কার্ত্তিকের পূজা হয়?

উত্তর : এখানে ষড়ানন, জ্যাংড়া, ধুমো, খোকা, জামাই, রাজা, বাবু কার্ত্তিকের পূজা হয়। এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পঞ্চম অধ্যায়ে আছে।[১৮]

➢ **বর্ষা বর্মন** - একুশ বছর বয়স। বাসস্থান - কোচবিহার জেলার পুন্নাডাঙা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা।

প্রশ্ন : এখানে কার্ত্তিক পূজার নাম কি?

উত্তর : কাতি পূজা।

প্রশ্ন : এখানে কেন এই পূজা হয়?

উত্তর : পুত্র লাভের জন্য।

প্রশ্ন : এখানে কোন ধরনের কার্ত্তিকের পূজা হয়?

উত্তর : এখানে বেদী তৈরী করে নানা উপকরণ দিয়ে পূজা করা হয় পুরোহিতের দ্বারা।

প্রশ্ন : এখানে কোন কোন ধরনের অনুষ্ঠান এই পূজাতে করা হয়?

উত্তর : এই পূজাতে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করা হয়।

প্রশ্ন : এই পূজায় পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ কেন?

উত্তর : এই পূজার অনুষ্ঠানের নৃত্য ও ভাষার প্রয়োগ অনেক সময় শালিনতা অতিক্রম করে যায়, এই কারণে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।[১৯]

➢ **শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য** - বয়স ৯০ বৎসর, মুখার্জীপাড়া, হালিসহর। সতেরো পুরুষের বাস। কার্তিক পূজা শুরু ১২৮৪ সাল থেকে। সতেরোটা ইতু ঘট দেওয়া হয়। পোড়া মাটির গুলতির গুলি ও বেলুন দেওয়া হয়। মেয়েলি ব্রত নেই। বিসর্জন দেওয়া হয়।

সে আমলের হালিসহর-এ বুনো ঘাটা জেলেপাড়ার চার ময়ূর, সিংহাসনে রাজা কার্তিক; তেওরপাড়ার ধূমো কার্তিক, বাজার পাড়ায় জ্যাংরা কার্তিক পূজা হ'ত। কার্তিকের মাথায় রামমোহন পাগড়ি, চূড়া, পায়ে পট্টি, পাজামা, নাগরা জুতা। (এখন হালিসহর ডানলপ ঘাট-এ

কার্তিক পূজা হয়। ময়ুরের মুখে সাপ, ঝুমঝুমি দেওয়া হত, এখন বেলুন। ইতু ঘট নটা দেওয়া হয়-কার্তিকের সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া হয়)।[২০]

➢ **জ্যোতির্ময়ী দেবী** - বয়স ৬২। বাপের বাড়ি আবিরপাড়া বিক্রমপুর শ্বশুরবাড়ি ব্রজের হাটি, ঢাকা। অধুনা কাঁচড়াপাড়া বহু পুরুষের পূজা, শাশুড়ী ব্রত দিয়ে গেছেন পুত্রবধূকে। সংযম-নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ- পূর্বদিন। পূজার দিন উপবাস শ্রীঘট- ২১টা- আতপচাল জলপাই ভরা। রাজঘট- ১টা বরের হাঁড়িতে চাল, শাক, তরকারি তেঁতুল জলপাই বেতের ডগা গোঁজা থাকত। তীর ধুনক ও ২১টা ধানের ছড়া কার্তিকের হাতে। ঘটের পাশে ধানগাছ। চার প্রহরে স্নান, চার প্রহরে পূজো। রাত্রি জাগরণ- গান। দর্পণ নিতে এসে কার্তিক বেতবন থেকে দুর্গার খাওয়া দেখল। দুর্গা জানালেন 'আর ঝি আসবে, পর ঝি আসবে, সাতখান বেছে একখান দেবে, এই কারণে আমি নিজের হাতে শেষ খাওয়া খাচ্ছি'। নবপত্রিকা যাকে কলা বউ বলা হয়, গণেশের বউ যে, তার সঙ্গে কার্তিকের বিয়ের কথা ছিল; কার্তিক বিয়ে না করাতে গণেশের সঙ্গে বিয়ে হয়। বিসর্জন নেই। আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।[২১]

➢ **প্রফুল্লবালা দে** - বয়স ৬২। বাপের বাড়ি বানারীপাড়া, শ্বশুর বাড়ি কড়াপুর বরিশাল। শ্বশুরের মা শুরু করেন কার্তিক ব্রত- শাশুড়ী করেছেন। কার্তিকের হাতে তীরধনুক, রাজ পোষাক। বরের হাঁড়িতে আতপচাল, কলা, কলার মাজপাতা- সাতটা কাঁটা (কুল, লেবু ইত্যাদি) হরতকি, পান সুপুরি, জলপাই দেওয়া হয়। বিয়ের দিন দর্পণ নিতে এসে কার্তিক দেখলেন দুর্গা দশ হাতে খাচ্ছেন- দুর্গার দুহাত ছিল- খাওয়ার জন্যই দুর্গার দশ হাত হয়। কার্তিক বিস্মিত। কার্তিক পানের বরজ পর্যন্ত গেলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন চিরকুমার থাকবেন। বরিশাল জেলাতেও কার্তিকেয় গান গাওয়া হত। কার্তিকের আসন এর সামনে ধান বোনা হয় এক মাস আগে- ধানগাছ দিয়ে সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র করা হয়।[২২]

➢ **হেনারাণী মজুমদার** - বয়স ৫০। বাপের বাড়ি রাঙা হিজল, শ্বশুর বাড়ি কাইলাটি, নেত্রকোণা। বাপের বাড়ি ৫ ঘট; শ্বশুর বাড়ি ২১ ঘট দিতে হয়। বরের হাঁড়িতে চাল, তরকারি, মাজপাতা, বেত আগা মেটে আলু, সুপারি, তেঁতুল দেওয়া হয়। তেলের প্রদীপ ১, ঘিয়ের প্রদীপ

১, সারারাত জ্বলে। সারারাত গান হয়। ভোরবেলা ধান বোনার গান গাওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা বাদুড় সাজে কাপড় দিয়ে ঢেকে। কার্তিকের ধনুক দিয়ে বাদুড় মারা হ'ত। কার্তিকের ঘটের জল দিয়ে বাদুড় বাঁচানো হ'ত। মন কাঁটার ডালে ফল গোঁজা থাকে- বাদুড়রা বেঁচে উঠে ফল নিয়ে পালিয়ে যায়। বিসর্জন না দিয়ে শীতকালের ফসলের ক্ষেতে রেখে দেওয়া হয়। কার্তিক পূজার পর উপমেলানী ব্রত কথা বলা হয়।[২৩]

➢ **বীণা ভট্টাচার্য** - বয়স ৫৬। বাপের বাড়ি ইছাপুরা, বিক্রমপুর। শ্বশুর বাড়ি কৃষ্ণপুরা- সোনার গাঁ, ঢাকা। অধুনা বিবেক নগর যাদবপুর। কার্তিকের মূর্তি-হাতির পিঠে ময়ূর, ময়ূরে উপবিষ্ট কার্তিক। ধান গাছ তুলে কার্তিক এর সামনে মাটি দিয়ে জমি তৈরি করে বোনা হয়। কার্তিক অবিবাহিত, দুর্গা দশ হাতে খাচ্ছেন দেখে বিয়ে করেননি। কার্তিক এর সঙ্গে বিয়ে ঠিক ছিল ঊষার। ঊষা পূজা হয় পরদিন সকালে। 'কার্তিক ঊষার বছরে একদিন দেখা হয়।' কার্তিকের ব্রত শাশুড়ী দিয়ে যান পুত্রবধূকে।[২৪]

➢ **সত্যগোপাল কোঁয়ার** - বয়স ৭০, ক্ষুধুরানী কোঁয়ার- বয়স ৬৫, সাহাগঞ্জ, হুগলী। 'হুগলীর বৈঁচি গ্রাম থেকে ৪০০ বছর আগে আমরা এ অঞ্চলে আসি। মহারাজ নন্দকুমার আমাদের পূর্বপুরুষ-এর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন সে দলিল আছে। বহু পুরুষের পূজা। নতুন কোরা কাপড় পরানো হয়। আগে সখী, পরী, বোষ্টম-বোষ্টমী থাকত। চারপ্রহরে চারবার পূজা হত। নন্দীবাড়ীর পাশের কার্তিক পূজো ওড়িয়া মাঝিরা করত। 'আমাদের বাড়ীর হোমের কলা খেলে বন্ধ্যা রমণীর সন্তান পুত্র সন্তানই হয়'।[২৫]

➢ **বীণাপানি দাসী** - চুঁচুড়া, তোলা ফটক এর পতিতা পল্লী; বয়স ৬০। 'বাবা, আমি চারবছর কার্তিক পূজো করেছি ছেলের জন্য, হয়নি। কপালে থাকলে আর জন্মে হবে। এ পাড়ার ১০/১২টা বাড়িতে ১০০ জন মেয়ে ছিল- সব বাড়িতেই কার্তিক পূজা হত- আনন্দ স্ফূর্তি, ব্যবসার জন্য করত। না বাবা, কার্তিকের সঙ্গে বিয়ে এ পাড়ায় হত না তবে গাছের সঙ্গে, তলোয়ার, রূপোর চাঁদের সঙ্গে বিয়ে হত, চন্দননগরেও পূজা হত।'[২৬]

➢ **শোভারানী সিংহরায়** - জামালপুর, মৈমনসিংহ। কার্তিক, কর্ণর মতই কুমারীর পুত্র।

পুষ্পবনে শিব পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হন। পাঁচ মাসের গর্ভ, শিব নিজের কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে ছিঁড়ে শরবনে তামার পাত্রে রেখে আসেন। পার্বতীর সঙ্গে বিয়ের দশ মাস দশ দিন পর, শরবন থেকে শিব, পুত্রকে নিয়ে আসেন। কার্তিক দর্পণ নিতে এসে দেখেন মোষপোড়া ও বাহান্ন মণ চালের ভাত নিয়ে পার্বতী খাচ্ছেন। ঊষাকে কার্তিক বর দেন আমার বিয়ে নেই। তোমর বিয়ে হবে অনিরুদ্ধর সঙ্গে।[২৭]

➢ **অশোক মণ্ডল** - বয়স ছত্রিশ বছর, বাসস্থান - মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের স্থায়ী বাসিন্দা।

প্রশ্ন : এই জেলায় কোথায় কোথায় কোন কোন ধরনের পূজা হয়?

উত্তর : এই জেলার বহরমপুর, বেলডাঙা, রাজাপুরে বারোয়ারীভাবে বিভিন্ন ক্লাব বা পূজা কমিটির উদ্যোগে এই পূজা হয়। এছাড়া বাড়িতেও এই পূজা করা হয়।

প্রশ্ন : এই পূজা কেন হয়? কুমারীরা করেন এই পূজা ?

উত্তর : তাঁর মতে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, সুতরাং কুমারীদের পূজার প্রসঙ্গ আসেনা।

প্রশ্ন : এই জেলার লোকসংস্কৃতিতে এই পূজার গুরুত্ব কতটা ?

উত্তর : এই জেলার তিনটি স্থানের মধ্যে বহু প্রাচীন বেলডাঙার কার্ত্তিক লড়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং স্থানীয় লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গরূপে পরিচিত।[২৮]

➢ **সম্পা বিশ্বাস** - বয়স তেত্রিশ বছর, বাসস্থান - বর্ধমান জেলার কাটোয়ার স্থায়ী বাসিন্দা।

প্রশ্ন : এই জেলায় কোথায় কোথায় এই পূজা হয়?

উত্তর : এই জেলার পূর্বস্থলী, কাটোয়া, লক্ষ্মীপুরে বারোয়ারীভাবে বিভিন্ন ক্লাব বা পূজা কমিটির উদ্যোগে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গৃহেও এই পূজা করা হয়।

প্রশ্ন : এই জেলার লোকসংস্কৃতিতে এই পূজার গুরুত্ব কতটা ?

উত্তর : এই জেলার তিনটি স্থানের মধ্যে বহু প্রাচীন কাটোয়ার কার্ত্তিক লড়াই বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং স্থানীয় লোকসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গরূপে পরিচিত। বহুলোকের সমাগম হয় এই লড়াই

দেখার জন্য। এখানে কার্ত্তিকের সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবতাদেরও দেখা গেলেও তিনিই মূল আকর্ষণ।[২৯]

➢ জয়রাম এম. এন. , স্থায়ী বাসিন্দা - দক্ষিণভারতের বেঙ্গালূরু নগর।

প্রশ্ন : মুরুগন শব্দের অর্থ কী ? তাঁর পরিচয় কী?

উত্তর : তামিল ভাষায় এর অর্থ সুন্দর। তিনি তামিল খণ্ডবল্ বা তামিল ঈশ্বর নামে পরিচিত। তিনি সাধারণত হর-পার্বতীর পুত্র হিসাবে অধিক পরিচিত। তাঁর দুইজন স্ত্রী, দেবসেনা ও বল্লী। দেবসেনা ছিলেন ইন্দ্রের পুত্রী ও বল্লী ছিলেন তামিল প্রদেশের উপজাতি সম্প্রদায়ের নাম্বিরাজনের কন্যা।

প্রশ্ন : দক্ষিণভারতের লোকসংস্কৃতিতে এই দেবতার গুরুত্ব কতখানি ?

উত্তর : এখানে তিনি যুদ্ধের দেবতারূপে প্রসিদ্ধ। তামিল সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ বর্তমান। এছাড়া তিনি বিজয়, সৌন্দর্য, শৌর্য এবং যৌবনের দেবতা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি মুরুগন, কুমারস্বামী, সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন : এই প্রদেশে তিনি কীভাবে পূজিত হন ?

উত্তর : তিনি একজন হিন্দুদেবতারূপে পূজিত হন। তাঁর পূজায় ফুল নারিকেল, তাম্বুলপত্র, ধূপ, কর্পূর, নানা প্রকার মিষ্টি দেওয়া হয়। নৃত্য ও গীতের মধ্য দিয়ে স্কন্দষষ্ঠী, ভাইপুসম্, কাভাদি উৎসব পালন করা হয়।[৩০]

❖ **উপসংহার :**

আধ্যাত্মিকতার দেশ এই ভারতভূমিতে অন্যান্য দেবতাদের ন্যায় কুমার কার্ত্তিকেয় ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কুমারের জন্ম মূলত তারকাসুরকে বধ করার জন্য, এই গুরুদায়িত্ব কুমার পালন করেন এবং স্বর্গ হতে মর্ত্যের মানুষদের দুঃখমোচনের নিমিত্ত মর্ত্যে আগমন করেন। স্বর্গীয় সেনাপতিরূপে তিনি তারকাসুরকে হত্যা করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্যে যেমন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি মর্ত্যলোকেও তাঁর মহিমার প্রভাব গৃহে গৃহে

দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক গ্রন্থানুসারে যে ব্যক্তি স্কন্দচরিত পাঠ করেন, পাঠ করান, যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান, শুভদর্শন, তাঁর ভূতের ভয় থাকেনা, সর্বদুঃখ বিবর্জিত হয়ে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করেন। গৃহে তাঁর স্তোত্র পাঠ করলে অপুত্রক পুত্রবান হন, নির্ধন ধনলাভ করেন, রোগাক্রান্ত বালকগণ আরোগ্য লাভ করে থাকেন। সুতরাং অন্তিমে বলা যায়, কুমারের অপার মহিমা সাহিত্যে ও সমাজে সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান।

❖ উল্লেখপঞ্জি :

১. বাল্মীকীয় *রামায়ণ,* আদিকাণ্ড, ৩৭/২৪-২৮।

২. বৈয়াসিক *মহাভারত,* বনপর্ব, ১৯৫/৩-৮।

৩. বৈয়াসিক *মহাভারত,* বনপর্ব, ১৯৫/৩-৯।

৪. বৈয়াসিক *মহাভারত,* অনুশাসনপর্ব, ৭৪/৮০।

৫. *পদ্মপুরাণ,* সৃষ্টিখণ্ড, ৪৪/১৪৪।

৬. *শিবপুরাণ,* জ্ঞানসংহিতা, ১৯/১৬-১৭।

৭. *বায়ুপুরাণ,* ৭২/৩৩-৩৪।

৮. *স্কন্দপুরাণ,* ২৭/৮০-৮১।

৯. *গণেশপুরাণ,* ৮৬/৮-১২।

১০. *Muruga the god of war,* পৃ. ১৭৩-১৭৯।

১১. ভক্তশ্চ যঃ কার্ত্তিকেয় কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ।

অয়ুষ্মান্পুত্রপৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ।। বাল্মীকীয় *রামায়ণ,* আদিকাণ্ড, ৩৭/৩২।

১২. স্কন্দস্য য ইদং বিপ্রঃ পঠেৎজন্ম সমাহিতঃ।

স পুষ্টিমিহ সম্প্রাপ্য স্কন্দসালোক্যমাপ্নুয়াৎ।। বৈয়াসিক *মহাভারত,* বনপর্ব, ১৯৪/৮১।

১৩. স্কন্দস্তু য ইদং বিপ্রঃ পঠেচ্ছন্ন সমাহিতঃ।

শ্রাবয়েদূব্রাহ্মণেভ্যো যঃ শৃণুয়াম্বা দ্বিজেরিতম্॥

ধনমায়ুর্থশো দীপ্তং পুত্রান্ শত্রুজয়ং তথা।

স পুষ্ঠিতুষ্টী সম্প্রাপ্য স্কন্দমালোক্যমাপ্নুয়াৎ।। *তদেব,* ১৯৫/২০-২১।

১৪. যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথামেতাং মহামতিঃ।

শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েদ্বাপি স ভবেৎ কীর্ত্তিমান্নরঃ।।

বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ শুভদর্শনঃ।

ভুতেভ্যো নির্ভয়শ্চাপি সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ ॥

সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্বাং স্কন্দস্য চরিত্রং পঠেৎ।

যুক্তঃ কিন্নরৈঃ সর্বৈর্মহাধনপতির্ভবেৎ।। *পদ্মপুরাণ,* ৪৬/২১৭-২১৯।

১৫. স্বয়ং স্কন্দো মহাদেবঃ সর্বপাপপ্রণাশনঃ।

তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকে পিতামহঃ।।

অস্যাং ফলাশনো যন্তু প্রেক্ষতে যতমানসঃ।

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনোঽপি ধনং লভেৎ।।

যং যমিচ্ছেত মনসা তং তং লভতি মানবাঃ।

যশ্চৈতৎপঠতি স্তোস্ত্রং কার্ত্তিকেয়স্য মানবঃ।

তস্য গৃহে কুমারাণাং ক্ষেমারোগ্যং ভবিষ্যতি।। *বরাহপুরাণ,* ২৫/৪৯-৫২।

১৬. কুমারবিজয়ং নাম চরিত্রং পরমাদ্ভুতম্ ।

সর্বপাপহরং দিব্যং সর্বকামপ্রদং নৃণাম্॥

যে কীর্ত্তয়ন্তি শুচয়োঽমিতভাগ্যযুক্তাশ্চানন্তরূপমজরামরমাদধানাঃ।

কৌমারবিক্রমমহাত্ম্যমুদারমেতদানন্দদায়কমনোঽর্থকরং নৃণাং হি।।

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি কুমারস্য মহাত্মনঃ।

চরিতং তারকাখ্যঞ্চ সর্বপাপৈঃ সমুচ্যতে॥ *স্কন্দপুরাণ,* ৩০/৫০-৫২ ।

১৭. যঃ পঠেৎ স্কন্দসম্বন্ধাং কথাং মর্ত্ত্যে মহামতিঃ

বহ্বায়ুঃ সুভগঃ শ্রীমান্ কান্তিমান্ শুভদর্শনঃ।

ভূতেভ্যো নির্ভরশ্চাপি সর্বদুঃখবিবর্জিতঃ।।

সন্ধ্যামুপাস্য যঃ পূর্বাং স্কন্দস্য চরিতং পঠেৎ।

স মুক্তঃ কিল্বিষৈঃ সর্বৈর্মহাধনপতির্ভবেৎ।।

বালানাং ব্যাধিজুষ্টানাং রাজদ্বারঞ্চ সেবতাম্।

ইদং তৎ পরমং দিব্যং সর্বদা সর্বকামদম্।

তনুক্ষয়ে চ সাযুজ্যং ষণ্মুখস্য ব্রজেন্নরঃ।। *মৎস্যপুরাণ,* ১৬০/৩০-৩২।

১৮. স্বকীয় সংগ্রহ।

১৯. তদেব।

২০. সংগৃহীত *কার্ত্তিক : পুরাণ ও বঙ্গালী লোকবিশ্বাসে,* পৃ. ২৮।

২১. *তদেব,* পৃ. ২৮-২৯।

২২. *তদেব,* পৃ. ২৯।

২৩. *তদেব,* পৃ. ৩০।

২৪. *তদেব,* পৃ. ৩০।

২৫. *তদেব*, পৃ. ৩১-৩২।

২৬. *তদেব*, পৃ. ৩২।

২৭. *তদেব*, পৃ. ২৭।

২৮. স্বকীয় সংগ্রহ।

২৯. স্বকীয় সংগ্রহ।

৩০. স্বকীয় সংগ্রহ(অনূদিত)।

সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় : একটি সমীক্ষা নামক এই গবেষণা সন্দর্ভে দীর্ঘ ছয়টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বিষয়টি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার নির্যাস বা নিষ্কর্ষ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত -

প্রথম অধ্যায় :

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত *ঋগ্বেদ*-এর মন্ত্রগুলিতে প্রাপ্ত কুমার শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করা হলেও এর দ্বারা কুমার কার্ত্তিকেয়কে নির্দেশ করা হয়নি, কুমার বলতে এখানে অগ্নিকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু *কৃষ্ণযজুর্বেদ*-এর *মৈত্রায়ণীসংহিতায়, তৈত্তিরীয় আরণ্যক*-এ আবার সরাসরি হর-পার্বতীর সঙ্গে কুমারের স্তুতি করা হয়েছে। এখানে তাঁকে কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, মহাসেন, ষণ্মুখ প্রভৃতি নামে স্তুতি করা হয়েছে। *ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এ সনৎকুমারকে ভগবান কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে বৈদিকযুগের প্রারম্ভে কুমারের স্তুতি না করা হলেও পরবর্তীকালে *যজুর্বেদ, ছান্দোগ্যোপনিষদ*-এর সময়ে কুমারের উপাসনা করা হত। তবে *ঋগ্বেদ*-এ অগ্নির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কুমার শব্দটি পরবর্তীসময়ে *রামায়ণ, মহাভারত* ও পৌরাণিক সাহিত্যে অগ্নিপুত্রের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এ সর্বপ্রথম কার্ত্তিকেয়ের জন্ম বিষয়ে বলা হয়েছে। অগ্নির দ্বারা প্রদত্ত শিবরেত আকাশগঙ্গার গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়ে কুমারের জন্ম হয় এবং তিনি বর্ধিত হয়ে তারকাসুকে বধ করেন। কিন্তু বৈয়াসিক *মহাভরতে* অগ্নি, স্বাহার গর্ভে রেত স্থাপন করলে, তিনি সেই রেত কৈলাসপর্বতে স্থাপন করেন। কৈলাসপর্বত শিবরেত দ্বারা নির্মিত হওয়ার কারণে অগ্নির রেতের সঙ্গে মিলিত হয়ে আকাশগঙ্গার গর্ভে কুমারের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণগণ যেহেতু মহাদেবকে অগ্নি বলে থাকেন সেহেতু পরোক্ষভাবে কুমার মহাদেবেরও পুত্র। স্বাহা কুমারের আশীর্বাদে সর্বদা অগ্নির সঙ্গে বসবাসের অবসর লাভ করেন। মহাদেব অগ্নির শরীরে এবং স্বাহাদেবী পার্বতীর শরীরে প্রবেশ করে লোকহিতের জন্য তাঁকে অপরাজিত করে তুলেছিলেন। এখানে কুমার কর্তৃক মহিষাসুরবধ

বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। শল্যপর্বে ও অনুশাসনপর্বে আবার বাল্মীকীয় *রামায়ণ*-এর ন্যায় শিবরেত দ্বারা অগ্নি, গঙ্গার ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে কুমারের জন্ম হয়। অন্তিমে পাঠকদের উদ্দেশ্যে স্কন্দের স্তুতি করার কথা বলা হয়েছে।

❖ **দ্বিতীয় অধ্যায় :**

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌরাণিক সাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *পদ্মপুরাণে* প্রথম কুমারকে পার্বতীর কুক্ষি হতে জাত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পুরাণে হরের দ্বারা কৃষ্ণা বলায় নিন্দিতা হয়ে পার্বতী গৌরী হওয়ার জন্য কঠোর তপস্যা করতে শুরু করেন। এই পুরাণে প্রথম অগ্নি ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে পার্বতী হতে কুমারের জন্ম বৃত্তান্ত এবং তাঁর দ্বারা তারকাসুরের বধের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়। *বিষ্ণুপুরাণ*-এ অগ্নির পুত্র কুমার ও তাঁর শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় নামে তিনজন অনুজের শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়। তিনি কৃত্তিকাদের অপত্য হওয়ার কারণে কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত। এছাড়া অধিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। *শিবপুরাণ*-এ শিবরেত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অগ্নি তা ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন, গঙ্গাও অসমর্থ হয়ে শরবণে নিক্ষেপ করলেন। সেখানেই এক সুন্দর বালকের জন্ম হয়। তখন সেই স্থানে ছয়জন রাজকন্যা স্নান করতে আসেন এবং ওই বালক ছয়টি মুখ ধারণ করে ছয় রাজকন্যার দুগ্ধপান করলেন। সেই কারণে তাঁর নাম ষাণ্মাতুর ও পরে স্কন্দ, শরজন্মা, গঙ্গাপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করেন। অবশেষে দৈতাধিপতি তারকাসুরকে বধ করলেন। এই পুরাণের বৃত্তান্তের সঙ্গে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। *বায়ুপুরাণ*-এ শিবরেত থেকে অগ্নি ও গঙ্গাদেবীর সাহায্যে হিমালয়ের শরবণ নামক স্থানে আদিত্য-শতসঙ্কাশ মহাতেজা প্রতাপবান্ রূদ্রাগ্নিগঙ্গাতনয় কুমারের জন্ম হয়। তিনি কৃত্তিকাগণ কর্তৃক বর্দ্ধিত হন, তাই কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এখানে তারকাসুরবধ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়নি। *বরাহপুরাণ*-এর পঁচিশতম অধ্যায়ে অহংকাররূপে কার্ত্তিকেয়ের সৃষ্টি দৃষ্ট হয়। মহাদেব নিজ শরীরস্থিত শক্তি উমাকে সংক্ষুব্ধ করতে লাগলেন। অনন্তর সেই সংক্ষোভের দ্বারা সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন প্রতিভাশালী সহজাত-শক্তি-হস্ত এক কুমারের উৎপত্তি হল।

প্রয়োজনবশত তিনি দেবসেনাপতি হলেন। *স্কন্দপুরাণ*-এ অন্যান্য পুরাণের ন্যায় অগ্নি, গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণের সাহায্যে শরবণে কুমারের জন্ম হয় এবং এমন সময় সেনা নামক কন্যা কুমারকে বরণ করতে এলে পিতামহের নির্দেশে তাঁকে গ্রহণ করেন। তারপর থেকে সেনাপতি নামে কথিত হলেন। অনন্তর কুমার শক্তি নামক অস্ত্র দ্বারা তারকাসুরকে বধ করেন। *মৎস্যপুরাণ*-এ একই বৃত্তান্ত দর্শিত হয়েছে। *কালিকাপুরাণ*-এ পার্বতীর কালিকা রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে শিবরেত অগ্নি ও গঙ্গার সাহায্যে শরবণে কুমারের জন্ম হওয়ার পর বহুলা তাদের প্রতিপালন করেন এবং শিবের শক্তির প্রভাবে সেই বালক মহাপরাক্রমশালী হয়ে উঠলেন। অনন্তর সেই কুমার দেবসেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হয়ে তারকাসুরকে বধ করলেন। এই পুরাণের কাহিনী *পদ্মপুরাণ* ও *বিষ্ণুপুরাণ*-এর কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। *গণেশপুরাণ*-এর তিরাশিতম অধ্যায়ে গণেশের মাহাত্ম্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্ম তথা কুমার কর্তৃক তারকাসুর বধের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। *গণেশপুরাণ* অনুসারে 'বরদ চতুর্থী' ব্রতের প্রভাবে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করেন। বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মুনিগণ নানা প্রসঙ্গে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, ফলে একই বৃত্তান্ত পুরাণসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

❖ **তৃতীয় অধ্যায় :**

তৃতীয় অধ্যায়ে শিবপুরাণ অবলম্বনে রচিত মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্য ও এই মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের কবি রেবা প্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যের তুলনা ও কুমার কার্ত্তিকেয়ের চরিত্রের বিশ্লেষণ করা করা হয়েছে। মহাকবির প্রধান সাতটি রচনার মধ্যে *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই মহাকাব্যে মহাদেবের পূর্বপত্নী পার্বতী, মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তারকাসুরের অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন, ব্রহ্মার নির্দেশে পার্বতী ও শিবের পুত্র দ্বারা তারকাসুরের নিধন হয়। *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের পর কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় আধুনিক সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম কবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর(১৯৩৫-২০২১)

কুমারবিজয় মহাকাব্যে। যেহেতু এই মহাকাব্যের অষ্টম সর্গ পর্যন্ত মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে মনে করা হয়, সেহেতু শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে মূলত *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যের উত্তরাংশকে তুলে ধরারা চেষ্টা করেছেন। এই মহাকাব্যে তিনি অলৌকিক বিষয়কে পরিত্যাগ করে একদিকে দেবসেনাপতি রূপে তারকাসুরবধকারী এবং অন্যদিকে সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। এই মহাকাব্যে তিনি কার্ত্তিকেয় চরিত্রটিকে প্রাচীন এবং আধুনিক আঙ্গিকে বর্ণনা করার প্রয়াস করেছেন। *কুমারবিজয়* নাম থেকে অবগত হয় যে '*কুমার*' অর্থাৎ কার্ত্তিকেয় এবং '*বিজয়*' অর্থাৎ তারকাসুর বিজয়। *কুমারসম্ভব* ও *কুমারবিজয়* নামকরণ থেকে প্রতীত হয় যে মহাকবি কালিদাস কুমারকার্ত্তিকেয়ের জন্মকে এবং মহাকবি রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় কুমার কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুরবিজয়কেই নির্দেশ করছেন। উভয় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ও আলংকারিক বিশ্লেষণের তুলনাত্মক অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রয়াস সার্থক এবং বিদ্বৎজনগ্রাহ্য হয়েছে।

❖ **চতুর্থ অধ্যায় :**

চতুর্থ অধ্যায়ে অন্যান্য সংস্কৃতসাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে বৈদিকসাহিত্যে, *রামায়ণ*-এ, *মহাভারত*-এ, নির্বাচিত পুরাণসমূহে, মহাকবি কালিদাসের *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে, শ্রীরেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে বিশদে আলোচিত হয়েছে। এগুলি ছাড়াও সংস্কৃতসাহিত্যের বেশকিছু রচনায় তাঁর প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল মহাকবি ভাসের *চারুদত্ত* নাটকে খরপট নামক দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যাকে ঘরে সিঁদ কাটার পূর্বে কোন একজন নাটকীয় পাত্র স্মরণ করছেন। পরবর্তীকালে মহাকবি শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকে সিঁদ কাটার পূর্বে কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করছেন। এখান থেকে অনুমান করা যেতে পারে তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের দেবতারূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, যাঁকে নিম্নশ্রেণীর চৌর্যবৃত্তিধারী মানুষেরা পূজা করতেন। অনন্তর অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* মহাকাব্যে জন্মের সময় বুদ্ধদেবকে কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে এবং শক্যরাজ শুদ্ধোদনকে কুমারের পিতা শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ভাস এবং

অশ্বঘোষের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিবাদ দৃষ্ট হয়। যদি তাঁদেরকে সমসাময়িক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় ভাসের নাটকে একদিকে যেমন কুমার নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্যরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন, অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা ও সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে। মহাকবি কালিদাসের *বিক্রমোর্বশীয়*-ত্রোটকে অপ্সরা উর্বশী পুরুরবাকে কুমারব্রত বিষয়ে বলেছেন। অর্থাৎ এই রূপক থেকে আমরা অবগত হই যে, কুমারের পত্নী থাকলেও তিনি তাঁর কুমারব্রত পালনে কোনরূপ পরিবর্তন হয়নি। *মেঘদূত* গীতিকাব্যে যক্ষ মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনাকালে দেবগিরিতে ভগবান কার্ত্তিকেয় সর্বদা অবস্থান করেন। এর সঙ্গে তিনি বলেছেন- দেবতাদের রক্ষার জন্য মহাদেব তাঁর তেজ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন, সেই তেজ স্কন্দরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এখানে স্কন্দের বাহন বিষয়েও আমরা সুনিশ্চিত তথ্য পেয়ে থাকি। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে শর্বিলক নামক চরিত্রের মুখে স্কন্দের স্তুতি দৃষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে কুমার স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে উচ্চশ্রেণীর মানুষের দ্বারা পূজিত হলেও তিনি নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপাস্য দেবতা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুবন্ধুর *বাসবদত্তা* গদ্যকাব্যে কন্দর্পকেতুকে স্কন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তারকসংহারকও বলা হয়েছে। তিনি তারকসংহারকরূপে পুরাণেতিহাস প্রসিদ্ধ হলেও সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও একবার দৃষ্ট হল। কার্ত্তিকেয় যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা ছিলেন তার একমাত্র প্রমাণিক গ্রন্থ হল কবি মঙ্গলাচার্যের *যণ্মুখকল্প* নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ থেকে ভগবান স্কন্দের বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যায় এবং চৌর্যশাস্ত্রের বহু মন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যেমন এই গ্রন্থে চুরি করার বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে কৃত্তিকানক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় যে থেকে বোঝা যায় কুমারের সঙ্গে কৃত্তিকাদের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাঁর বিভিন্ন নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সোমদেবভট্ট তাঁর *কথাসরিৎসাগর* গ্রন্থে কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্ম থেকে তারকাসুরবধ পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তের সঙ্গে গণেশের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি কার্ত্তিকেয়ের মহিমা বর্ণনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশের প্রভাব তুলে ধরেছেন। *আলিবাবা ও চল্লিশ চোর* গল্পের সংস্কৃত অনুবাদ *চোরচত্বারিংশী কথা* নামক অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্গত *বনগতা গুহা* নামক গল্পে গোবিন্দকৃষ্ণ মোদক চোরদের

উপাস্য দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের উল্লেখ করেছেন। চল্লিশ জন চোর গুহার দ্বার খোলা ও বন্ধ করার জন্য স্কন্দকে আহ্বান করতে দেখা যায়। এই প্রমাণ আরো দৃঢ়রূপে প্রতিভাত হয় *ষণ্মুখকল্প* নামক পুঁথিতে। সুতরাং সাহিত্য পরম্পরায় কুমার যে চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা এবং উপাস্য দেবতা ছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। স্তোত্র ও কোষগ্রন্থে বর্ণিত কুমারের বিভিন্ন নাম তাঁর চারিত্রিক বৈচিত্র্য পাঠক সমাজের সম্মুখে উন্মোচিত করেছে। মুদ্রা এবং লিপিতে কুমারের অবস্থান তার প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে। মুদ্রায় প্রাপ্ত মহাসেন, নৈগমেয় নামের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে আনুসাঙ্গিক ও পরবর্তীকালীন সংস্কৃতসাহিত্যে তথা সামাজিক দেবতারূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

❖ **পঞ্চম অধ্যায় :**

পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লোকসংস্কৃতি শব্দটির 'লোক' বলতে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়না, কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একই প্রকার আচার, প্রথা, উৎসব পালনকারী মনুষ্যগোষ্ঠীকে বোঝায় এবং 'সংস্কৃতি' বলতে ওই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতিকে বোঝায়। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কোচবিহারের কাতিপূজা, বর্ধমানের কাটোয়া ও মুর্শিদাবাদের কার্ত্তিক লড়াই বিখ্যাত। স্বর্গীয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিক, সুতরাং যুদ্ধ করা বা লড়াই করা তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু এখানে কার্ত্তিক লড়াই করেন না, করেন তাঁর ভক্তরা তথা কার্ত্তিকপূজার উদ্যোক্তাগণ। কলকাতায় সুপ্রাচীন বাবু-কালচারের প্রচলন ছিল গণিকামহলে। বর্তমানে বেশকিছু ঐতিহ্যবাহী দল ও বারোয়ারি সংঘ অনাড়ম্বরভাবে এই পূজা করে থাকেন। কোকাই কার্ত্তিক আসলে খোকা-কার্ত্তিকের বিবর্ত্তিত রূপ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে প্রত্যেক গ্রামে বিশেষ সাড়ম্বরে পালিত হয় এই জেলার কার্ত্তিক পূজা। চুঁচুড়ার বাঁশবেড়িয়াতে বহুদিনের প্রাচীন কার্ত্তিক পূজা প্রত্যেক বছর কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে নানা রূপ ও নামের কার্ত্তিক দেখা যায়। যেমন - বাবু কার্ত্তিক,

রাজা কার্ত্তিক, খোকা কার্ত্তিক, বীর কার্ত্তিক, ধুমো কার্ত্তিক, জ্যাংড়া কার্ত্তিক প্রভৃতি। এখানে কার্ত্তিকের সঙ্গে শিব, নটরাজ, গণেশ, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদেরও পূজা করা হয়। কার্ত্তিকপূজার দিন অপুত্র দম্পতীরা পুত্র লাভের আশায় নির্জলা উপবাস থেকে রাত্রিতে পূজার পর উপবাস ভঙ্গ করেন। কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তিতে এই ব্রত পালন করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের মূলত তামিলনাড়ু প্রদেশের তামিল ভাষাভাষী মানুষদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা হলেন কুমার কার্ত্তিকেয় বা মুরুগন। তাঁদের নিকট তিনি সুব্রহ্মণ্য, কন্দন, স্কন্দ, ষণ্মুখ, কুমার, স্বামীনাথন, গুহ, কার্ত্তিকেয়, ভেলেন, ভেলায়ুধান প্রভৃতি নামে পরিচিত। তামিল প্রদেশে তাঁর বহু মন্দির ও বিগ্রহ পাওয়া যায়। তাঁর বিখ্যাত মন্দিরগুলি হল - তিরুপারাকুন্দ্রাম, তিরুচেন্দুর, তিরুতানি, পালানি, স্বামীমালাই এবং পালামুথিরচোলাই। পালানির মন্দিরে মুরুগনের হস্তে দণ্ড থাকায় তিনি 'দণ্ডপাণি' নামে পরিচিত। কিন্তু বাকি পাঁচটি স্থানে তিনি হস্তে বর্শা নিয়ে আছেন। যিনি পাহাড়ি অঞ্চলের লাল দেবতা নামে পরিচিত। তামিল প্রদেশে মুরুগনকে সেই সমস্ত মহিলারা পূজা করেন যারা নিঃসন্তান। নারী ভক্তদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস রয়েছে যে 'ষষ্ঠী-ব্রত' পালন করলে তাদের গর্ভেরপাত্র নবজাত ভ্রূণ দ্বারা পূর্ণ হয়। তাঁর দুই সহধর্মিনী বল্লী ও দেবসেনা। সহধর্মিণীরা যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির রূপ। তাঁর ভেল হল জ্ঞানশক্তি তাই তিরুচেন্দুর দেবতা সুব্রহ্মণ্য হলেন ত্রিশক্তির মূর্ত প্রতীক। সঙ্গম যুগে তার উপাসকরা তাকে চালের মণ্ডের সঙ্গে হত্যা করা ছাগলের রক্ত মিশিয়ে উপহার দিতেন। আজও মানুষ এই দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কুমারনকে পূজা করলে অবিবাহিত মেয়েরা তাদের বিবাহের জন্য আশীর্বাদ পাবেন এবং বন্ধ্যা মহিলারা সন্তান লাভ করেন। দীপাবলি উৎসবের ষষ্ঠ দিনে যেটি "কণ্ড ষষ্ঠী' উৎসবটি ভক্তরা খুব আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করেন। মুরুগন উপাসনা সম্পর্কে জানা যায় যে মন্দিরের গর্ভগৃহের অভ্যন্তরে এবং মন্দিরের বাইরে মুরুগনের দুটি ভিন্ন ধরণের পূজা করা হত। তামিলনাড়ুতে কুমারী, সধবা, বিধবা সকল নারীই ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করেন। তাঁরা এই দিন সারাদিন উপবাসী থেকে স্নান করে নানা প্রকার পিঠা, পায়েস, মিষ্ঠান্ন

ইত্যাদি খাবার থালায় সাজিয়ে ভাইদের মঙ্গলকামনা করেন। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে এইদিন ব্রতিনীরা ভোরবেলা স্নান করে সারাদিন উপবাসী থাকেন এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে ফল, ফুল, দুর্বা প্রভৃতি নিবেদন করেন। ব্রত শেষ হলে ব্রতী আহার্য গ্রহণ করেন এবং সকলকে প্রসাদ বিতরণের মধ্য দিয়ে ব্রতভঙ্গ করেন। স্কন্দষষ্ঠী ব্রত, পুত্রপ্রাপ্তি-ব্রত, আরণ্যষষ্ঠী ব্রত, এছাড়াও গুহস্য পবিত্রারোপণম্, কার্ত্তিকেয়-ব্রত, কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী, কামব্রত বা কামষষ্ঠী ব্রত মুরুগনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। দক্ষিণভারতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিখ্যাত ভক্তগণের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন - রাজা মুচুকুন্দ, শিব কবি, নক্কিবার, পাকাল্লি কুত্তার, মুরুগম্মাইয়ার, আলগুমুত্তু, অরুণগিরিনাথ প্রভৃতি। বলা যায় বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা তামিলপ্রদেশে মুরুগন বিশেষ সাড়ম্বরে পূজিত হন, এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

❖ **ষষ্ঠ অধ্যায় :**

ষষ্ঠ অধ্যায়ে কুমারের বিভিন্ন নামের পরিচয়, তাঁর চারিত্রিক বিবর্তন ও দৈবিক মাহাত্ম্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুমার কার্ত্তিকেয় স্কন্দ, ষড়ানন, ষাণ্মাতুর, শরজন্মা, আরুমুরুগন, গুরুনাথন, কুমারস্বামী, কুমারভেল প্রভৃতি নামকরণের পশ্চাতে কারণ অনুসন্ধান স্বর্গের সেনাপতি থেকে মর্ত্যের দেবতা রূপে তাঁর ক্রমশ চারিত্রিক বিবর্তন এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কুমারের পরিচয়, মহিমা ও লোকসংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব বিষয়ে বেশ কিছু সাক্ষাৎকার সরাসরি নেওয়া ও সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ‘কুমার’ নামটি সাহিত্য ও সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। কুমার কর্ত্তিকেয়ের দেবত্ব আর্য এবং অনার্য সবার নিকটই বিশেষ আদরণীয়। সাধরণভাবে দেবতারা মনুষ্যদের সৃষ্টি-পালন-রক্ষাকর্তা, সেই দেবতাদের সেনাপতি তথা রক্ষাকর্তা রূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ কুমার কার্ত্তিকেয়। স্কন্দ একদিকে যেমন তারকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধ করে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছিলেন, অন্যদিকে জগতের সার্বিক কল্যাণে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুমার কার্ত্তিকেয় এমন এক চরিত্র যার প্রভাব ভারতীয় সাহিত্যে, সমাজে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ধর্মীয়ক্ষেত্রে সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র সংস্কৃত নয়, ইংরাজি,

বাংলা, তামিলসাহিত্যে বহু কবি তাঁদের রচনার মূল উপজীব্যরূপে ভগবান কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যেমন সংস্কৃতসাহিত্য মহাকবি কালিদাস তাঁর *কুমারসম্ভব* মহাকাব্যে, শ্রী রেবাপ্রসাদদ্বিবেদী তাঁর *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে, ইংরাজিসাহিত্যে R. viswanathan এর লেখা *LORD MUROGAN karthikeya katha*, তামিলসাহিত্যে *Karthikeya Katharnavam* এটি সংস্কৃতভাষায় রচিত কিন্তু এর তামিলভাষায় রচিত টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। আধুনিকসংস্কৃতকবি শ্রী রেবাপ্রসাদ দ্বিবেদীর লেখা *কুমারবিজয়* মহাকাব্যে তিনি সাংসারিক কার্ত্তিকেয়কে তুলে ধরেছেন, যেখানে দেখানো হচ্ছে তিনি ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করলেও পত্নী দেবসেনা ও মাতা পার্বতীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন, যেটি বর্তমানসময়ে বেশ প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও এখানে দেবসেনা চরিত্র থেকে একজন আদর্শ নারী শারীরিক সম্পর্কের ঊর্ধে গিয়ে স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির প্রাণের থেকে প্রিয় হয়ে উঠেছেন, তা বর্তমান সমাজে নারীদের বিশেষ শিক্ষনীয়। পুরাণগুলির কাহিনীতে দেখা যায় তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও অত্যন্ত বিনয়ী এবং নম্র স্বভাবের যা শিক্ষনীয়। কার্ত্তিকেয় চরিত্রটি তথাকথিত কুৎসিত রাজনীতির ঊর্দ্ধে গিয়ে প্রকৃত কল্যাণকারী চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, পৌরাণিক কাহিনীতে কুমারের জন্মরহস্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, হর-পার্বতীর স্বর্গীয় একশতবছর রতিক্রীড়ার পরেও সন্তান উৎপন্ন না হওয়ায় দেবগণ চিন্তিত হলেন যে, তাঁদের সন্তান অত্যন্তবলশালী হবেন এবং স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁর কাছে পরাস্ত হবেন। সুতরাং দেবগণ পরিকল্পনা করে পার্বতীর গর্ভে শিবের রেত স্থাপন না করানোর প্রয়াস করেন এবং বর্হিপরিত্যক্ত রেত হতে অত্যন্ত অনাদরে কৃত্তিকাগণের দুগ্ধপান করে প্রকৃতজন্মপরিচয় ছাড়াই কুমার জীবনধারণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুমার দেবতা তথা জগতের হিতার্থে তারকাসুরকে বধ করেন। দেবরাজকে পরাজিত করার ক্ষমতা তাঁর থাকলেও তিনি তা করেননি। তিনি পিতার কথা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করে সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। এখানেই তাঁর মহিমা প্রতিপাদিত হয়েছে। *মৃচ্ছকটিক*-প্রকরণে শর্বিলক রাত্রে চুরি করার সময় কার্ত্তিকেয়কে আহ্বান করেছেন। এখানে তাঁকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনকারীদের আরাধ্যরূপে দেখানো

হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে চৌর্যবৃত্তি অহিতকর মনে হলেও চৌর্যবৃত্তিকে যদি একপ্রকারবৃত্তিরূপে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনি পরোক্ষভাবে এই বৃত্তি একশ্রেণীর মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছেন। কারণ *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে শিক্ষিত বৃত্তিহীন যুবক শর্বিলক চুরিকৃত অর্থ দিয়ে নিজের প্রিয় মানুষকে গণিকালয়ের অন্ধকার থেকে আলোক মার্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ধর্মীয়প্রভাব। সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বর্গীয় দেবসেনাপতিরূপে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন, সেই ধারা আজও অব্যহত বঙ্গীয় ও তামিলসংস্কৃতে। বঙ্গীয়সংস্কৃতিতে বলিষ্ঠসন্তানের দাতারূপে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা হয়। এই পূজা নবদম্পতি স্বেচ্ছায় করতে পারেন অথবা বর্তমানে নবদম্পতীর গৃহে প্রতিবেশীদের দ্বারা কার্ত্তিয়ের মূর্তি দেওয়া হয়, তারপর সাড়ম্বরে পূজা করা হয়। এছাড়া বঙ্গপ্রদেশে কোন দ্রব্য হারিয়ে গেলে হারাকার্ত্তিকের পূজা করা হয়ে থাকে। তামিলসংস্কৃতিতে বিশেষ সাড়ম্বরে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করা হয়। তামিল ও মালয়ালম ভাষায় কার্ত্তিকেয় মুরুগান, কন্নর ও তেলেগুভাষায় তিনি সুব্রাহ্মণ্য নামে পরিচিত। দক্ষিণভারতে বহু কার্ত্তিকেয়ের মন্দির রয়েছে, সেখানে ধন, আরোগ্য, আয়ুষ্য কামনায় ভক্তরা পূজা করে থাকেন। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাংশে কথারাগম নামক স্থানে, মালেশিয়াতে কার্ত্তিকেয়ের মন্দির বর্তমান রয়েছে। সুতরাং জগতের সার্বিককল্যাণে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ভূমিকা অপরিসীম তা বলার অবকাশ রাখেনা।

কুমার কার্ত্তিকেয়ের জীবন সংগ্রাম আধুনিক সমাজের অনুকরণীয়। বৈদিকসাহিত্য, *রামায়ণ, মহাভারত,* পৌরাণিকসাহিত্য, *কুমারসম্ভব* প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর জন্মবিষয়ে যেসকল তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায়, তা হল - শিবের রেত অগ্নি গ্রহণ করেন, তিনি তা সহ্য করতে না পেরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন অনন্তর গঙ্গায় কৃত্তিকাগণ স্নান নিমিত্ত আগমন করলে সেই রেতের সংস্পর্শে তাঁরা গর্ভধারণ করেন এবং শরবনে সেই গর্ভ ত্যাগ করেন এবং তা থেকে কুমারের জন্ম হয়। অর্থাৎ কুমারের জন্ম স্বাভাবিকভাবে হয়নি বহু ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তারপরেও তিনি তারকাসুরকে বধ করে দেতাদের স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তামিলসংস্কৃতি থেকে জানা যায় যে, দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া জন্যও তাঁকে নানা সংঘর্ষ

করতে হয়। কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনি পিতা-মাতার উপর অভিমান করে দক্ষিণভারতে একটি পর্বতে বসবাস শুরু করেন। সেখানে প্রথমে তিনি নিম্নজাতির মনুষ্যদের দ্বারা পূজিত হন এবং ধীরে ধীরে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে উচ্চশ্রেণীর মানুষের পূজা লাভ করেন। কিংবদন্তী অনুসারে কুমার বিবাহ নিমিত্ত প্রস্থান করলে দেবী পার্বতী সুস্বাদু বহু ব্যঞ্জন রন্ধন করে ভোজন করতে শুরু করেন। কুমার কোন কারণবশত ফিরে এসে সেই দৃশ্য দেখে মাকে এতকিছু ভোজনের পশ্চাতে কারণ জানতে চান, তখন দেবী জানান যে, নতুন বৌমা এসে তাঁকে যদি ঠিকমত খেতে না দেন তাই তিনি খাচ্ছেন। তখন কুমার তাঁর কথা শ্রবণ করে ব্যাথিত চিত্তে ব্রহ্মচারীব্রত গ্রহণ করেন। এখান থেকে তাঁর মাতৃভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং বাল্যবয়সেই তিনি মহাশক্তিমান তারকাসুরকে বধ করেন। এছাড়া যেটি না উল্লেখ করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায় সেটি হল বঙ্গীয় ও তামিল সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ এই কুমার কার্ত্তিকেয়ের উৎসব। এই উৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলশ্রেণীর মানুষ উৎসবে মেতে ওঠেন। গৃহে আত্মীয়দের সমাগম ঘটে। একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত যেখানে নানা প্রকারের ভোজন সামগ্রী, নানা বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এর দ্বারা সমাজে তাঁর অর্থনীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কুমার কার্ত্তিকেয় সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে সাহিত্য এবং সমাজে তথা মানুষের আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।

সুতরাং অন্তিমে বলা যায়, আধ্যাত্মিকতার দেশ এই ভারতভূমিতে অন্যান্য দেবতাদের ন্যায় কুমার কার্ত্তিকেয় ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। বিভিন্ন নামের মধ্য দিয়ে তাঁর লীলার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কুমারের জন্ম মূলত তারকাসুরকে বধ করার জন্য, তিনি সেই কার্য সম্পন্ন করে স্বর্গ থেকে মর্ত্যের মানুষদের দুঃখমোচনের ধরাধামে আগমন করেন। স্বর্গীয় সেনাপতিরূপে তিনি তারকাসুরকে হত্যা করে দেতাদের স্বর্গরাজ্যে যেমন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি মর্ত্যলোকেও তাঁর প্রভাব গৃহে গৃহে দৃষ্ট হয়। পৌরাণিক গ্রন্থানুসারে যে ব্যক্তি স্কন্দচরিত পাঠ করেন, পাঠ করান, যিনি শ্রবণ

করেন, তিনি কীর্তিমান, দীর্ঘায়ু, সুভগ, শ্রীমান, শুভদর্শন, তাঁর ভূতের ভয় থাকেনা, সর্বদুঃখ বিবর্জিত হয়ে সর্বপাপ হতে মুক্তি লাভ করেন। গৃহে তাঁর স্তোত্র পাঠ করলে অপুত্রক পুত্রবান হন, নির্ধন ধনলাভ করেন, রোগাক্রান্ত বালকগণ আরোগ্য লাভ করে থাকেন।

❖ **গবেষণার উপযোগিতা :**

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বৃত্তান্ত বিষয়ে পাঠককুলকে তথ্য প্রদান করবে। বঙ্গীয় ও তামিল লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রভাব বিষয়ে জানা যাবে। সর্বোপরি ভারতবর্ষে তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভাব বিষয়ে তথ্য জানা যাবে। আধ্যাত্মিকতার দেশ এই ভারতবর্ষে আধ্যত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বর্গের জন্য নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। কুমার-কার্ত্তিক-ষড়ানন-মুরুগন বিষয়ে কৌতুহলীদের প্রশ্নের সমাধান ও অজানা তথ্যাদি বিষয়ে সহৃদয় পাঠককুল জ্ঞাত হবে। সর্বোপরি কুমারের আদর্শ চরিত্র ও জীবনসংগ্রাম আধুনিক জীবনযাত্রায় লোকসমাজের অনুকরণীয় হয়ে উঠবে।

❖ **সম্ভাব্য আগামী গবেষণার দিগনির্দেশ :**

যেহেতু আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে সংস্কৃত সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির অঙ্গরূপে কুমার কার্ত্তিকেয়কে দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে, সেহেতু তাঁর বিষয়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য গুলিকে কেবলমাত্র দিকনির্দেশ করা হয়েছে, গভীরভাবে আলোচনা করা হয়নি। তাই যদি কোন গবেষক এই বিষয়ে আগ্রহী থাকেন, তাহলে তিনি প্রথম কুমারগুপ্ত, কণিষ্ক, হবিষ্ক ও যৌধেয়দের রাজত্বকালে কুমার কার্ত্তিকেয়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব এবং তাঁদের মুদ্রায়, শিলালেখে, তাম্রলেখে তাঁর অবস্থান ও পৌরাণিক প্রভাব বিষয়ে গবেষণা করতে পারেন। এছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে কুমার কার্ত্তিকেয়ের মূর্তি, ভাস্কর্য ও মন্দির নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, যার দিকনির্দেশ এই সন্দর্ভেই রয়েছে। অন্তিমে আগ্রহীদের জন্য গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট অংশে বেশকিছু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে, যার দ্বারা পাঠকদের নিকট বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে আশা করা যায়।

সহায়ক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ :

অমরসিংহ। *নামলিঙ্গানুশাসন*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮ (বঙ্গাব্দ)।

উপনিষদ্ সমগ্র। সম্পা. জগদীশ শাস্ত্রী। দিল্লী : মোতিলাল বনারসীদাস, ২০১৭ (সপ্তম পুনর্মুদ্রণ)।

ঋগ্বেদ-সংহিতা। সম্পা. রমেশ চন্দ্র দত্ত, অনু. নিমাই চন্দ্র পাল। কলকাতা : সদেশ, ২০০৭।

কালিদাস। *কুমারসম্ভব*। বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত, মল্লিনাথ কৃত সঞ্জীবিনী টীকা সহ। মুম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস্, ১৯৩৫।

—। *বিক্রমোর্বশীয়*। সম্পা. সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। মুম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪২ (প্রথম সংস্করণ)।

—। *মেঘদূত*। সম্পা. বাসুদেব শর্মা কর্তৃক সংশোধিত, মল্লিনাথ কৃত সঞ্জীবিনী টীকা সহ। মুম্বাই : নির্ণয় সাগর প্রেস্, ১৯২২ (একাদশ সংস্করণ)।

কামন্দকীয়নীতিসার। সম্পা. ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস। বোম্বাই (মুম্বাই) : শ্রীবেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রালয়, ১৯৬১(প্রথম সংস্করণ)।

কালিকাপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৮১ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

গঙ্গাদাস। *ছন্দোমঞ্জরী*। সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। কলিকাতা(কলকাতা) : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪(দ্বাদশ পরিমার্জিত সংস্করণ)।

গণেশপুরাণ। সম্পা. মহেশচন্দ্র যোশী। বারাণসী : চৌখাম্বা প্রেস্, ২০১৪(প্রথম সংস্করণ)।

ছান্দোগ্যোপনিষদ। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। পুনা : ওরিয়েন্টাল বুক এজেন্সি, ১৯৪২।

জৈমিনি। *পূর্বমীমাংশা*। সম্পা. গঙ্গানাথ ঝা। এলাহাবাদ : ইন্ডিয়ান প্রেস্, ১৯১৬।

টী. চন্দ্রশেখরন্। *স্তোত্রার্ণব*। মাদ্রাজ : রাজ্য প্রকাশন্, ১৯৬১।

তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্। সম্পা. রাজেন্দ্র লাল মিত্র। কলিকাতা(কলকাতা) : বাপটিষ্ট মিশন প্রেস্, ১৮১৭।

দ্বিবেদী, রেবাপ্রসাদ। *কুমারবিজয়*। হিন্দি অনু. সদাশিবকুমার দ্বিবেদী। বারাণসী : কালিদাসসংস্থান, ২০০৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড)। বারাণসী : চৌখাম্বা প্রেস্, ২০০৭(পুনর্মুদ্রণ) চৌখাম্বা সংস্কৃতসিরিজ ১২৪।

বৈয়াসিক *মহাভারত*। সম্পা. ও অনু. হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, স্বকীয় *ভারতকৌমুদী* ও নীলকণ্ঠের *ভারতভাবদীপ* টীকা সহ। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বরাহপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

বিষ্ণুপুরাণ (প্রথমাংশ)। সম্পা. শ্রীবরদা প্রসাদ বসাক ও অনু. বিষ্ণ্বর্থ-বৈদ্যনাথ। কলকাতা : কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র, ১২৭৬(বঙ্গাব্দ)।

বায়ুপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ(প্রথম সংস্করণ)।

বাল্মীকি। *রামায়ণ* (আদিকাণ্ড)। অনু. সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪২১ বঙ্গাব্দ(দ্বিতীয় সংস্করণ)।

ভরত। *নাট্যশাস্ত্র*। সম্পা. রবিশংকর নাগর, কে. এল যোশী। দিল্লী : পরিমল পাবলিকেশান, ২০১২ (পুনর্মূদ্রণ)।

ভবভূতি। *উত্তররামচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

—। *মহাবীরচরিত*। সম্পা. টি. আর. রত্নম. আইয়ার। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯২৬ (প্রথম সংস্করণ)।

মনুসংহিতা। *সম্পা.* পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

মৈত্রায়ণী সংহিতা। সম্পা. বেদকুমারী বিদ্যালংকার। আগরা : বাংকে বিহারী প্রকাশন, ১৯৮৬ (প্রথম সংস্করণ)।

মোদক, গোবিন্দকৃষ্ণ। *চোরচত্বারিংশী কথা*। বোম্বাই (মুম্বাই) : লংম্যানস্, গ্রীণ এণ্ড কো এটুডি, ১৯৩৪।

মৎসপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : বঙ্গবাসী-ইললেকট্রোমেসিনযন্ত্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

যাস্ক। *নিরুক্ত*। সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস্, ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ).

শিবপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

শূদ্রক। *মৃচ্ছকটিক*। সম্পা. অবিনাশচন্দ্র দে ও শুভেন্দু কুমার সিদ্ধান্ত। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

সুবন্ধু। *বাসবদত্তা*। বিদ্যভবন সংস্কৃত গ্রন্থমালা, টীকাকার শঙ্করদেব শাস্ত্রী। বেনারস : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৫৪ (প্রথম সংস্করণ)।

সাংখ্যকারিকা। সম্পা. রামশঙ্কর ত্রিপাঠী। বারাণসী : কেশবমুদ্রণালয়, ১৯৭০।

সোমদেবভট্ট। *কথাসরিৎসাগর*। *সম্পা.* দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পাবাব। বোম্বাই (মুম্বাই) : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৮৬৭ (প্রথম সংস্করণ)।

স্কন্দপুরাণ। সম্পা. ও অনু. পঞ্চানন তর্করত্ন। কলকাতা : নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থসমূহ :

কুণ্ডু, পুরীপ্রিয়া। *চৌর্যসমীক্ষা*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪২১ (বঙ্গাব্দ)।

দে, দিলীপকুমার। *কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : অণিমা প্রকাশনী, ২০০৭।

বসাক, শীলা। *বাংলার ব্রত পার্বণ*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিসার্স, ১৯৯৮ (প্রথম সংস্করণ)।

বসু, গিরিশচন্দ্র। *পুরাণপ্রবেশ*। কলকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব)*। কলকাতা : ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

ভাদুড়ী, অগ্নিবর্ণ। *কার্ত্তিক : পুরাণ ও বাঙালী লোকবিশ্বাসে*। কলকাতা : বর্ণনা প্রকাশনী, ২০১৭।

মণ্ডল, বলরাম। *পুরাণের ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৭ (প্রথম সংস্করণ)।

সেনগুপ্ত, পল্লব। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা : পুস্তক বিপনি, ১৯৫৯ (প্রথম প্রকাশ)।

সহায়ক বাংলা পত্রিকা :

নাথ, প্রিয়ব্রত। "লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য : সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ তত্ব ও পদ্ধতি". Pratidhwani the Echo (A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science). Vol. 7, Issue. 2, 2014.

সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থসমূহ :

Agrawala, Prithvi Kumar. *Skanda-Kârttikeya (A Study in the Origin and Develpoment).* Banaras : Banaras Hindu University, 1967.

Clothey, Fred. with the poem prayers to Lord Murukan by A.K. Ramanujan. *Many faces of Murukan : The History and Meaning of a South Indian God.* New Delhi : Munshiram Monoharlal Publishers Pvt. Ltd, 1978. (1st ed.)

Chatterjee, Asim Kumar. *The Cult of Skanda-Karttikeya in Ancient India.* Calcutta (Kolkata): Punthi Pustak, 1970.

De, S.K. *History of Sanskrit Literature : Prose, Poetry and Drama.* Calcutta (Kolkata): University of Calcutta, 1947.

Hazra, R.C. *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and customs*. Dacca : The University of Dacca, 1940.

Hari, D.K. & D.K. Hema Hari. *Understanding of Skanda.* (pdf book link - www. Bharathgyan.com).

Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics.* Delhi : Motilal Banarsidass, 2002 (4th Ed. Rpt.).

Muthuswamy Sastrigal, T. K. *Kārthikeya Kathārnavam* (Text in Sanskrit with Commentary in Tamil). New Delhi : 1982 (1st ed.).

Narayanan, Usha. *Kārtikeya and his battle with the soul stealer.* Haryana : Penguin random house india, 2018.

Nagar, Shantilal. *Skanda-Kārttikeya The Son of Śiva and The Chief Warrior of Gods.* Delhi : B.R. Publishing Corporation, 2018.

N. Vanamamalai, "Skanda-Murugan Synthesis: A Social Anthropological View", in South Indian Studies, Part II. Ed. R. Nagaswamy. Madras, 1979.

Pargiter, F. E. *Ancient Indian Historical Tradition.* London : Oxford University press, 1922.

Rana, S. S. *A Study of Skanda Cult.* Delhi : Nag publishers, 1995.

Rangarajan, Haripriya. *Images of Skanda-Kārttikeya-Murugan : An iconographic Study.* Delhi : Sharada Publishing House, 2010.

Zvelebil, Kamil V. *Tamil Traditions on Subrahmaya-Murugan.* Madras : Institute of Asian Studies, 1991.

Shekar, Shraddha Anu. *Muruga The god of war* . Chennai : Notion press, 2018.

Srivastava, Prashant. *Aspects of Ancient Indian Numismatics.* Delhi : Agam Kala Prakashan, 1996 (1st ed.).

Viswanathan, R. *Lord Murugan Kārthikeya Katha.* Delhi : Trinity, 2015.

ইংরাজী পত্রিকা -

Haripriya, Rangarajan. "Fusion of the Cult of War God Skanda with Tribal God Mugan in Tamil Country." Jñana-Pravāha. Vol - XV.

Webliography :

Kartikeya Mahima (Kandar Alangaram) Hindi Dubbed movie link -

https://youtu.be/LTAjFPda4bk?si=P1GnZfJxr8aMqA-k

Bhagwan Kartik Hindi movie link -

https://youtu.be/yNvA_SvQPhA?si=mWDEHKq9D9-XqS43

108 Names of Murugan link -

https://youtu.be/4oBnkRPTGnA?si=AJNfhnYC9S8C5Ndn

Basberia kartikpuja link -

https://youtu.be/SxAozZhnLWM?si=y-fg_dJyfPAZoADT

Kartikeya Gayatri mantra -

https://youtu.be/MOiDWNv_p4M?si=3lEu07FXDB3gam2J

Beldangar kartik ladai -

https://youtu.be/UlGz-iDlZsc?si=aZyiz6LU9C5ATuDL

Katwyr kartik ladai link -

https://youtu.be/Jlt9WmeDMs4?si=cC9YYBQqd-r6E91u

❖ চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত চিত্র :

চিত্র -১ এবং ২ (প্রথম কুমারগুপ্তের কার্ত্তিকেয়ের চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা)

চিত্র - ৩ (স্কন্দ ও মহাসেনার চিত্র)

চিত্র - ৪(চতুর্ভজ যুক্ত স্কন্দ)

চিত্র -৫ (ষণ্মুখ কুমারের চিত্র)

চিত্র - ৬(ময়ূরের সঙ্গে কুমারের চিত্র)

সৌজন্যে - *Encyclopaedia of Indian Coins* by Prasahant Srivastava, পৃ. ২৯৬, পৃ. ৩৫৪, পৃ. ৩৫৫

❖ একই প্রকারের মুদ্রার সংগৃহীত কিছু চিত্র -

যৌধেয়দের মুদ্রা, ব্রিটিশ মিউজিয়াম(*Skanda-Kārtikeya* By Prithvi K. Agrawala পুস্তক থেকে সংগৃহীত)

ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম(কলকাতা) থেকে সংগৃহীত।

❖ পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত চিত্র :

চিত্র -১

(কোচিহারের কাতিপূজার চিত্র, সৌজন্যে-সামাজিক মাধ্যম)

চিত্র -২

(বর্ধমানে বারোয়ারি কার্ত্তিকপূজার চিত্র, সৌজন্যে-সামাজিক মাধ্যম)

চিত্র -৩

(চব্বিশ পরগণা(দ.) জেলার কার্ত্তিকপূজা, সৌজন্যে-অর্চনা মণ্ডল)

চিত্র -৪

(মুর্শিদাবাদ জেলার কার্ত্তিক লড়াই, সৌজন্যে-অশোক মণ্ডল)

চিত্র-৫

(বাঁশবেড়িয়ার রাজা কার্ত্তিকের মঞ্চ, স্বকীয় সংগ্রহ)

চিত্র - ৬

(দেবসেনা ও বল্লীর সঙ্গে স্কন্দ, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র -৭ ও ৮(কণ্ডষষ্ঠী ও কাভাদি উৎসবের চিত্র, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র-৯(থিরুপ্পারকুণ্ড্রম মন্দির,সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র -১০(তিরুচেন্দুর মন্দির, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র -১১(পালানি হিল মন্দির, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র - ১২(স্বামী মালাই মন্দির, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র-১৩(তিরুত্তানিমন্দির, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

চিত্র-১৪(পালামুথিরসোলাই মন্দির, সৌজন্যে-ডি.কে হরি)

পশ্চিমঙ্গের হুগলীজেলার বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দিরের গাত্রে একমুখ ও চতুর্মুখ কার্তিকের কারুকার্য(১ম) স্বকীয় সংগ্রহ, ২য় টি দক্ষিণ ভারতের স্বামীমালাই মন্দিরে স্কন্দ কর্তৃক শিবকে ওঁকারের ব্যাখ্যা প্রদানের চিত্র।

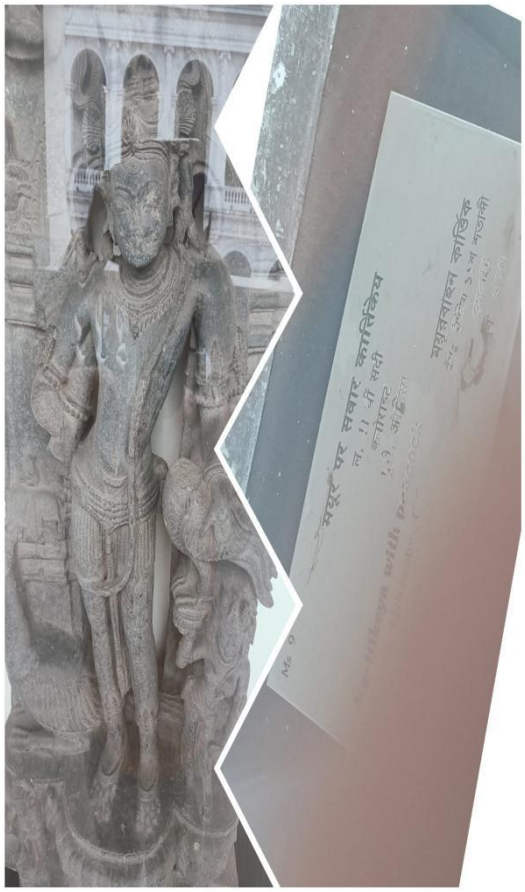

ময়ূর বাহন সহ কার্ত্তকেয়ের মূর্তি ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম(কলকাতা) থেকে সংগৃহীত(স্বকীয় সংগ্রহ)।

ক. ছয় মস্তক যুক্ত স্কন্দ, বাজিনাথ, হিমাচল প্রদেশ।

খ. পাশ হস্তে স্কন্দ, মধ্যপ্রদেশ।

গ. শিখিবাহন স্কন্দ, হিমাচল প্রদেশ।

ঘ. চতুর্হস্ত স্কন্দ, ময়ূর এবং মোরোগের সঙ্গে, বাইজনাথ, আলমোরা।

ঙ. ময়ূরবাহন স্কন্দ, বাদামি, মাইসোর।

চ. স্কন্দ অভিষেক, লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর।

(S.S. Rana, *A Study of Skanda Cult* পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশ থেকে সংগৃহীত)।

জ

ঝ

ঞ

ট

ঠ

ড

জ. ষণ্মুখ স্কন্দ, তীর ও ধনুক সহ. থাইল্যান্ড।

ঝ. চতুর্হস্ত স্কন্দ, ইলোরা গুহা।

ঞ. ষণ্মুখ স্কন্দ, দক্ষিণভারত।

ট. দণ্ডায়মান স্কন্দ, রাজস্থান।

ঠ. সুব্রহ্মণ্য স্কন্দ, বিজয়নগর।

ড. ষণ্মুখ স্কন্দ, দ্বাদশ হস্তযুক্ত, চোল।

(S.S. Rana, *A Study of Skanda Cult* পুস্তক থেকে সংগৃহীত)।

চ. দণ্ডায়মান স্কন্দ, বারাণসী।(S.S. Rana, *A Study of Skanda Cult* পুস্তক থেকে সংগৃহীত)।

ণ. ব্রহ্মশাস্ত্রা স্কন্দ, মধ্যপ্রদেশ।(*তদেব*)

ত. অগ্নি কর্তৃক শিবের রেত পানের দৃশ্য, ভুবনেশ্বর মিউজিয়াম।(*তদেব*)

থ. স্কন্দ কার্ত্তিকেয়, বসার, গারওয়াল।*Skanda-Kārtikeya* By Prithvi K. Agrawala

দ. বর্শা হস্তে স্কন্দ, ন্যাশান্যাল ও মথুরা মিউজিয়াম।(*তদেব*)

ধ. শক্তি হস্তে স্কন্দ, মথুরা মিউজিয়াম।(*তদেব*)

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

ন. থিরুপ্পারকুণ্ড্রম(Thirupparankundram)।

প. তিরুচেন্দুর(Thiruchendur)।

ফ. পালানি হিল(Palani Hills)।

ব. স্বামী মালাই(Swami Malai)।

ভ. তিরুত্তানি(Tiruttai)।

ম. পালামুথিরসোলাই(Palamuthirsolai)।

(সৌজন্যে-ডি.কে হরি। (pdf book link - www. Bharathgyan.com)।